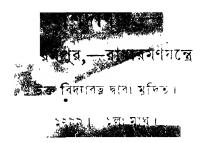
চৈতন্য-মঙ্গল।

্সূত্রখণ্ড।

_{কবিবর্}— **্রীলোচন্যাস** কুর্ত্তক

বির্চিত !





উৎসর্গঃ।

প্রীপ্রীপ্রীপ্রামমহারাজ ত্রিপুরারাজ্যাধীশ্বর-বীরচন্দ্র বর্ম মাণিক্য বাহাদূর-করকমলেমু—

মহারাজ!

সপ্রতি আমি "চৈত্য-মঙ্গল" গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। ইহাতে প্রীকৃষ্ণ চৈত্য মহা প্রভুর লীলা অতি স্থানার করিতায় বর্ণিত হইয়াছে, আপনি করিয় ও গীতিপ্রিয়, ইহাতেও একাধারে ছই বস্তু বর্ত্তমান। স্থতরাং আপনি, আপনার অমাত্য প্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া স্থথী হইবেন। আশীর্কাদ করি, এই "চৈত্য-মঙ্গল" পাঠে আপনার চিত্রের মঙ্গল হউক।

শন ১২৯৯। ১ মাখ। হহরমপুর, আশীর্কাদক। ্শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব।

বিজ্ঞাপন।

"Cচতন্তমঙ্গল" নামে পুস্তক থানি বহুদিন বৈঞ্চব-সমাজে চলিয়া **আদি**-তেছে। অনেকের গৃহেই হস্তলিখিত পুস্তক আছে ও অনেকেই ইহার মর্ম্মও অবগত আছেন। দ্বিতীয়তঃ "চৈতভামঙ্গল" গায়কদিগের হত্তে পডিয়া আরও বিস্তৃত হইয়াছে, কারণ নবদ্বীপ, রাঢ়, বরেক্স প্রভৃতি-বঙ্গের আনেক স্থানেই "চৈতন্তমঙ্গলের" গান বিশেষ পরিচিত বস্তু। আক্ষেপের বিষয়, এ**ই গ্রন্থ এযাবৎ** বিশুদ্ধরূপে মৃদ্রিত হয় নাই। কলিকাতার বটতলার মুদ্রিত এ**কথানি গ্রন্থ** আছে, তাহা যে কেমন পরিপাটী-যুক্ত ও বিশুদ্ধ তাহা বিজ্ঞজ্জন মাত্রেরই স্পৃথি-আমি বহুবত্তে তিন থানি প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। ইং।ই আমার মুদ্রিত করণের আদর্শ। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ পোঃ, দৌলতাবাদ, দাদিপুর নিবাদী শ্রীযুক্ত রাদবিহারি দাদ সাংখ্যতীর্থের নিকট ছই থানি লব্ধ। অপর থানি আমার পূর্ব্ব: সঞ্চিত। এইট, কানাই বাজার, মৈনাগ্রাম নিবাসী শ্রীশ্রীক্ষণটেতভা দেবের দাসামুদাস বৈষ্ণববর শ্রীরাজীবলোচন দাস মহাশর আমাকে অন্নরোধ করেন, আমি তাঁহারই আগ্রহে এই গ্রন্থ মুদ্রান্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে আরও কতিপন্ন মহাত্মা উৎসাহ দিয়া। ছিলেন, তাহা কেবল বাকামাত্রেই পরিণত হইল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এখন বৈষ্ণবশাস্ত্রের লুপ্তোদ্ধার সম্বন্ধে জনগণের কিরূপ মত। যাহা হউ**ক** আমি অনেক যত্নে ও অর্থব্যবে এই গ্রন্থ খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি-লাম। বৈষ্ণবগণ যত্নসহকারে পাঠ করিলেই আমি যত্ন ও অর্থব্য**র সফল** জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে অন্তর্ধান পর্যান্ত সমুদার লীলা স্থান্তর কবিতার বর্ণিত হইরাছে, প্রসঙ্গাধীন তদীয় ভক্তগণের বিবরণও পরি-ত্যক্ত হয় নাই, তাহা গ্রন্থপাঠেই বিদিত হইতে পারিবেন। তবে এখনে গ্রন্থকা লোচনদাস মহাশ্রের জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা গোল।

"বর্দ্ধমানের উত্তর দশীকোশ, গুস্করা ষ্টেসন্ হইতে পাঁচ কোশ দূরে কুছবে নদীর তীরে মঙ্গলকোটের নিকট, "কুয়া" বা "কো" গ্রামে বৈদ্যবংশীর কমলা-কর্ম দাসের গুরুসে ও সদানন্দীর গর্ভে তিলোচন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম ত্রিলোচন দাস হইলেও বৈশুবসমাজে "লোচনদাস" ত্রলিয়াই বিখ্যাত, কারণ ইনি নিজকৃত পদাবলীতে প্রারহ "কহরে লোচনদাস" এই ব্লিয়াই ভণিতা দিয়াছেন। ত্রিলোচনের মাতামহের ও পিতামহের এক গ্রামেই বাস এবং ত্ই কুলের ইনিই একমাত্র কুলপ্রদীপ। তাঁহার মাতামহের একটীমাত্র-কক্সাত্রিলোচনের গর্ভধারিণী সদানন্দী, কাজেই ত্রিলোচন ছই বংশের বড়ই আদেরের ধন ছিলেন। তাঁহার নিজলিথিত চৈতক্ত-মঙ্গলে আর্পরিচয় এই:—

"চারি থও পুঁথি এই করিল প্রকাশ। বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রামে নিবাস। মাতা ওদ্ধাতি সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম। কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাঁহার প্রসাদে গাই গ্রেরগুণ গাথা। মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে। ধন্ত মাতামহী সে অভ্যা দাসী নামে। মাতামহের নাম প্রীপুরুষোত্তম গুপু। সর্বতীর্থপূত সেই তপন্তান্ন তৃপ্ত। মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহেব পুত্র। যথা তথা বাই সে ছল্লিল করে মোরে। ছল্লিল (মাত্রে) দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে। মারিয়া ধরিয়া মোরে পড়াইল অক্রর। ধন্ত সে পুরুষোত্তম গুপু চরিত তাঁহার। তাঁহার চরণে মুক্তি করি নমন্তার। চৈতন্ত্র চরিত্র লিথি প্রসাদে যাহার। মাতৃকুল পিতৃকুলে কহিল মোক্রা। নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা। তাহার প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ। পুন্তক করিল সায় এ লোচনদাস"। (চৈতন্ত্র-মঙ্গল শেষ)।

ব্রিলোচন দাস নিজে দৈন্ত পূর্ব্বক যাহাই বলুন, তিনি মূর্থ ছিনেন না।
মামানন রামের অপূর্ব্ব সংস্কৃত নাটক জগনাথবল্লভ স্থিত গীত ভাঙ্গিয়া বিনি
বাঙ্গালা পদ করেন এবং চৈতন্ত-মঙ্গল নামক গৌরগুণময় এক বৃহৎ বাঙ্গালাপদ্যাত্মক,কাব্য লিথেন ও তাহাতে নরহরি সরকার অন্থমতি দেন, স্থতরাং
ইনি যে এক জন পণ্ডিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গোরাকের গুণ বাঙ্গালাপদ্যে লিথিতে ইহাঁর বড়ই সাধ হয় এই জগুই চৈতজ্ঞ-মঙ্গল লিথেন। ইহাঁর রচিত "হ্লাভসার" নামক একথানি স্কাতত্ত্বে পরিপূর্ণ গ্রন্থ আছে। ত্রিলোচন দাস শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, তবে তাঁহার হস্তাক্ষর গুলি বড় মোটা মোটা ছিল। বাঁশের কলমে তেজেটের পাতায় লিথিতেন। এবং তাঁহার "ক, খ" তেড়েটপাভা যোড়া হইত। তাঁহার হস্তলিপি অদ্যাপিও মর্জমান আছে। এই ভেড়েটপাভা লইয়া তাঁহার বাটীর কুলগাছ তলায় এক-

থানি প্রস্তরের উপর বসিয়া চৈতন্ত-মঙ্গল লিথিয়াছিলেন। সে প্রস্তর পৃথনও বর্তমান, সাধুগণ দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইয়া থাকেন।

जिल्लाहन जामततत हाल, मण्ल ठाँशत जज्ञ तग्रम हे विवाह मिलन। তাঁহার খন্তর বাটা আমোদপুর, কাকুটে গ্রামে। তাঁহার বিবাহে মহাসমা-রোহ হয়, মাতামহ পিতামহ এক গ্রামের ৰলিয়া স্ত্রীগণের আনন্দ উৎসব ও यर्थष्ठे इरेग्नाहिल। विवारहत পत्र जिल्लाहन औथर ध औनत्रहति ७ औत्रधूनमन সরকার ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাভাাস করিতে যান। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাগণের সহবাস নিবন্ধন সংসারে অনাসক্তিও অভ্যন্ত হইল। ত্রিলোচন অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুরুজনের অর্মুরোধে শ্রীথণ্ড ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিলেন এবং খশুর বাটী পদত্রজে গমন করিলেন। বিবাহের পর এই প্রথম খণ্ডর বাটী গমন, কাজেই স্ত্রীও তত প্রিচিতা নহেন। খণ্ডরবাটীর নিকটে যাইয়া একটা স্ত্রীলোককে বলিলেন, "মা ! অমুকের বাটা কোন পথে যাইব ?" তিনিই ত্রিলোচনের পত্নী। অনতিবিলম্বেই তাহাকে পত্নী জানিয়া বড়ই লজ্জা ও পাপভয়ে কাতর হইলেন। মনে ভাবিলেন, **শ্রীনরহরি সরকার** ঠাকুর মহাশয় আকুমার ত্রহ্মচারী, আমারও জী-ত্যাগের এই এক স্থবিধা इंहेल। खीछ वर्ष क्रुका इंहेलन। **भार्य हित्र**कीतन এक खामन कतिरनन বটে, কিন্তু ভ্রমবিষদন্ত সর্পের স্থায় দাম্পত্য ব্যবহার কিছুই ঘটল না। জিলো-চন যে শক্তিমান ও জিতে ক্রির্য, তাহা এই ঘটনাতেই বোধ হয়। স্ত্রীর সহিত প্রগাঢ় প্রীতিও ছিল, তাহাও নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা, আশীর্কাদ মাগি আগে, যত যক্ত মহাভাগে, তবে গা'ব গোরাগুণ গাথা"।

উভয়ের কি মধুর ভাব, এই গীতেই তাহা জানা যায়। ত্রিলোচনের গীত প্রায়ই কোতুকরসে পরিপূর্ণ। শ্রীরাধিকা একদিন ক্লফসজোগ চিহ্ন গোপন করিতে গিয়া শাশুড়ীর নিকট ছল করিয়াছিলেন, ত্রিলোচন তাহা গীতে বর্ণন করিতেছেন।

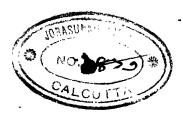
শ্রীরাধিকা—"গাঁজ দিলাম শলিতা দিলাম গোহালে দিলাম বাতি। তোমার ঘরের চোরা বাছুর বুকে মারিল লাথি॥ বুক বুক ব'লে আমি পলেম ক্ষিতিতলে। এমন কেহ ব্যথিত নাই যে, হাতে ধ'রে তোলে॥ লোচন বলে ওলো দিদি! আমি তথন কোথা ?। শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা" ॥ এই সমস্ত রহস্তমন্ত্রী কবিতা শ্রবণেই বোধ হয় বৈষ্ণবৰ্গণ লোচনদাসকে ব্রজের "বড়াই বুড়ীর" অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। কারণ বড়াই ক্লফ্ল-লীলায় অতীব স্কুর্রসিকা একটী বৃদ্ধা ছিলেক্ত্র।

"তুমিত বড়াই বুড়ী, হও সে নাটের গুঁড়ী" অর্থাৎ তুমিই ক্লঞ্লীলা-नाট্যের মূল। ইহাও এক .বৈঞ্ব-কবির বাক্য। যাহা হউক পত্নীপ্রিয় ত্রিলোচন দাস এথিওবাসী নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন ও প্রায় এথিও গ্রামেই বাস করিতেন, জন্মস্থান অবশুই কোয়া গ্রাম, কারণ তাহা লোচন-দাদের নিজের লেখা। প্রেমবিলাদের ১৯ বিলাদে লেখা আছে তাহা এই:— "বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় গ্রীলোচন দাস[া] শ্রীনরহরির শিষ্য শ্রীথণ্ডেতে বাদ" শ্রীথণ্ডে দীর্ঘকাল বাস বলিয়াই এই প্রেমবিলাসের লেখা ব্ঝিতে হইবে। লোচন দাদের "চৈতক্সমঙ্গল" "জগন্নাথবল্লভের অমুবাদ" ও "ছল্ল ভিসার" এই তিন্থানি গ্রন্থ ব্যতীত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না, তবে অনেক গানের পুস্তকে তাঁহার পদাবলী আছে বটে। ইনি মহাপ্রভুর অন্তর্দান সম্বন্ধে লেথেন যে, মহাপ্রভ জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করেন যে, "মানি আর ইহ জগতে থাকিব না, আমায় স্থান প্রদান করুন", এই বলিলে দারের কপাট রুদ্ধ হইয়া গেল। তৎপরে গুণ্ডিচামন্দিরের একটা ব্রাহ্মণ আদিয়া শুন্দা নের গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সাক্ষাংকারের কথা বলিয়া জগল্লাথদেবের দার উদ্বাটন করেন। তৎপরে আর কেহ মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন না। (শেষ-থও, শেষপরিচ্ছেদ, শেষ)।

লোচন দাসের অন্ত বিবরণ আমি জ্ঞাত নহি, কোন সাধু মহান্মা যদি এতদ্বিদ্ধ কিছু জ্ঞাত থাকেন, আমাকে জানাইলে অমুগৃহীত হইব।"

(रिकथन-श्रीवनी)।

জীরামনারায়ণ বিদ্যারত্র।.



চৈতন্য-মঙ্গল।

সূত্রথণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ম চন্দ্রায় নমঃ॥
ভক্তিপ্রেমমহার্য্যরত্মনিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিস্কৃতিবিধা পূর্ণাবতীর্ণঃ কলো।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুস্কারবজ্ঞাস্কুরৈঃ
শ্রীমন্ধ্যানিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্মরূপঃ প্রভুঃ॥ *
পঠ্যশ্রী রাগ॥

নমো নমো বন্দেঁ।, দেবগণেশ্বর, বিশ্ববিনশন মহাশয়। ূএকদন্ত মহাকায়, সর্ববিকার্য্যে সহায়, জয় জয় পার্ব্বতী-

* ভক্তি ও প্রেমরূপী মহামূল্য রত্নরাশি প্রদান করিয়া, যিনি ভক্তগণের সিস্কোষ বিধান এবং ভক্তজনের নানাবিধ বিপং নিবারণ ও অভাব মোচনাদি করিতেছেন, কারণ তিনি ভক্তদিগের নিঙ্কৃতি বিধান জন্মই কলিযুগে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ ইইয়াছেন। দিভীয়তঃ—যিনি ছঙ্কাররূপী বজ্রাঙ্কুর সমূহ দারা ত্রিগতের যাবতীয় ভক্তদেষী পাষ্পুগণকে পরিচ্ণিত করিতেছেন। সেই (ভকৈকশরণ) শ্রীমান্ সন্ন্যাসিচ্ডামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রভু এই জগতীততে সমধিক কর্যুক্ত হউন্॥

তনয়॥ হরগৌরী বন্দেঁ। মাথে, যুড়িয়া যুগল হাতে, চরণে পড়িয়া করেঁ। সেবা। ত্রিজগতে এক কর্তা, বিষ্ণুভক্তি বর-मांजा, मरव এक के रमवीरमवा ॥ मत्रश्र्वी वरमाँ। मूरछ, रकनि কর মোর তুণ্ডে, কহ গৌরহরি-গুণগাথা। অবিদিত, ত্রিজ-গতে, গোরবর্ণ বাণীনাথে, অদভুত অপরূপ কথা।। কাকু করোঁ দেবগণে, আর যত গুরুজনে, বিম্না করিহ কেহ ইথি। না চাহোঁ সম্পদ্বর, মুঞি অতি পামর, নির্বিদ্ধে সম্পূর্ণ হউ পুথি। বিষ্ণুভক্ত বন্দেঁ। আগে, আর যত মহা-ভাগে, যার গুণে পৃথিবী পবিত্র। সর্ব্ব জীবে করে দরা, বিশেষে আরতি পাঞা, ত্রিভুবনে মঙ্গল চরিত্র। মুঞি অতি অভাজন, না বুঝোঁ ডাহিন বাম, আকাশ ধরিতে চাহোঁ বাহে। অন্ধে দিব্য রত্ন বাহেঁছ, পর্বত না দেখোঁ কাছে, না জানি কি পরিণামে হয়ে॥ দবে এক ভরদা আছে, প্রভু কাহো নাহি বাছে, গুণ গায় উত্তম অধমে। সর্ব্ব জীবে এক দয়া, সবে পায় পদ ছায়া, অধিকারী নাহিক নিয়মে॥ যে পুন বৈষ্ণব জন, তার কথা কহি শুন, অকারণে দয়া সর্বা-লোকে। পর লাগি জীবন, পর লাগি ভূষণ, পার-উপকারে মানে স্থথে। চাকুর জ্রীনরহরি,-দাস প্রাণ অধিকারী, যাঁর পদ প্রতি আশে আশ। অধমে হ সাধ করে, গোরা-গুণ গাই-বারে, সে ভরদা এ লোচন দাস ॥ তাঁর পদ পরসাদে, গাইব অনেক দাধে, এই মোর ভরদা অন্তর। সে হুখানি চরণ, ष्यके नििक्ष कार्रां , श्रुमरा शूरेन नितंखत ॥

किमात तांश ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতত্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচক্র জয়

গোরভক্তরুন্দ। জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কুপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। করুণাভরণ সব হেম গোরা গায়। বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পায়॥ সকল ভকত লৈঞা বৈসহ আসরে। ও পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে॥ শচীর ছ্লাল প্রভু কর পরণাম। তিলেক করুণা দিঠে কর অব-ধান॥ অদৈত আচাৰ্য্য গোসাঞি দেবশিরোমণি। যাঁর পদ-পরসাদে ধন্য এ ধর্ণী। বন্দিয়া গাঁইব সে দীতার প্রাণনাথ। করুণা করছ প্রভু কঁরেঁ। যোড়ছাত॥ অভিন্ন হৈতন্য সে ঠাকুর অবধৃত। নিত্যানন্দ রাম বন্দেশ রোহিণীর সূত॥ গোরগুণ গররে গর্গর মাতোয়ার। বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার। মিশ্র পুরন্দর বন্দি বিশ্বস্তবের পিতা। শচী ঠাকু-রাণী বন্দে। চাকুরের মাতা॥ নবদ্বীপময়ী বন্দে। বিষ্ণুপ্রিয়া. মা। যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙা পা॥ শ্রীপণ্ডিত গোসাঞি বন্দিব একমনে। ঈশ্বর মাধবপুরীর বন্দিয়া চরণে॥ গোসাঞি গোবিন্দ বন্দে। আর বক্তেশ্বর। গোরপদ-কমলে যে মত্ত মধু-कत ॥ शूती एव शतमानन जात विक्थू शूती । गनांधत नाम एय বন্দিব শিরোপরি॥ গুপ্ত বেঝা বন্দিব হরিষ মনোরথে॥ গোরাগুণ গাও, যদি দয়া কর চিত্তে॥ এীবাস ঠাকুর বন্দেঁ। আর হরিদাস। বাস্ত্রদত মুকুন্দ চরণে করেঁ। আশ॥ রায় রামানন্দ বন্দেঁ। পীরিতের ঘর। পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দেঁ। নির-ন্তর ॥ রূপ সনাতন বন্দো পণ্ডিত দামোদর। রাঘব পণ্ডিত বন্দোঁ প্রণতি বিস্তর॥ জ্রীরাম স্থন্দর গৌরীদাস আদি ।ত। নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দেঁ। যতেক ভকত॥ কুলের দেবতা বন্দেশ এইফদেবতা। ইহলোকে পরলোকে সেই সে

দ্বক্ষিতা। তাঁহা বিমু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু। নরহরি দাস মোর গৌরগুণসিকু॥ গোবিন্দ মাধবঘোষ বাহুঘোষ আর। ভূমে পড়ি করযুড়ি করে। মস্কার। ত্রীরন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে। জগৎ মোহিত যার ভাগবতগীতে॥ বন্দনা গাইতে ভাই হইবে অমুক্ষণ। ঘরের ঠাকুর বন্দেঁ। জ্রীরঘূ-নন্দন॥ তাঁর পিতা বন্দোঁ এীযুকুন্দ দাস। চৈতন্ত্র-সন্মত-পথে নির্মাল বিশ্বাস ॥ কাঁরো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি। স্বারে বন্দিয়া সবে মোর শিরৌমণি॥ মহান্ত বন্দিব [°]আর মহান্তের জন। একঠাঞি বন্দি গাই সবার চরণ॥ আগে পাছে বিচার কেছ না করিছ মনে। অক্ষরাস্কুরোধে বন্দনা 'নহে ক্রমে ॥ যার নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা। শত পর-্ণাম করি অপরাধ মার্জ্জনা॥ পৃথিবীর ভকত ব**ন্দেঁ। অস্ত**-রীক্ষচারী। সবার চরণে একে একে নমস্করি॥ গোরা-গুণ গাও মোর এই প্রতি আশ। এ লোচন দাস বলে পূর মোর আশ।

বড়ারি রাগ, দিশা॥

* প্রাণভার্য্যা নিবেদেউ নিবেদেউ নিজ কথা। (মূর্চ্ছা)
(কিরে কি আরে কি ওরে প্রাণ হয়।) আগে আশীর্বাদ
মাগো, যত যত মহাভাগ, তবে সে গাইব গুণ গাথা॥ মো
ছার অধমাধম না জানি মহত্ত্ব। গোরাগুণ চরিত্রে কি কহিব
মহত্ত্ব॥ না জানিয়া প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ। উত্তম জনের
চাঁই ঠেকিলে হবে লাজ॥ অধিকারী নহো তবু করো পরমাদ। গোরাগুণমাধুরীতে বড় লাগে সাধ॥ প্রীমুরারিগুপ্ত

[∗] স্পর প্রতেক এই স্থান হইতেই গ্রন্থারম্ভ দেখা যায়।

বেঝা বৈদে নবদ্বীপে। নির্ভুর থাকে গোর্ফটাদের সমীপে॥ তাহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে। হুনুমান্ বলি যশঃ-খ্যাত্রতি পৃথিবীতে॥ সমুদ্র লঙ্গিয়া যেবা লক্ষাপুরী দহে। সীতা উদ্ধারিয়া বার্ত্তা শ্রীরামেরে কহে। বিশল্যকরণী **আনি** লক্ষাণে জীয়ায়। সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায়। সর্ব্ব তত্ত্ব জানেন প্রভুর অন্তরীণ। গৌর-পদ-অরবিদে ভকত প্রবীণ ॥ জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যেবা কৈল। আদ্যোপা**ন্তে** যেই রূপে প্রেম প্রচারিল। • দামোদর পশুত সূর্ব পুছিল তাহারে। আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥ শ্লোকবন্ধে হৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত। দামোদর সংবাদ মুরারির মুখো-দিত ॥ শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত। পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গোরাঙ্গচরিত॥ অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে। অবজ্ঞানা কর কেহ না করিছ রোষে॥ অমৃত : प्रिया कोर्ता ना लोगरा मार्थ। **अ**ख्डान वालक हेक्डा আকাশের চাঁদে। গোরাগুণ কৃহিতে এছন মোর সাধ। প্রছন সময়ে চাহি বৈষ্ণব-প্রসাদ॥ বৈষ্ণব-চরণে মুঞি কর পরণাম। গোরাগুণ গাও মোর এই হিয়া কাম॥ **আমার** ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস। প্রণতি বিনতি করেঁ। পূর মোর আশ ॥

মারহাটি রাগ, দিশা॥

(হরি রাম রাম দ্বিজচাঁদ নারে মোর প্রাণ আরে হয় ॥ ধ্রু॥)
প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন। আচার্য্য গোসাঞি কৈন
গর্ভের বন্দন॥ পৃথীতে জনম লৈল ত্রিজগৎ নাথ। সাক্রোপাস যত যত পারিষদ সাথ॥ পিতা মাতা বালক লালেন

যেন মতে। অন্প্রাশনে নাম থুইল হরষেতে॥ বাল্যচরিত্র কথা কহিব বিধান। শৃত্য-চরণে শুনি নৃপুর-নিশান ॥ পরশি অশুচি দেশ চলে আচ্মিতে। আপন মায়েরে জ্ঞান কহিল যে মতে॥ পুরনারীগণ কছে বুঝিতে চরিতে। তার রোলে নারিকেল আনিলা ছরিতে॥ কুকুর শাবক লৈঞা খেলায় ঠাকুর। দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর॥ বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে। গুপ্তবেঝা পরকাশ দেখিল যে মতে॥ বালক সহিতে হরিসঙ্কীর্ত্তনে মৃত্য। দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত্তি। হাতে খড়ি দিলেন যে মতে তার বাপ। যা শুনিলে দূর হয় অমঙ্গল তাপ। তবে ত কহিব কথা শুন সাব-ধানে ॥ খেলে বিশ্বস্তুর বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ্ সনে ॥ ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন চুই সহোদর। কহিব তাহার কথা শুনিবে উত্তর॥ বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল যেন মতে। বিশ্বস্তুর পিতা মাতা প্রবোধে কথাতে। তবেত কহিব বিশ্বস্তবের চরিত। বালক সহিতে থেলা থেলে বিপরীত। সকল বালক মেলি জাহ্ন-বীর জলে। বালুকায় পক্ষিপদ চিহ্ন দেখি বোলে॥ দেখিয়া তাহার পিতা হুঃখী হৈল মন। ঘরেরে আনিয়া কৈল তর্জ্জন গৰ্জন। স্বপনে তাহারে কুপা কৈল যেন মতে। কহিব সকল কথা শুন এক চিতে॥ কর্ণবেধ চূড়াকর্ম আর উপবীত। কহিব সকল কথা আনন্দিত চিত॥ বাল্য সমাধান এই যৌবন প্রবেশ। দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ অশেষ॥ গুরুষানে পড়িলেন সতীর্থ্যের সনে। বঙ্গজের কথায় পরি-হাসয়ে যেমনে॥ মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে। অনেক প্রকাশ কথা কহিব সেকালে।। হেনই সময়ে জগন্ধাথ 🦼

পরলোক। কান্দয়ে যেমনে প্রভু পাঞা পিতৃশোক। তবেত কহিব কথা অপরূপ আর। বিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার॥ গঙ্গাসন্দর্শনে আর যে হৈল রহস্ত। সাবধানে শুন ইহা কহিব অৰশ্য॥ পূৰ্ব্বদেশ গমন কহিব ভাল মতে। লক্ষ্মী-সর্গ আরোহণ হৈল যেন মতে॥ দেশেরে আসিয়া পুন বিবাহ করিলা। শিষ্যে বিদ্যা দান দিয়া গয়ারে চলিলা॥ প্রত্যেকে কহিব ইহা শুন সর্বজন। অনেক আনন্দ পাবে না ছাড় যতন। দেশ-আগমন কথা কহিব বিশেষ। প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর রুদাবেশ। মধ্যথণ্ড কথা ভাই অনেক আনন্দ। শুনিতে পুলক বান্ধে অমিয়া অথও॥ ভক্তসন্দর্শন কথা। প্রেমের প্রকাশ। কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস। মধ্য-খণ্ড কথা ভাই নদীয়া বিহার। অমিয়ার ধারা ধেন প্রেমের প্রচার॥ অতি অপরূপ কথা প্রকাশিলা প্রভূ। চারি ্যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনে কভু॥ হেন অদভুত কথা ভক্তি পর-চার। কহিব মধ্যমথণ্ডে নদীয়াবিহার॥ সকল ভকত মেলি আইলা যেনমতে। প্ৰত্যেকে কহিব ইহা যে জ্বানি কহিতে॥ প্রথমে কহিব শচী পাইল প্রেম দান। প্রথতে যেমতে শুনে বংশীর নিস্বান ॥ প্রেমায় বিহুবল হৈলা ভাবের আবেশে। আচম্বিতে দেববাণী উঠিল আকাশে॥ মুরারিকে কুপা কৈলা বরাহ আবেশে। ব্রহ্মা আদি দেব দেখে আপন আবেশে n শুক্লাম্বর ত্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে। কহিব সকল কথা শুন সর্বভাবে। পণ্ডিত জ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে। প্রেমার বিহ্বল হঞা দিবানিশি কান্দে॥ একে একে দিল সর্বজনে প্রেম দান। কহিব যেমত কথা যেমত বিধান। ভক্তকে

প্রসাদ আত্রবীজ আরোপণ। যা শুনিলে দর্বজনের দিণা ঘুঁচে মন। অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেম প্রকাশয়ে। জ্ঞানগম্য যাহা প্রস্থায় দবায়ে॥ তবেত কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন। যেমতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন॥ হরিদাস প্রভু সনে মিলয়ে যেমনে। অদৈত আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে॥ যেন মতে জগাই মাধাই নিস্তারিল। পিতা পুত্রে ব্রাহ্মণেরে যেন কুপা কৈল। শিবের গায়নে কুপা কৈল যেন মতে। আচন্দিতে খেদ উঠে ব্ৰাহ্মণ চরিতে॥ (যই মতে জাহ্নবীতে দিল প্রভু बाँ। या छिनरंन जिन त्नारक नार्व हिया-काँ। जरव .আর অপরূপ শুনিবে বিধানে। দেবালয় মার্জ্জনা প্রভু করিলা যেমনে ॥ শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ। কুষ্ঠ-ব্যাধি নিস্তারিল এ বড় কোতুক॥ বলরাম-আবেশ কথা কৃহির বিশেষ। যা শুনিলে সকলের আনন্দ অশেষ। ঐচিন্দ্র-শেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ। প্রেম পরকাশে ছায় এ স্থূমি আকাশ। অনেক রহস্ত কথা কহিব তাহাতে। বৈরাগ্য অদ্ভূত প্রভুর উঠে যেন মতে॥ 🖺 কেশব ভারতীর নদীয়া নগরে। সন্ধাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে॥ যেন মতে সব ভক্তগণের বিলাপ। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শোক সাগরে দিল वाँभि ॥ मन्त्राम वागरय नवनीश ছाড़ि याय । मन्त्राम कतिल প্রভু ভারতী সহায়॥ কহিব সম্যক্ কথা যত বিবরণ। আচার্য্য প্রভুর ঘর গেলা যেন মন॥ সবা সন্দর্শনে আর যে হইল কথা। সবা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈল তথা।। পুরু-ষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে। কহিব রহস্ত কথা গ্রাম রেমুণাতে। তিমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত। যাহা

শুনি দর্বলোক পাইবে পিরিত। যাজপুর যাইতে প্রভুর যে হৈল রহস্য। একাত্র নগর কথা কহিব অবশ্য ॥ জগন্ধাথ দন্দশনি হৈল যেন মতে। দার্বভৌম প্রকাশ শুনিবে এক
চিতে॥ মধ্যথণ্ড কথা ভাই অমৃতের দার। শেষ খণ্ড কথা
আছে কহিব তাহার॥ মধ্যথণ্ড দায় পুথি প্রেমার প্রকাশ।
আনন্দ হদয়ে কহে এলোচন দাস॥

ধানসী রাগ, তরজা ছন্দ, প্রলাপ॥

জয় রে জয় রে জয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈত্য, আপনি অবনি অব-তার। অহহ লোকের ভাগ্যে, পৃথিবী সোহাগ রে, এপদ যাহার অলস্কার। ত্রিজগত প্রদীপ, নবদীপেরে উদয় কৈল, করুণা-কিরণ পরকাশে। অনেক দিনের যত, ভকত পিয়াশী ছিল, ধাওল প্রেম প্রতি আশে॥ মধুময় কমলফুলে, ষট্পদ ভ্রমর বোলে, যেন চাঁদ চকোরের মেলি। বরিষার মেঘ দেখি, চাতক ফুকারে যেন, পিউ পিউ ডাকে মাতিয়ালি 🖈 নাচয়ে ভাবকভোরা, প্রেম বরিষয়ে গোরা, হুস্কার গর্জ্জন সিংহনাদে। অপনের ধন যেন, হারাঞা পাইঞা হেন, অনুগত আরতিয়া কাঁদে॥ বনের হাতিরা যেন, বন-দাবালনে পুড়ি. অমিয়া সায়রে দিল ঝাঁপ। এছন প্রেমার রঙ্গে, অঙ্গ ডুবায়ল দঙ্গে, পাশরল পুরুষের তাপ ॥ ভালি রে ঠাকুর বলে, কেহ মালসাট মারে, প্রেমানন্দে আপনা পাশরে। যে প্রেম লক্ষ্মী মাণে, কর্ষুড়ি অনুরাণে, অবিচারে বিলায় সভারে ॥ কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা, কিনা রস প্রেমার মাধুরী। শেষ বলিয়ে যারে, শিরে দব দংদারে, দে আছু নিতাই নাম ধরি॥ প্রেমরদে গর গর, না চিনে আপনা পর,

সভারে বুঝায় এই কথা। পদতল তালভরে, ধরণী টলমল করে, যেন ময়মত হাতি মাতা॥ আর অপরূপ শুন, মহেশ অছৈত নাম, যার গুণগানে অগেয়ান। চৈত্যু ঠাকুর সনে, প্রেমরস-আলাপনে, পাশরিল এ যোগ গেয়ান॥ রসিক, সম্প্রের সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে, সভারে বুঝায় অবিরোধে। এ ছই ঠাকুর বহি, দয়ার ঠাকুর নাহি, যা লাগি উদয়ে গোরাচাদে॥ জয় জয় মঙ্গল পড়ে, জগজনে হরি বলে, সভে করে প্রেম প্রতি আশ। ব্রক্ষার ছল্ল ভ প্রেম, সভে অভিলাষী ইহা, হাসি কহে এ লোচন দাস॥

দিশা বড়ারি রাগ ॥

(হয় রে হয়, মূর্চ্ছা)॥ গোরার নিছনি লঞা মরি, রূপের গুণের বালাই লইয়া। আবেশে বিলাইল প্রেম জগৎ ভরিয়া॥

প্রসারস্ত।

জয় জয় জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ম নিত্যানন্দ। জয় জয় অবৈত আচার্য্য স্থানন্দ॥ গদাধর পণ্ডিত জয়, জয় নরহরি। জয় জয় শ্রীনিবাদ ভক্তি অধিকারী॥ চৈতন্ম গোদাঞি যত প্রিয়ভক্ত-গণ। দভার চরণ হুদে করিয়া বন্দন॥ কহিব চৈতন্ম-কথা শুন দাবধানে। দামোদর পণ্ডিত পুছিলা গুপ্তস্থানে॥ কহ শুনি কি লাগি গোরাঙ্গ অবতার। শুনিতে আনন্দ মনে হইয়াছে আমার॥ কেনে শ্রামবর্ণ ত্যজি হৈলা গোরতমু। কেন বা কীর্ত্তনে লোটি গায় লয় রেণু॥ কেন বা নাগরবেশ ছাড়িয়া দয়্যাদ॥ কেন দেশে দেশে বুলে পাইয়া হুতাশ॥ কেন কান্দে রাধা রাধা গোবিন্দ বলিয়া। ঘরে ঘরে বুলে কেনে প্রেম যাচাইয়া। কহিবা সকল কথা পরম নিগৃঢ়। যা শুনিলে ত্রাণ পায় অখিলের মূঢ়॥ শুনিয়া মুরারি কহে শুনছ্ পণ্ডিত। এই দব তত্ত্ব তোমায় করিব বিদিত॥ সত্যযুগে চারি অংশ ধর্ম শাস্ত্রে কছে। ত্রেতাতে ত্রিভাগ ধর্ম কহি যে তোমায়ে॥ দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম কহি যে তোমারে। কলি-ষুগে এক অংশ ধর্মের বিচারে॥ অধর্ম বাঢ়িল ধর্ম হইল যে হীন। শব্দ ছুটিল বর্ণ আশ্রম বিহীন।। পাপময় ঘোর আন্ধি-য়ার হৈল কলি। মজিল সকল লোক অধর্ম বিকলি॥ ধর্ম-হীন দেখিয়া নারদ মহামুনি। কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি ॥ ভাবিলেন কলিদর্প গিলিল সভারে। মনে হৈল ধর্ম সংস্থাপন করিবারে॥ কৃষ্ণবিন্ধু ধর্ম কেই না পারে স্থাপিতে। অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে ত্বরিতে॥ ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের হয় দৰ্ব্বকাল। বেদাগম শাস্ত্র ইহা আছয়ে বিচার॥ যদি কৃষ্ণ-দাস মুঞি হঙ সর্ববিথায়। কলিতে আনিব আমি প্রভু যত্ন-রায়॥ দেখো আগে কলিযুগ করে কোন ধর্ম। তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্ববিময় ধর্ম। আনিব সকল দেবগণ তার সঙ্গে। অন্ত্র পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ নারদাদি মুনি। পৃথিবী জনম লৈল দেবী কাত্যায়নী॥ ছার-কায় আর যত ছিল যতুবংশে। পৃথিবী জনম লইল নিজ নিজ অংশে॥ কহিব সকল কথা শুন সাবধানে। পুথিবীতে জনম লইল যেন মনে॥ সূব অবতার সার গোরা-অবতার। এমন কুরুণা কভু নাহি হয়ে আর॥ পর ছঃথে ছঃখিত নারদ মহা-মুনি। কৃষ্ণের সে মনঃ কথা দিবস রজনি॥ কৃষ্ণকথা লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া। না শুনিল কৃষ্ণ নাম সংসার চাহিয়া॥

কুষ্ণর্দে গদ গদ আধ অধি ভাষ। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস। বীণা সনে গুণ গায় ঝরে আঁথি নীর। কৃষ্ণ রসাবেশ মুনির অন্তর বাহির॥ ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়া-ইয়া। না শুনিল কৃঞ্নাম জগৎ বেড়াইয়া॥ অন্তর ছঃ্থিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়। লোক নিস্তারণ হেতু না দেখি উপায়॥ **मः भिन मकन (नारक किनकान मर्ज। नित्र छत्र मगर्ध मूगर्ध** মায়া-দর্পে॥ শিশ্মোদর পরায়ণ জগৎ ভরিয়া। মূচ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাশরিয়া। লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভি-মানে। নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া অমিয়া সেচনে॥ এআমি আমার বলি মরে অকারণে। কে আপনি কে আপনা কিছুই না জানে। এছন লোকের হুঃখ দেখি মহামুনি। অন্তরে চিন্তিত हुका मत्न मत्न गिन । एचातकिन यूर्ण त्नाक ना एनिथ নিস্তার। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দারকার দার॥ দারকার ঠাকুরদেব দেব শিরোমণি। সত্যভাষা গৃহে স্থথে বঞ্চিয়া রজনি ॥ প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত। রুক্মিণীর ঘর যাব করিলা ইঙ্গিত॥ বুঝিয়া রুক্মিণী দেবী আপনা মঙ্গল। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥ গৃহ সন্মার্জ্জন করে অঙ্গের স্থবেশ। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অশেষ॥ স্থমঙ্গল পূৰ্ণঘট স্থত বাতি জলে। প্ৰভূ-শুভ আগমন হইল হেন-কালে॥ মিত্রবৃন্দা নগ্নজিতা স্থশীলা স্থবলা। প্রভু নির্মঞ্জন করে আনন্দে বিহ্বলা॥ স্থবাসিত গন্ধ জল প্রভু কাছে আনি। পাদ প্রকালন করে দেবী শ্রীকৃক্সিণী। আপন সম্পদ্ পদ ধরি নিজ বুকে। অনুরাগে নেহারই ক্ষণে দেই স্থাে॥ ছদয়ে এপিদ ধরি কান্দয়ে রুক্মিণী। বিস্মিত হইয়া কিছু

পুছে চক্রপাণি। কান্দনার হেতু কিছুনা বুঝি তোমার। কি লাগি কান্দ হ দেবি! কহঁ সমাচার॥ ু**তুমি প্রাণাধিকা** মোর জগজনে জানি। তোমার অধিক কেবা কহ ত আপনি॥ কিবা অবজ্ঞায় তোমার আজ্ঞা না পালিল। স্বরূপে কহনা দেবি ! কি দেযি করিল ॥ একমাত্র পুরুবে যে পরিহাস.কৈল। আজিই তোমার চিত্তে সে কথা আছিল॥ কত পরণতি কৈল বিনয় করিয়া। ততু না ঘুঁচিল তোর এ পাশান হিয়া॥ ঐছন নিষ্ঠুর বাণী প্রভূমুখে শুনি। সরস সরোধে কিছু কহয়ে রুক্মিণী॥ অন্তর কঠিন মোর কছ নহে আন। এক মহাভাগ্য দবে তুমি মোর প্রাণ॥ তোর পদ-অরবিন্দ তোমাতে অধিক। আজিহ না চায় শিব পিবই মাধ্বীক॥ জগতে যতেক দেখ তোর স্থগোচর। না জানহ পদ প্রেমার উত্তর॥ যদি,রাধা ভাব হৃদে, কর আরোপণ। তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষণ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হিয়া চমৎকার। কি বৈলে কি বৈলে দিবি ! কহ আর বার ॥ ভালমতে না শুনিল যে বলিলা তুমি। প্ৰছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি॥ এ হেন ফুল্ল ভ কথা শুনি মোর হিয়া। বাঢ়য়ে আরতি কিছু বিস্ময় শাইয়া॥ হেন কি আছয়ে তুল্লভ ত্রিজগতে। আশ্চর্য্য নানয়ে যাহা কহিতে শুনিতে। তোর মুখে শুনি মোর মাগোচরে আছে। আনন্দে আমার মন কি জানি করিছে । চহ কহ কহ দেবি ! এহেন বিশ্বাস। চরণ মহিমা কহে এ াচন দাস॥

धानमी तांग, मीर्घ इन्म ॥

বলে দেবী রুক্মিণী, শুন প্রভু গুণমণি, চিত্তে কিছু না . করিছ আন। যা লাগি কান্দিয়ে আমি, সে কথা না জান তুমি, আর যত দব তুমি জান॥ তোমার পদকমলে, কি আছে কতেক বলে,ভালে না জানহ তুমি ইহা। এ পদ আমার ঘরে, ছাড়ি যাবে অন্যতরে, তা লাগি কান্দয়ে মোর হিয়া॥ এ পদ পদম-গন্ধে, যায়ে যেই দিগ্-অন্তে, দে দিক্ ছাড়য়ে জরা মৃত্যু। পদ-মকরন্দ-পানে, জিয়ে যেই যেই জনে, তারে কিবা দিবা নিশি ঋতু॥ পাদ পদ্ম মগ্রাগে, যে ধরয়ে অনুরাগে, তার পদ পাই পুণ্যভাগ্যে। কান্দিয়া কহয়ে কথা, যত আছে মুনে ব্যথা; সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে॥ তুমি সভার ঠাকুর, তোমার ঠাকুর আর, কে আছয়ে সকল সংসারে। যার পদ ষ্মুরাগে, এ দব আস্বাদ পাবে, এই প্রভু নিবেদিল তোরে॥ রাধা মাত্র জানে ইহা, ও রদ পীরিতি পাঞা, যত স্থখ যতেক সোহাগ। ভকত বিশ্বয় গুণে, যেই কথা রাত্রি দিনে, কি না রস প্রেম অনুরাগ॥ ব্রহ্মা আদি দেবা দেবী, লখিমি চরণ দেবি, দে পুন আপন অনুরাগে। করকমল কমলা, অতি আরতি বিকুলা, লক্ষী যেই পদ সেবা মাগে। সে পুন হৃদয়ে রহি, সভায়ে সূতয়ে নাহি, বদনে বদন বহু রমা। এ পদ মাধুরী-আশে, সেহ তাহা নাহি বাদে, কেবা কহু চরণ-মহিমা॥ লখিমী আপন স্থথ, সে চাহে কাতর মুখ, হেন পদ ্রপরদাদ প্রেমা। রাধা মাত্র ইহা জানে, যে ভুঞ্জিল রুন্দাবনে, তার ভাগ্যপথে নাহি দীমা॥ যে পুন জগতে বান্ধা, তার ৃঞিণে তুমি বাহ্না, আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ। রাধা নাম ুলৈতে আঁথি, ছল ছল করে দেখি, হেন পদে প্রেম অসু-

তাপ। এ পদ আমার ঘরে, উল্লসিত অন্তরে, কান্দে পুন বিচ্ছেদের ডরে। তোমার অধিক তোর, শ্রীপদপঙ্কজ যোর. অনুভব করয়ে বিচারে ॥ তুমি যাহার ধেয়ান, তুমি যার সমাধি-জ্ঞান, তুমি মাত্র দর্কতি সভায়ে। এ হেন তোমার দাস. তুয়া দেহে করে আশ, এই অপরূপ বড় মোহে।। যে দেহে লখিমী দাসী, সেছে৷ ভাব বিলাসি, এছন তোমার ঠাকু-রালি। ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাব নাহি •গুণ, অবিচারে দেহ তারে স্থলী ॥ পদ-মকরন্দু-রসে, যে ভুঞ্জয়ে অভিলামে. অক্ষয় অব্যয় সে ভাণ্ডার। কিবা রাণী লখিমিনী, আপনাকে ধত্য মানি, বিনি সেবা পরবশ তার॥ সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী, নাহি চাহেন নয়নের কোণে। যে পড়িল প্রেমরদে, আর কিবা তারে বাদে, বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে। কর যুড়িবল পঁতু, ও পদ-কমল মতু, মধুকর করি দেহ বর। এ পদ বিচ্ছেদ ডোরে, এ পাপ পরাণ ঝুরে, কভুনা ছাড়িহ মোর ঘর॥ পদ-অরবিন্দ গুণ, রুবিনী কহিল শুন. কেবল প্রম প্রকাশ। তাহে সে প্রভুর দয়া. খলবল করে হিয়া, গুণগায় এ লোচন দাস॥ ४

ধানসী রাগ॥

(ওকি আরে আরে হয়। মূর্চ্ছা)॥

হেন অপরপ কথা, শ্রবণমঙ্গল নাম, আর গুণ শুন গোরা গুণ গাথা। গ্রু । শুনিয়া রুক্মিণী বাণী অন্তর উল্লাসে। অরুণ কমল আখি করুণ জলে ভাসে। অঙ্গ হেলাইয়া পছ হুতাশেতে বোলে। সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিণী করি কোলে। চিবুকে দক্ষিণ কর বয়ান নেহারে। উথলিল প্রেমসিফ্

অমিয়া হিল্লোলে॥ হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি। ভুঞ্জিয়া প্রেমার স্থুখ কহিবা আপনি॥ হেন কালে নারদ আইলা আচন্বিতে। বয়ান বিরস মুনির অন্তর চিন্তিতে॥ উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। বসিতে আসন দিল,কুশল পুছিয়া॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আগ্লেষে। সরস সম্পদ্ কথায় নারদ সম্ভাষে॥ অনুরাগে রাঙা তুই আঁথি ছল ছল। গদ গদ ভাষ মুনি করে টলমল॥ অঙ্গ নির্থিতে আঁথি ভাসে প্রেম নীরে। কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে॥ প্রভু স্থাইল মুনি কহ স্থনিশ্চিত। এহেন ছর্বল কেনে অন্তরে চিন্তিত। তুমি মোর প্রাণাধিক মুঞি তোর প্রাণ। তোমারে ছঃখিত দেখি হৈলু অগেয়ান॥ নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি। তুমি দর্কেশ্বরেশ্বর দর্ক-অন্তর্যামী॥ তোর গুণগানে মোর অমিয়া আহার। তোর গুণ লোভে বুলো সকল সংসার ॥ কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া। নিজ মদে মন্ত লোক তোমা পাশরিয়া॥ অহঙ্কারে মুগধ মূচ্ছিত সর্ব্ব লোক। কৃষ্ণহীন লোক দেখি এই মোর শোক॥ লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায়। এই মনঃকথা মন দদাই . ধ্যেয়ায়॥ নিবেদিল অন্তরের যত ছিল ছুঃখ। তোর পদ পরসাদে আর সব স্থথ ॥ হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি। পুরুবের যত কথা পাশরিলা তুমি॥ কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিল যেন মতে। মহেশ সন্থাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে॥ আর অপরপ কথা রুক্মিণী কহিল। শুনিয়া বিহবল আমি প্রতিজ্ঞা করিল।। ভুঞ্জিব প্রেমার হুথ ভুঞ্জাইব লোকে। দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥ ভকত জনের সঙ্গে ভকতি

করিয়া। নিজ প্রেম বিলাইর ঈশ্বর হইয়া॥ নিজ গুণ সকীর্তুনে প্রকাশ করিব। নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব॥ গৌর
দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু-সম। স্থমেরুস্থন্দর তনু অতি মনোরম॥ কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা। দেখিয়া নারদঅতি আরতি বাড়িলা॥ স্থমেরুস্থন্দর তনু প্রেমার আবেশে।
কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশে॥

শ্রীরাগ, দিশা॥

অকি গোরাঙ্গ জয় জয়। অকি না মোর গোরাঙ্গ প্রেম অমিয়া কিনা মোর আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥ দেখিয়া নারদ মুনি হরিষ হিয়ায়। বরিষয়ে আঁখি-নীর সহস্রধারায়**। কোটি-ইন্দু** সম জ্যোতি কোটি রবিতেজে। কোটি কাম জিনি লীলা গৌরবর রাজে। ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি। আঁথি মুদি কাঁপে রহে মুনি থর হরি॥ তেজ সম্বরিয়া প্রভু. নারদে নেহারে। অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চস্বরে॥ সন্বিৎ পাইলা মুনি সেরূপ ধেয়ানে। পুন দরশন লাগি পিয়াশ নয়ানে॥ ঠাকুর কহয়ে মুনি শুন মহাভাগ। অব্যাহতি গতি তোর সর্বত্ত সোহাগ॥ ঘোষণা করহ শিব ব্রহ্মা আদি লোকে। গোর অবতার মোর হবে কলিযুগে॥ গুণ সঙ্কীর্ত্তন নাম প্রকাশ করিব। নিজ ভক্তি প্রেমরস স্থখ প্রচারিব॥ শত শত শাখা ভক্তিপথে নাহি দীমা। একমুখ হউক লোক প্রচারিব প্রেমা। নিজ নিজ ভক্তজন আর পারিষদ। পুথিবী নম গিয়া প্রেমভক্তি সাধ॥ এছন এীমুখ-বাণী শুনিয়া নারদ। খণ্ডিল সকল ছুঃখ পদ প্রসাদ॥ চলিলা নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। এই মনঃকথা রসে পরবশ হঞা। কি

দেখিল অপরূপ গোরা রূপ ঠাম। কি দেখিল সকরুণ অরুণ নয়ান। কি দেখিল অমিয়া অধিক প্রকাশ। কি দেখিলাম শ্রীমুখের মধুরিম হাস॥ যত যত অবতার সভা হৈতে দার। ক্ভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার॥ সফল জনম দিন সফল নয়ান। কি দেখিতু গোর দেহ প্রসন্ধ বয়ান॥ এহেন করুণানিধি কভু নাহি দেখি। পাশরিতে নারি হিয়া চিয়া-ইল আঁথি। চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পঞে। নৈমিষ অরণ্যে দ্বৈখা উদ্ধব সহিতে । উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া। দণ্ডবৎ করে ভূমে চরণে পড়িয়া॥ শুভদিন হেন মানে আপনাকে ধন্য। শুভক্ষণে আইলু আমি নৈমিষ অরণ্য॥ नातम जूनिया किन पृष्ट जानिश्रन। हुन्यन कतिया लिन मस्ड-কের ভ্রাণ। উদ্ধব আনিয়া দিল আসন বসিতে। নিজ মনঃ-কথা কহে হাসিতে হাসিতে॥ সফল জনম মোর দিন সত-স্তর। এক নিবেদিউ চির বেদনা অন্তর ॥ পুরুবেত ব্যাস এই নৈষিষ অরণ্যে। বেদ বিচারিয়া জাড্য না বুচিল মনে॥ পদ পরসাদে কথা নিগৃঢ় শুনিল। লোক নিস্তারণ হেডু ভাগবত কৈল। তুমি মাত্র তত্ত্ববেতা প্রভুতত্ত্ব জান। বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান। কলিযুগে লোকের নিস্তার কৈল মনে। পাপার্ত অন্ধ লোক হৃদয় নয়ানে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে লোকের ধর্ম জানি। ঘোর কলিযুগে আর নাহি পাপ বিনি। দয়া করি কহ যদি ঘূচাহ সন্দেহ। তোমার অধিক আর দয়াবন্ত কেহ।। হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তরে উলাস। ভাল স্থাইলে হে উদ্ধব হরিদাস॥ পর্ম নিগৃঢ় **ক্থা কহি তোর সনে। এছন আছিল শোক বড় মোর**

মনে॥ এখনে জানিল মুঞি কলিযুগ ধন্য। কলি লোক ৰ্হি ধৃত্য নাহি আর অত্য ॥ সত্য আদি যুগধর্ম আচার কঠিন। কলিযুগ ধর্ম হরিনাম পরবীণ।। নাম গুণ সংস্কীর্ত্তনে মুক্তবন্ধ হঞা। নৃত্যগীতে বুলে যমভয় এড়াইয়া॥ আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। ছারকায় দেখিলাম আপন নয়ানে। এই কথা রদে প্রভু রুক্মিণীর সাথে। নিজ প্রেম বিলাসিব করি হেন চিতে । সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিমী করি কোলে। অন্তর চিন্তিত মুঞি গেলু হেন কালে॥ ছুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে। এছেন মূরতি কেনে দেখিয়ে তোমারে॥ এই মন:কথা মুক্তি কৃহিল পদ পাঞা। প্রদন্ম বদন প্রভূ কহিল হাদিয়া॥ রুক্সিণী কহিল পদ প্রেমার মহিমা। শুনিরা বিহ্বল প্রভু আরতি গরিমা॥ ভুঞ্জিব প্রেমার স্থথ ভুঞ্জাইব লোকে। দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ খোর কলিযুগ পাপময় ধর্মহীন। লোক বুঝাবার তরে হইব মোদীন॥ প্রেমময় গৌর দীর্ঘ স্থবরণ তমু। বিশাল হৃদয়ে বাছ্যুগ সম জামু। কহিতে কহিতে প্রভু গোর তমু হৈলা। নিজ প্রেম বিলসিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ যে দেখিল যে শুনিল কছিল তোমারে। ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে॥ পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি লোভে িহেন অপরূপ প্রভু হবে कित्रपूर्ण ॥ अनिया नातनवानी छक्कव विकल। हतरन धतिया কান্দে আনন্দে বিহ্বল । হেন অদভূত কথা কহিলে আমারে। জীব সঞ্চারিলে যেন নিজীব শরীরে॥ যুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। চলিলা নারদ বীণা বাজা'য়া উল্লাসে । জৈমিনি ভারতে নারদ উদ্ধব সন্থাদ। শুনিয়া লোচন দাসের

আনন্দ উন্মাদ। আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়। বিচার করুক পুঁথি বত্রিশ অধ্যায়।

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা॥

মোর প্রাণ গোরাচাঁদ নারে হয়॥

চলিলা নারদ মুনি বীণা গায় গুণ। গুনিয়া বিহবল হিয়া পড়ে পড়ে পুনঃ পুনঃ।। ক্ষণে যে রোদন ক্ষণে অট্ট অট্ট হাস। কাঁপয়ে ত ক্ষণে ক্ষণে আধ আধ ভাষ। ক্ষণে হুভ্স্কার ছাড়ে মারে মালসাট। পোরা গোরা বলি কান্দে অন্তরে উল্লাস। পাশরিতে নারে গোরার স্থমধুর প্রেম। অঙ্গ ঝল মল তেজ দিনকর যেন॥ চলিতে না পারে প্রেম অন্তর উল্লাস। আঁখির নিমিথে গেলা শিবেব কৈলাশ। মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ। কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ। ঐছন আনন্দ কথা নাহি তিন লোকে। রন্দাবন-तम श्रकाशिन कलियुरा॥ <a त्थिय योष्ठरा शिव वितिकिः অনস্ত। তাহা বিলসিব কলি অধম তুরস্ত॥ হেন অদভূত কথা কহিব মহেশে। শুনিয়া ঠাকুর পাবে বড়ই সভোষে। কাত্যা-য়নী প্রসাদ লইব পদধূলি॥ যার পদ-পরসাদে হরি নাম বলি॥ চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার। সম্রুমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল। পর্ণাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে পাৰ্বতী মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে॥ জানাইলা দারেতে নারদ আগমন। আনন্দ হৃদয়ে দোঁতে চলিলা তথন। নারদ ্দৈথিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুর। চরণে পড়িলা মুনি ভক্ত স্থচ তুর॥ মহেশ বিশেষ জানে বৈফবমহিমা। নারদ গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা॥ গাঢ় আলিঙ্গন করি অন্তরে সন্তোষে

চরণে ধরিয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে ॥ করে ধরি লঞা গেলা নারদ তপোধনে। গৌরব করিয়া দিলবসিতে আসনে॥ পুত্র-স্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী। কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি ॥ চতুর্দ্দশ ভুবনের তুমি. তত্ত্ব জান। আজি কোথা হৈতে তোমার শুভ আগমন। নারদ কহয়ে শুন অদভুত কথা। জ্গৎ নিস্তার হেতু তুমি পিতা মাতা॥ পুরব রহস্ত কথা পাশরিলে ভূমি। চরণে ধরিয়া বলে স্মরাইব আমি॥ আদ্যোপান্ত যত কথা কহিতে তোর স্থানে। শুনিয়া প্রসাদ ় মোরে করিবে আপনে॥ প্রভুরে পূরবে কিছু পুছিল উদ্ধব। তোর অন্তর্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব॥ ভকত রহিব কিবা এই মহীমাঝে। শুনিয়া চাুকুর যোগ কহে নিজ কাজে॥ আমি জল আমি স্থল আমি মহী রক্ষ। আমি দেব গন্ধৰ্ব আমি দে যক্ষ রক্ষ ॥ উৎপত্তি প্রলয় আমি দর্বব জীব প্রাণ। আমি সর্বময় আমার কাঁহা অন্তর্দ্ধান॥ ঐছন ঠাকুর-বাণী শুনিয়া উদ্ধব। বুকে কর হানি কহে নিজ অমুভব॥ তুমি সর্ববিষয় প্রভু আমি সর্বব জানি। তোমার অধিক তোর পদ ্ছই খানি।। যে পড়িল পদ-নখচন্দ্রিকার পাশে। আর কি কৈহিব গুণ মুখে না আইদে॥

ভথাহি শ্রীমন্তাগবতে উদ্ধববাক্যং॥
 ছয়োপযুক্তপ্রগ্রন্ধবাসোহলক্ষারভূষিতাঃ।
 উচ্ছিফভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥ ইতি॥২॥
 মোর বল উচ্ছিফ ভুঞ্জিয়া হরিদাস। তোর মায়া জ্লিনি

^{*} ভগবন্! আমরা আপনার উচ্ছিইভোজী দাস; আপনার উপভ্ক মালা, গন্ধ, বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনার মায়াকে জন্ম করিব।

তোর উচ্ছিটের আশ। ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা। শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা॥ এত দিন ধরি মোর পথ পরিচয়। আজিহ না জানি হেন উচ্ছিফ্ট নিশ্চয়॥ উচ্ছি-रिष्ठेत বলে হরিদাদ নাম ধরে। প্রভু বিদ্যমানে উচ্ছিটের পুরস্কারে। হেন মহাপ্রদাদ মুঞি না ভুঞ্জিল কভু। অন্তরে জানিলু মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু॥ এই মহাপ্রদাদ ভুঞ্জিয়ে কোন বুদ্ধি। কেমন উপায়ে পরসন্মহবে বিধি॥ এই মনঃকথা রদে বৈকুঠেরে গেলু। লথিমী দেবীর সেবা বহুবিধ কৈলু॥ পরসন্ধ হঞা দেবী পরিতোষে বৈল। মাগ বর দিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল। প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হিয়া প্রতি আশ হৈল। সেই সে কুশল-বাণী পুন দঢ়াইলু॥ কাতর বয়ানে বৈল কর যোড় করি। চির দিন অন্তরে বেদনা বড় মরি॥ সর্বব লোক জানে তোর সেবক নারদ। ∙না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।। প্রভুর প্রসাদ মোরে দেহ এক মুষ্টি। চরণে ধরিয়া বলে চাহ শুভদৃষ্টি॥ 'শুনিয়া লখিমী দেবী বচন বিস্মায়। কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয়॥ প্রভু আজ্ঞা নাহি কারে দিবারে উচ্ছিষ্ট। আজ্ঞা লঙ্জি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট॥ বিলম্ব করহ কিছু আমারে চাহিয়া। বিলম্বে সে দিতে পারি সঞ্য় করিয়া॥ ঐছন মধুর বাণী বলে চাকুরাণী। ভাল ভাল বৈল কাজ বুঝিয়া আপনি॥ কত দিন রহি এক দিন বহু রসে। কর পরশিয়া দেবী বসাইল পাশে॥ হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সম্ভাবে। অনুমতি না দেহ দেবি! অন্তর তরাসে॥ প্রণতি করিয়া বৈল নিবেদন আছে। হৃদয় তরাস দেবি ! সকট সকোচে॥ সক্ষট ঘুঁচাহ প্রভু রাখি নিজ দাসী। চরণে

ধরিয়ে বোল শুন গুণরাশি। লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাস। স্থদর্শন পানে চাহে সবিস্ময় হাস॥ কাঁপে চক্র স্থদ-র্শন বলে কাতর বাণী। লথিমী সম্ভট প্রভু আমি নাহি জানি । লখিমী কহয়ে স্থদর্শনের নাহি দোষ। নারদের ঘায় মোর পাইল হিয়া শোষ ॥ দ্বাদশ বৎসর মোর অজ্ঞাত সেবা কৈল। পরিতোষ পা'ঞা আমি প্রতিজ্ঞা করিল। মাগ বর দিব বলি বৈল সত্য সত্য। পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥ মাগিল যে বর তোর উচ্ছিক্টের তরে। মোর শক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লজ্মিবারে॥ এই কথা কৈল মোর প্রমাদ নিকট। রাথ নিজ দাসী প্রভু গুচাহ সঙ্কট 📭 বুঝিয়া কহিল কথা শুনহ লখিমী। বড়ই প্রমাদ কথা কহিলে যে তুমি। নিভূতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি। শুনিয়া সম্ভোষ পাইল প্রভু আজ্ঞা বাণী। কত দিন বহি সেই জগজ্জননী। মহাপ্রসাদ মোরে ডাকি দিলেন আপনি ॥ লথিমী প্রসাদে মহাপ্রদাদ পাইলু। পূর্ণ মনোরথে মহাপ্রদাদ ভুঞ্জিলু॥ কোটি ইন্দু সম জ্যোতি কোটি কামরূপ। কোটি দিবাকর তেজ হৈল অপরপ । শতগুণ তেজ মহাপ্রদাদ-পরশে। বীণা বাজাইয়া স্থথে আইনু কৈলাদে। আমারে দেখিয়া প্রভূ পুছিলা মহেশ। হাসিয়া কহিল আজি অপরূপ বেশ। অতি অপরূপ তেজ দেখিয়া বিশ্বর। আজি কেন হৈল রূপ কহ না নিশ্চয় ॥ আদ্যোপান্ত যত কথা সকল কহিল। শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল। ঐছন তুর্লু ভ মহাপ্রদাদ পাইয়া। একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া॥ আমা দেখিবারে পুন আসিয়াছ প্রেমে। এহেন হুল্ল ভ ধন নাহি আন কেনে॥

শুনিয়া মহেশ বাণী লজ্জিত হইয়া। নমিত বয়ানে চাছে নথে নথ দিয়া। আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিল স্থা। পাছু না গণিল প্রভু দিল নিজ মুখে॥ আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর। পদতাল-ভরে মহী করে ছুর ছুর। প্রেম ভরে টল-মল স্থমেরু পর্বত। কম্পমানা বস্থমতী চমক সর্বত্ত। প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে। রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে॥ অনন্তের ফণা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে। ত্রীবার বৈকুল্যে কূর্ম্ম চাহে এক দৃষ্টে । বক্রগ্রীবা করি ভরে যত দিগ্বাহ। ত্তুস্কার নাদে ফাটে ব্রহ্মাও কটাহ। মহে-শের ভর দেবী সহিতে না পারি। অস্তে ব্যস্তে গেলা মহামহে-শের পুরী। কাত্যায়নী স্থানে দেবী কহে কর যুড়ি। মহে-শের ভরে আজি প্রাণ আমি ছাড়ি॥ প্রতিকার কর যদি স্ষ্টি রাখিবারে। প্রমাদ পড়িল নহে সকল সংসারে॥ পৃথিবী-কাতরবাণী শুনিয়া পার্ব্বতী। সত্তরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি॥ পূর্ণরসাবেশে নাচে দেব দেব রায়। মহেশ আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায়॥ সন্মিদ্ বেদনে অন্তর ছঃখিত হইয়া। কর্কশ হৃদয় বলে পার্ববতী দেখিয়া॥ কি বৈলে কি বৈলে দেবি! হেন অবিধান। এ আবেশ ভঙ্গ মোর মরণ-সমান। তোমা বৈ রিপুমোর নাহি ত্রিভুবনে। এহেন আনন্দ মোর ঘুঁচাইলা কেনে॥ শুনিয়া কাতরে দেবী বোলে আর বার। পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার॥ তোর পদ-তাল-ভরে যায় রদাতল। স্থাষ্ট নন্ট হয় তেঞি বোলি কট্-ত্তর। অপরাধ কৈলু দোষ ক্ষম মহাশর। হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী বিদায়। পুনরপি পুছে দেবী মিনতি করিয়া।

এক নিবেদিউ মুঞি সন্দেহ লাগিয়া । কৃষ্ণের আবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে। আজি মহী রুমাতল যায় কি কারণে॥ কোটি দিবাকর তেজ কিরণ প্রচণ্ড। অতি অপরূপ তেজ না ় ধরে ব্রহ্মাণ্ড॥ আজি কেনে অপরূপ ন্যানন্দ অনন্ত। সহি-শেষ কহ মোরে প্রভু গুণবন্ত।। মহেশ কহয়ে শুন আনন্দ-কাহিনী। একুর এমাদ মোরে দিলা মহামুনি । হুল্ল ভ যে ত্রিজগতে কুঞ্চে নিবেদিত। বিশেব অধরামূত বেদে <mark>অবি-</mark> ্দিত।। হেন মহাপ্রয়াদ আন্নি করিল ভক্ষণ। সফল জনম মোর আজি ভাছকণ।। নারদ প্রসাদে মহাপ্রসাদ প্রশ। কহিল মসল কথা সম্পদ্দরন॥ ভানি চাকুরাণী পুন কহে মহামাযা। এতদিনে জানিব তোমার যত দ্য়া॥ অর্দ্ধ অক্সে ধর মোর দকলি কণ্ট। কৈত্ব পিরিতি তোমার হইল প্রকট । এহেন ছুল্লি মহাপ্রসাদ পাইয়া। একলা খাইলা দেব আমারে না দিয়া॥ নত্তায় অবশ হঞা বোলে শূল-' পাণি। এ ধনের অধিকারী না হও ভবানী। শুনিয়া ক্রষিলা হিয়া বোলে আদ্যাশক্তি। বৈষ্ণবীনাম মোর করি বিষ্ণু-ভক্তি॥ প্রতিজ্ঞা করেছো এই সভার ভিতরে। জানিব আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে॥ এই মহাপ্রসাদ মুঞি দিব জগতেরে। মোর প্রতিজ্ঞায় পাবে শৃগাল কুরুরে॥ ঐছন প্রতিজ্ঞা কাত্যায়নী যবে কৈল। জানিয়া বৈক্<mark>ঠনাথ সত্তরে</mark> আইল। সন্ত্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরণাম। নিবেদন কৈল দৈবী সজল নয়ান।। কাত্র অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিখাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥

্বড়াড়ি রাগ॥

বোলে পছ लंছ বোলে, नह मिति! উত্তরোলে, একি হয়ে তোর ব্যবহার। তোর মায়া বন্ধে অন্ধ্র, সকল সংসার খণ্ড, তেঞি স্মষ্টি আছয়ে আমার॥ তুমি মোর আদ্যা শক্তি, তুমি সে জান্হ ভক্তি, তুমি মোর প্রকৃতি স্বরূপা। তোমা, বহি . আমি নহি, তুমি আমা বহি কহি, যে করহ তোমারি সে কুপা। হরগোরী-আরাধনে, সর্বলোক আমা জীনে, হরগোরী মোর আত্মা তমু। তোর পরদন্ধ হিয়া, ঘুচিল দকল মায়া, যুচিল স্বরূপ ভেদ ভিন্ন ॥ ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর, এহেন উচ্ছিষ্ট মোর অবিরোধে দিব স্বাকারে। মহাপ্রসাদের গঙ্গে, স্বে হবে মুক্তবন্ধে, ঘুচাইব নির্বন্ধ বিচারে॥ শুনিয়া ঠাকুর-বাণী, পুন কহে কাত্যায়নী, মোরে যবে দয়া আছে চিতে। অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে, ভুঞ্জিবে সকল জীবে, অবিরোধে পাবে ত্রিজ-ি গতে। পুন কহে গুণমণি, শুন দেবি কাত্যায়নি !, প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা। পুরুব রহস্ত এই, তোমারে নিভূতে কই, ঘুচিব সংসার জ্ব চিন্তা॥ পুরুষ রহস্ত যত, কেহু নাহি জানে তত্ত্ব, সমুদ্র মথিল দেবগণে। মন্দার মথন দণ্ড, রঙ্কু ফণী অনন্ত, লোম উপজিল ঘরিষণে॥ যে সব কলপতরু, याहक याहिका क्क़, यात्र या दारे महन वारम। त्य धन त्य জনচাহে, সে ধন সে জনপায়ে, বিমুখ না করে প্রতি,আশে॥ তহি এক দিব্য তেজে, চারু তরুবর রাজে, ঐীচৈতগু অধি-ষ্টিত দেহে। সে মোর সহস্র রূপ, কেবল করুণা ভূপ, স্বার ষত সম সেহ নহে॥ যত অবভার তার, সেই সে আশ্রমাগার, লীলা কলা বিলাসের তরে। পৃথিবী রহিব আমি, ত্রিজগত্-নাথ স্বামী, করুণা করিব পরচারে॥ কলিযুগ সবিশেষে, সঙ্কী-

র্ত্তন পরকাশে, হব আমি মতুজ মূরতি। ততু হব ছেমগোর, প্রতিজ্ঞা পালিব তোর, প্রচারিব পরম পিরিতি 🗓 এ মোর অন্তর হিয়া, তোমারে কহিল ইহা, দম্বরি রাখহ নিজ মনে। সুব অবতার সার, কলি গোরা অবতার, নিস্তারিব লোক নিজ গুণে ৷ বিষ্ণু কাত্যায়নী সনে, সম্বাদ ব্রহ্মপুরাণে, উৎ-কলখণ্ডেতে পরকাশ। রাজা দে প্রতাপরুদ্র, সর্বান্তনের সমুদ্র, ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ॥ এ কথা তোমার মনে, স্মরণ নাহিক কেনে, হাসি হাসি বোলে মুনিরাজে। প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে, ঘোষণা দিবার তরে, কলিযুগ অবতার কাজে॥ সভে কলিযুগ পাঞা, পৃথীতে জনম গিয়া, নাম বিপর্য্য নিজ অংশে। ষেই সব লোক নাথ, সব পারিষদ সাথ, জনম লভিব বিপ্রবংশে ॥ শুনিয়া নারদ-বাণী, উল্লসিত শূলপাণি, উল্লসিত দেবী কাত্যায়নী। আনন্দে ভরিল পুরী, সবে বোলে হরি হরি, উঠিল আনন্দ রোল ধ্বনি॥ উঠিল বীণার ধ্বনি, চলিলা নারদ মুনি, স্বর স্মধুর স্বর দঙ্গে। অমিয়া মধুর ধারা, ভাবণে পুরিল পারা, ভ্রিভুবন-জন মন রঞ্জে ৷ আপনা পাশরে যাইতে, চলিতে না পারে পথে, অনুরাগে অরুণবদনে। না জানিল পথশ্রম, ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্মা, উপনীত ব্রহ্মার সদনে। দেখি ব্রহ্মা অতি ভিতে, অতি হরষিত চিতে, মুনিরে করিল অভ্যুত্থান। মূনি পরণাম করে, পড়িয়া চর্ব তলে, তুলি ব্ৰহ্মা কৈল আলিঙ্গন॥ পুছিল কুশল বাণী, আগমন सग्छ মানি, চিরদরশন অনুরাগে। হেন লয় মোর মন, দেখি তোর স্থবদন, রহস্থ কহিবে মহাভাগে॥ তোর মুখোদিত বাণী, প্রবণ অমিয়া শুনি, হিয়া জুড়ায় কহ কহ শুনি। কৈছৰ

লোকের কথা, ুকি না পহু গুণ গাথা, কি দেখিলে কি শুনিলে ভুমি। কথা কহে পরিপাটী, নারদের আরভটী, ফ্রিত অধরে দোলে অঙ্গ। বাষ্পজল ঝরে আঁথি সক্ত অধর দেখি, কথারস্তে দিগুণ আনন্দ॥ শুন অদভূত ,কথা, তুমি দব স্ষ্ঠিক্ত্রা, তোর বলে বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড। যুগ অনুরূপ রূপে, যুগধর্ম করে লোকে, কলিযুগে পাপ পরচও॥ ৰাপর শেষের লোকে, সব ছঃখময় শোকে, দেখি মোর কলিকে তরাস। কাতর হৃদয়ে মোর; গেলুপহু বরাবর, শুধাইসু পরম সাহস। কলি পাপময় লোকে, নিস্তার করিব লোকে. কহ প্রভু! কেমন উপায়। ত্রাহ্মণ দে বেদহীন, সর্কলোক ধর্মজীণ, মোর হিয়ায় এ বড় সংশয়॥ শুনিয়া কাতর বাণী, বোলে পহু গুণমণি, দূর কর অ্ন্তরের চিন্তা। কলি লোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব, অবতার করিব মো তথা।। দান ত্রত তপ ধর্ম, আর যত যত কর্ম, সব আরোপিব হরি-নামে। কলি মহা দোষ লেখ, এক মহা গুণ দেখ, মুক্তবন্ধ হ'বে সঙ্কীৰ্তনে। ঘোষণা বোলহ তুমি, শিব ত্ৰহ্মা অৰ্পদি ভূমি, সভে জনমহ কলি পাঞা। করুণাবিএহ আমি, জনম লভিব ভূমি, যুগ অনুসারে গৌর হঞা॥.

শুভ ছন্দ, পাহিড়া রাগ, দিশা॥

জয় জয় গোঁরাস্কটাদ নদিয়া উদয় কলিকালে। (মূর্চ্ছা)॥
নাহারে আমার প্রভুর গুণ শুন॥ এতিন ভুবন আল কৈল
যার গুণে। নাহারে গোঁরাস্কচান্দের কথা শুন আরে কি
আরে হয় হয়॥ গুল এছন শুনিয়া বাণী বিরিঞ্চি ঠাকুর।
হদয়ে রোপিল প্রেম অমিয়া অমুর॥ গণ্ড পুলকিত আঁথি

অশ্রুগারা গলে। আনন্দে বিহ্বল তারে ধরি কৈলা কোলে॥ বোলায় বিরিঞ্জিণ গুণ মহামুনিবর। তোর প্রসাদে আজি প্রদান অন্তর ॥ বিষয় বিপাকে দব মায়াবন্ধে অন্ধ। তোর প্রদাদে পূন হয় মৃক্তবন্ধ॥ লোক নিস্তারণ হেছু ত্যোর মাত্র চিন্তা। পুরুব রুতান্ত কিছু কহি নিজ বার্তা॥ সন-কাদি মুনি যত আমার নন্দনে। অন্তর প্রকাশি কিছু কহিল মো স্থানে॥ আমাকে কহিল তুমি প্রভু প্রিয়পুত্র। যে কিছু কহিয়ে তার কহ মােরে সূত্র॥ অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম। সূক্ষ্ম সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বব্যয় ধর্ম্ম। অনন্ত নিন্তুণ নিরঞ্জন নিরাকার। আদ্যুমধ্য অন্ত বাহি এবাদ বিচার॥ ঐছন ঠাকুর হঞা পৃথিবীতে জন্ম। অজ হঞা জন্ম লয় প্রাকৃতের ধর্ম। বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপ-বধু সঙ্গে। কামিগণ যেন কাম্রদে অতি রঙ্গে॥ কি নারী পুরুষ আদি এই জীবজনে। কৈছ**ন কেমন তার অসস্ডোষ** কেনে। এছন সন্দেহ মোর হৃদয়ের শাল। তত্ত্ব কহ চতুর্গুথ ঘুচাহ জঞ্জাল। ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি বৈল। শুনিয়া হৃদয়ে মোর বিশ্বয় হইল॥ অন্তর চিন্তায় মোর মলিন বদন। মোর অগোচর এই প্রভু আচরণ। বেদা-ভের পার এই কেবা জানে তত্ত্ব। আমা হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত॥ এই মনঃকথা আমি কহিবার বেলে। হংসরূপে প্রভু আদি বৈল হেন কালে।। চারি শ্লোকে সমা-ধান কহিল আমারে। সেই সমাধান আমি দিল তা সভারে॥ সন্তোল পাইল সেই সব মহাশয়। পরিতোষে গেল যথা যার মনে লয়। সেই চতুঃশ্লোকী মোর সব রসভাও। তার

ভদ্ধ জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাও॥ কথো দিন রহি ব্যাস নৈমিষ অরণ্যে। সব বিবরণ যত ভাগবতপুরাণে॥ না ধুইল শেষ কিছু বলিবার তরে। জাড্য না ঘুচিল তত্ত্ব পদ্লিল ফাঁফরে। মূর্চ্ছা পাইলব্যাদদেব অরণ্য ভিতরে ॥ জানি উপজিল্ দয়া ঠাকুর অন্তরে॥ আমাকে ডাকিয়া দিল চারি স্লোক এই। এই পরধন লঞা যাহ ব্যাদ ঠাই॥ ব্যাদ নাহি জানে মোর আচরণ তত্ত্ব। এই শ্লোক অনুসারে রচ ভাগবত। সেই ভাগবত তুমি কহিও নারদে। তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদে॥ এতেক কহিয়ে তুমি শুন মুনিবর। যুগে যুগে ভুমি মাত্র জীবে দয়া কর॥ জীবের নিস্তার হেতু তুমি মহাজন। ভাগবত দিব্যশাস্ত্র নাহি আর ধন॥ নির্বিষয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুরুষ। না জানিয়া শাস্ত্র-জ্ঞান করয়ে মুরুধ। হেন ভাগবৃত কথা কৃষ্ণ অবতারে। গর্গমুনি বৈল নাম-করণের কালে॥ এবে সে স্মরণ হৈল গর্গমূনি-বাণী। চারিযুগ অনুরূপ করণ কাহিনী॥

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে॥

আসন্ বর্ণান্তরো হাস্ত গৃহতোহমুযুগং তনৃঃ।
ত্তুক্রোরক্তন্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ইতি ॥ ৩॥
সত্যযুগে খেতবর্ণ লোকে পরচার। ত্রিতয়ে অরুণকান্তি যজ্ঞ নাম তার॥ এবে কৃষ্ণ নাম এই নন্দের কুমার।
পরিশেষে পীতবর্ণ হব কোথা আর॥ ক্রমভঙ্গে বলি শ্লোকে
সন্দেহ যাহার। চারি যুগে তিন বর্ণ এ বুদ্ধি তাহার॥

ভগবান্ প্রতিষ্গে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্বে ইহার ভঙ্গ, রক্ত, পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল; এখন ই'নি ক্লঞ্বর্ণ হইয়াছেন॥ ৩॥

খেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, চারি বর্ণ কৃষ্টি। চারি যুগ বৃহি আর এক যুগ নাহি॥ নহে বা বিচারি দেখ গোর কোন যুগে॥ অস্তে ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে॥ ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন। অজ্ঞজনেরে ইহা বুঝাব এখন॥ একাদশে এই কথা কহে ভাগবতে। রাজা প্রশ্ন কৈল কর-. ভাজন মুনিতে॥

তথাহি রাজোবাচ ॥
কিম্মন্ কালে চ ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশৈন্ ভিঃ।
নালা বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥ ইতি ॥৪॥
কোন কালে ভগবান্ কোন বর্ণ ধরে। কি নাম তাহার
সেই হৈল কোন কালে॥ কোন কালে কোন ধর্মা কেমন
মানুষ। কোন বিধি পূজা করে কিনে বা সম্ভোষ॥

শ্রীকরভাজন উবাচ॥

কৃতং ত্রেতা দাপরঞ্চ কলিরিত্যেরু কেশব:।
নানাতন্ত্রবিধানেন নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ৫ ॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু জটিলো বল্ধলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষো বিভদ্দগুক্মগুলুঃ॥ ৬ ॥
মন্ত্র্যাস্ত্র তদা শান্তা নির্বৈরাঃ স্থছদঃ সমা:॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, কোন্কালে ভগবান্ কি বর্ণ হইরাছিলেন এবং কি প্রকার জনগণ কি নামে বা কোন বিধিতে ভগবান্কে পূজা ক্রিয়া থাকেন, তাহা এখন সম্ভ ক্লপে কীর্ত্তন কক্ষন ॥ ৪॥

সত্য, ত্রেতা, দাপর ওঁ কলি এই চারি যুগে কেশব (ঐক্ন) নানাবিধ তদ্রবিধানে ও নানাপ্রকার বিধিদারা পুজিত হইদ্বা থাকেন। সত্যযুগে চগবান্ শুক্র বর্ণ, চতুত্জি, জটিল, বৰ্জধারী, ক্লফ্লাবের উপবীত ও আক্ষধারী ক্রিক্সপ্রপাণি হইন্নাছিলেন। তৎকালে মন্ত্য্গণ শাস্ত, বৈর্শুন্য, স্থাক্ত ও

যজন্তে তপদা দেবং শদেন চ দমেন চ॥ ইতি ॥৭॥
রাজাকে কহিল ুুুুুুুর্মি শুম সাবধানে। সত্য আদি যুগে
লোক তররে যেমনে॥ সত্যযুগে শেতবর্গ হংস নাম ধরে।
চতুর্বাহু তপোধর্ম জটা বাকল পরে॥ দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার * উপবীত। শান্ত নির্বেদ সম লোকের চরিত॥

. তত্র তেতায়াং॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্বাহুদ্রিমেখনঃ।

হ্রিণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্তব্যহ্যপলিকিতঃ॥ ৮॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্বাদেবময়ং হরিং।

যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয়া ত্রন্ধিষ্ঠা ত্রমাবাদিনঃ॥ ইতি॥।।।

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্ত বর্ণ ধরে। চারি বর্ণ ত্রিমেখন ক্রুক্ ক্রে॥ তপ্ত হাটক কেশ শিরের উপরে। সর্ব-দেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥ বজুর্বেদ আলা তার নান ধরে যজ্ঞ। বেদ-বিধিমতে পূজা করে ধর্মবিজ্ঞ॥

তথাহি দ্বাপরে॥

দাপরে ভগবান্ শ্রামঃ পীতবাদা নিজায়ুধঃ। শ্রীবংদাদিভিরক্ষৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ১০॥

অপিচ, ত্রেতা যুগের বিষয় এই যে, ত্রেতাযুগে ভগবান্রক্তবর্ণ, চতুভুজ, ত্রিমেথলা-পরিবেষ্টিত, হিরণ্যকেশ, বেদাত্মা এবং ক্রুক্ ও ক্রব্ নামক যজ্ঞপাত্রযুক্ত ছিলেন। তথন মহুযাগণ, বেদপরায়ণ ও বেদবাদী হইয়া সর্কাদেবময় দেব
হরিকে ত্রী বিদ্যা অর্থাৎ বেদবিদ্যায় অর্চনা করিত॥৮॥৯॥

দাপর যুগের বিষয় এই যে, দাপর যুগে ভগবান্ শ্রামবর্ণ, পীতাম্বর, স্বী

সকলের প্রতি সমভাব ছিল, শম (অন্তরিন্দ্রিয় জয়) এবং দন এ বাহেন্দ্রিয়-জয়) সম্পন্ন হইয়া তপস্থাদ্বারা ভগবানের সস্তোধ বিধান করিত॥ ৫— ৭॥

^{*} কৃষ্ণসার একরূপ মৃগের চর্ম।

তং তদা পুরুষং মর্ত্রা মহারাজোপলকণং।

যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজাসবো নৃপ॥ ১১॥

ইতি দ্বাপর উব্বাশি স্তবন্তি জগদীশ্বরং।

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবিপি তথা শৃণু॥ ইতি॥ ১২॥

দ্বাপরেতে প্যামবর্ণ ধরে ভগবান্। শ্রীবংস কৌস্তভঃ

অঙ্গে পীত পরিধান॥ মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে॥
ভাগ্যবান্ লোক তঁমরে বেদ তল্তে যজে॥ এই মত প্রতিযুগে

যুগ অবতার। যে যুগে যে ধর্মা লোকে করয়ে আচার॥ সত্য ত্রেতা দাপর তিন যুগ গেল। শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণবরণ

হইল॥ তিন যুগে ভিন বর্ণ ক'হা দিল মুনি। সাবধান হঞা

শুন কলির কাহিনী॥

তথাহি ঐমদ্রাগবতে ।

কৃষ্ণবর্ণং স্থিবাকৃষ্ণং দাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্বদং।

- যজ্ঞৈ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ের্বজন্তি হি স্থমেধসঃ ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ এই চুই বর্ণ আছমে যাহাতে। কৃষ্ণবর্ণ তার নাম কহে ভাগবড়ে। কান্তিতে অঙ্গ কৃষ্ণ সেই শুন সর্বজন। গোরা গোরা বলি গাই এই যে কারণ। সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র

মন্ত্রধারী, শ্রীবংসাদি নিজ চিহ্নে চিন্তিত ছিলেন। তক্ষালে মহবাগণ প্রমতবের জানার্থী হইয়া সেই মহারাজ লক্ষণান্তিত ভগবান্কে বেদ ও তম্মতে
অর্চনা করিয়া থাকিত। হে রাজন্। দ্বাপর মুগে এই প্রকারে জগদীশ্বরকে
নানাতন্ত্র বিধানে ভ্রুব করিয়া থাকে এবং কলিযুগেও সেই প্রকারে করিতে
ইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর্জন॥ ১০—১২॥

ভগবান্ ক্লফবর্ণ এবং ইন্দ্রনীলমণির স্যায় উজ্জ্বল কাস্থিতে অক্লফ আর্থাৎ শীত বর্ণও হইয়া থাকেন। ইনি অঙ্গ, উপাঙ্গু, অস্ত্র ও পারিষদ সহিত নিত্য-ক্র । স্থমেধাগণ তাঁহাকে সন্ধীতনবহুল যজ্ঞসমূহে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥১৩

ফর্ত পারিষদ আরে। সভার সহিত প্রভু কৈল অবতার॥ অঙ্গ বলরাম বলি তেঞি কহি সাঙ্গ। উপাঙ্গ আভরণ তেঞি কহি উপাঙ্গ । স্থদর্শন আদি অস্ত্র যত পারিষদ। সঙ্গতি আইলা সভে নারদ প্রহলাদ।। পূর্ব্ব অবতারে আর দাস দাসী যত। **স্পাক্ষোপাক্ষে** অবতার নাম লৈব কত॥ এতেকে বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে। যে নাম আছিল তথা যেবা নাম এবে॥ অধ্যের মনে। এইত কারণে মুনি কহিল বচন। সেই সে জানিব ইহা হ্রমেধা যে জন ॥ সঙ্কীর্ত্রনপ্রায় যুজ্ঞ ধর্ম পর-কাশ। স্থমেধা যে জন তাতে প্রম উল্লাস।। এতেকেই ইহ। না মানয়ে যেই জন। চারিষুগে তিন বর্ণ তাহার কারণ॥ কান্তি কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ তুই হৈল এক। আর তুই যুগ বর্ণ ইহা নাহি দেখ। কলি বা দ্বাপর ছুইযুঁগে এক বর্ণ। ছুইযুগে বর্ণ এক ইহার এ শর্ম। সভ্য ত্রেতা শ্বেভ রক্ত ছুই বর্ণ আছে। কলি দ্বাপরেতে একবর্ণ হৈল পাছে॥ গর্গমুনির বাক্য কেনে বল ক্রমভঙ্গ। ক্রমভঙ্গ নহে শুন আছে বড়রঙ্গ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কহিবার তরে। তিনু কাল কহে চারি যুগের ভিতরে॥ সত্য 🕿তা বহি দ্বাপর বিদ্যমান। দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অরতার কৃষ্ণ নাম।। ইদানী বলিয়া তেঞি বলে গর্গমুনি। স্তুকাল ভিতরে ভবিষ্য কাল গণি॥ ভবিষ্যতা যার আছে ইহাতেই জানি। ভূতের ভিতরে তার ভবিষ্য প্রমাণি॥ ভবিষ্যতা মধ্যে ভূত প্রমাণে,পণ্ডিত। নিশ্চয়ত্তা আছে তার এইত ইঙ্গিত *।। তথাপি, ভাহাতে তথা 💯 শব্দ দিল মুনি।

[🔹] অসিদ্ধে সিদ্ধবন্ধিদেশ: শিদ্ধ্যধ্যবসায়াৎ, কিম্বা.ভাবিনি ভূতবহুপচারাৎ।

শুরুরক্ত বলি তথা কি কাজ কাহিনী॥ তথা শব্দে পূর্বব উক্ত শুরুরক্ত যথা। কলিযুগে পীতবর্ণ হব হুরি তথা॥ এবে দ্লাপরেতে এই কৃষ্ণতাকে পেল। গর্গমুনি চারিযুগে তিন কাল কহিল॥ আমার বচন যে নালয় অবজ্ঞাতে। কি কারণে তথা শব্দ কহে ভাগবতে॥ এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিছ মোর॥ আর অপ-রূপ শুন শ্লোকের ব্যাখ্যান। এই মাত্র ব্যাখ্যা এই পরম প্রমাণ॥ এই ব্যাখ্যার আছে অপূর্বব পূর্ববিপক্ষ। যুগ অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশ্বস্য॥ আর সুগে অবতার অংশ কলা লিথি। আপনি যে ভগবান্ ভাগবত সাক্ষী॥

তথাহি শ্রীমদ্রাগবতে ॥

ঁএতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ॥

অথাৎ যাহা পরে হইবে তাহার অবশ্য নিশ্চয়তা থাকিলে, সে স্থানে "হইন্যাছে" এরপ বলা যাইতে পারে। বৈদন "প্রাণতাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতেছে" অর্থাৎ "যদি প্রাণ যায় সেও ভাল" এইরপ প্রাণের আশা ছাড়িয়া ব্বা প্রাণ্ণণণ যুদ্ধে যাইতেছে। ইত্যাদি স্থানে যেমন ভাবি কার্যের নিশ্চয় হেতু ভূত নির্দেশ, তক্রপ কলিতে যে গৌর হইবেন, তাহার নিশ্চয় করিয়াই "আসন্" এই অতীত কালে ভাবি কালের ক্রিয়াকে ধরা ইইয়াছে। অথবা অস্ত রূপেও ঐ ভূত ক্রিয়ার সঙ্গতি হইতে পারে। বিরুদ্ধ ধর্ম সম্রবামে ভূয়সাং সাাৎ সধর্মকত্বং। অর্থাৎ বিরুদ্ধ স্থলে অনেকের মত (ভোট্) গ্রাহ্থ হইয়া থাকে। স্বতরাং অতীত বর্ণ হইটী, ভাবী বর্ণ একটী মাত্র পীত। এজন্ত তাহা (ভাবী হইলেও) অতীতের দলে গণিত হইয়াছে। রাস।

অপিচ, এই সমস্ত (পূর্ব্ব নির্দিষ্ট দেবগণ) আদিপুরুষ ভগবানের কেছ ।

আংশ কেহ বা কলা। কিন্তু রুষ্ণই সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্। শ্লোক্স্তু শব্দে রামচক্রতে ভগবান্। ভগবানের অংশকলা স্বরূপ দেবগণ প্রতিযুগে দৈত্য দানবাদি

ইন্দ্রারিন্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ইতি ॥১৪॥
যুগ অবতার ক্ষে কহিব কে মতে। এ বচন•তবে কেনে
কহে ভাগবতে ॥ রন্দাবনচন্দ্র যুগ অবতার নহে। পূর্ণ পূর্ণ
ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে॥ এইত কারণে তাহা কহি কিছু
শুন। অবজ্ঞা না কর কেহ কর অবধান॥

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্ত গৃহতোধ্সুযুগুং তন্ঃ।

ভ্রোরক্তন্তথা পীত ইদানীং ক্রকতাং গতাঃ। ইতি ॥ ১৫ ॥ গর্গমুনি কহিল গভীর বড় গোধে। কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে ॥ বুদ্ধিমান্ হয় যদি জানে ভক্তজনে। বুদ্ধিনান্ যেই তাহা করয়ে প্রমাণে ॥ চারি য়ুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি। ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকাল কাহিনী ॥ চারি-মুগে তিন কাল করিবারে চাহে। এই সব কথা ব্যাস এক ক্রোকে কহে ॥ সত্য ত্রেতা দাপর আর য়ুগ কলি। শ্রেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌমুগ ভিতরি ॥ চারিমুগ আছে চারি কাল হয় যবে আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে ॥ তবে মে কহিলে হয় যথাক্রম কথা। যথা অবতারী ক্রম্ণ অনুসারে তথা ॥ এতেকে সে ক্রমুভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে। তথা শব্দে ভবিষ্য কাল গর্সমূনি লেখে ॥ কেবা অবতার আর চারি বর্ণ কার। কেবা অবতারী কেমন বিচার ইহার ॥ আপনে হি ভগবান্ জন্মি যয়্বংশে। পৃথিবীতে অবতার করে আর জংশে ॥ বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানহ কেনে। এই সে সন্দেহ ইথে দ্বিগতে

ছোরা উৎপীড়িত জনগণকে ুভিন্ন ভিন্ন মূর্টিভে রক্ষা করিয়া থাকেন॥ ১৪॥ এই শ্লোকের বঙ্গান্তবাদ ৩০ পৃষ্টায় লেখা ইইয়াছে॥ ১৫॥

কারণে ॥ যাঁতেক চৌযুগ তাতে অংশ অবতার। য়ুগ অকুরূপ বর্ণ ধরে তা সভার॥ ধর্ম সংস্থাপন অধর্ম বিনাশ নিমিতে। প্রতিযুগে অংশ অবতার হয় তাতে ॥ আপনিই দ্বাপরে ভগবান্ হরি। অবতার শিরোমণি সভার উপরি ॥ হবে কৃষ্ণ তাকে গেল গর্গম্নি কহে। শ্যামস্থলর কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ নহে॥ প্রতি দ্বাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম বর্ণ। তজপতাকে গেল প্রস্থু এই শুন মর্মা ৯ যেন. দ্বাপরেতে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র। কলি দ্বাপর যুগে এ ছই স্বতন্ত্র॥ এই ছই যুগে একবর্ণ অবতার। ব্যাসদেব কহেন উদাহরণ ইহার॥

তথাহি বৃহৎসইন্সনামন্তোতে॥
ত্নারাধ্য তথা শস্তুং গ্রহীধ্যামি বরং সদা।
ভাপরাদো যুগে ভূষা কলয়া মানবাদিয়ু॥ ১৬॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্বঞ্চ জনান্ মদ্মিখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্থাৎ স্প্তিরেধোতরোতরা ॥ইতি॥১৭॥
আর কিছু কহি শুন ভগবদ্গীতা। শ্রীমুখোদ্ত প্রভুর
নিজ নিজ কথা॥

় তথাহি জীমন্তগবদ্গীতায়াং॥. পরিত্রাণায় সাধুনাং রিনাশায় চ হুষ্কৃতাং।

আমি নিয়তকাল শস্তুকে আরাধনা করিয়া সেইরূপে বর লইব যে, "ছাপ-রাদি মুগে কলারূপে মন্ত্যাকুলে জনিয়া আপনি করিত আগম ছারা জন-গণকে হরিবিমুখ করুন ও আমাকেও গুপু করিয়া রাখুন। যাহাতে উত্তরোত্তর স্থাই হইতে থাকে।" তাহা না হইলে হরিপরায়ণ হইয়া সকলেই মুক্ত হইবে, সংসারের স্থাই লোপ প্রাইবে। বৃহৎসহস্রনামস্তোত্তে এইরূপ উক্ত আছে॥ ১৬॥ ১৭॥

শ্রীমন্তগবলগীতাতেও উক্ত আছে যে, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও প্লাপিদিগের

3

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি বুগে যুগে॥ ইতি ॥ ১৮॥
সাধুজন পরিক্রাণ ধর্ম সংস্থাপন। অধর্ম বিনাশ হেছু
কহিল এ মর্মা॥ যুগে যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি। এই
ছুই যুগে জন্ম আপনেই আমি॥ এক্যুগ শব্দ কহি আর মাম
যুগে। বিশেষণ বিশেষ্য করি বাখানহ লোকে॥ যুগ বিশেযণ যুগ তেঞি যুগ বলি। এক ত দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি॥
যুগে যুগে চারিযুগ করি কেনে বোল। পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার
অংশ কেনে কৈল॥ সে চারি যুগের কথা আর টাই কহে।
তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে॥

তথাহি তঁত্তৈব ॥

যদা যদা হি ধর্মস্থ গ্লানির্ভবতি ভারত । ।
অভ্যুথানমধর্মস্থ তদাত্মানং স্কাম্যহং ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥
যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় হানি। অধর্মের
অভ্যুথান সে কালে জানি ॥ তদা কালে আপনাকে করিয়ে
স্কেন। প্রতি যুগে অবতার অংশের কারণ ॥ এতেকে
কহিয়ে আমি শুন মোর বোল। কহয়ে লোচন কথা না
ঠেলিহ মোর ॥ কলিযুগে গোর ক্ষণ্ড জানিয়াছি আমি।
বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি ॥ আর অপরূপ শুন
কলিযুগ মর্মা। আত্রমে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তন ধর্মা ॥ দান
ব্রত তপো হোম স্বাধ্যায় সংযম। বাসনা বিষয় যত এবিধি
নিরম ॥ ফলভোগ শুতি শুনি সৰ মায়াবন্ধ। নাম গুন

বিনাশ করিয়া শেষে ধর্ম সংস্থাপন জন্ম আমি যুগে ২ অবতীর্ণ হইয়া থাকি॥১৮ হে ভারত! যথন মথন ধহর্মর গ্লানি হইবে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হইবে, তথনি তথনি আমি আত্মবিস্তার করিব বা অবতীর্ণ হইব॥ ১৯॥

মহিমা না জানে ছার অন্ধ॥ কর্ম্মৃত্তে বন্দী জীব ভ্রমিতে ভ্রমিতে। নির্তি নাহিক কর্ম নাহি সক্ষল্পিতে ॥ প্রলায়ের কালে সব কর্ম বন্ধ ঘুচে। হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণ কথা যবে পুছে ॥ হেন গুণ সঙ্কীর্ত্তন কলিমুগ ধর্মা। ঘোর পাপময় বোলে না জানিয়া মর্মা॥ যুগধর্ম সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাব কেমনে। কেবা ধর্ম সংস্থাপন করে প্রভু বিনে ॥ প্রভুর প্রতিজ্ঞা শুন এ বিষ্ণুপুরাণে। প্রভু অবতার হব যেই যেই কারবে॥

ত্থাহি এীমন্তগ্রদগীতায়াং॥

পরিত্রাণায় সাধ্নাং বিনাশায় চ হুদ্ধতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ইতি॥ ২০॥

সাধুজন পরিত্রাণ অধর্ম বিনাশ। ধর্ম সংস্থাপন প্রতি
যুগেতে প্রকাশ। কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম ইহা মানে। কলি
গোরা অবতার কভু নহে আনে॥ ইহা বলি মুনিসনে
কোলাকোলি করে। আনন্দে বিহ্বল ব্রহ্মা আপনা পাশরে॥
এক কহে আর উঠে গোরা-গুণের প্রভায়। সকল ইন্দ্রিয়
স্থাে করিবারে চায়॥ আর রুয়া শুন প্রভুর সহস্রেক
নামে। এক কালে ছুই নাম হৈল এক চামে॥

তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্বাণি॥ স্থবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গণী। সন্ম্যাসকুৎ সমঃ শাহন্তা নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ইতি॥ ২১॥

এই শ্লোকের বন্ধান্থবাদ ইতঃপূর্ব্বেই ৩৭। ৩৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইরাছে॥২০॥
বাহার বর্ণ স্থবর্ণের ভাষা, অঙ্গের বর্ণও স্থবর্ণ সদৃশ অঙ্গও স্থলর। চলনের
জন্ম পরিহিত। যিনি সন্ন্যাসক্ষারী, সম ও শান্ত গুণাবলম্বী এবং নির্চ ও
শান্তি পারায়ণ॥২১॥

• হেম্পেরি কলেবর স্থবরণ ত্যুতি। সন্ত্যাস করণ সে পরম মহাযতি॥ ভবিষ্যপুরাণে শুন ক্ষেত্র প্রতিজ্ঞা। কলি জন-মিব তিন বার এই আজ্ঞা॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে॥

অগ্রা অধ্বময়া যজা ময়া র্দ্ধা ন সংশয়ঃ।
কলে সঙ্কীর্ভনারস্তে ভবিষ্যামি শুচ্নীসূত্ঃ॥ ইতি॥ ২২॥
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। কলিযুগ ধর্ম মর্ম্ম
বিচারহ মনে॥ পাপময় কলিযুগে প্রধর্ম এই। নামসঙ্কীর্তন প্রধর্ম যারে কই॥ যদি বা বলিবা পাপচ্ছেদন কারণে। প্রকাশিল মহাখাজ নামসঙ্কীর্তনে॥ সত্যুক্তাদি প্রজা কেনে কলিজন্ম মাগে। হরিনাম পুরায়ণ হৈব কলিযুগে॥

তথাহি॥

ক্তাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলো খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণ । ইতি॥২৩॥
কৃষ্ণ অবতারে কেনে লঞা সর্বশক্তি। পাপাশয় জনে
নাহি দেই প্রেমভক্তি॥ ঐছন করুণা কহ কোন যুগে আর।
না ভজিলে প্রেম দেই কোন অবতার॥ পাপ নাশ হেতু
ভাছে ধর্ম কর্ম তীর্থ। কি জানহ ধর্মশীল পায় হেন অর্থ॥
এতেকে জানিল কলি সর্বয়েগ সার। সম্বীর্তন ধর্ম বহি ধর্ম

ভবিষ্যপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, অগ্রে কে সমস্ত অধ্বময় যজের বৃদ্ধি /
করিয়াছি, তাহা হইতে কলিয়্গে একমাত্র নামস্কীর্তনরূপ যৃজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং
সেই যজারস্তের জন্মই কলিতে আমি শচীমন্দন গৌরাক্ত হইয়া অবতীর্ণ
ইইব ॥২২॥

হে রাজন্! সত্যাদি যুগেতেও প্রক্রাগর্ক কলিস্গীয় অবতারকে ইচ্ছা ক্রিয়া থাকেন। কলিতে লোকসমুস্ত নিশ্চয়ই নারায়ণপরায়ণ হইবেন॥ ২০॥

নাহি আর ॥ এতেজ বিচার কথা কহিল বিরিঞ্চি। শুনিয়া নারদ বীণা বাজেয়ে ভগঞি॥ এহেন অয়ত জ্ঞা নারদ সম্ভাব। শুনিয়া-আন্দ হিয়া ও লোচন দাস॥

मिल्हाव ॥

নারদ কহলে ভ্রন্ন কি কহিব আর। যে কিছু কহিলা এই হৃদয়ে আমার॥ কর্মাক্ষে এমিতে জমিতে কত কল্প। দৈবে বৈঞ্চৰ সেবা ঘটে যদি অল্ল ॥ তার মহেতিমা কথা নিগুঢ় শুনিয়া। পালিয়ে পরন যত্ত্বে সাবধান হঞা।। তবে সুক্ত-বন্ধ হঞা কৃষ্ণপর হয়। সালোক্যাদি মুক্তি চারি অঙ্গুলি না ছয়। তার পর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব। কে আছুয়ে অধিকারী সে সব আলাপ। যার রুসে বশ প্রভু ত্রিজগৎ-নাথ। প্রাকৃত জনের যেন কুলটার দাথ॥ তার প্রেমভক্তি কথা কে কহিতে জানে। গুলালতা জন্ম উদ্ধব মাগে যার গুণে॥ যে প্রভুর চরণ ব্রহ্মা মহেশ ধেয়ায়। যোগীক্র মুনীক্র খুঁজি উদ্দেশ না পায়॥ অশেষ লখিমী যার করে পদ দেবা। ব্যাস অগোচর যার পদমধু-প্রভা॥ চারি বেদে যাহার মহত্ত্ব নিত্য গায়। অনন্ত মহিনা গুণ ওর নাহি পায়। শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা। হেন প্রভু কৈল গোপিকার পরিচর্য্যা॥ আর কত ভকত আছয়ে শত শত। হেন রূপে বশ কৈল গোপী-অনুগত। কোথা কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগুঢ় বে প্রেমা। কোথা গোপী বনচারী ব্যক্তি-চারী কামা॥ ঐছন ভকতি তত্ত্ব বুঝিবারে চাই। পরম নিগৃঢ় ভক্তি ইহা বই নাই॥ হেন ভক্তি প্রচারিব কলি-যুগে প্রভু। লক্ষী অনন্ত যাহ। নাহি শুনে কভু॥ সভারে বোলহ বেক্ষা দব বেক্ষালোকে। নিজ নিজ অংশে জন্ম লব কৈলিযুগে॥ ইহা বলি মহামুনি অন্তর উল্লাস। চলিলা নারদ কহে এ লোচন দাস॥

মলার রাগ।

চলিলা নারদ মুনি, বীণার গর্জন শুনি, লহু লহু প্রবণ মঙ্গল গীত না। অমিয়া সিঞ্জিল যেন, জগত জনের মন, ত্রিভুবনে আনন্দ চমকিত না॥ জয় জয় হরিবোল, আনন্দে মগন ভোল, ঘোষণা পড়িল তিন লোকে না। অস্ত্র পারি-ষদ সঙ্গে, জনম লভিব রঙ্গে, গোর। অবতার কলিযুগে না॥ ঐজন করুণা কর, দেখিব নয়ান মোর, অনিয়া সিঞ্চিব কলেবরে না। ৰজয় জয় জগন্ধাথ, নিজ নিজ ভক্ত সাথ, নিজ ভক্তি করিতে প্রচার না॥ কলিযুগ ধনি ধনি, লোক প্রজা স্ব ধনি, অবনি নদিয়া তার মাঝে না। ধনি মিশ্র পুরন্দর, ভবনেতে যাহার, জনম লভিলা গোরারাজে না॥ অহহ সঙ্গিনী সঙ্গে, হরিগুণ গান রঙ্গে, বায় শছা করতাল মূদঙ্গ না। এ ভুবন চতুর্দশ, প্রেম বরিষণ রস, গুণ কীর্ত্তন করিব পর-हात ना॥ तुन्तावन छन तम, धनग्र (म मर्वतस्म, जाभरन আস্বাদি দিব সভে না। দেব-নাগ-নরগণে, আচাগুল সব জনে, পিয়াইব যাহা করি লোভে না।। আনন্দ আনন্দ গুণ, মঙ্গল মঙ্গল শুন, রুন্দাবনধন পরকাশ না। সকল ভুবনপতি, জন্ম লভিব ক্ষিতি, আনন্দে ভুলিল এ দাস লোচন না 🛚

বরাড়ি রাগ॥

মোর প্রাণ রে আরে রে গোরাচান্দ নারে হয়।। যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে। শুনিয়া আনন্দময় নাচয়ে কৌতুকে॥ অঙ্কুরিত মৃততরু যেন দেখে লোকে। নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কোতৃকে। হেন মতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত। ধর্ম বিপর্যায় দেখে লোকের চরিত। দান ব্রত তপস্থা ছাড়িয়া দর্বজন। স্ত্রীয়ের গোরব করে কায় বাক্য মন॥ ইহা অত্নমানি জানিল নিশ্চয়। এই কলিযুগ ইথে নাছিক সংশয়॥ যা লাগিয়া তিনলোকে ঘোষণা পড়িল। কারে নিবেদিব এই কলি-যুগ আইল। চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে। আচ-ঘিতে শুভ বাণী উঠিল গগনে॥ জগন্নাথ দারুত্রন্ধা আমি নীলাচলে। লোক নিস্তারণ হেতু সমুদ্রের কূলে॥ পুরুব রতান্ত নাহি স্মরণ যে তোর। কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইল মোর। চল চল মুনি-রাজ নীলাচল পুরী। আচরিব জগরাথ আজা অনুসারি॥ চলিলা নারদ সুনি আনন্দ হিয়ায়। উঠিল বীণার ধ্বনি জগৎ জুড়ায়।। হাহা জগন্ধাথ করি অনুরাগে ধায়। দেখিল এীমুখচন্দ্র ত্রিজগৎ রায় ॥ যত অবতার তার আশ্রে সদন। সব কলা রসময় প্রসন্ধ বদন ॥ চরণে পড়িয়া মুনি বোলে কর যুড়ি৷ কুপা কর জগন্নাথ আইল যুগকলি ॥ মহাঘোর পাপেতে পড়িল দব লোকে। শিশোদর-পরায়ণ ভ্রান্ত মহাশোকে ॥ শুনিয়া ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল। কর পরশিয়া তারে নিভূতে কহিল। পরম নিগৃঢ় এই কৃহি তোমা স্থানে। গোলোকে চলহ ছুমি আমার বচনে॥

পাহিড়া রাগ, ত্রিপদী ছন্দ। বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান *, গোলোক যাহার নাম, শ্রীগৌর

 [&]quot;ক্রিণী শক্তি নাম" এইটা পাঠান্তর।

ত্বন্দর তার রাজা। লখিমী আদিক নারী, একত্ পুরুষ হরি, স্থময় সকল পরজা ॥ রাধা আর রুক্মিণী, এই তুই ঠাকুরাণী, তার অংশে যতেক নাগরী। শত শত শাখা-ভক্তি, এ দোঁহার ধরি শক্তি, সেবা করে হঞা অনুচরী।। আর দেবী সত্যভাষা, রূপে গুণে অনুপ্রমা, সব রস বৈদ্ধীর সীমা। লীলা বিলাস লাবণ্য, সর্ব্ব রস কলা ধন্য, ত্রিজগতে রমণী প্রমা॥ সঙ্গীত বলিয়ে যারে, তাল সঞ্চারণ সরে, শব্দ ব্রহ্ম জগতে বাখানে। বলিয়ে পঞ্চ বেদ, যে পূজ্ঞে স্বরভেদ, বুদ্ধি নালা সর্বতে সমানে ॥ পুরুষ ঠাকুর অংশ, সকল বৈষ্ণববংশ, রসময় রঙ্গ নামাপুরী। ঐছন মহিমা তার, কহিতে শুক্তি কার, এক মুখে কহিতে না পারি॥ যতেক গোপিকাগণে, রাস কৈল রন্দাবনে, রাধা আদি করি করে সেবা। ছারকায় ছিল যত, রুকাণীর অনুগত, আর যত রদ অনুভবা। ভেক্তি বিনু নাহি তাহে, নিরবধি যশ গায়ে, স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন। মুক্ত বিনু সর্বজন, প্রাকৃত জনের যেন, ভকতি কেবল যেন দীন॥ সালোক্যাদি চারি মুক্তি, বৈকুণ্ঠ নাথের শক্তি, ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র। লখিমী সম্পদ্ময়, দীন ভাব নাহি রয়, ভক্তি কেবল প্রতন্ত্র॥ শর্করা সে আপনে, নিজ স্বাদ নাহি জানে, পরজনা করে উপভোগ। এছন মুক্তি-পদ, ভক্তি পদে দেই বাদ, দব পর প্রেমভক্তি যোগ।। বিধাতার অগোচর, সে পূড়ী আনার ঘর, দয়ার কারণে আইল এথা। **জ্রীচৈতত্য সর্ক্ষেদ্রর, গৌর দীর্ঘ কলেবর, দেখিয়া গুচাহ মনো-**ব্যথা।। বেরপে দেখিব তথা, সেরপে আসিব হেথা, গুণ কীর্ত্তন করিব প্রচার। ঘুচার সকল হৃত্ত্ব, প্রচারিব প্রেম-

হুখ, কলিলোক করিব নিস্তার । চলিলা নারদ মুনি, ভুনি অপরূপ বাণী, বেদ অগোচর এই কথা। বৈকুণ্ঠ উপর আর, গোলোক দেখিব যার, সকল ভুবনে গুণ গাথা।। মুক্তি পর-মুক্তি আর, ভাগবতের বিচার, শুনিল নিগুঢ় যত কথা। লোকদেব অবিদিত, অবিদিত অবেকত, বেকত দেখিব আজি তথা। অনুরাগে ধায় মুনি, বীণার শবদ শুনি, বৈকু-প্রের প্রজা হরষিত। বৈকুপের ছারে গিয়া, আনন্দে বিহবল ২ 🕬 অসকল গায় গুণগীত ॥ **দেখিল বৈকুঠনাথ, দৰ পারি-**যদ সাথ, বসিয়াতে স্থা সিংহাসনে। পাঁড়য়া চরণতলে, মুনি পরণাম করে, তুলি পহু কৈল আলিঙ্গনে॥ হাসিয়া কহেন পহু, কি তোর অন্তর রহু, কহু মুনি হৃদয় সত্বরে। উৎকণ্ঠা হৃদয়ে মরি, পালিব বচন তোরি, অগোচর করিব গোচরে॥ করবোড়ে বোলে মুনি, তুমি সব অন্তর্গামী, তোরে মুঞি কি বলিব আর। দারুত্রক্ষা রূপে মোরে, যে কহিলে অন্তরে, দেইরূপ দেখাহ আমার॥ পুন কহে শুন মুনি, নিভূতে কহিয়ে আমি, সেইরূপ সহজ স্বরূপে। তার ছায়া মায়া যত, আবতার শত শত, আরোপিয়া পরম উদ্বোগে॥ যার ছায়া শক্তি আমি, ব্যাপিত সকল ভূমি, সর্ব্বময় বিষ্ণু সর্ব্বে সর্ব্ব। লক্ষী মোর অনুচরী, আর যেই মুক্তি চারি, তাহা আর কহিয়ে দন্ত ॥ যার ছায়া বিষ্ণু আমি, দম্পদ্ ছায়া লথিমী, বৈকুঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ। মুক্তিছায়া চারি মুক্তি, সবে আরো-পিয়া ভক্তি, দেবে নাথ দে পহু বৈকুণ্ঠ॥ রাধা মাত্র প্রকৃতি, প্রেমময় আকৃতি, যার বশ পুরুষ প্রধান। প্রকৃতি দক্ষিণ বাম, ললিত। বিশাখা নাম **, তিন গুণ শক্তি সন্ধান॥ নিশ্চয়

 [&]quot;বৈকুঠের এক ধাম, মহাবৈকুণ্ঠ যার নাম" ইতি পাঠান্তর।

বচন মোরি, অনায়াদে গোরহরি, প্রকট করুণা কল্পতরু। চল মুনি চলি যাই, সেই মহাপ্রভু ঠাই, সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু॥ চলিলা মুনীন্দ্র রায়, বীণা হরিগুণ গায়, আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে। পুলকিত দব গা, আপাদ মস্তক জা, প্রেমবারি তুন-য়নে ঝাঁপে॥ প্রেমমদে মাতোয়ার, ক্ষণে হয় চমৎকার, कर्ण छोटक रशीतांत्र विलिया। करण वर्ष भन याय, करण करण ফিরে চায়, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে চলে ধা'য়া॥ আচন্দ্রতে বায়ু বহে, জুড়ায় দকল দেহে, কোটি চাঁদ জিনি দেন জ্যোতি। শ্রীপাদপদ্ম গরে, আউলায় শরীর বন্ধে, সে দেখিয়ে তহি কামকাতি॥ অনেক মদন রায়, অনুগত কাজে ধায়, প্রেম বিনু না দেখি যে লোক। না দিবা রজনী জানি, না দেখিয়ে ভিনা ভিনি, সর্বজন হরিষ অশোক ॥ গমন নটল লীলা, বচন সঙ্গীত কলা, নয়ান চাহনি আকর্ষণ। রঙ্গ বিন্তু নাহি অঙ্গ, ভাব বিমু নাহি দঙ্গুরসময় দেহের গঠন ॥ তুমু চিদানল ময়, ষ্ঠা চিন্তামণি হয়, কল্পতরু সর্ববি তরু তথা। স্থরভি যতেক সব, কামধেকু যেন নব, উদ্ধবাদির আশা গুল্ম লতা।। সব তরু কল্লজ্ম, তহি এক নিরুপম,রত্নবেদী তার ছুই পাশে। স্বর্গ সিংহাদন তায়, বসিয়া গোরাঙ্গ রায়, দর্দ মধুর লহু হাদে॥ দশাথ মঙ্গল ঘটে, দিংহাদন স্থনিকটে, বামপাদা-ঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া। রভনপ্রদীপ জ্বলে, যেন দিবাকরকরে, আলো-কিত জগৎ ভরিয়া। রাধিকা দক্ষিণ পাশে, অনুচরী করি কাছে, রত্ন কলদ করি করে। বাম পাশে রুক্মিণী, কাছে করি দঙ্গিনী, পূর্ণ রত্নঘট জল ভরে॥ নগজিতা জল ভরে. দেই মিতার্কা করে, মিত্রের্কা স্থলক্ষণা করে। সে দেই

রুক্মিণী করে, দেবী ঢালে প্রভুশিরে, অভিষেক স্থরনদীজলে ॥ তিলোভ্রমা জল ভরে, দেই মধুপ্রিয়া করে, মধুপ্রিয়া চক্তমুখী করে। সে দেই রাধিকা হাথে, রাই ঢালে প্রভু-মাথে, অভি-শেক করে গন্ধাজলে॥ সত্যভাষা অন্তরে, দিব্য গন্ধ করি করে, দিব্য মাল্য দিব্য অনস্কার। লক্ষণা হুভদ্রা ভদ্রা, সত্য-ভানা পরতন্ত্রা, অনুক্রমে করে দেই তার # আর দিব্য নারী যত, চারি পাশে কত কত, দিব্য ভূষা দিব্য উপহার। রতন-স্তর্ক করে, রহে প্রভু বরাবরে, জয় জয় মঙ্গল উচ্চার॥ গোলোকনাথের স্নান, ইহা বহি নাহি আন, আগমে কহিল মহাধ্যান। হেমগোর কলেবর; মন্ত্র চারি অক্ষর, সহজ বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্যান ॥ শ্যাম দেহে চারি হাথ, ধরয়ে বৈকুণ্ঠনাথ, চারি হস্তে চারি অত্র তার। হেন কিরণীয়া পহু, হেম অঙ্গে বলে লহু, দ্বিভুজ শরীর শুন সার॥ ঐছন সময় মুনি, দেখিয়া সে গোরমণি, বিভোর পড়িলা পদতলে। আঁথি মিলিবারে নারে, পুন চাহে দেখিবারে, সিনাইল নয়ানের জলে॥ স্নান সমা-পিয়া পত্, হাসি কহে লহু লহু, নারদ তুলিয়া লৈল কোলে। ঘুচিল সংসার চিন্তা, খণ্ডিল মনের ব্যথা, প্রভুপ্রিয় লহু লহু বলে॥ মুনি বলে মহাপ্রভু, হেন অপরূপ কভু, না দেখিল না শুনিল আমি। জনম সফল আজি, দেখিল অমিয়া রাশি, ধনি ধনি আপনাকে মানি॥ ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব, অবতার অবিদিত, অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা। জ্যেতিৰ্শ্বয় বলে কেহ, মুখে না নির্কাচে সেহ, করিবারে নাছিক উপমা ॥ কেহ বলে পরাৎপর, প্রধান পুরুষ বর, বিচারে না করে নির্রূপণা। সর্কাময় তোর শক্তি, দেখিয়া না পায় মুক্তি, অগোচর তোর

আচরণা। সহস্র ফণা অনন্ত, না পাই গুণের অন্ত, দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে। না পাঞা গুণের ওর. ঐছন চাকুর গৌর. কুপা বলে দেখিলাম তোকে॥ যে পুন আরতি করে, তুরা-পদ অনুসারে, নানাবুদ্ধি নহে এক মত। কেহ বলে সর্বা-ব্যাপী, সূক্ষ্মবাদী সাংখ্য যোগী, স্থুল সেবা কররে ভকত॥ কেহ বেদ অনুসারে, নিত্য ধর্ম কর্ম করে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনু-গত। বেদান্ত সিদ্ধান্ত যেই, সমাধান নাহি পাই, না বুঝিয়া কহে নানামত ॥ অস্থান্য বিরোধ কেনে, ইহা নাহি অনুমানে, কনে পুন একই অবৈত॥ না বুঝি তোমার মর্মা, পক্ষ ধরি করে কর্ম, তোর কথা সব অবিদিত॥ এবে পদ পর-সাদে, নিরবধি প্রাণ কাঁদে, ছাড়ি ইহা প্রাকৃত মূরতি। পূন জনমিয়ে আর, করি কৃষ্ণ-দংসার, আচরিয়ে এই প্রেমভক্তি॥ ঐছন নারদবাণী, শুনি কহে দিনমণি, চল চল চল মুনিরাজ। কলিলোক নিস্তারিব, নিজ ভক্তি প্রচারিব, জনমিয়া নদিয়া সমাজ॥ পৃথিবি ! চলহ তুমি, শ্বেত দ্বীপে আছি আমি, বল-রাম নাম সহোদর। অনন্ত বাহার অংশ, একাদশ রুদ্রংশ, সেবা করে মহেশ ঈশ্বর॥ রেবতী রমণী সঙ্গে, আছিরে বিলাস-রঙ্গে, ক্ষীর জলনিধি মহী মাঝে। যত অবতার হয়, সেই মাত্র সহায়, আগে করি করি নিজ কাজে॥ চল চল মুনিরাজ, গোচর করহ কাজ, কহিও করিয়া পরবন্ধ। নিজ নিজ অংশ লঞা, পৃথীতে জনম গিয়া, স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ।। আনন্দে নারদ মুনি, শুনিয়া ঠাকুর বাণী, হিয়া স্থাথে বলে হরিবোল। কহয়ে লোচন দাস, এ দোহাঁর সম্ভাষ, শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল॥ ক্ষুদ্র ছন্দ, ধানসী রাগ॥

রাঙ্গা চরণ বলি যাও॥

চল চল প্রেম বিলাও প্রেমে জগৎ মাতাবো হে॥ ধ্রু॥ নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর। আপন অন্তর কথা তুলিলা অঙ্কুর॥ পৃথিবীতে জনম লভিব যে কারণে। তভু কহি সবজন শুন সাবধানে । নিজরুল লঞা প্রভু কহে সব কথা। মহামহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা॥ ভাহিনে রাধিকা বামে দেবী ঐক্রিকাণী। বামেতে রাধিকা করি বসিলা আপনি॥ তাহার অন্তরে যত প্রধান রমণী। যথাযোগ্য বসিলেন শুনহ কাহিনী। তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ। তাহার অন্তরে যত আর অনুগত॥ প্রাণনাথ যত কথা শুনিব প্রবণে। লাখ লাখ আঁখি এক স্থন্দর বদনে।। অনেক চকোর যেন একচন্দ্র-আশে। পিবই অমিয়া রাশি মুখ পরকাশে॥ যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে। সাধুজন ত্রাণ ধর্ম রাখিবার কাজে॥ ধর্ম সংস্থাপন করে না বুঝই কেহ। অধিক বাঢ়য়ে পাপ পরমাদ সেহ। সত্যযুগ অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ। দ্বাপরে তাহার অধিক এবড় সন্তাপ॥ কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম-লেশ। করুণা বাঢ়ল দেখি সবজন ক্লেশ। অধর্ম বিনাশ হেতু মোর অবতার। অধর্ম বাঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার॥ ঐছন জানিয়া দয়া উপজিল চিতে। জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে॥ এমত হল্ল ভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া। বুঝাইব লোক ধর্মাধর্ম বিচারিয়া॥ নবদীপে জ্ম মোর শচীর উদরে। গঙ্গার সমীপে জগন্নাথমিশ্র-ঘরে॥ আর অবতার হেন অবতার নহে। অস্ত্র সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে॥ মহাকায় মহান্ত্র মহা-অস্ত্র মোর। মহারণে সংহার করিয়া

করো চুর॥ এবে সর্বজন সেই হৃদয় আয়রি। খড়গ অস্ত্রে ছেদ্য নহে রণে কিবা করি॥ নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবের শক্তি। প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি॥ এই মতে কলিপাপ করিব সংহার। সবে চল আগে পাছে না কর বিচার॥ এবে নাম সঙ্কীর্ত্তন খড়গ তীত্র লঞা। অন্তর আয়র জীবের ফেলিব কাটিয়া॥ যদি পাপী ছাড়িধর্ম দূর দেশে যায়। মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায়॥ নিজপ্রেমে ভাসাইব এ বক্ষাণ্ড সব। কভু না রাখিব ছংখ শোক এক লব॥ ভাসাইব হাবর জঙ্গম দেবগণে। শুনি আনন্দিত কহে এ দাস-লোচনে॥

বরাড়ি রাগ॥

চলিলা নারদ মুনি, বীণার উঠিল ধ্বনি, পাণি পাদ না
চলয়ে আর। যাইতে না পথ দেখে, প্রেমজলে আঁথি
ঝাঁপে, টলমল যেন মাতোয়াল। পদ ছই চারি যাই, পুন
পড়ে সেই ঠাই, প্রভু নাম আধ আধ বোলে। অনেক
শকতি উঠি, ধরিয়া ধরণী কটি, নদী বহে নয়নের জলে।
ক্লপে মহা উনমাদ, হুহুস্কার সিংহ্নাদ, গোরা রূপ হুদয়ে
ধেয়ান। বাহু নাহি অন্তরে, না চিনে আপনা পরে, দবে কহে
গোর গেয়ান। কোটি রবি তেজ যেন, অঙ্গের কিরণ হেন,
নারদ চলিলা অন্তরীকে। উত্তরিলা সেই স্থানে, যথা প্রভু
বলরানে, চমক লাগিল শ্বেত্বীপে। পুরী পরিসরে রহি,
চমকী চৌদিকে চাহি, লাখ লাখ হিমকর-ছুতে। বায়ু বহে
মন্দ মন্দ, দিব্য স্ক্রমল গন্ধ, প্রতিদ্বারে লম্বে গজমতি। সত্ত্ব
গুণ সর্বলোক, নাহি জরা মৃত্যু শোক, সর্বজ্ঞন সভাকার

বৰু। যথন যে দেখি দিঠি, সেই দব জন মিটি, বলদেব-ময় ক্ষীরসিন্ধু॥ দেখিয়া নারদ মুনি, ধনি ধনি মনে গৰি, ধনি ধনি আপনাকে মানে। ত্রিজগৎ-নাথ স্বামী, দেখিব .নয়নে আমি, কান্দিয়া পড়িষ ছুচরণে। দেই বলরাম রায়, যুগে যুগে সহায়, করি কৃষ্ণ করে অব-তার। খেলায় বিবিধ খেলা, অনন্ত বিনোদ লীলা, করি করে অহার সংহার। সেই প্রাভু বলরাম, নিজ অংশে তিন ঠাম, রহি করে কৃষ্ণের পিরিতি। আদ্যুমধ্য আর অন্ত, ষার অংশ অনন্ত, এক ফণায় ধরি লয়ে ক্ষিতি॥ আপনে ঈশ্বর হঞা, শ্বেতদ্বীপ মাঝে রঞা, বিলাস করয়ে নানারঙ্গে। দর্কোপরি পরিণাম, দেই মহাপ্রভুর ঠাম, দেবা করে অপ-রূপ রঙ্গে॥ গমনের কালে ছত্র, বসিতে আসন বস্ত্র, শয়নের কালে হব শয্যা। প্রলয়ে সে বটপত্র, মহারণে দ্বিয় অস্ত্র, নানারতেপ করে পরিচর্য্যা । এক অংশে সেবা করে, আর স্থানে মহী ধরে, হেন প্রভু বলরাম মোর। ত্রিজগৎ-অধি-রাজ, দেখিব ক্ষীরোদ মাঝ, প্রভু আজ্ঞা করিব গোচর॥ এই হুই প্রভু মাত্র, যেন রাজা মহাপাত্র, পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি। আর যত রুদ্রবংশ, সেহ য়ার অংশাংশ, অবতার করিব হেন ক্ষিতি। হেন মনঃকথা রদে, মুনি ভেল পরবশে, পুরী প্রবেশিলা মহানন্দে। দেখি ত্রিজগৎ নাথ, সব পারিষদ সাথ, অপরপ বলরাম চান্দে॥ অঙ্কুর পর্বত যেনে, বসি শ্বেত সিংহাসনে, অমৃত মধুর লহু হাসে। রাতা উত্পল আঁখি, ছল ছল হেন দেখি, আধ বাণী মুখেতে নিকশে॥ তারক ভ্রমরা আধ, আচ্ছাদিল তার সাথ, আধ উদাস হই আঁখি। মণি

মুক্তা প্রবাল, দিব্য রত্নময় হার, অঙ্গ অলঙ্কার নাহি লখি॥ আলিষ বালিশ করে, বাম কর করি শিরে, ডাহিনে রেবতী কর ধরে। রেবতী তাম্বল করে, দেই প্রভূ-অধরে, অনুরাগে বয়ান নেহারে॥ অনুচরী চারি পাশে, চামর ঢুলায় হাসে, কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনি। কেহ বীণা বেণু বায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়, তাল সঞ্চে প্রম রম্ণী॥ তাহার অন্তরে যত, অনুগত শত শত, যার যেই হয় নিজ যূথ। ঐছন সম্য়ে মুনি, করিল বীণার ধ্বনি, ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥ দেখিয়া নারদ মুনি, টল মল পড়ে ভূমি, ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে। চিরদিন অনুরাগে, দেখিলু দে মহাভাগে, তুষিল শীতল মহা-বোলে।। হাসিয়া সম্ভাষে পহু, কহ কোথা হইতে তুহু, রহস্ত কহিবে হেন বাসি। কহনা কেমন কাজ, শুনিতে হৃদয়-মাঝ, আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি॥ সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি, কি কহিতে আমি জানি, তুমি প্রভু সর্ব্য-অন্তর্যামী। 'যে কিছু কহিতে জানি, সেই কৃথা অনুমানি, যে জুড়ায় করহ আপনি॥ কলি পাপময় যুগে, না দেখি নিস্তার লোকে, দয়া উপজিল প্রভু-চিতে। পালিব ভকত জন, আরু ধর্ম সংস্থাপন, জনম লভিব পৃথিবীতে॥ অধর্ম বিনাশ কাজে, আর কিবা ধর্ম আছে, হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে। আজ্ঞা দিল আমারে, ঘোষণা দিবোর তরে, শুনি লোক ভেল আনন্দিতে॥ রাধাভাব অন্তরে, রাধাবর্ণ বাহিরে, অন্তর্কাহ্য রাধাভাব হঞা। সঙ্গে স্থা স্থীর্ন্দ, আর ভক্ত অনন্ত, ব্রজভাবে অখিল মাতাঞা ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে, জনম হ পৃথিবীতে, স্বনাম ধরিহ নিত্যানন্দ। তোর অগোচর নহে, তার মর্মা কর্মা

দেহে, কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র ॥ শুনি বলরাম রায়, আদান্দে চৌদিকে চায়, অট্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে। ঘন ঘন হুল হুলার, প্রকাশয়ে চমৎকার, আপনা পাশরে প্রেমানন্দে॥ আজ্ঞা দিল নিজ জনে, পৃথীতে কর গমনে, প্রভু আজ্ঞা পালিবাদ্ধ তরে। চলহ নারদ তুমি, জনম লভিব ভূমি, অগোচর করিব গোচরে॥ প্রছন অমৃত কথা, শুন গৌর গুণ-গাথা, সব জন কর অবধানে। সব অবতার সার, কলি গোরা অবতার, বিচার করহ সভে মনে॥ তুণ ধরিয়া দশনে, বলে মোকাতর মনে, গোরা শুণে না করিহ হেলা। সংসারে না দেহ মতি, করো কৃষ্ণে পীরিতি, সংসার ছরিতে এই ভেলা॥ কভু নাহি হয় যেই, গৌর অবতার সেই, হইবে পরম পরকাশ। নির্জীবে জীবন পাবে, অদ্ধে পথ বিচারিবে, গুণ গায় এ লোচন দাস॥

ভাটিয়ারী রাগ ॥

ভাই রে গাও গাও নিতাই চৈতন্য গুণ-গাথা॥ হেনরপে
মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা। নিজ নিজ অংশে সবে জনম
লভিলা॥ মহেশ ঠাকুর সর্ব্ব আগে আগুয়ান। ব্রাহ্মণের কুলে
জন্ম কমলাক্ষ নাম॥ পড়িয়া শুনিয়া গুণে পরবীণ হৈল।
অদ্বৈত আচার্য্য বলিপদবী লভিল॥ সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগণ
ধরে। তমোগুণ বৃলি যারে ঘোষয়ে সংসারে॥ অন্তর্বাহে
বিচার না করে কেহো পুন। বাছ্ আচরণ দেখি বলে তমোগুণ॥ কুফের কেবল আ্থা নামে হরিহর। পরাকৃত তমোগুণ
গুণের ভিতর॥ পরাকৃত ভকত বলি যেই তমোগুণী। অধম
বলিয়ে অল্প জনে যবে জানি॥ এ কেমনে হরিহর বল তমো-

গুণ। অবজ্ঞানা কর যবে মোর বোল শুন। মনে অনুমান করি করহ বিচার। এতেকে বলিয়ে গোরা অবতার সার ॥ সব অবতারে তার খেলার সংহতি। বলরামজনম লভিল এই ক্ষিতি॥ ব্রাহ্মণের কুলে যুগধর্ম অনুরূপ। নিত্যই আনন্দকন্দ সহজ স্বরূপ। এক অংশে যাহার সহস্র ফণা ধরে। এক ফণে মহী ধরে স্পৃষ্টি রাখিবারে॥ পদ্মাবতী-উদরে জনম বলরাম। পিতা হাড়ো ওঝা সে প্রমানন্দ নাম। পিতা মাতা নাম রাখিল কুবেরপণ্ডিত। বৈরাগ্য হৃদয়ে নিত্যানন্দ স্নচরিত॥ শুক্লা ত্রেরোদশী শুভযোগ মাঘ মাসে। পৃথীতে জনম লৈল ্পরম হরিষে॥ কাত্যায়নী জমন লভিল মহী মাঝে। ै সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে॥ অদ্বৈত ঠাকুর সঙ্গে একত্র নিবাস। দোঁহে মিলি প্রেমভক্তি করয়ে প্রকাশ। আমি অল্লবুদ্ধি কার কিবা তত্ত্বজানি। অবতার-নির্ণয় বা কেমনে বাথানি॥ মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে। তাহাও কহিতে নারি সঙ্কোচ পরাণে॥ আমার শকতি নারি করিতে নির্ণয়। নাম নাম লইয়ে যার বেবা যবে হয়। আগে পাছে বিচার না কর কেহ মনে। অক্ষরা-সুরোধে গ্রন্থ অনুক্রমে। শচী আর জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। আপনে ঠাকুর জন্ম হৈলা যার ঘর॥ গোপীনাথ নাম কাশীমিশ্র ঠাকুর। চৈতন্ম-সন্মত-পর্থে আনন্দ প্রচুর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধরদাস। মুরারি মুকুঞ্জ দত্ত আর শ্রীনিবাস। রায় রামানন্দ আর বাস্তদেব দত্ত। হরিদাস ঠাকুর আর গোবিন্দানুগত॥ ঈশ্বর মাধরপুরী বিষ্ণুপুরী আর। বক্রেশ্বর-প্রমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার॥ পণ্ডিত জগদানন্দ আর

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া॥ রামদাস গোরীদাস আর ত স্থন্তর। কৃঞ্চাস পুরুষোত্তম শ্রীকমলা-কর। কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণদত্ত। দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহৰু॥ পরমেশ্বরীদাস আর রন্দাবন দাস। কাশী-খর জীল রূপ সনাতন প্রকাশ। গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাস্ত-ঘোষ আর। সবে মিলি আসি কৈল পৃথিবী প্রচার॥ দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই। জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠাঁঞি॥ পুরন্দুর পণ্ডিত পরমানন্দ বৈদ্য। পৃথিবী আইল যত ছিলা অন্ত আদ্য॥ শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার। বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাহার॥ তাহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি। আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি॥ অভিমান কেহ কিছু না করিহ মনে। প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে॥ যার পদ-পরসাদে আমি হেন ছার। তোমরা ঠাকুর গুণ কহি ত সবার॥ শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমীর। বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাহার॥ অনর্গল কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণময় তুরু। অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিন্তু॥ অস্থ্য জীবেরে দয়া কাতর- হৃদয়। কৃষ্ণ-অনুরাগ দদা অথির আশয় ॥ রাধাক্ব্রু-রদে তকু গঢ়িয়াছে যেন। ভাবের উদয় বলি যখন যেমন॥ ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ-রদে নির্মাল কীরিতি। শ্রীথণ্ড ভূখণ্ড মাঝে যার অবস্থিতি॥ নরহরি চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি। সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি। ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রাধা ভাবের আবেশে। রাধাকৃষ্ণ রস-মূর্তিমন্ত পরকাশে। চৈতক্স-সন্মত-পথে দে শুদ্ধ বিচার। অতুল সরস ভাব সব অবতার। সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পীরিতি। সকল সংসারে যার নির্মাল

কীরিতি। শ্রীখণ্ড ভূখণ্ড মধ্যে যার অবস্থিতি। নরহরি চৈতন্ম বলিয়া প্রভুর খ্যাতি ॥ রন্দাবনে মধুমতি নাম ছিল যার। রাধাপ্রিয় স্থী তিহোঁ মধুর ভাগু।র॥ এবে কলিকালে গৌর সঙ্গে নরহরি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমার ভাণ্ডারে অধিকারী॥ তার ভাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥ শ্রীমূর্ত্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন। তারে অল্প বুদ্ধি করে কোন মূঢ় জন। সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর। কৃষ্ণ সঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল। জীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত। তাহারে কেমন জান কেমন মহত্ত্ব॥ যাহারে চৈতন্য বৈল মোর প্রাণ তুমি প্রকাশ করিল যারে অভিরাম গোস্বামী॥ মদন বলিয়া অবতার জানাইল। চৈত্তের কোলে দবে তেমনি দেখিল। কুঞ্জের আবেশে নৃত্য জগ-মন মোহে। নাহি ভিন্নাভিন্ন সব সামান্ত সেনহে। সর্বাদা মধুর বাণী:বোলরে বদনে। সর্বাকাল না শুনিল উৎকট কথনে॥ চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য। রসময় দেহ তার এসংসারে ধন্য। পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দ দাস। চৈতন্য-সদ্মত পথে নির্মাল বিশ্বাস।। ময়ুরের পাথা দেখি রাজ সন্নি-ধানে। পড়িলেন ফৃষ্ণরূপ আকর্ষিয়া মনে॥ কে জানে কেমন রস চৈতন্মের সঙ্গী। জানয়ে অনন্ত আদি যারা অঙ্গ সঙ্গী॥ জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভাব। সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ-অনুভব । কি কহিব আর অস্ত্র পারিমদ যত। পৃথিবী আইলা সভে নাম নিব কত॥ সমুদ্রের জল ঘবে কলসে পরিমাণি। পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি॥ আকাশের তারা যবে গণিবারে পারি। তভু গোরা অবতার কহিবারে নারি॥ মুঞি অতি অল্লবুদ্ধি কি কহিব আর। মুরুপ হইয়া করে। বেদের বিচার॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্য রত্ন চাহে। খর্কা যেন চাঁদ ধরিবার মেলে বাহে॥ পঙ্গু মহী লজ্মিবারে করে অহঙ্কার। ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহি-বার॥ ঐছন হৃদয়ে আশা বিলাস আমার। গোরা অবতার কথা করিতে প্রচার॥ কর যোড় করি বল শুন সর্বজন। वोठील कतरा शोता छ (भे मै क जन ॥ निजिस्त कररा स প্রকট পটু বাণী। না পড়ি মুরুথ কহে ব্রহ্মের কাহিনী॥ পৃথিবী জনম মহা মহা ভাগবত। কৃষ্ণের গুপত কথা করিতে বেকত॥ অকারণে করুণা করয়ে সর্ব্ব জীবে। মাতা যেন তুরন্ত তনয় পরিষেবে॥ ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ। অধম হইয়া অমৃতের করো সাধ॥ শ্রীনরহরি দাসের দরাময় দেহে। পাতকী দেখিয়া দ্য়া অবধি সে লেহে॥ হুরন্ত অন্ধ পাতকী **অতি হুরাচারে। অনাঞ্ দেখি**য়া দয়া করিল আমারে॥ তার দয়া বলে আর বৈঞ্চব-প্রসাদে। এই ভরসায় পুথী হইব অবাধে॥ কর যোড় করি বলি কাতর বয়ানে। আত্ম নিবেদিউ মুক্তি বৈষ্ণবচরণে॥ মোর অধিক অধম নাহিক মহী-মাঝে। বৈষ্ণবের কুপা বলে সিদ্ধ হউ কাজে॥ দশনে ধরিয়া তৃণ এ লোচন দাস ৷ প্রণতি নতি করিয়ে পূর মোর আশ। সূত্রখণ্ড সায় পুথী শুন স্বৈজন। আদিখণ্ডে কহিব এখন॥

॥ *॥ ইতি জীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত জীতিত छ। মঙ্গলে সূত্রথণ্ড (পূর্ববাভাস) সমাপ্ত ॥ *॥ ১॥ *॥

শ্লোকাঃ ২৩। লাচারি॥

চৈতন্য-মঙ্গল।

আদিখণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতত্মচন্দ্রায় নমঃ॥
... ধানশী রাগ, দিশা॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনঃথ। মোর প্রতি করো প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥ প্রভু গোরাচান্দ নারে জয় জয়॥

গোরাচান্দ। জয় গদাধর ঐতিগারাঙ্গ নরহরি। জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী। জয় জয় অবৈত আচার্য্য মহেশ্রন। জয় জয় গোরাঙ্গের ভক্ত মহাবর। সবার চরণ ধূলি মস্তকে ধরিয়া। আদিখণ্ড কথা কহি শুন মন দিয়া॥ সর্ব্বে নিজ জন যবে জনম লভিল। লাজ লাজ বলি শব্দ ঘোষণা পড়িল। পৃথীতে চলিব আর নাহিক বিলম্ব। আপনি চাকুর শচী-গর্ব্বে অবলম। তেজোময় বায়ুরূপ গর্ত্ত বাঢ়ে নিতি। দেখিয়া ত সর্ব্বলোকের বাঢ়য়ে পিরিতি। এক ছই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে। শচীর উদরে মহানন্দ পরকাণে। দিনে দিনে তেজ বাঢ়ে শচীর শরীরে। দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে। না জানিয়ে কোন জন আইলা

শচীর ঘরে। ঘরে ঘরে এই মনে সভাই বিচারে॥ ছয় মাস পূর্ণ হেন শতীর উদর। অঙ্গের ছটায় ঝল মল করে ঘর॥ হৈনই সময় এক অদভুত কথা। আচন্বিতে অবৈত আচাৰ্য্য আইল তথা। ঘরে বসিয়াছে জগন্নাথ দ্বিজ বর্ষ্য। সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদৈত আচাৰ্য্য॥ অদৈত আচাৰ্য্য গোদাঞি সর্ব্ব গুণধাম। ব্রিজগতে ধন্য তার নাহিক উপাম। দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সন্ত্রমে। বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে॥ চরণের ধূলি লৈল মস্তক উপরে। সম্ভ্রমে আচার্য্যে কৈল বিনয় বিস্তরে॥ পাদপ্রকালনে জল দিল শচী দেবী। শচী দেখি সন্ত্রমে উঠিলা অনুরাগী॥ অনুরাগে রাঙ্গা ছই কমল লোচন। বাপা ঝলমল আঁখি অরুণ্বদন । সকস্পা অধর গদ গদ আধ স্বর। ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টল-মল। শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। চমকিত শচী দেবী দেখিয়া বিধান॥ জগন্নাথ সদন্দেহ শচী সবিস্মিতা। কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে হুঃখিতা॥ জগন্নাথ বোলে শুন আচার্য্য গোসাঞি। তোমার চরিত্র কেহে। বুঝিবারে नाब्धि॥ नश कति कृष्ट् यिन चूठाट्ट मत्न्य । नरट् वा कि ठिछा অগ্নি পোড়াইব দেহ॥ আচার্য্য কহিল শুন মিশ্র পুরন্দর। জানিবা সকল পাছে কহিল উত্তর॥ পুলকিত সব অঙ্গ জানিয়া দন্দর্ভ। গন্ধ চন্দনেতে লেপে শচীর শ্রীগর্ব্ত। সাত প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। না কিছু কহিলা গেলা আপ-নার স্থান। এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গুণে। মোর গর্ত্ত বন্দনা করিল কি কারণে॥ আচার্য্য গোসাঞি কৈল গর্ম্ভের বন্দনা। কোটি গুণ তেজ শচী পাশরে আপনা॥ সব স্থময় (नर्थ ना (नथरत्र ठू:थ। मत (नतर्गन. (नर्थ व्यापन मसूर्य। ব্রহ্মা শিব সনকাদি যত দেবগণ। উদর সম্মুখ করি করয়ে স্তবন॥ জয় জয় অনন্ত অধৈত সনাতন। জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যা-নন্দ জনার্দন ॥ জয় সত্ত্ব রজ স্তম প্রকৃতির পর । জয় মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্র ভিতর ॥ জয় পরব্যোম নাথ মহিমা বিস্তার। জন্ধসত্ত্ব পর সত্ত্ব বিষ্ণুসত্ত্বাকার॥ জয় গোলোকের পতি রাধার নাগর। জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর॥ জয় জয় নিশ্চি**ন্ত** ধীর ললিত। জয় জয় সর্ব্ব মনোহর নন্দস্থত। এবে কলি-যুগে শচীগৰ্ৱেতে প্ৰকাশ। আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন বিলাস॥ জয় জয় পরানন্দ-দাতা এই প্রভু। এহেন করুণা আর নাহি হয় কভু॥ আপনি আপন দাতা হৈলা কলি-কালে। পাত্রাপাত্র বিচার না হবে গদাধরে॥ যে প্রেম যাচিঞা করো আমরা সব দেবে। না পাইল লব লেশ গন্ধ অনুভবে। সে প্রেম মধুর রস আপনি থাইয়া। ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে দোষ না দেখিয়া। তুয়া প্রেম লব লেশ মোরা যেন পাই। তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ গুণ যেন গাই॥ জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন দাতা গোরহরি। ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি॥ চারি মুখে ত্রন্মা করে বহুবিধ স্তুতি। তরাসিল শচীদেবী চমকিত মতি । সর্বাজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে। আত্ম-জ্ঞানে দয়া করে নাহি ভিন্ন পরে॥ দশ মাস পূর্ণ হৈল শচীর দিশে দিশে। আপুনা পাশরে দেবী মনের হরিষে॥ শুভ-দিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি। ফাল্গনের শুভনিশি হিমকর-ছ্যতি॥ রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভুত বলে। উঠিল চৌদিক ভরি হরি হরি বোলে। চৌদিকে ভরল আর সব চারুগন্ধ।

পরসন্ধ দশ দিক্ বায়ু মন্দ মন্দ॥ ষড়্ ঋতু উদয় ভৈগেল সেই কালে। প্রভু শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য যানে চাছে। গৌর অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাও। একমাত্র শুনি ধ্বনি হরিহরি বোল। জন্মমাত্র প্রকাশ করিল প্রভুমোর॥ শচীর অন্তরে মহাবৈকুণ্ঠ সম্পদ্। আনন্দে বিভোর দেবী বলে গদগদ জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকৈ হাতসানে। জনম সফল দেখ পুত্রের বয়ানে॥ পুরনারীগণ জয় জয় দেইস্থাে । আনন্দে বিভাের তারা দেখিয়া বালকে॥ বেদ দেব নাগকভা সবাই আইলা। দেখিয়া গৌরাঙ্গু, জয় জয় ধ্বনি কৈলা। গোর নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাও। প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অথও॥ দেখিতে দেখিতে সভার যুড়াইল নয়ান। স্বার মনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ॥ এ হেন বালক কভু দেখি নাঞি শুনি। ই হারে দেখিয়া প্রাণ করয়েকি জানি॥ মানুষের ছেন চিন না দেখিয়ে কিছু। দিব্য বিলাসিনী বলে জানিব ইহা পাছু। জগন্নাথ বিভোর দেখিয়া পুত্র মুখ। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক 🛪 ॥

^{*} অভিনব জাত শিশু গৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র দশন করিয়া ভগরাণ নিজের যেরপ ভাব হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া, রঘুর জন্ম উপলক্ষে দিলীপরাজেয় আনন্দ, যাহা রঘুবংশে কালিদাস বর্ণন করিয়াছেন তাহা মনে হওয়ায় আমি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

[&]quot;নিবাতপদ্যন্তিমিতেন চকুষা, নৃশীন্ত কান্তং পিবতঃ ইতাননং।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দ্দনান্ গুরুঃ প্রহ্র প্রবীভূব নায়নি॥" ৩। ১৭॥
অর্থ। স্থার গগনমণ্ডলে পূর্ণচক্রকে উদিত দেখিয়া যেমন স্থাভীর দাগর
উদ্ভিত হয়, (আজ দেইমত বহুকালের ক্লিত মনোরণের ফল স্বরূপ)
প্রের মুখচক্রকে বায়ুশ্ন্ত প্রেদেশের স্থিরতর প্রের তায় স্থির নয়নে দর্শন

কত চান্দ উদয় নেখিয়া মুখখানি। প্রফুল্ল কমলদল বয়ান বাথানি। উন্নত নাসিকা তিলকুত্বন জিনিয়া। ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিয়া।। অধর অরুণ আর চারু গও-হ্যুতি। স্থন্দর চিবুকু দেখি উঠয়ে পিরিতি॥ সিংহঞীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয়ু। আজাকুলস্বিত ভুজ তনু রসময়॥ বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন। অরুণ কমলদল চুখানি চরণ॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ দে পঙ্কজ পদতলে। রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জম্ফলে॥ ঊর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুঞ্জর কুস্তবরে॥ সব অপরূপ রূপ অমৃত উগরে॥ হেন অপরূপ রূপ পৃথিবীর মাঝে। মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে ॥ ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব কিন্তর দেবগণ। পৃথিবী আইলা কিবা কোতুরু কারণ। নয়নে লাগিল সবার অমৃত অঞ্জন। চির অনুরাগে যেন প্রিয় দর-শন ॥· জন্মশত্ৰ ৰালক হইল এই দেখা। কত কাল ছিল-পুরুবের যেন স্থা। প্রতি অঙ্গ অমৃত স্পরে রাশি রাশি। নির্থিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি 🖟 বালক দেখিয়া বুক ভরল.আনন্দে। আলসিত আঁখি কেনে শ্লুথ নীবিবন্ধে ⊯জন্ম-মাত্র বালক দেখিল যেই ক্ষণে। কত কোটি কাম জিনি স্থন্দর বৰ্দীনে।। হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয়। স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয়॥ অভিনব কামদেব শচীর নন্দন।

করিয়া দিলীপরাজের চিত্তে আনন্দ তরক্ষ উচ্ছ্রিত হইয়াছে। সমুদ্রের জ্বল উচ্ছ্রিত হইয়া যেমন তথায় স্থান না পাইয়া তীরভূমিও তৎসংলগ্ন নদীকেও বর্দ্ধিত করে, রাজার আনন্দও তেমনি রাজ-হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া প্রজাবর্ণের হৃদয়কেও অধিকার করিয়াছে অর্থাৎ পুত্রের জন্মোৎসবে, কি রাজা কি প্রজা সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। (প্রকৃত পক্ষে নদীয়া নগরে জ্বন সামার্ণেরও আজ্ব তদ্ধপ আনন্দ)।

শ্রুবণে অমৃত, যবে করয়ে ক্রন্দন। আপনি গোলোকনাথ কৈল অবতার। নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমান সার। সব লোকনাথ এই অবনী প্রকাশ। আনন্দে বিভোর কহে এ লোচন দাস।

মঙ্গল ধানশী রাগ॥

মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গর গর, গদগদ বলে কণ্ঠস্বরে। ইফ কুটুস্ব আনি, বলে মধুর বাণী, অবিলম্বে পুজোৎসব করে॥ মঙ্গল করহ উৎসাহ। আনন্দে শচীর মন্দিরে গোগা-গুণ গাহ॥ ধ্রু॥

জয় জয়, চৌদিকৈ স্থথময়, আনন্দে ভরল নগরী। কুলবধু যত, আওল শত শত, বিলাহ সিন্দুর পিঠালি ॥ পুত্র क्रि क्रि. जानन (श्रेम ७ द्व, श्रेमश्रेम वरन भागीरमवी। আশীর্কাদ কর, পদ্ধূলি দেহ, বালক হউক চির্কীবী॥ वालक नरह स्थात, जाशन विल वत्-एन ना मव नातीशर। অমিয়াধিক দেহ, পরিণাম বিপর্য্যয়, নিমাই বলিয়া থুইল नारम । এ अरु मिराम, भिश्वरत मरखारिय, विलाह अ अरु কলাই। নবরাত্রি মহোৎসব, আনন্দময় সব, বাজতু আনন্দ বাধাই ॥ বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে, অবনী পূর্ণিমার চান্দে। কাজর উজোর, নুয়ান যুগল, গোরোচনা তিলক শচী জগন্নাথ, দেখি অদভুত, নিরখি অনিমিথ আঁথি ॥ শ্রীঅঙ্গ মাৰ্চ্ছন, করুয়ে নিতি নিতি, স্থান্ধি ভৈল হরিদ্রা। বদন ্চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থুয়ে, ধন্য শচী স্থচরিতা ॥ ঐছন দিনে **मित्न, वाष्ट्र अञ्चल्यां, आनन्म नमीशा नगरत ।** किवा मिवा রাতি, না জানে বার তিথি, প্রেমায়ে আপনা পাশরে॥
নদীয়া নগরে, আনন্দ ঘরে ঘরে, না জানি কি নারী পুরুষে।
বাল রদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরিবন্ধ, মাতল অতুল হরিষে॥ শরদ
শশী জিনি, বদন-অনুমানি, মদন সদন বিরাজে। যুবতী যত
ছিল, উমতি সব ভেল, ছাড়িল গুরু গৃহ কাজে॥ দিনে ভিন
বেরি, ধায়ে পুরনারী, বালক দেখিবার তরে। দেখি দেখি
ভুলি, সবেই কোলে করি, পুলক ভরিল কলেবরে॥ এছন
দিনে দিনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষরে, আনন্দ কহিল কি যায়।
শ্রীনরহরি দাস,-পদ করি আশ, লোচন দাস গুণ গায়॥

সিম্বুড়া রাগ॥

এইমতে দিনে দিনে শচীর কুমার। বাঢ়য়ে শরীর ফেন অমৃতের ধার॥ কি দিব উপমা তার না দিলে দে নারী। ধল বল করে প্রাণ কহিলে দে পারি। নিতি সোলকলা পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র। সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥ আবেশে অধর আধ মুচকি হাসিতে। অমিয়ার সার ফেন হিল্লোল সহিতে॥ রসে ভুবু ভুবু রাতা নয়ন যুগল। কাজর অমিয়াপকে কে বান্ধ বান্ধল। শচী পুণ্যবতী জগন্ধাথ ভাগ্যবান্। সাদরে নিরথে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে থটি কেরে। ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥ শচী-স্তন্মুগে ভূই চরণ রাখিয়া। দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা॥ অতি দীর্ঘ নয়ন হান্দর অটুহাসি। অধরে অমিয়া রাশি পড়ে যেন থসি॥ নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর। গণ্ডযুগ জ্যোতির্ময় গঠন হান্বর॥ এক তুই

খটি—নির্বায়, (জেদ্বা আখটি করা)।

তিন চারি পাঁচ ছয় মাদে। নামকরণ হইল অন্নপ্রাশন দিবদে॥ পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর। অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর॥ অঙ্গদ কঙ্কণ করে গজমতি হার। কোটি স্বর্ণ-শিকলি মগরা পায়ে আর ॥ মাড়িল হিঙ্গুল যেন কর পদতলে। অধর বান্ধুলী আঁখি রাতা উতপলে॥ বিজুরী মাজিল গোরা-অঙ্গ ঠাঞি ঠাঞি। ঝলমল অঙ্গ তেজ চাহিতে না পাই। বিশ্বপালনে থুইল বিশ্বস্তুর নাম। সরস্বতী সন্থাদ যে পুরুষ-প্রধান। ক্ষণে পিতা মাতা কর অঙ্গুলি ধরিয়া। অথির শরীর পড়ে পদ ছুই যাঞা॥ অবেকত আধ আগ লহু লহু বোলে। চাঁদের সাগর যেন অমিয়া উথলে॥ এইমত দিনে দিনে আঙ্গিণা বেড়ায়। ঘুচিল বিবিধ তাপ জগৎ জুড়ায়। লখিমী-লালিত পদ ধরণীর কোলে। প্রেমেতে পৃথিবী দেবী আপনা পাশরে॥ গগনেতে এক চাঁদ ভূমে দশ চাঁদ। কিরণের তেজ সে যে আঁখি পাইল আন্ধ। আর দশ চাঁদ কর অঙ্গুলির আগে। পাতকী দেখিয়া হিয়া-আন্ধিয়ার ভাগে॥ 🖺 মুখ চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা। ভূরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা॥ কি কহিব আর তার কিরণ চন্দ্রিমা। অন্তরে তিমির কাটে নাহি করে ক্ষমা॥ কে কহিতে পারে তার বালক-চরিত্র। লোকিক আচারে কৈল পৃথিবী পবিত্র॥ দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ। শুনি আনন্দিত হিয়া এ লোচন-माम ॥

বরাড়ি রাগ॥

চান্দ চান্দ চান্দ, গগন উপরি কে পাড়িয়া আনি দিব। কলস্ক মুছিয়া, আমার গোরার, কপালে চিত্র লিথিব। আয় আয় আয়, আমার সোণার স্থত, চান্দের লাগিয়া কান্দে।
আখটি করিতে, একটী বোল যেন, অমিয়া অধিক লাগে॥
এখনি আসিবে, নিমাইর বাপ, ক্ষীর কদলক লঞা। হের
আসিছে বাছা, হা ও ছুরন্ত রে নিন্দ যাহ আখি মুদিয়া॥
সোণার পদ্মশ্থ, রাতা আখি মুদ্রিত, আধটি তারা। হেন
বুঝি পারা, ময়ূর পাখারে, ডুবিল আধ ভ্রমরা॥ পাটের
গিলাপ, তাতে নেতের তুলি, রচিয় স্থশয়্যা খানি। কোলে
করিয়া পুত্র, পাথালি হইয়া, স্মৃতিলা শচী ঠাকুরাণী॥ এক স্তন
মুখে, রহি রহি চাথে, অঙ্গুলি নাড়য়ে আয়। লোচন বলে সব,
দেব শিরোমণি, বালক রূপ বিহার॥

धानमी जांग, मिना ॥

আরে আরে হয় (মূর্চ্ছা) ॥ হেন অ্বদভূত কথা শ্রবণ মঙ্গল শুন গোরা গুণ গাঁথা॥ ওকি আরে ওকি আরে হয়॥

আর দিন এক কথা শুন সাবধানে। আপন প্রকাশ প্রভু কৈল যেন মনে॥ এক গৃহে জগন্নাথ গৃহান্তরে শচী। পুত্র কোলে করি শচী গৃহে আছে স্কৃতি॥ শূল্যঘরে কত সৈম্য সামন্ত ভরিল। ঐছন দেখিয়া শচী তরাসিত হৈল॥ যত দেবগণ আসি শচী কোল হৈতে। বসাইল রক্সসিংহাসনেতে স্বরিতে॥ অভিযেক করি নানাবিধ পূজা করি। প্রদক্ষিণ করি পড়ে চরণেতে ধরি॥ ঘণ্টা শদ্ধ ধ্বনি সবে করে বার বার। জয় জয় হরিধ্বনি করিছে বিস্তার॥ জয় জয় জগন্নাথ স্বার পালন। কলিকালে স্বাকারে করিবে পোষণ॥ বুন্দাবন্ধন রস্ব দিবে সভাকারে। নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বস্তরে॥

দেখি শচী মাতা বারম্বার চমকিত। পুত্র পুত্র বলি শচী ভেল মহা ভীত॥ আপনারে নাহি ভয় পুত্রগত প্রাণ। বালক পাঠাইঞা দিলা জগন্নাথ স্থান॥ তোর পিতা স্থতিয়াছে ঐ না দেবঘরে। ওথা যাই স্থথে নিদ্রা যাহ তার কোলে॥ চলিলা ত গোরচন্দ্র মায়ের বচনে। 'নূপুরের ধ্বনি শুনি শৃত্য **इत्राम्य विश्वास्त विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्व विश्वास्त्र विश्व विष्ठ विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य विष** দেবতা আইলা পাছে যোড় পাণি।। প্রভু কহে দেবগণ নাচাহ আমারে। গাও রাধাকুষ্ণ লীলা কহিল দ্বারে॥ দেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেম গানেতে মিশাঞা। দিলেন আনন্দে त्गीत्रहक्त त्य वित्रा ॥ व्यापान कात्मन कान्मारान त्मवगरा । শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে॥ কালিন্দী যমুনা রন্দাবন বলি ডাকে। রাধা রাধা বলিয়া ডাকেন মহাস্থথে॥ দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী পাই। শব্দ শুনি জগনাথ অস্থিরে আইলা॥ জগন্নাথ ডাকে শচী কিনা ধ্বনি শুনি। উল্ভৈম্বরে ডাকে তরাসিনী শচী রাণী। বাহিরে আসিয়া দোঁহে পুত্র কৈলা কোলে॥ শৃত্য চরণ দেখি আপনা পাশরে। তহি ক্ষণে কুঞ্জের চরিত্র মনে পড়ে। শচীদেবী কহিল যে দেখিল নিজ ঘরে॥ চারি মুখ পাঁচ মুখ আদি যত দেবা। দিব্য যানে আসি কৈল বালকের সেবা॥ প্রাঙ্গণে নাচিল পুত্র রাধাকুষ্ণ বলি। আমিহ শুনিল সপ্পবৎ মনে করি॥ দেখিয়া তরাদে তব ঠাঞি পাঠাইল। শৃশ্য চরণে নূপুর শবদ শুনিল। এমত বালক দিব্য মূরতি স্হঠান। না জানি কখন কার কি হয় বিধান। সাত কন্সা * মরি মোর

^{*} চৈতত্মচরিতামৃত্তের আদিখণ্ডে ১৩ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, শচীর

এইটী ছাওয়াল। ইহা লই কিছু হৈলে না জীব মো আর॥ সাত পাঁছ নাহি মোর এই আঁখির তারা। আন্ধলের লড়ি যেন এই ধন মোরা॥ ঘর সরবস ধন দেহে আত্মা তনু। না রহে জীবন মোর গৌরচন্দ্র বিষ্ণু । বিশ্ববিনাশন হেতু প্রকার এ চিন্ত। বালক-মঙ্গল করু দেব আদি অন্ত॥ হেন মনে অনু-মানে রাত্রি স্থপ্রভাতে। খেলায় শচীর স্থত বালক সহিতে॥ ক্ষণে আঙ্গিণায় লুটি ধূলায়ে ধূসর। দেখিয়া জননী কিছু বলিছে কাতর। সোণার পুত্লী তকু মদন স্বছাঁদে। উপমা দিবারে নারি আকাশের চাদে॥ এ হেন স্থন্দর গায় ধূলায়ে পড়িয়া। লুটাঞ বলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা॥ ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন। পুলকে পূরল অঙ্গ অরুণ নয়ন॥ তার পরদিনে পুন শচীর নন্দন। বালক সংহিতে করে বাহিরে পর্য্যটন ॥ গঙ্গাকূলে তরুমূলে খেলাঞা বেড়ায়। মর্কট খেলা েখলে এক চরণে দাগুায়॥ শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌর-হরি। ধরিতে চলিলা শচী হাতে ছড়ি করি॥ জানুর উপরে জানু রহে একপদে। দেখিয়া জুননী ডাকে উৎকট শবদে॥ মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়া যায়॥ মাতিল কুঞ্জর যেন উল-টিয়া যায়॥ ধর ধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরাণী। আগে আগে ধায় গৌর প্রভু দ্বিজমণি॥ ধরিবারে শচী যায় ধরিতে না পারে। ধাঞা সাঁদাইল প্রভু ঘরের ভিতরে। ঘরমধ্যে যত ভাগুও ভাজন আছিল॥ ধর ধর করিতে সর্ব্ব আছাড়ি

আট্টী কন্তা হইয়া হইয়াই মরিয়াছিল, যথা :—

"জগন্নাথমিশ্ৰ-পত্নী শচীর উদরে।

অঠ কন্তা ক্রমে হইল জন্মি জন্মি মরে॥"

ভাঙ্গিল। নাসায়ে অঙ্গুলি শচী দাঁড়াইয়া চাহে। হেট বদন করি প্রভু বিশ্বস্তুর রহে॥ অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জা-ভরে। দাঁড়াইলা হেটমাথে অশ্রু নেত্রে বারে॥ চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বদিয়া। উগারয়ে মতিহার যেমন গিলিয়া॥ দেখি শচী গোরম্থ প্রেমে পূর্ণ হঞা। আইস কোলে করি বোলে মোর ছলালিয়া॥ করে ধরি করি বোলে শচীঠাকু-রাণী। ঘর সরবস যাউ তোমার নিছনি॥ এই মত নানা লীলা করে গৌরহরি। বুঝিতে না পারে শচী পুজের চাতুরী॥ লোক বেদ অগোচর চরিত্র অপার। উদ্ধত জানিল শঁচী না বুঝি বেভার। স্থদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই। ছুঃখ-ভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঞি॥ আর দিন পরিণত আনি যত নারী॥ * পুছিলেন সবাকারে অনুনয় করি॥ কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঞি॥ কিপ্ত মত আচরণ বুদ্ধি কিছু নাই। এক করে আর বোলে বুঝিতে না পারি। আচার বিচার কিছু না করে বিচারি॥ শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা ছঃখভরে। কোলে করি গোরাচান্দে সবে নেলি বোলে। কেনে কেনে বাপ কত এত অমঙ্গলে। শুনি বিশ্বস্তুর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চলে । দেখি নারীগণ ব্যথা পাইল অন্তর। শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বর॥ কবে হৈতে এমত হইল পুত্র তোর। শচী বোলে না পারি কহিতে কিছু ওর। এক দিন রাত্তে পুত্র ছিমু কোলে করি । আসি সর্ব দেবতা রহিল ঘর ভরি॥ দিব্য সিংহাসনে মোর নিমাঞি রাথিয়া। দণ্ডবৎ করে তারা ভূমিতে পড়িয়া। জাগিয়া দেখিকু মুঞি এত চমৎকার। সেই হৈতে কিবা তন্ত্রা

ছইল ইহার॥ শুনি দবে এই দত্য বলিলেন বাণী। কোন দেব ইহাতে রহিবে অনুমানি॥ সব দেব-নামে এক যক্ত আরম্ভিয়া। সব বিপ্র লঞা আইস মিশ্রেরে বোলিয়া॥ স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক কল্যাণ। পূজা পাঞা দেব যেন যায় নিজ স্থান। ঢিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয়। পূজা পাইলে দেব তোঁরে করিবে অভয়॥ সবারে বিদায় দিল পদপুলি লঞা। কহিলেন সব শচী মিশ্রেরে যাইয়া॥ শুনি শচী সহ যিপ্র চিন্তিতে দ্রব্য করি। যজ্ঞ করি ত্রাক্সণের গণকে আহরি॥ তথা শচী গৌরচন্দ্র লঞা গঙ্গাস্থানে। চঞ্জ. বুচিল পুত্র করি এই মনে॥ শচী আগে আগে যায় বিশ্ব স্থার। খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশে যায়॥ ত্যক্ত ভাও পরশ করিয়া চলি যায়॥ দেথিয়া জননী দেবী করে হায় হায়॥ অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার। স্বস্ত্যয়-নের ধর্ম আর হইল বিস্তার॥ ছি ছি বোলিয়া ডাকে বোলে কট্তর॥ শুনিয়া সদয় বাণী কহে বিশ্বস্তুর॥ কি শুচি অশুচি কিবা ধর্মাধর্ম তত্ত্ব।.না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত। ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার। জগতে ্যতেক ইহা বহি নাহি আর॥ ঐীকৃষ্ণ-চরণ বহি নাহি অন্য ধর্ম। তা বিন্তু সকল মিছা কহিল এ মর্মা। ইহা শুনি শচী-্দেবী বিস্ময় হইয়া। স্থর-নদী-স্নান কৈলা গৌরাঙ্গ লইয়া॥ ঘরে গিয়া শচীদেবী জগন্ধাথে কয়। বালক-চরিত্র কিছু শুন মহাশ্র॥ সর্ব্যক্তময় এই তোমার তনয়। নিশ্চয়ে জানিল বিদ্ন কিছু নাহি হয়॥ অশুচি দেশেতে গিয়া কহে হেন বার্তা। না দেখিল না শুনিল বালকের কথা॥ ইহা শুনি জগ-

মাথ পুত্র কোলে লৈল। ছুইলা অশুচি দেশ দব ভাল হৈল।
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা। এ দেহের আত্মা তোমা
বহি নহি মোরা। ইহা বলি দোহে পুত্রবদন নেহারে।
প্রেমে গর গর তারা আপনা পাশরে। অরুণ নয়নে অপ্রাধারা দব গলে। পুলকিত দব অঙ্গ আধ আধ বোলে।

'দোহে দোহা মুথ হেরি উপজিল হাদ। গোরা গুণ গায়
স্থেথ এ লোচনদাদ।

প্রীরাগ, দিশা॥

অকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয় (মূর্চ্ছা)॥

অকি আরে মোর গোরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ, কিনা মোর গোরাঙ্গ নারে জয় জয়॥ ধ্রু॥

এই মনে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আন। বাঢ়য়ে শরীর যেন স্থমেরু দক্ষান। অমৃতের ধারা যেন বচনমাধুরী। শুনি শচীমাতা মনে অতি কুতৃহলী॥ কথাচ্ছলে কথা শুনিবারে চাহে রাণী। প্রভু কহে শুনিতে না পাই তোর বাণী॥ উচ্চ করি শচী ডাকে মহা কুতৃহলী। শুনিতে না পাই কহে গোরা বনমালী॥ বাৎসল্য প্রেমেতে মুগ্ধ হৈলা শচীমাতা। ক্রোধ করি ছাড়ি লঞা ধায় উনমতা॥ আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত। রন্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত॥ এত বাক্য শুনি তভু শচীর নন্দন। খাট করি না শুনয়ে মায়ের বচন॥ রুবিল সে শচীদেবী চাহে এক দিঠে। ধাঞা থরিবারে যায় হাতে করি ছাটে॥ ধাঞা গোরাচান্দ গেলা অশুচির স্থানে। ত্যক্তম্ভিকার ভাও বর্জিয়ে যেখানে॥ দেখিয়া জননী নিজ শিরে কর হানি। হাহাকার করে শচী

বোলে কটুবাণী॥ অধিক সে বিশ্বস্তর রুষিল হিয়ায়। উপরি উপরি ভাণ্ড উঠিয়া দাঁড়ায় । কুপিত বচন শুনি করে বিপরীতি। বুঝিয়া জননী কিছু করয়ে পিরিতি॥ আইন আইন বাপ ছাড় জুগুপিত কর্ম। এনহে উচিত তোর ব্রাহ্মণের ধর্ম। ব্রাহ্মণকুমার আরে কুলীনের পুত্র। শুনি কি বলিব লোকে কুৎসিত চরিত্র। আইস আইস বাপ স্নান কর গঙ্গাজলে। মায়ের পরাণ ফাটে চড় সিয়া কোলে॥ নহে বা মরিব এই গৃঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া॥ এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াসি কান্দিয়া॥ কষিত এ দশ বাণ স্থবরণ তমু। এহেন স্থন্দর গায় ধূলা মাথ কেন॥ অশুচি কুৎ-সিত স্থান ছাড় বাপ মোর। চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালী তোর ॥ শুনিয়া রুষিল বিশ্বস্তুর গুণুরাশি। বারে বারে কহ তোরে তভু না বুঝসি । অশুচি অশুচি বোলি বলসি কুবোল *। কি শুচি অশুচি আগে বিচারহ মোর। ইহা বোলি সম্মুথে ইউক লই হাথে। ইউকে প্রহার কৈল জননীর মাথে । ইফকা প্রহারে মূর্চ্ছা পাইলা শচীরাণী। মা মা করিয়া পুন কান্দয়ে আপনি॥ কান্দনার বোল শুনি পুরনারীগণ। নিকটে যে ছিল ধাঞা আইল তখন। গঙ্গা-জল মুখে দিয়া সচেতন কৈল। সংজ্ঞা মাত্র "বিশ্বস্তুর" বলিয়া

^{*} প্রাচীন কালের বাঙ্গালা প্রায়ই সংস্কৃতের সদৃশ ছিল। তাহা "ব্ঝিসি" ও "বলিসি" এই ছই কথাতেই অনেক ব্ঝা যায়। ঐ পদ ছইটী "ব্ধাসে" ও "বদিসি" এই ছই সংস্কৃত পদের অফুরূপ। বৃধ ও বদ ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরু-বের এক বচনে নিম্পন্ন। উৎকলদেশে এখনও ঐরপ কথার ব্যবহার আছে। ইহার দৃষ্টাস্কৃও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাকিল। বাহু পদারিয়া শচী পুত্র কোলে কৈল। মূচ্ছিত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান পাশরিল॥ কান্দয়ে সে বিশ্বস্তর জননী দেখিয়া। তহি এক দিব্যনারী কহিল হাসিয়া। চিবুকে ধয়িয়া বিশ্বস্তুরে বোলে বাণী। নারিকেল ফল ছুই মায়ে দেহ আনি॥ তবে সে জীয়র শচী এই তোর মাতা। নহে বা মরিল এই শুন মোর কথা।। ইহা শুনি বিশ্বস্তুর হরিষ হইল। তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল॥ তৎকাল গলিতবন্ত স্নিগ্ধ সোণাবাণ। নারিকেল যুগল দিল জননীর স্থান। দেখিয়া সে নারীগণ বিস্ময় হইল। এই ক্ষণে শিশু নারিকেল কোথা পাইল। তহি এক দিব্য বিলাসিনী নারী আছে। লহু লহু বোলে গোরাচান্দে কিছু পুছে॥ শিশু হঞা নারিকেল কোথা পাইলে তুমি। তোমার চরিত্র কিছু বুঝিয়াছি আমি । ঐছন শুনিয়া বাণী গৌরচন্দ্র রায়। হুহুস্কার করি ধরে মায়ের গলায়॥ বাহু পদারিয়া শচী পুত্র করি কোলে। লাখ লাখ চুম্ব দিল বদমক্মলে॥ বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন লঞা করে। জীঅঙ্গ মার্জ্জন কৈল স্থরনদী জলে॥ স্নান করাইল গঙ্গাজল অভিষেকে। অন্তর বিস্মিত পুত্র বদন নিরিখে॥ সমুদ্র গম্ভীর কোটি-দিনকর ছটা। কোটি নিশাকর তেজ নথ কুড়ি গোটা॥ কোটি কাম জিনি লীলা স্থললিত তনু। রঙ্গিম ভঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধনু॥ সব লোকনাথ এ অবনী পরকাশ। দেথিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস্।। পুরুব রহস্থ গর্ভ ধারণের কালে। দেখিল দেবতা দিব্য যানে চারি পানে। আর যত বালক-চরিতে যত কৈল। এখন সকল সেই সারণ হইল॥ নিশ্চয় জানিল জ্যোতির্ময়

শনাতন। নিল্লেপ নিরাকার নিরঞ্জন নারায়ণ॥ দর্বন্যয় দর্বশক্তিধর আত্মারাম। যোগীন্দ্রগণের ইছো ধ্যান অনু-ক্রম। মোর ভাগ্য গণিবারে নারে কোন জন। ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ॥ সবার আরাধ্য এই আমার তনয়। বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌররায়॥ যেই মাত্র কোলে কৈল বিশ্বস্তর হরি। পুজ্রভাবে শচী দেবী ঐশ্বর্য্য পাশরি॥ ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় ভাবিয়া। কোন দেব আবিভাব হৈল পুত্র দিয়া॥ এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া। জনার্দ্দন হুষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া। শির তোর রক্ষা করু চক্র স্থদর্শন। চুক্ষু নাসিকা মুখ রাখুক নারায়ণ। বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর। ভুজ তোর রক্ষা করু দেব গিরিধর॥ উদর তোর রক্ষা করুণ দামোদর। নাভি তোর রক্ষা করু নৃদিংহ ঈশ্বর॥ জানু ছুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম। রক্ষা করু ধরাধর তোর তু চরণ॥ সৰ অঙ্গে থুথু কৃতি দিয়া শচীমাতা। পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা ৷ হেন মনে আনন্দে দানন্দে দিন গেল। পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল॥ স্থথে শচী গোরহরি প্রাঙ্গণে রাখিল। দাস দাসীগণে সন্ধ্যা কার্য্যে নিয়োজিল॥ হেন মতে দিন অবদানে সন্ধ্যা হৈল। পূর্ণি-মার পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিল । হেন কালে গৌরচন্দ্র চতুর স্থজান। মা মা বলি কান্দেযেন বালক অজান।। শচী वरल मक्कारकारल ना कत कल्पन। याहा ठाह ेठाहा पिव শুনহ বচন। প্রভু কহে চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া। হাসি হাসি শঢ়ী বোলে আরে অবোধিয়া। ধিকু ধিকু এ

পুত্র দিলেন মোর ঘরে। চাঁদ কছু আকাশে কে ধরিবারে পারে॥ প্রভু বোলে বোলিলে যে যাহা চাহ তুমি। তাহা দিব এমন কহিলে তুমি বাণী। এই লাগি চাঁদ নিতে ্হৈল মোর মন। ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন॥ আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা খটি করে। চরণ আছাডে করে নয়ান কচালে। মায়ের গলায় ধরি কান্দে গোরারায়। থেলা খেলিবারে আকাশের চাদ চায়॥ ক্ষণে খটি ক্ষণে লুটি মায়ের চুলি ছিড়ে। ধূলায় ধূসর করে হানি নিজ মুড়ে॥ 'দেখিয়া জননী বোলে অবোধিয়া প্রত। তোঁহারি চরিত্র মোরে বড় অদভুত ॥ আকাশের চান্দ কথি পাব ধরি-বারে। অমন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে॥ হের দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল। না বুঝিয়া তোর আগে উদয় করিল। না জানিয়া নবদ্বীপচান্দের উদয়। লজ্জা পাঞা মেঘের ভিতরে গিয়া রয়॥ নবদ্বীপে হাউ * আইল শুনহ বচন। না কান্দিয় আরে বাপ আমার জীবন॥ ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে। আপনা পাশরে দেবী প্রেমা-নন্দস্তথে॥ আনন্দে সানন্দে শচী সম্পদ্ বিহ্বলা। দিক্ বিদিক্ নাহি দেখি পুত্র লীলা॥ অন্তর উল্লাস শচী গদ গদ ভাষ। গোরাগুণ গায় স্থথে এ লোচন দাস॥

ধানশী রাগ॥

জয় জয় জয় শচীর নন্দন আনন্দ-কন্দ-কিশোরা। বালকের সঙ্গে, থেলে নানা রঙ্গে, করিয়া অর্ভক-লীলা। থেলিতে

^{*} বালককে যেমন "বুজী" বলিয়া ভয় দেখান হয়, এখানে "হাউ" এটীও তদ্ধপ নির্থক শব্দ।

খেলিতে, তথি আচম্বিতে, শ্বান-শাবক তুই চারি। বাঢ়ল কৌতুক, তহি বাছি এক, ধরি লইল গৌরহরি॥ ছাওয়ালে, কহিল তাহারে, শুন শুন বিশ্বস্তর। কুৎসিত ছাড়িলে, ভাল তুমি নিলে, না খেলিব যাব ঘর॥ তবে বিশ্ব-ম্ভর, কহিল উত্তর, এই শ্বান সবাকার। সবে এক **হঞা, খেল** ইহা লঞা, থাকিবে ঘরে আমার॥ ইহা বলি সেই, শ্বান-স্থত লই, চলিলা আপন ঘরে। নিজ ঘরে গিয়া, গলে দড়ি দিয়া, বান্ধিল পিগুার্-উপরে॥ হেন কালে এথা, বিশ্বস্তর মাতা, সমাধিয়া গৃহকাজ। স্নান করিবারে, গেলা গঙ্গাতীরে, পুর-নারী করি সাথ॥ তবে বিশ্বস্তর, পাঞা শৃ্য্য ঘর, কুরুর-শাবক লঞা। বালকের সঙ্গে, থেলে নানা রঙ্গে, ধূলায় ধূসর হঞা॥ খেলিতে খেলিতে, বালক সহিতে, দোঁহে উপজিল ছন্দ। তবে গৌরহরি, একে পুরস্করি, আর কে বলিলা মন্দ। নিতি নিতি আসি, কলহ করসি *, স্বভাব কেমন তোর। হ্লেন বুঝি তোর, চরিত্র আচার, শ্বান-শাবক চোর ৮ সেই সেই কালে. রুষিল অন্তরে, বাহিরে চলিল ধাঞা। শচীর সম্মুখে, কহে বড় ডাকে, কোপে গদ গদ হঞা॥ শুন শুন আরে, তোর বিশ্বস্তরে, খানের শাবক লঞা। ক্ষণে কোলে করে. ক্ষণে গলে ধরে, আপন স্থত দেখ সিয়া॥ শুনি শচীরাণী, বালকের বাণী, সন্থরে আইল ঘরে। দেখি পরতেক, শ্বান-শাবক, বিশ্বস্তন্ম কোলে করে। শিরে কর হানি, বলয়ে জননী, না জানি কি তোর লীলা। সকল থাকিতে, কুরুর-ছা লঞা

 ^{* &}quot;করসি" এই পদটী পূর্বের মত ক ধাতুর লোট্ মধ্যম পুরুষ একবচনে
 নিম্পন্ন "করোষি" এই পদের অন্ধরপ।

থেণা। জনক তোহারী, অতি ধর্মচারী, তাহার তনয় তুমি। কি বলিব লোকে, খানের শাবকে, খেলাহ কি স্থুখ জানি॥ শ্রাহ্মণ কুমার, হেনই আচার, কিছুই নহিল তোর। ইহা যে শুনিব, কে ভাল বলিব, এ শেল হৃদয়ে মোর॥ এ হেন স্থন্দর, মূরতি তোহার, ধূলা মাথ কিবা স্থথে। বলিতে বচন, নামাহ বদন, আগি লাগুক মোর মুখে॥ কত চাঁদ জিনি, তোর মুথ থানি, এ থির বিজুরি অঙ্গ। বেষ নাহি চাহে, ধূলা মাথে গায়ে, অধম-বালক সঙ্গ। ক্রোধে শচীদেবী, দত্তে ওষ্ঠ চাপি, বালকেরে দেই গালি। নিজ ঘরে যাহ, কুরুর-ছা লহ, মা বাপের দেহ ডালি॥ ইহা বলি দেই, পুত্র-মুখ চাই, ভাকয়ে আনন্দে ভোরা। আইস আইস বাপ, কোলে আসি চাপ, বদন চুম্বউ মোরা॥ কুরুর-শাবক, এড়ি দেহ বাপ, স্নান কর গঙ্গাজলে। বেলি দো পছরে, ক্ষুধা নাহি তোরে, কত ছঃগ্ল দেহ মোরে। নহে শ্বান-স্থত, বান্ধি রাথ পুত, न्नान कतिवादत याह। विकादन तथिनह, कूकूत-छ। निरु, ় এখনেতে কিছু থাহ।। এ মুখ মলিন, সোণার-নলিন, আতপে যেন মৈলান। নাদিকার আগে, ঘর্মবিন্দু জাগে, ্দেখিতে বিদরে প্রাণ॥ -মায়ের উত্তর, শুনি বিশ্বস্তর, হাসি -উঠি বলে বাণী। মোর শ্বান-স্থতা, জানি যায় কোথা, পুন জানিবে আপনি॥ ইহা বলি হরি, মায়ের গলা ধরি, স্নান করিবারে যায়। এ ধূলি ঝাড়িয়া, বদন চুর্সিয়া, গন্ধ তৈল দিল গায়॥ স্নান করিবাবে, যায় গঙ্গাতীরে, বয়স্থ করিরা সঙ্গে। স্থর-নদীজলে, অতি কুভূহলে, জলক্রীড়া করে রঙ্গে॥ সভে সভা অঙ্গে,জল দেই রঙ্গে, মাতল কুঞ্জর যেন। গোরার

এ তনু, স্থমেরুকজনু, অটল অদ্ভুত হেন॥ তথা শচীদেবী. মনে অনুভবি, শ্বানের ছা এড়ি দিল। নিজ মাতা পাঞা. मह्म (शल थां का. ना जानि (कांशोद्य (शल॥ (महे थां त वक. আছিল বালক, ধাঞা গেলা গঙ্গাকূলে। শুন বিশ্বস্তর, জননী তোমার, কুরুর-ছা এড়ি দিলে॥ বালক বচন, শুনিয়া তখন, সত্বরে আইলা ধায়া। যেখানে থাকিত, সেই শ্বান স্থত. দেখানে দেখিল গিয়া॥ চারি পানে চাহি, খান শিশু নাহি. অন্তর জ্বলিল কোপে। কান্দে উভরায়, গালি দেই মায়, शास्त्र भारक भारक॥ अन यात्राधिन ! कि रेकरल जननी, এ তুঃখ দেয়লি মোরে। পরম স্থন্দর, শ্বান শিশুবর, কেমনে দিলি কাহারে॥ বলে শচীরাণী, আমি ত না জানি, খানের শাবক তোর। এখানে আছিল, কেবা কতি নিল, কেমন বালক চোর॥ কোন প্রয়োজনে, করহ ক্রন্দনে, কুরুর শাবক লাগি। করিয়া যতন, চাহি বলে বন, কালি দিব আনি মাগি॥ করহ অবধি, আপন সপদি, করিয়া বোল মো তোরে। খানের শাবকে, আনি দিব তোকে, না কান্দ না কান্দ আরে॥ এতেক বলিয়া, বয়ান মুছিয়া, পুজ্র কোলে করি নিল। শ্রীমুখ চাহিরা, হরষিত হঞা, লাখ লাখ চুম্ব দিল ॥ অঙ্গের মার্জ্জনা, করি শুচিপনা, স্নান কৈল গঙ্গাজলে। দন্দেশ মোদক, ক্ষীর কদলক, ভক্ষণ করাইল ভালে ॥ তিন ঝুটি মাথে, পাঁচ থুপী তাতে, একত্র করিয়া বান্ধি। নয়ানে কাজর, ন্থরেখা উজর, দীঠিয়ে জগৎ রঞ্জি॥ রক্তপ্রান্ত ধড়া, কোটি দিয়া বেঢ়া, প্রপদ * অঞ্চল দোলে। মুকুতার হার, হৃদ্য়

^{*} প্রপদ—অর্থাৎ পদের অগ্রভাগ।.

উপর, চন্দন তিলক ভালে॥ অঙ্গদ কন্ধণ, অমূল্য রতন, চরণে মগড়া খাড়ু। বালকের টাই, খেলিবারে যায়, হাতে করি ক্ষীর লাড়ু॥ গমন স্থন্দর, জিনিয়া কুঞ্জর, বচন গভীর মধু। বালকের মাঝে, গোরা দ্বিজরাজে, তারায়ে বেঢ়ল বিধু॥ ঐছন লীলায়, ঠাকুর খেলায়, দেবতা দেখিয়া হাসে। মাজ্জার কুকুর, পরশে ঠাকুর, কৌতুক লোচন দাসে॥

পয়ার ॥

পৌরাঙ্গপরশে কুরুর ভাগ্যবান্। সভাব ছাড়িয়া তার হয় **मित्र छान्।** त्राधाकृष्ण त्रातिन्म ति हा छात्क नात्छ। नमी-য়ার লোক দেখি দব ধায় পাছে। কুকুরের আনেশ এমন সভে দেখি। পুলকিত দব অঙ্গ অশ্রুময় আখি॥ আচস্বিতে খান-দেহ ছাড়ি ভাগ্যকান্। কৃষ্ণলোক হৈঞা করে গোলোকে পয়ান। আচন্বিতে দিব্য এক রথ যে আসিয়া। আকা-শের পথে যায় তাহারে লইয়া॥ স্বর্ণের রথ চারু সহস্র শেখর। মণি মুকুতার ঝারা করে ঝলমল॥ লক্ষ লক্ষ **ঘণ্টা ধ্বনি হইছে তাহাতে। কাংস্থা করতাল যাতে বাজে** যুথে যুথে। শৈশুধবনি জয় ধবনি হরি ধবনি শুনি। গন্ধবব কিন্তর গায় রাধাকৃষ্ণ বাণী॥ ধ্বজ পতাকা দব রথোপরি **উড়ে। সূর্য্যের মণ্ডল ঢাকে** কিরণে উজরে॥ রথমধ্য-স্থানে বিদ রথ সিংহাদনে। কমনীয়কান্তি তেহো অতি মনোরমে। দিব্য আভর্ণ তার অঙ্গ মাঝে সাজে। কোটি কোটি মনন মৃচিছত হয় লাজে। পরম শীতল হইলা কোটি চল্র জিনি। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি॥ সিদ্ধগণ সভে আসি চামব করিয়া। চলিলা গোলোকপথে তাহারে

লইয়া॥ ব্রহ্মা .শিব সনকাদি সবে কর যুড়ি। গৌরাঙ্গ-মহিমা গান সভে রথ বেড়ি॥ জয় জয় কুপাসিকু শচীর নন্দন। এমন করুণা প্রভুনা কৈল কখন॥ কুরুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়। দিব্য দেহ এমন কছুঁ কেহ নাহি পায়॥ জয় জয় অগতির গতি গৌরচন্দ্র। জয় জয় অব-তার সভার উপেন্দ্র ॥ তোর করুণায় কলিজীব নিস্তারিব। আর কিবা লীলা তোর অলোকিক হব॥ মোরা সক দেব কবে হব ভাগ্যবান্। পাইব তোমার পদ প্রদাদ প্রদান॥ কুরুর তরিয়া যায় তোমার পরশে। এমন করুণা কভু নাহি হুষীকে শে। কবে মোরা হুইব এমন ভাগ্যভাগী। কুকুরে কুতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি॥ নমঃ নমঃ অদোষ-দরশী গোররায়। নমঃ নমঃ তোমার ফুন্দর ছুই পায়॥ অনুত্রজি .হেনরূপে সব দেবগণ । কবে মোরা পাব গৌরচন্দ্রের চরণ॥ এথা গোলোকেরে আইলা মহী ভাগ্যবান্। গৌরাঙ্গের গীলা অনুত্রত করে গান।। হেন অদভূত গোরাচাদের প্রকাশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

এথা শচী দেবী, মনে অনুভবি, ষষ্ঠীত্রত করিবারে। পুরনারী যত, করি সবে ত্রত, গিয়া বটরক্ষ তলে॥ নৈবেদ্যের
সক্ষ, করিয়া স্থসজ্জ, আঁচলে ঢাকিয়া লঞা। ত্রত করিবারে,
যায় বট তলে, অতি আনন্দিত হঞা॥ হেনই সময়, গোরাচাঁদ রায়, থেলিতে খেলিতে পথে। জননী দেখিয়া, আইলা
ধাইয়া, কি লঞা যাও গো হাতে॥ বাহু পদারিয়া, পথ
আগুলিয়া, জননী রাখিতে চায়। কি কি বলি যায়, ধরিবারে,
চায়, আখটি ক্রিয়া মায়॥ দেব-আরাধ্যন, ভ্রিয়া যতনে,

লইয়া নৈবেদ্য খানি। ষষ্ঠী পূজিবারে, যাব বটতলে, এই খানে খেলহ ভুমি॥ আসিবার বেলে, প্রসাদ তোমারে, আনি দিব শুন বাপ ॥ দেবতা পূজিব, এ বর মাগিব, ঘূচিব অম-ঙ্গল তাপ ॥ [®] এতেকে অন্তরে, জননী-উত্তরে, শুনি প্রভু বিশ্ব-স্তুর। কহে লহু বাণী, কমিয়া লাবণী, মুখে মিলাইছে তার॥ এই মনে তোরে, বলে বারে বারে, না বুঝসি অবোধিনি!। কুধায়ে আমার, পুড়য়ে অস্তর, নৈবেদ্য খাইব আমি। ইহা বলি ধরি, সেই গৌরহরি, নৈবিদ্য ভরিল মুখে। দেখিয়া জননী, হাহাকার বাণী, অন্তর জ্বলিল ছঃথে ॥ দেবতার দ্রব্য, মধু ঘৃত গব্য, বিশ্বস্তব খাইল দেখি। শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে, কোপে ছল ছল আঁখি ॥ অবোধিয়া পুত, বুঝাইব কত, দেবতা না মান ভূমি। আহ্মণ কুমার, হঞা ছুরাচার, এ চুঃ খে মরিব আমি॥ শুন গৌরমণি, জননীর বাণী, অন্তর, জ্বলিল কোপে। ক**হিল সে স**ব, না বুঝসি তব, কুবোল[ি] বলসি মোকে। শুন অবোধিনি !, আমি সবজানি, আমি তিন লোক সার। জগতে যতেক, আমি মাত্র এক, ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ তরুমূলে যেন, জল নিষেবন, উপরে সিঞ্চিত শাখা। প্রাণ নিষেচন, ইল্রিয় যেমন, এছন আমার লেখা।

> তথাহি শ্রীমন্তাগবঁতে। যথা তরোমূ লনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কলভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

[•] বৃক্তের মূলে জলসেচন করিলে বেমন তাহার শাখা ও উপশাখাদি সম-স্তই পরিভৃপ্ত হয় এবং বিষিধ্ধ উপফাদে প্রাণু পরিভৃপ্ত থাকিলে যেমন সমস্ত

তথৈব দৰ্ব্বাৰ্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ইতি ॥ ১ ॥

ইহা বলি হরি, করিয়া চাতুরী, মীয়ের গলায়ে ধরে।
শচীর অন্তরে, ধক্ ধক্ করে, গেলা ষষ্ঠা পৃজিরারে॥ তবে
শচীদেবী, বহুবিধ সেবি, বোলয়ে কাতর বাণী। আমার
ছাওয়াল, বড়ই ধামাল *, এ দোক ক্ষম আপনি॥ এতেক
বলিয়া, চরণে ধরিয়া, যত রক্ষ নারীগণে। বলিয়া মিনতি,
করিয়া প্রণতি, আশীর্বাদ কর মনে॥ চরণের ধুলি, দেহ
নিজ বলি, মোর গোরাচাদ শিরে। এ মোর ছাওয়াল,
বড়ই চঞ্চল, বৃদ্ধি হয় যেন হিরে॥ দন্তে তৃণ ধরি, বলে শচীদেবী, সবার চরণ সেবি। সবে দেহ বর, মোর বিশ্বস্বর, পুত্র
হউ চিরজীবী॥ ষষ্ঠাপূজা করি, পুত্র করে ধরি, ঘরেরে
চলিলা দেবী। জগন্ধাং সনে, করেঃ অনুমানে, মনে অনুভব
ভাবি॥ কি কহিব আর, সব দেবসার, পৃথিবীতে পরকাশ।
বালকের সঙ্গে, থেলে নানারঙ্গে, কহয়ে লোচনদাক॥

বরাড়ি রাগ॥

তবে আর কতদিনে, সেই শচীনন্দনে, ধূলায় খেলায় বাজপথে। এই ধূলি ধূসর, হেমগিরি কলেবর, অনুগত বয়স্থ সহিতে। শিশু শিশু ধূলা খেলি, ক্ষণে হয় গালাগালি, ধূলা-রণে অঙ্গ দিগ্বাদ। সমান সে বয়ংক্রম, সবে মিলি এক মর্মা, ঘর্ম্মবিন্দু খেলার আয়াস। সবে মিলি খেলা খেলে, গুপ্ত-

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজ। করি-লেই নিথিল দেবগণের পূজা হইয়া থাকে। সর্বদেবয় শ্রীকৃষ্ণের পূজ:-তেই সর্বদেবের তৃপ্তি হয়॥১॥

ধামাল—চঞ্চল বা উপদ্ৰকারী।

• বেঝা হেন কালে, দেই পথে আইলা আচন্ধিতে। তাহার যে নিজ জন, সঙ্গে, করি গমন, জ্ঞানপথে বিচারে পণ্ডিতে॥ তার সনে অনুমানে, যোগশাস্ত্র বাথানে, কর শির করিয়া চালন। দেখি বিশ্বস্তররায়, তার পাছে পাছে ধায়, অনুসরি গমন বচন। দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাকে তিলেক হেরি, পুন করে যোগের বা্খান। সেই মতে বিশ্বস্তরে, যোগের বাধান করে, লাড়ে হাথ্ তেনু মুধ্থান॥ এই মনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌরহরি, শিশুগণ দঙ্গতি করিয়া। দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণ গদ্য, কুবচন কহিল রুষিয়া॥ এছারে কে বলে ভাল, দেখিল ত ছাওয়াল, মিশ্র পুরন্দর স্থত এই। সর্বত্র শুনিয়ে কথা, ইহার সে গুণগাথা, নাম ইহার ভালই নিমাই ॥ ঐছন শুনিয়া বাণী, রুষিলা ত গ্লোর-মণি, অমুগত কুপার কারণে। ভ্রুক্টি বদন করি, বলে বাক্-চাতুরী, জানাইব ভোজনের বেলে॥ শুনি বিশ্বস্তর বাণী, মুরারি সে মনে গণি, ঘর গেলা বিশ্বিত হিয়ায়। গৃহ কার্য্য ব্যারতে, পাশরল আনচিত্তে, হইল সে ভোজন সময় ॥ এথা ' বিশ্বস্তর হরি, অঙ্গের স্থবেশ করি, কটিতে টানিয়া পিন্ধে ধড়া। শিরে শোভে ত্রিন ঝুটি, গলায়ে দে রদকাঠী, কণ্ঠলগ্ন মুকুতা দোবেড়া। নয়নে কাজর রেখা, পাঁচ থুপী বাংদ্ধে শিখা, ঝলমল হেন অলক্ষার। চরণে মগড়া খাড়ু, হাথে করি ক্ষীর লাড়ু, চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ॥ মুরারিগুপ্তের ঘরে, গেলা. নিজ অভ্যন্তরে, ভোজন করিছে বৈদ্যরাজ। মেঘ গঞ্জীর-नारन, निशमन প্রদাদে, মুরারি বলিয়া দিলা ডাক॥ अत শুনি মাঙরিল, গ্লোরাচাদ যে কহিল, গুপ্তবেঝা চমকিত-

চিত। তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি, সেই খানে হৈল উপনীত॥ তরস্ত না হও তুমি, এই থানে আছি আমি, ভোজন করহ বাণী বৈল। মধ্যভোজন বেলা, ধীরে ধীরে 🖔 নিয়ড়ে গেলা, থাল ভরিয়ে মূত্র মৃতিল। কি কি বলি ছিছি 🎷 করি, উঠিলা সে মুরারি, করতালি দিয়া বলে গোরা। কর শির লাড়িয়া, ভক্তি পথ ছাড়িয়া, যোগবলে এই অভিপারা ॥ জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিয়া, ক্লুফ ভজ মন দিয়া, রসিক বিদগ্ধ চিদা-নন্দ। ভৌতিকে তাহার দৃষ্টি, এ নহেত জন পুষ্টি, নাহি বুঝ বৃদ্ধি অতি মন্দ॥ প্রম দয়ালু হরি, তেহো সর্বশক্তি ধারী, জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা। তেহো ব্ৰহ্ম সনাতন, গোপীর জীবন ধন, না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা।। ইহা বলি গৌর-মণি, কতি শেলা নাহি জানি, মুরারি দেখিতে নাহি পায়। মনে মনে অনুমান, এই পছ নহে আন, সুত্যু কুঞ্ শচীর তনয়॥ এই অনুমান করি, তবে দেই মুরারি, অস্তে ব্যুস্তে চলিলা স্থর। চলিতে না পারে পথে; অতি আনন্দিত চিতে, গেলা যথা মিশ্র পুরন্দর॥ শচী জগনাথ মিলি, পুত্তের তুলাল করি, তুমি মোর সরবুস ধন। যেখানে সেখানে যাই, যথা যেবা ছঃখ পাই, পাশরিয়ে দেখিয়া বদন॥ ইহা বলি एमाटि रमिन, छूरे गाल हुन रमरे, रकारन कतिवादत छाना-টানি। হেন কালে মুরারি, সেই থানে বরাবরি, আনদে ন নিস্বর্য়ে বাণী। দেখিয়া তরস্ত হৈয়া, শচী জগন্নাথ গিয়া, বৈদ্যেরে করিল অভ্যুত্থান। কারে কিছু না বলিল, আর সর্ব পাশরিল, দেখি গোরার সে চাঁদ বয়ান ॥ পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক যা, ধারা বহে নয়নের জলে। অরুণ কমল

আঁখি, এসে প্রেমের সাক্ষী, গদগদ আধ আধ বোলে॥ স্থির দাঁড়াইতে নারে, পড়িয়া চরণতলে, পুনঃ পুনঃ করে পরণাম। দেখিয়া সে বিশ্বস্তর, মায়ের কোল ভিতর, প্রবেশিল যে ংহন অজান ॥ শচী জপন্নাথ বলে, অহহ কি কৈলে কৈলে, তোরে দ্বেখি দেবতা সমান। আশীর্কাদ যোগ্য তোরি, অমতি বালক মোরি, কি কৃহ এবড় অভিধান॥ তোরে বলি শূদ্রমুনি, সর্বলোকে বাখানি, বালকে কৈ কৈলে অপরাধ। মোদিয়া যে হয় হউ, বাঢ়ু শিশু পরমাউ, চিরজীবী দেহ আশীর্কাদ ॥ ইহা বলি হাতৈ ধরি, প্রণতি মিনতি করি, শচী আর মিশ্র পুরন্দর। হাসি বৈল মুরারি, এই পুত্র তোহারি, দেব দেব দেব বিশ্বস্তর ॥ বালুক লালিছ কাছে, ইহাত জানিবা পাছে, তোর সম নাহি ভাগ্যবান্। সম্বরি রাখিবে মনে, এই মোর বচনে, এই প্রভু সেই ভগবান্॥ ইহা বলি গুপ্তবেঝা, না করিল আন চর্চা, চলি গেলা হৃদয় সত্তর। আনন্দে ভরল হিয়া, গোরাপদ দেখিয়া, গেলা যথা আচা-র্য্যের ঘর॥ অদৈত আচার্য্য নাম, সেই দর্ব্ব গুণধাম, সেই স্বাজন শিক্ষাগুরু। পড়িয়া চর্ণতলে, মুরারি ন্মনতি করে, তুমি সর্ববেতা কল্লতরু॥ দেখিলু মো অদভূত, মিশ্র পুর-ন্দর হত, নিমাই পণ্ডিত বিশ্বস্তর। বাল্যক্রীড়া করে রঙ্গে, সকল শিশুর সঙ্গে, চরিত্র দৈখিলু লোকোত্তর ॥ ইহা শুনি দ্বিজমণি, ত্তৃকার করে ধ্বনি, পুলকে পূরল সব অঙ্গ। রহস্থ রহস্থ এই, তোমারে নিভতে কই, সেই একা রসিক জীরঙ্গ ॥ ইহা বলি কোলাকুলি, তুজনে আনন্দে ভুলি, বেকত করয়ে বিষয়াশে। অখিল ভুবনপতি, কুপায়ে আইলা ক্ষিতি,

গুণগায় এ লোচন দাসে॥

ত ভাটিয়ারি রাগ দিশা॥

হরি হরি বোল চারি দিক্ ভরি শুনি। হাতে তালি জন্ম জয় নাচে দ্বিজমণি॥ বয়স্য বালক সব কুঁরি এক মেলা। হরি-গুণ কীৰ্ত্তন ভাল পাতিয়াছে খেলা॥ চৌদিকে বালক বেঢ়ি হরি হরি বলে। আনন্দে বিভোর প্রভুত্ম গড়ি বুলে। গোল। বোল বলি ভাকে মেঘ গভীর স্বরে। আইস আইস বলিয়া। বালক কোলে করে॥ শ্রীঅঙ্গ-প্রশে বালক পাশরে আপনা। ফাঁফরে পড়িয়া দেখি বালকের কাঁদনা। আপাদ মস্তকে পুলক অঞ্ধারা গলে। করতালি দিয়া বালক হরি হরি বলে ॥ চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরা সিংহ ॥ মধুময়-কমলে যেন বেঢ়ল মহাভূঙ্গ। হেন কালে সেই পথে ছুই চারি পণ্ডিত। বিশ্বস্তরের খেলা সে দেখিল আচস্বিত॥ অপরূপ দেখি গোরা বালকের খেলা। বনফুল গাঁথিয়া স্বার গলে মালা॥ হরি হরি বলে মুখে করে করতালি। আনন্দে নাচিয়া বলে মাঝে গোরাহরি॥ আপনা পাশরি পণ্ডিত সব ধাইল মেলে। করতালী দিয়া তাহারাও হরি বলে। যেই আইসে যায় পথে দেখি হয় তুলা। কাঁকেতে কলসী করি চাহে নারী গুলা। । হরি হরি বোল ভনি জয় জয় নাদ। শুনিয়া ধাইল কেহ দেখিবারে সাধ॥ এ বোল শুনিয়া শচী আইল আচ্মিতে। চেখিল আপন পুত্র নিমাই আর পণ্ডিতে॥ পুত্র পুত্র বলি শচী নিমাই, কৈল কোলে। সবাবে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে। এমত ব্যভার সব পণ্ডিত সভায়। পর পুত্র পাগল করি উন্মত্ত নাচায়॥ কর্কশ

কথায় সবার হইল চেতনে। কি কৈল কি কৈল বলি গণে মনে মনে॥ বিশ্বস্তুরে লঞা গেলা বিশ্বস্তুরের মাতা। আনন্দে লোচন কহে গোরাগুণগাথা॥

় সিম্বুড়া রাগ॥

এই থানে এক কথা কহিব এখন। মুরারিতে দামোদরে • যে হৈল কথন।। মুরারিকে পুছিল প্রতিত দামোদর। এক নিবেদেউ চির বেদনা অন্তর 🌞॥ কহ কহ গুপুবেঝা পুছো তোর ঠাঞি। কতি গেলা বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই॥ তাহার চরিত্র কিছু পুছে দামোদরে। কইয়ে মুরারি বঁড় হরিষ অন্তরে॥ শুন শুন দামোদর পণ্ডিত প্রধান। যে জান কহো কিছু তোমা বিদ্যমান । বিশ্বস্তুর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুণধাম। কি করিব তার গুণ চরিত্র বাখান।। অল্পকালে সর্বশাস্ত জানিয়া সকল। স্বধর্মে তৎপর বৃদ্ধি সংসারে পবিরল॥ স্বচ্ছন্দ হৃদয় দ্বিজ দেবে গুরুভক্ত। পিতা সাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত॥ বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্ব ধর্মাধর্ম। বিষ্ণু-ভক্তি বিন্তু সেনা করে কোন ধর্ম। সর্বলোকে প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি। অন্তরে বৈরাগ্যচিত্ত জ্ঞান নিষ্ঠা বুদ্ধি॥ সমাধ্যায়ি-সনে কথা পুথী বাম হাতে। জগন্নাথ পিতা যে দৈখিল ক্ষাজ্পুত্থ ॥ বোড়শ বরিষ পুত্র হৈল বয়ঃক্রম। বিবা-হের বোগ্য রূপ যোবন সম্পূর্ণ॥ এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে করিল। বিক্ষমপ-যোগ্য কন্সা মনে বিচারিল। চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ, আইলা নিজ্বর। সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিল অন্তর্ । শ্রন্থতারে জানিল মোর বিবাহের তারে।

^{ে &}quot;এক নিবেদন উন হদয়-উত্তর"। অন্ত পুস্তকের পাঠ।

চিন্তিত হইলা দোঁহে কার্য্য করিবারে॥ বিবাহ করিব আমি নহে ত উচিত। নহে বা জননী ছুঃখ পাবে বিপরীত॥ এই মনে অনুমানি রাত্রি স্প্রভাতে। বাহির হইয়া গেলা পুথী করি হাতে,॥ গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈলা। গত মাত্র মহাশায় সন্ম্যাস করিলা॥

পঠমঞ্জরী রাগ॥

তৃতীয় প্রহর বেলা, পুত্র কেনে না আইলা, পিতা মাতা চিন্তিতহৃদয়। জগন্নাথ খোজ 🐐 করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে. ন। পাইল আপন তনয় । জনে জনে কানাকানি, কাৰ্য্য হৈল জানাজানি, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসকরণ। তো-কানি মো-কানি কথা, শুনি জগন্নাথ পিতা, আচন্বিতে হরিল চেতন॥ শচীদেবী শুনি, মূচ্ছিত পড়িলা ভূমি, অন্ধকার হইল ত্রিজ-গত্। বিশ্বরূপ বলি ভাকে, আইদ পুত্র দেখি তোখে, কি লাগি হইলা বিরক্ত॥ সে হেন ফুন্দর গা, সে হেন স্থানর পা, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। পলকের ভোক তুমি, তিলেক সহিতে নার, আর্থটি করিবে আর কাতে॥ পড়ি-বারে যাও পুত, সোয়াস্ত না পাও চিত, বেলি চাহোঁ তথনে তথন। স্নান করিবারে যাও, তথা স্থিক নাহি পাও, বিশ্বরূপ আসিব এখন ॥ ভুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখে লাখ, মুখ চাঞা পাশরো আপনা। নাজানি কি ছুঃখ পাঞা. মোর মুখে আগি দিয়া, সন্ন্যাস করিলা দিনপনা॥ কতি গেলা তার পিতা, যাও বিশ্বরূপ যথা, ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে। যে বোলো সে বোলো লোকে, পুত্র আনি দেহ মোকে, পুন

[&]quot;জগন্নাথ থেদ করে" এইরূপ অন্ত পুস্তকের পাঠ।

উপবীত দিমু তারে॥ জগন্নাথ বলে বাণী, শুন দেবী শচী-ं রাণী, স্থির কর আপন অস্তর। শোক না করহ আর, মিধ্যা সব সংসার, বিশ্বরূপ স্থপুরুষবর ॥ আমার বংশের ভাগ্য, বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য, আকুমার করিল সন্ন্যাদ। এই আশী-ব্বাদ কর, সেই পথে হউ স্থির, সন্ন্যাস করুক অনায়াস 🛭 সম্পদে বিপদে যেন, না মানিহ ইহা শুন, শোক না করিই অকারণ। একটা সন্ধাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, বিশ্বরূপ পুরুষরতন॥ শ্বনি জগনাথবাণী, পুন কহে শচীরাণী, কি কহিলে কহ মহাশয়। একটা সম্যাস করে, কুল কোটি নিস্তারে, ভাল কৈল আমার তনয়॥ এই মনে তুই জনে, হরিষ বিষাদ মনে, গোঙাইল কতক সময়। কি কহিব সে মহিমা, ভাগ্যপথে নাহি দীমা, গৌরচক্র পাইল তনয়॥ কহিল মুরারিগুপ্ত, দামোদর স্থপণ্ডিত, শুনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাদ"। পুনরপি পুছে কথা, গোরচক্র গুণ গাঁথা, কহিল যে এ লোচনদাস #

বিশস্তর হেন কালে, বসিয়া মায়ের কোলে, নেহারয়ে । বাপের বয়ান। কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুল হের পিতা মাতা, আমি তোর করিব পালন। এহেন শুনিয়া বাণী, জগন্নাথ শচীরাণী, দোঁহে মেলি পু্ভ্র কৈল কোলে। দেখি বিশ্বস্তর মুখ, পাশরিল যত ছঃখ, এ কথা লোচন দাস বলে।

ধানশী বাগ

এই মনে আর দিনে মিশ্র পুরন্দর। চিন্তিতে লাগিলা মনে দৈখি বিশ্বস্তর॥ শুভদিন শুভক্ষণ তিথি স্থনকতা। হাতে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র॥ দিনে দিনে পড়ে সেই

জগতের গুরু। দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাশরু॥ এই মতে খেলা লীলায় কতদিন গেল। শচী জগন্নাথ দোঁহে যুক্তি করিল॥ বিশ্বস্তর চূড়াকর্ম করি মনে মনে। ইফ কুটুম্ব যত আনিল যতনে ॥ চর্চিল সে শুভক্ষণ তিথি শুভদিনে। করিব ত চূড়াকর্ম দঢ়াইল মনে॥ নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে আন-নিত। ব্ৰাহ্মণ সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত॥ ব্ৰাহ্মণেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত। করিল সে যজ্ঞবিধি যে ছিল উচিত॥ জয় জয় দেই সব কুলবধূ জন। সভাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার। শছ তুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল। মূদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্থ করতাল। সানাই শবদ শুনি বড়ই রসাল । চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি ঝাপয়ে গগন। চূড়াকর্ম কর্ণবেদ ক্রিল তখন। আন-ন্দিত হৈলা দৰ নদীয়া নাগরী। গৌরচন্দ্রমুখ দেখি আপনা পাশরি ॥ হাটে বাটে ঘাটে যেই যথা তথা যায়। দেঁছে দোঁহা মেলি গোরাচাঁদের গুণ গায়।। পর পুত্র দেখি হেন করায়ে হৃদয়। শচী জগন্ধাথ ভাগ্যে এ হেন তনয়। নবদীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য। ওরূপ দেখিলে হয় নয়নের শ্লাঘ্য॥ আর এক দিনে গঙ্গা বালুকার তটে। বালক সহিতে ক্রীড়া করে গঙ্গাঘাটে॥ কালুকায় পক্ষিগণ-পদ অনুসারি। গমন করিলা পক্ষি-পদচিহ্ন ধরি।। ইহা বলি মহাপ্রভু 🛅-গৌরাঙ্গচন্দ্র। বালক সহিতে জ্রীড়া করিল নির্বরত্ব। এই পদ-চিহ্ন যেই বালক ডেঙ্গায়। সেই ততক্ষণে থেলা পরাজয় পায়॥ যেই জনা তাহা যাঞা পারে ধরিবার। সেই জনা খেলা জিনে কান্ধে চড়ে তার॥ তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে

মারে দাট। কান্ধে করি লঞা যায় দক্ষেত যেই ঘাট॥ ইহা বলি শিশু লই বালুকায় ধায়। মহাপরিত্রমে ঘর্ম নিকশই গায়॥ হেন কালে জগন্নাথমিশ্র পুরন্দর। স্নান করিবারে · গেলা জাহ্নবীর তীর॥ দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপ-জিল। পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল। স্বরণ পদ্ যেন আতপেতে ফ্লান। মধু নিকশই যেন বদনের ঘাম॥ ডাকিতে ডাকিভে মিশ্র যায় পাছে পাছে। পিতা দেখি গোরাচাঁদ পলায় বড় লাজে॥ লাজে মুখ নাহি তোলে অন্তরে তরাস। আপনি পণ্ডিত গেলা গোরাচাঁদের পাশ।। করে ধরি লঞা আইলা আপন কুমার। সকল বালক গেলা ঘরে আপনার। জগন্নাথ গঙ্গাস্থান করি আইলা ঘর। ঘরে আদি গোরাচাঁদে ভর্ণিলা বিস্তর । পাঠ দাঠ গেল তোর অধ-মের হেন। কি বুদ্ধি করিয়া বেড়াইস্ অনুক্ষণ। ব্রাক্ষা-কুমার হঞা হেনই আচার। ইহার উচিত ফল দিছি মো তোমার॥ ইহা বলি জগনাথ হাতে সাট্ধরি। তৰ্জন করিতে শচী তার হাতে ধরি॥ না মারিহ পুত্রে মোর না খেলিবে আর। সর্বাদা পড়িবে কাছে থাকিয়া তোমার॥ গোর-हक्त मामाहिल जननीत त्कारल। ना त्थलिव ना त्थलिव धीरत ধীরে বলে॥ জগন্নাথে পাছো করি পুত্র আগোরিয়া। না মারিহ পুজ মোর মৈল ডরাইরা॥ ইহা বলি শচী দেবী পুত্র করি কোলে। বয়ান মোছয়ে অঙ্গ-বদন অঞ্লে॥ না পঢ়ুক পুত্র ্মোর হউক মুরুথ। মুরুথ হইয়া শত বরিষ জীউক॥ না শুনিয়া শচীর বাণী মিশ্র পুরন্দর। কহিতে লাগিল কিছু সজোধ উত্তর ॥ মুরুথ হইলে পুত্র জীবেক কেমনে। কেমনে

ব্রাহ্মণ ইহায় কতা দিবে দানে॥ তবে জগন্নাথ দেখি পুজের বয়ান। পিতা পানে চাহে পুত্র তরাদ নয়ান। অন্তরে. পোড়য়ে মিশ্র বাহিরে কঠিন। ফেলিল হাতের সাট প্রেম-পরবীণ॥ সজল-নয়নে পুত্র কৈল লঞা কোলে। পুত্রেরে বুঝান মিশ্র অ্মধুর বোলে॥ পঢ়িলে শুনিলে বাছা লোকে বলে ভাল ॥ আমি পাঠধড়া দিব কদলক আর ॥ এই মনে व्यानत्म नानत्म मिन (श्रामा नक्ता नवाधिया विख्य भयन করিলা॥ নিদ্রাগত হৈল রাত্রি তুতীয় প্রহর। স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁপর॥ রাত্রি স্থপ্রভাতে উঠি ডাকিল সভারে। স্বপ্ন দেখিয়াছি আমি কহি তসভারে॥ কহিল তবিশ্বস্তর, পুরুষ ৻ বিশাল। দিনমণি-বরণ, কিরণ উজিয়ার॥ রত্ন-অলঙ্কারেতে ভূষিত দিব্য দেহ। নির্থি না পারি ঝল মল করে গেহ॥ বলিল আমারে মেঘ-গঞ্জীর বচনে। "গৌরচন্দ্র নিজপুত্র করি মান কেনে । আমি দেব নারায়ণ ইহা নাহি জান। আপন স্থত করি কেন মান। পশুনা জানয়ে স্পর্শমণির পরশ। পুত্রজ্ঞানে জান মোরে এ বড় দাহদ॥ দর্ব্ব শাস্ত্র জানি আমি দর্বাদেব-গুরু। আমা পঢ়াইতে কেন হাতে সাট ধরু॥" ঐছন স্থপন আজি দেখিয়াছি আমি। সে অবধি মোর হিয়া করয়ে কি জানি॥ भिष्ठी আদি হৃষ্ট মন আর সর্বজন। मत्य नित्रथरा र्शाताठारात्र यमन ॥ भागी जगनाथ रकारन করে হিয়া ভরি°। আমার তনয় বিশ্বস্বর গৌরহরি॥ অনস্ত মহিমা যারে বেদে নাহি জানে। শিব সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে॥ হেন মহাতত্ত্বে মহিমা জানে কেবা। মোর পুত্র হইয়া জনন গৌর দেবা। বলিতে বলিতে স্থেহ বাৎ-

সল্য হইল। ঐশ্বর্য্য যতেক তার সব দূরে গেল। স্বপন শুনিয়া সর্ববি জনের তরাস। গোরাগুণ গায় স্থিখে এ লোচনদাস। বড়ারি রাগ দিশা।

মোর প্রাণ আরে গোরাচাঁদ নারে হয়॥ ধ্রু॥ এই মনে আনন্দে দানন্দে দিন যায়। নদীয়া নগর স্থথ-দা-ারে ভাসায়। তিলেকে যতেক স্থখ কে কহিতে পারে। শচ্চী জগন্ধাথ ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ড না ধরে। এক দিন বয়স্থের সঙ্গে আচ-বিত ॥ জগন্ধাথ দেখিল তন্য় স্থচরিত ॥ নবম বরিষ পুত্র যোগ্য স্থসময়। উপবীত দিব বলি চিন্তিত হৃদয়॥ ঘরে **আসি শচীসনে যুক্তি করিল। দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভ দিন** যে রচিল॥ ইফ কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা। আজ্ঞা কর দিব বিশ্বস্তুরের পঈতা॥ মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত। যজ্ঞ কর্মজ্ঞানে যেই বেদের বিহিত॥ গুর্বাক চন্দন মালা ত্রাক্ষ-ণেরে দিল। শত শত কুলবধূ সিন্দুর পরিল। খদির কদলক আর তৈল হরিদ্রা। প্রত্যেকে সভারে দিল শচী স্লচরিতা॥ শয় তুন্দুভি বাজে হুলাহুলি জয়। গন্ধ অধিবাদ করে গোধুলি সময় ॥ ব্রাহ্মণে মঙ্গল পঢ়ে ভাটে কায়বার। আশীর্কাদ করি কৈল য়ে বিধি আচার॥ রাত্রি স্থপ্রভাতে উঠি মিশ্র পুর-ন্দর। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধবিধি করিল স্থন্দর॥ ব্রাহ্মণ পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া। যজ্ঞকর্ম আরম্ভিল সময় বুঝিয়া॥ তবে শচীদেবী যত আইও স্থই লঞা। পুত্র মহোৎসব বোলে কৌতুক করিয়া॥ নর্ত্তক নাচয়ে গীত গায়েত গায়ন॥ শুভক্ষণ করি কৈল মস্তক মুগুন॥ নাগন্ত্রীর গণ সব গৌরাঙ্গ বেড়িল। গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল॥ অভিষেক করা-

ইল স্থর-নদীজলে। আপনা পাশরে সব আনন্দ হিল্লোলে॥ শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল। মূদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্থ করতাল ॥ ঢাকের হুড়্ছুড়ি শুনি যোজনেক পথে॥ শুনিয়া যুড়ায় হিয়া শাহীনি শবদে॥ বীণা বেণু কুপিলা স্ব বংশীর নিশান। রবাব উপাঙ্গ পাথোয়াজ একতাল। প্রতি অঙ্গে অণস্কার্ভূষণ করিল। গন্ধ মাল্য চন্দনেতে স্থবে-শ রচিল॥ যজ্ঞস্থানে লঞা আইলা শ্চীর নন্দনে। বেদধ্বনি করে আহ্মণের গণে॥ রক্তৰস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে। রূপ দৈখি ভুলি গেলা আপনে অনঙ্গে॥ গৌর-চন্দ্র কর্ণে মন্ত্র কহে ভার বাপ। দণ্ড করে দেখি ভরে ভরা-ইল পাপ।। ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম আচার। সন্ন্যাস আশ্রম দর্বে আশ্রমের দার॥ যুগধর্মে দন্ধাদ করিব মনে ছিল। উপবীতকালে সেই মনেতে পড়িল॥ এমন হইব বলি হইল আবেশ। কলি সর্বজনে আমি ঘুচাইব ক্লেশ॥ পুলকিত দব অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্ব-কেশর যেন একটী পুলক। করুণ অরুণ ছুই দীঘল নয়ন। বাল দিন-কর যেন অঙ্গের কির্ণ॥ প্রেমারত্তে মহাদম্ভ হুঙ্কার গর্জন। চমৎকার পাইল দেখি সকল আহ্মণ॥ স্থদর্শন আদি যত 🛭 পণ্ডিত প্রধান। একত্র হইয়া সভে করে অমুমান॥ সকল পণ্ডিত মিলি করয়ে বিচার। মানুষ না হয় এই শচীর কুমার॥ কোন্ দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয়। এ তেজ গোবিন্দ বিনু আর কারু নয়। আমরা কি জানি এভুর চরিত্র আচার। অনুমান করি সবে বৃদ্ধির বিচার॥ এক জন বলে শুন আমার বচন। না বুঝিয়ে এই দৃঢ় প্রভুর আচ-

রণ। যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম। লোক নিস্তা-রিতে প্রভু যুগে যুগে জন্ম। কত অবতার তার কার্য্য অনু-শারে। যুগের সভাবে দবে চারি অবতারে॥ •ধর্ম সংস্থা-পন আর অধর্ম বিনাশে। সাধুজুন পরিত্রাণ হয় পরকাশে॥ অহার দংহার হেতু আদি যত আর। কার্য্য অবতার বলি এ নাম তাহার। শ্রীরামচন্দ্র আদি যত অবতার লেখি। কার্য্য অবতার তার কার্য্যে পাই সাক্ষী।। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ য**ভঃ তা**র ধর্ম। দূর্বাদলুশ্যাম প্রভু রাক্ষদক্ষয় কর্ম॥ সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ। রাবণ বাধতে খেলে রাবণের দাথ॥ চৌদ্দ চৌযুগ দে বাবণের পরমাই। কত কত ত্রেতা গেল লেখা কর তাই॥ এতেকে বোলি যে; সৰ ত্ৰেতা এক নহে। কাৰ্য্য অনুসারে বোলি যখন যে হয়ে॥ সত্যে খেত তপো ধর্ম হংস নাম জানি। নৃসিংহাদি অবতার কার্য্যে অসুমানি॥ যুগ অসুরূপ বর্ণ ধর্ম সংস্থাপন। যুগ অবতার বলি জানি যে দে জন ॥ দ্বাপরে কুফের কথা শুন এক মনে। একলা ঠাকুর সেই নাহি অন্য জনে॥ কার্য্য অবতার কিবা যুগ অবতার। দর্ব্ব কলা পূর্ণ দেই ,নন্দের কুমার॥ পূর্ণ পূর্ণত্রিক্ষ যারে বলে দুর্বব জনে। গোপিকা-লম্পট সেই জানিহ, রুন্দাবনে। অবতার শিরো-ষণি কৃষ্ণ অবতার। দ্বাপর ভিতরে এই দ্বাপর যে সার॥ আর দাপরেতে আছে অবতার ছুই। কার্য্য অবতার কিবা যুগাব-তার এই । সেই দ্বাপরেতে হয়কৃষ্ণ অণতার। সেই কলিযুগে গোরচন্দ্র অবতার ॥ যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গোরচন্দ্র। এই ছুই যুগ দব যুগের স্নতন্ত্র॥ দব দ্বাপরেতে নাহি কৃষ্ণের

বিহার। সব কলিযুগে নাহি গোরা অবতার॥ কতেক দাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়। অংশ অবতার প্রভু হয় তা সভায়॥ • এই ত দাপরে আর এই কলিযুগে। কৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্ম মিলয়ে বড় ভাগে॥ ব্রহ্মার দিবসে অবতার এক বার। দ্বাপরেতে কলিযুগে করেন বিহার॥ বৈবস্বত মহন্তরে স্থাম গৌর হঞা। দ্বাপরের পূজা কৈলা কীর্ত্তন করিয়া॥ ধ্যা ধ্যা কলিষুগ্র যুগের উপরি। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সবে হৈলা অধি-কারী ॥ আরে আরে দয়ার সাগর গৌরচন্দ্র। সঙ্কীর্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় অশ্বঃ। আমার বচনে যদি না যাও প্রতীত। যে কিছু কহিয়ে তার কহ সমুচিত॥ যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম। যুগ অবতরি প্রভু করে সেই কর্ম ॥ দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ যুগ অবতার। যুগধর্ম আচরণে কি কৈল আচার॥ দ্বাপরে পরিচর্য্যা ধর্ম্ম ধর্মশাস্ত্রে কছে। কোথা ধর্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে॥ অবজ্ঞানা কর যবে বোল এক বোল। যুক্তিপর কহ কথা না ঠেলিহ মোর। আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কার্য্য কিবা যুগধর্ম স্ব তার ভার॥ যুগধর্ম সংস্থাপন কৈল যেবা কার্য্য। সকল করিল প্রভু বুঝিতে আশ্চর্য্য॥ রাধাকৃষ্ণ অবতার করিতে বিহার। আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার॥ প্রকৃতি পুরুষ যেন দেহে আত্মা ভিন্ন। দেঁাহে একতকু কাৰ্য্য বুঝি হৈ∻া ভিন্ন॥ রাধানাম ধরে কৃষ্ণ আরাধনা কাজ। পরিচর্য্যা করে লঞা গোপিকাসমাজ। প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা। প্রকৃতি স্বরূপমাত্র একলা রাধিকা॥ কৃষ্ণে সমর্পয়ে দেছ দেহের সভার। নিত্যই 'নৃতন তার বাঢ়ে অহুরাগ॥ এই

পরিচর্য্যা ধর্ম্ম না বুঝিল কেহ। এই কথা কহে যত ভাগবত সেহ॥ আর আর দাপরযুগে অংশে করে কর্ম। ধর্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মর্ম। ধর্ম বলি, দান ত্রত তপোধর্ম কহি। ধর্ম করি সমর্পণা করে সবে তহি॥ এইত কারণে প্রভু প্রকাশিল নিজ। তৃভু না বুঝিল কেহ ধর্মাধর্ম-বীজ। কলি-যুগে গৌরদেহ প্রকাশে আপনা। যুগ অবতার কার্য্য প্রকা-শরে শ্রেমা॥ রাধার বরণে অঙ্গ গৌর-অঙ্গ হঞা। রার্ধিকার ভাব রস অন্তরে.করিয়া। সেই ভাবে কান্দে এই স্থসিক-শেখর। বিক্ষিত পুলক কদম্ব কলেবর॥ সেই প্রেমে গর-গর মাতোয়াল হঞা। ভ্স্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ সেই গৰ্জ্জন শুনি অচেতন কলিকাল। চেতন পাইয়া সভে আনন্দ বিশাল।। তেঞি রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে। অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে॥ দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় তমু। কলি অচেতন লোকে করাইল চেতন । প্রেম প্রকাশরে প্রভু করি দীনভাব। আপনা বিলায় প্রভু মানে কত লাভ। এহেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল। না ভজিলে প্রেম দেই নাহিক বিচার॥ এতেকে বলিয়ে যুগ-অব-তার এই। এই পূর্ণ অবতারে প্রকাশিল সেই॥ আর কলি-যুগে নারায়ণ অবতার। জীকৃষ্ণ দাপর্যুগে দে নাম তাহার। শুকপক্ষি-পাখা জিনি বরণ তাহার। ইন্দ্র নীলমণি জিনি करह गैकाकात 🛎 ॥ अंडे कलियूर्ग भीत्रहस्त पूर्वज्ञा । अः 🕶 প্রবেশিল ইথে কহিল এ ধর্ম। পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য-

[•] টীকাকার এথরস্বামী ভাগবতের দশমের "রুঞ্চবর্ণং ছিষাকুঞ্চং" এই শোকের অর্থে "ইক্রনীলমণিবংজ্জনং" এইদ্ধৃপ অর্থ করিয়াছেন।

গোসাঞি। এ হেন করুণানিধি আর কেহ নাই। কার্য্য অবতারে যুগ অবতারে এক। যুগ অনুরূপ তেঞি গোর পরতেক। কলি পীত সঙ্কীর্ত্তন ধর্মা, শাস্ত্রে কহে। এই বিশ্বস্তুর
প্রভু কভু আন নহে। বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া।
আপনা লুকায় প্রভু সে কাল বুঝিয়া। সব সম্বরিল প্রভু
তিলেকে তথন। বিশ্বস্তর গোরহরি উঠিল বচন। সব
লোক কানাকানি অপরূপ কথা। সাতে পাঁচে অনুমানি
যায় যথা তথা। আশ্চর্য্য থাকিল কারো সন্দেহ হৃদয়। কি
দেখিল বিশ্বস্তর চরিত্র আশায়। লোকমুথে শুনিল শ্রীবিশ্বস্তর
কথা। সাক্ষাতে দেখিল এই জগত্-করতা। আনন্দে ভরিল
পুরী দেই জয় জয়। ধন্য গোরাগুণ গাথা এ লোচন
গায়॥

জীরাগ দিশা॥

অকি ছো গৌরাঙ্গ জয় জয়। (মূর্চ্ছা)॥

কিনা মোর গোরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ, কিনা মোর গোরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ গুল

তার পর দিন প্রভু বসি নিজ ঘরে। আপন অন্তর-কথা পরকাশ করে॥ নিজ তেজ অমিয়াপূরিত দব দেছে। নির্ম্থিনা পারি ঝল মল করে গেছে॥ মায়েরে দেখিয়া বৈল শুন মোর বোলণ এক মহাদোষ মুঞি দেখিয়াছি তোর॥ একাদণী তিথি অন্ন না খাইও আর। যতনে পালিহ ভুমি এ বোল আমার॥ মেঘ-গন্তীরনাদে কহিল মায়েকে। শুনি মাতা দবিশ্মিত দন্তম অন্তরে॥ দঙ্কোচ দন্তম প্রেমে ভরিল শরীর। পালিব তোমার আজ্ঞা বলে ধীরে ধীর॥ শুনিয়া মায়ের

বোল সন্তোষ হৃদয়। ধর্ম বুঝাইলা সেই অন্তর সদয়॥ সেইকালে এক দ্বিজ আসি আচন্দ্রত। আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধচিত। হাসিয়া তথনে প্রভু গুবাক থাইল। ক্ষণেক অন্তরে পুনঃ মায়েরে ডাকিল॥ মায়েরে কহিল প্রভু আমি যাই দেহ। যতনে পালিহ তুমি নিজ স্থত এহ। ইহা বলি ক্ষণাৰ্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হঞা রহি। দণ্ড পরণাম করে লুটাইয়া মহী॥ নিঃশব্দে রহিলা পুনঃ শচী তরাসিত। গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয়ে ত্রিত॥ ক্ষণেকে তথন প্রভু হইলা স্থিত। সহজ রূপের তেজে ঘর আলোকিত॥ সায়েরে কহিলা প্রভু আমি যাই দেহ। এ কথা বিচার করিতে আছে কেহ। শ্রীমুরারি 🖟 ত্তপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীণ। সর্ববতত্ত্ববেতা সেই ভকত প্রবীণ॥ দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে। এ কথার তত্ত্ব মোরে কহ মহাজ্বনে। কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি। ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি॥ মুরারি কহয়ে শুন শুন মহাশয়। আমি কি সকল জানি কুফের আশয়। যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অনুমানে। যুক্তিসিদ্ধ इम्र यिन ताथिइ भतारा॥ ध्वेरा नर्गन धान जात मङी-র্তনে। হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্ত জনে। নিজ দেহ দেহ নহে নিগুণ আকার। গুণ সে গুণের ভোগ আচার বিচার॥ এতেকে ভকত দেহ দেহ করি মানে। স্বচ্ছন্দ বিহার তহি সব আচরণে॥ নিজপূজা-অধিক ভকতপূজা মানে। পূজায় স**্**গ্ৰহ তাতে জানে মনে মনে ॥ আপনে ঠাকুর সেই ত্দধীন জন। লোক-আচরণে মায়া বলি ছুই জন। আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত। এ কথা

বুঝিতে নারে দকল জগত্॥ রদময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেই। সকল সম্পদ্ ততু নির্মিল সেই॥ বিলাস বিনোদ লীলা বিনে নাহি আর। নিগুণ বলিয়া গালি দেই কোনু ছার॥ মায়ার কারণে আগে না হয় বেকত। ভুক্তদেহে বিনোদ করয়ে অবিরত॥ ভক্তের ভোজন নিদ্রা শয়ন বিলাস। তাহাতেই কৃষ্ণস্থ হয়েত প্রকাশ ॥ ভক্তজন আর জন আচ-ঁ রণ এক। দেহের স্বভাবে এক দেখে পরতেক 📲 ॥ পরতেক দেখি যার মানুষ গেয়ানে। কোথা রুষ্ণ মানুষ যে দেখিয়ে নয়ানে ॥ কৃষ্ণ সর্কেশবেশর নিব্রগুণ ব্রহ্ম। মাসুষহদয়ে করে অপ্রাকৃত কর্ম। ইহা বলি নাহি মানে যে অধম জন। ভক্ত-দেহে প্রভুদেহে জানয়ে উত্তম। এই অনুমান কথা মোর মনে লয়। আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায়॥ नण কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে। শ্রীবেদ পুরাণ ভাগবতেতে শুনিয়ে ॥ যার পদপাংশুতে পবিত্র সর্বজন। গঙ্গা আদি করি তীর্থ সভার পাবন। হেন যার দেহ কে যাইতে করে সাধ। না বুঝায়ে যেই সেই করে অপরাধ॥ এইমতে দামোদর মুরারি গুপতে। নিবড়িল কথা দোঁহে হর্ষিত চিতে॥ আপনার দেহ প্রভু**°**দেহ নাহি গণে। ভকতের দেহ সে আপনা করি মানে॥ এতেক বিচার গেল সেই ছুই জনে।

রোগাদি দেহের ধর্ম ভক্তের দেখিয়া। কভু না করিবে চিন্তা সামান্ত বলিয়া॥ গঙ্গাজলে ফেণ পঙ্ক সকলি আছয়। ত্রন্ধের দ্রবন্ধ তার কভু নাহি যায়॥

শ্বিকল ভাবার্থ লোক যথা—উপদেশামূতে।
 "দুটিঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষস্ত দোবৈ র্ন প্রাক্তত্বমিহ ভক্তজনশুশিশেৎ।

গঙ্গান্ত বাংলা বিভাগ বুৰ দুদ্দেশপক্তির ক্রিপ্রতামপগচ্ছতি নীরধন্তিঃ॥"

পদ্যান্থবাদ।

শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে॥ বিভাষ রাগ, দিশা॥

ह्य ह्य (मूर्च्डा) ॥ ना हारत एह ह्य ह्य ना हारत थान ह्य ॥ ध्वन ॥

मर्क्जन अने जात जानका कथा। या अनित्न पृष्ठितक শ্রবণ-মনোব্যথা। গুরুর আশ্রমে সব দেবতত্ত্ব জানি। ঘরেরে আইলা জগমাথ দ্বিজমণি॥ দৈবনির্বন্ধে তার জ্ব ষ্মাইল দেহে। বিপরীত ত্বর দেখি তরাদ উঠয়ে॥ শ্চীর কান্দনা অতিব্যাকুল দেখিয়। প্রবোধ করেন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া। মরণ সবার মাতা আছমে নিশ্চয়। ব্রক্ষা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয়।। ইন্দ্র মরুৎ অগ্নি:কালে সর্ব্ব নাশে। মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাদে॥ তোর বন্ধুগণ যত আনহ এথন। সবে মিলি কৃষ্ণনাম করাছ স্মরণ।। বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি। স্মরণ করায় প্রভু দেব যত্ত্ব-মণি॥ শুনিয়া কুটুম্ব বন্ধুজন সব্ আইলা। প্রভুর বাড়িতে আদি মিশ্রেরে বেঢ়িলা॥ পরিণত বুদ্ধি যত বন্ধুগণ ছিলা। কাল প্রত্যাদন দেখি যুক্তি করিলা॥ বিশ্বস্তর বোলে মাগো কি কর বিলম্ব। এই ক্লণে চাহি যত ইফ কুটুম্ব॥ ইহা বোলি মায়ে পোয়ে ধরি নিল তারে। বান্ধবের সঙ্গে গেল জাহ্নবীর তীরে॥ বা**টে**পর চরণ ধরি কান্দে বিশ্বস্তর। সম্ব-রিতে নীরে অশ্রু গদ গদ স্বর॥ আমারে এড়িয়া ব্লাপ কো়েথা যাহ তুমি। বাপ বোলি আর ডাক নাহি দিব আমি॥ আজি হৈতে শূন্ত হৈল এঘর আমার। আর না দেখিব বাপ চরণ তোমার॥ আজি দশ দিক্ শৃন্য আন্ধিয়ার মোরে।

না পঢ়াবে যতন করি ধরি নিজ করে॥ ঐছন শুনিয়া বাণী কহে জগন্ধাথ। সকরুণ কণ্ঠকুহরে নাহি বাত॥ গদ গদ স্বরে বোলে শুন বিশ্বস্তর। কহিল না হয় মোর যে ছিল অন্তর। র্যুনাথ চরণে সঁপিলু মুঞি তোমা। ভূমি পাছে कान काल ना भागत जागा॥ हेरा विल रुति रुति कतरा স্মরণৰ গঙ্গাজলে নামাইল সকল ব্রাহ্মণ॥ গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম। চতুর্দিকে বন্ধুগণে লয় হরিনাম॥ চতু-দিকে হয় হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন। হেনকালে দিজোভ্রমের বৈকুঠে ্গমন ॥ বৈকুঠে চলিলা দ্বিজ রপ্ন আরোহণে। ধরণী বিদায় দেই শচীর ক্রন্দনে॥ পতির চরণ ধরি কান্দে লুটাইয়া। মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া॥ এত কাল ধরি তোর সেবাঁ কৈলু আমি। বৈকুঠে চলিলা তুমি আমা থুঞি ভূমি॥ শয়নে ভোজনে মুঞি সেবা কৈছু তোর। আজি দশ দিক্ শৃত্য অন্ধকার মোর 🛭 অনাথিনী হৈলু তোর ছোট পুত্র লৈয়া। নিমাই রহিব কোথা কার মুখ চাঞা॥ জগদ্-তুর্লভ হের তনয় নিমাই। সকল প্রাশরি যাহ আমার গোসাঞ্জি । মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ। কান্দয়ে শচীর স্থত ঝরয়ে নয়ন। গজমতি হার যেন গাঁথিল স্থতায়। নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥ ভক্তগণে **ৰন্ধুগণে হাহাকার** করে। প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে॥ শান্ত করা-ইল সভে মধুর বচনে। সৃষ্টি নফ হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে। नातीशर्व अरवाध कतिल महीरनवी। शाताहारित रम्बि मही সব পাশরিবি॥ আপনে হুধীর প্রভু সব সম্বরিয়া। কাল-যথোচিত কর্ম করিল সংক্রিয়া॥ তবে বেদবিধি-মতে যে

ছিল উচিত। করিল বাপের কর্ম কুট্রবেষ্ঠিত। পিতৃভক্ত প্রস্কু তবে পিতৃযজ্ঞ কৈল। ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল। তোয়াধার অমভাজনাদি দ্রব্য যত। ব্রাহ্মণেরে দিল প্রস্কু পিতৃভকত। জগমাথ-বৈকুঠগমন এই কথা। আপনে সে দিজোত্তম গোরচন্দ্রের পিতা। শ্রেদাবস্ত জন যদি এই কথা শুনে। 'বৈকুঠ চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে। গোনাচাঁদ দেখি শচী ছাড়িল নিশ্বাস। পিতৃশ্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস। বিদ্যারসে চিত্ত ফদি ডুবয়ে ইহার। তবে মনঃ-স্থ্যে পুত্র গোঙায় আমার। হেন অদ্ভুত কথা শুন সর্বা জন। চৈত্যচরিত্র কিছু কহয়ে লোচন।

ধান্শী রাগ।

এক দিন শচীকরে ধরি গোরহরি। পড়িতে গেরীঙ্গি দিল নিয়োজিত করি॥ সকলপণ্ডিত-স্থানে পুত্র সমাপিয়া। বলয়ে কাতরে দেবী বিন্য় করিয়া॥ পড়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর!। রাখিবে আপন কাছে না রাখিবা দূর॥ পিতৃশৃত্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে। আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে॥ শুনিয়া সন্তিত সব সঙ্কোচ অন্তরে। কহিতে লাগিল কিছু বিনয় উত্তরে॥ মো সভার ভাগ্য এত দিনে সে জানিল। কোটিসরস্বতী-কান্ত আমরা পাইল॥ অখিলে পড়াইবে ইহা নিজ প্রেম নাম। সর্বালোক-গুরু ই হো সভার প্রধান॥ আমরাহ পড়িব ইহার সিমিধানে। নিশ্চয় জানহ মাতা ইহার বচনে॥ শুনি শচী দেবী বৈল বিনয় বচনে। পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন ভবনে॥ হেনমতে নবদীপে প্রভু বিশ্বপ্তরের। পড়িবারে গেলা বিশ্বুপণ্ডিতের

ঘর॥ স্থদর্শন স্থাদি করি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। পড়িল জগত-গুরু তা সভা সহিত॥ লোক-আচরণে মায়ামানুষ-বিগ্রহ। পড়য়ে পড়ায় বিদ্যা লোক অনুগ্রহ॥ পণ্ডিত শ্রীস্থদর্শন আর এক দিনে। পরিহাদ করে প্রভু দতীর্থ্যের সনে। বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল। অতিমনোহর হাসি অমিয়া মিশাল। এই মতে রঙ্গে ঢঙ্গে কত দিন গেল। বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল॥ তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেল। বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে কৈল। তারে দেখিবাকে তার আশ্রমেতে গেলা। দৈথিয়া প্রণতি করি সম্ভ্রমে উঠিলা। করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে। কৌতুক রহস্য কথা কহিতে কহিতে॥ হেন কালে বল্লউ সে আচা-র্য্যের কন্সা। রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিজগৎ-ধন্সা॥ গঙ্গা-স্নানে যায় সেই স্থীর সহিতে। বিশ্বস্তর হরি তারে দেখে আচস্বিতে। একদৃষ্টে চাহে প্রভু বিশ্মিত আনন্দ। ইঙ্গিতে জানিল তার জন্মের কারণ॥ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা ইঙ্গিতে ব্ঝিল। প্রভু পাদপদা দেবী শিরে করি নিল॥ আচার্য্য দে বনমালী বড়ই চতুর। বুঝিল অন্তর কথা প্রেমের অঙ্কুর॥ আর দিন বনমালী আচার্য্য আপনে। আনন্দহদয়ে গেলা শচীর ভবনে। হাসিয়া প্রণাম কৈল শচীর চরণে। প্রণতি করিয়া বৈল মধুরবচনে ॥ তোমার পুজের যোগ্যা আছে এক কন্সা। রূপে গুণে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্সা॥ বল্লভ-আচার্য্য কন্সা অতি স্নচরিতা। যদি ইচ্ছা থাকে কহ হৃদয়ের কথা।। তবে শচীরাণী শুনি আচার্য্যবচন। এমতি বালক মোর পঢ়ুক এখন। পিতৃ-শৃত্য পুত্র মোর পঢ়ুক কথোদিন।

তাহাতে করহ যত্ন হউক প্রবীণ।। শুনিয়া আচার্য্য তবে माखाय ना शाहेल। विजमवनन करि घरतरत हिलला কাঁদিতে কাঁদিতে চলে বিরস অন্তরে। ইহা গোরাচাঁদ বলি ভাকে উচ্চৈঃ স্বরে॥ মোর ভাগ্যে না করিলে পতিত পাবন। বাঞ্চাকল্পতরু নাম ধর কি কারণ॥ মোর বাঞ্চা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে। বাঞ্চাকল্লতর নাম ধরিবে কেমনে॥ জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা-অপহারী। জয় গজরাজকে কুম্ভীর-মুখে তারি॥ জয় অজামীল গণিকার প্রাণদাতা। আমারে যে ত্রাণ কর অথিলের পিতা॥ এথা গুরুগৃহে প্রভু জানিল অস্তরে। আচার্য্য শোকেতে যত ইঞাছে কাতরে॥ অস্ত-ব্যন্তে পুস্তুক সম্বরি ভগবান্। গুরু সম্ভাষিয়া প্রভু করিল। পয়ান॥ মাতল কুঞ্জর যেন গমন হৃন্দর। গৌর ততু অল-হ্বারে করে ঝলমল। চাঁচর কেশের বেশ অখিল মোহন। অধর বান্ধুলীফুল মুকুতা দশন॥ চন্দনে চর্চিত মনোহর অঙ্গশোভা। ততু সূক্ষ্ম-বসন পিন্ধন মনোলোভা॥ কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি। কুলবতীকলক্ষ বিথার দেহধারী॥ আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর ছরিত পমন। বাঞ্ছাক্রতরু নাম বলি এ কারণ। আচার্য্য কাঁদিয়া আইসেন পথে পথে। হা হা গোরাচাঁদ বলি আইসেন উদ্বহাথে॥ হেন কালে মহাপ্রভু শুরুগৃহ হৈতে। আদিতে হইল দেখা আচার্য্য সহিতে॥ পড়িলা আচার্য্য পায় দওবৎ হঞা। তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ নমস্কার করি কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন । কোথা গিয়াছিলা বৈল মধুর বচন॥ আচার্য্য কহয়ে শুন শুন বিশ্ব-স্তর। আমি গিয়াছিলাম এই তোমাদের ঘর॥ তোমার জননী

দেবী শচী স্ক্চরিতা। গোচর করিলু চিত্তে যে ছিল মোর কথা। তোমার বিবাহ যোগ্য আছে এক কন্সা। বল্লভ-আচার্য্য কন্সা পর্বেগুণধন্যা॥ একথা তোমার মাতৃ। তুনি শ্রদাহীন। ঘরে চলিলাম আমি অন্তর মলিন॥ কিছুনা বলিলা প্রভু শুনিয়া বচন। মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন ॥ দে চাতুরী লাবণ্য মধুর মন্দ হাসি। হেবিয়া আচার্য্য মনে হঞা অভিলাষী॥ জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইব। অন্তরে জানিল প্রভু বিবাহ করিব ॥ মরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হঞা। প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া॥ ঘরে शिया जननीरत रेवल विश्वस्त । वनमानी आठार्रग्रस्त कि मिला উত্তর ॥ বিমনাঃ দেখিল তারে আমি পথে যাইতে। সম্ভাষে না পাইলু স্থু আচার্য্য সহিতে॥ তার অসন্তোষ ,কেনে করিয়াছ ভূমি। বিমনাঃ দেখিয়া চিত্তে ছু:খ পাইলু আমি॥ শুনিয়া পুজের বাক্য শচী স্তচতুরা। ইঙ্গিতে জানিয়া কৈল হৃদয় সত্বরা॥ ত্বরায়-মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে। সন্বাদ শুনিয়া ভেঁহো ধাইল সত্বরে॥ আনন্দে প্রিত তকু গদ গদ হঞা। শচী কার্টে উপনীত প্রণত হইয়া॥ দণ্ডৰৎ হৈয়া লইল চরণের ধূলি। কি কারণে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্রী॥ পুরুবে যে বৈলে তার করহ উদ্যোগ। বিশ্বস্তরের বিভা দিব সভার সন্তোষ॥ আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্ব-স্তবে। আপনে করিবে সব কি বলিব তোরে॥ বিশ্বস্তর বিবাহ নিমিতে যে কহিলে। আপনে উদেযাগ কর কহিল তোমারে॥ ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য:উত্তম। পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল বচন॥ ইহা বলি বল্লভ আচার্য্য বাড়ি

গেলা। বল্লভ আচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা॥ ুবসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া। নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহয়ে হাসিয়া॥ বলিল আমার ভাগ্য তোর আগমন। আর কিঁবা কার্য্য থাকে কহত এখন॥ বল্লভমিঞাের কথা শুনিয়া আচার্য্য। প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য॥ সর্ব্ব কালে আমারে করহ তুমি স্নেহ। স্নেহবন্দী হঞা মো আইলু তোর গেছ। মিত্রপুর-ন্দরস্ত এীবিশ্বস্তর । কুলে শীলে গুণে সেই সর্কাংশে স্কুক্র। আমি কি কহিতে পারি তার গুণের কথা। একত্র সকল গুণে পঢ়িল বিধাতা । কি কহিব তার গুণ গায় সর্ক-লোকে। শুনিবে তাহার গুণ সর্বলোকমুখে॥ তোমার क्यांत (यांगा वत विश्वस्तं। कहिल मकल यि मत्न लय তোর। এ কথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি। এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি ॥ আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি। ক্যামাত্র-মোর আছে পরমস্তব্দরী। ইহা জানি আজ্ঞায়বে করহ আপনে। কন্সা দিব গৌরচন্দ্র জামাতা-রতনে।। দেব ঋষি পিতৃ লোকে বরিব আুনন্দে। যবে মোর কন্সা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে॥ অনেক তপের ফলে হবে হেন কর্ম। তোর অধিক বন্ধু নাহি কহিল এ মর্ম॥ এই মনঃকথা মোর রজনি দিবস। প্রকট বদনে রহি নাহিক সাহস। এই মনে হুইজনে কথা নিবড়িল। আচার্য্য শচীর স্থানে পুনঃ নিবেদিল॥ শুনিয়া সে শচীদেবী বড় তুফী হৈল। বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্কাদ কৈল॥ ইফ কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা। আনন্দে ভরল ততু অতি হরষিতা॥ কুটুম্ব বান্ধব যত সভে আজ্ঞা দিল। বিচার করিয়া সভে ভাল ভাল বৈল।

বড়াড়ি রাগ ॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাঁদ আরে হয়॥ ধ্রু॥

তবে শচী নিজস্থত-বদন চাহিয়া। মধুর বচনে কিছু কহেত হাসিয়া॥ শুন শুন বিশ্বস্তুর মোর সোণার স্তৃত। বল্লভমিশ্রের কন্যা অতি অদভুত্॥ তৌর বিবাহের মোগ্য মোর মনে লয়। তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয়। বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়। দ্রব্য আহরণ কর যে উচিত হয়॥ শুনিয়া মায়ের কথা বিশ্বন্তর রায়। করিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায়॥ দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত। করিল ত শুভক্ষণ সময় . অঙ্কিত 📭 সেই শুভদিন শুভ সময় হইল। বাকাণ সজ্জন সব আনন্দে আইল। আনন্দে ভরল সব নদীয়া নগরী। উথলিল স্থিসিকু আপনা পাশরি॥ আইও স্থও লই শচী করে শুভ ় কার্য্য। প্রভু অধিবাস করে সকল আচার্য্য॥ চতুর্দ্দিকে বেদ-ধ্বনি করয়ে ত্রাহ্মণ। শভা মৃদঙ্গ বাজে মঙ্গললক্ষণ॥ দ্বীপ-মালা পতাকা ভূষিত দিগন্তরে। স্থান্ধি চন্দন মালা অতি মনোহরে॥ সকল ব্রাহ্মণে প্রভুর কৈল অধিবাস। কোটি-কামরূপ দেহ কৈল পরকাশ॥ ঝলমল করে অঙ্গ ছটা-আলো-কিত। দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ সব ভেল চমকিত॥ গন্ধ চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল। ঘন ঘন তাম্বুল দানে বড় ছুফ কৈল॥ কন্সা অধিবাস করে বল্লভ আচার্য্য। স্থমঙ্গল কর্ম্ম করে লঞা দ্বিজবর্য্য ॥ অন্যান্য সৌরভ গন্ধমাল্য চন্দন। অধিবাদে ভূষা কৈল জামাতা-রতন॥ অধিবাদ সমাধান রজনীর শেষে। পানি সাহিব * বলি আইল উল্লাসে । নানাবাদ্য এক কালে

^{*} পানি সাহিব অর্থাৎ জলসাধিব। বাদ্যভাগু সহকারে ঘাটে যাইয়া

ইইল তরঙ্গ। কুলবতী সভাকার ব্রত কৈল ভঙ্গ। যুবতী উমতি হৈল নদীয়া নগরে। গোরাঙ্গ বিবাহ-রসসমুদ্র-হিলোলে। যুথে যথে নাগরী চলিলা বিপ্রবধু। অবনীমণ্ড-লেরে মণ্ডিত যেন বিধু। কুরঙ্গ-নয়না চারু কুঞ্জরগামিনী। ঝলমল অঙ্গতেজ মদনুদাপুনি। কেশ বেশ বসন ভূষণ অত্যু-পাম। হেরিলে হরিতে পারে মুনির পরাণ। হাসিতে দামিনী কাঁপে বচন অমিয়া। হাস পরিহাসে চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া। গাইছে গোরাঙ্গণ মধুর আলাপে। স্বর পঞ্ধনিতে অমঙ্গ অঙ্গ কাঁপে। নাসায়ে বেশর শোভে মুকুতা-হিলোলে। নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুণমণ্ডলে। শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধ্গণ। সভাকারে দিলা গন্ধ গুবাক চন্দন। চলিলা নাগরী সভে পানি সাহিবারে। মঙ্গল আনন্দপূর্ণ প্রতি ঘরে ঘরে।

তুড়ী রাগেণ গীয়তে॥

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রমুখী বালা, স্থার সঙ্গীত গো গাইব গোরা লীলা। ধ্রু।

কে কে আগে যাইবে গো, গোরাগুণ গাইবে গো, চল যাই পানি সাহিবারে। হিয়া উথলিল চিত্ত কে পারে ধরিবারে॥

কেহ পটুবিলাসিনী কেহ পীতবাসে। ঢুলিতে চুলিতে যাব গোরা-অঙ্গের বাতাসে॥ শচী আগে আগে গো করি যাব পাছে পাছে। আসিতে যাইতে গো দাঁড়াব গোরা কাছে॥ স্থান্ধি চন্দন মালা ঢাকি লহ করে। গোরা-অঙ্গ পরণ করিব নেই ছলে॥ কর্পুর তাম্বল নেহ যত্ন করি হাতে। করে

ঘটপূর্ণ করিয়া আনাকে "জলদাধা" কহে, ইহা বঙ্গদেশের প্রথা

কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে॥ আইও স্থও মিলিয়া কোতুকরঙ্গরসে। পানি সাহিল গুণ গায় এ লোচন দার্দো॥ ভাটিয়ারি রাগ॥

আনন্দে সানন্দে রাত্রি স্থপ্রভাতে। যথাবিধি কর্ম কৈল হর্ষিত চিতে। স্নান দান কর্ম কৈল যে ছিল উচিত। দেবপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥ **নান্দীমুখ আদ্ধ কৈল** যে বিধি বিধান। সর্বব সম্পূর্ণ ভোজ্য ত্রাক্ষণেরে দান॥ নর্ত্তকেরে দিলু দ্রব্য আর ভাটগণে। সবার সন্তোষ কৈল नाना ज्वापारन ॥ ज्वापार विश्व वास्त वास्त वास्त । ্দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদরে ॥ প্রবোধ করিল যার যেই অমুমান। বিবাহ উচিত প্রভু করে পুন স্নান॥ নাপিতে নাপিত ক্রিয়া করিল সে কালে। শ্রীঅঙ্গ মার্চ্জনা করে কুলবধূ মিলে॥ স্থাকরময় গোরা রূপের পাথার। ভূবিল তরুণীর মন না জানে সাতার॥ (অমনি ডুবিল 🕆)॥ পরশে অবশ অঙ্গ হইল স্বার। গদগদ বচনে নয়নে জলধার॥ হেরইতে পত্ন মুখ কি ভাব উঠিল। মরমে মদন-জ্বরে চলিয়া পড়িল। কেহো কেহো বাহু ধরি অথির হইয়া। কেহো রহে উদ্বৰ্তন অঙ্গেতে লেপিয়া *।। কেহো বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে। ভুজলতা বেঢ়িয়া রাখিল পরবন্ধে॥ কেহো চিতার্পিত ইঞা নেহারে গৌরাঙ্গে। কেহে। জল দেই শিরে মদন্ তরঙ্গে। উন্মত্ত হইয়া কেহো হাসে ঘনে ঘনে। সভীত্ব § নাশিল হেরি গৌরাঙ্গবদনে॥ অভিষেক কৈল

[†] এটুকু গানের অলঙ্কার। * কেহ রহে শ্রীচন্দন অঙ্গেতে লেপিয়া, পাঠান্তর। ৪ "সতীত্ব" এই কথাটী ব্যাকরণ-অনুসারে ভুল হয়। তবে আজ কাল

প্রভু স্থর-নদীজলে। দেখি সর্বজন ভাষে আনন্দ হিল্লোলে॥ স্থান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে। বেঢ়িল নাগরীগণ শচীর নন্দনে। নানাবিধ বাদ্য বাজে স্থমধুর ধ্বনি। চতু-ৰ্দিকে হুলাহুলি জয় জয় শুনি॥ তবে শচীদেবী লই আইও হুও যত। আদরে পূর্জায়ে যার যেই সমুচিত। স্বারে পূজিল গৃহাগত বন্ধু যত। বঁলিল স্বারে শচী হৃদয় বেকত । পতিহীন মুঞি, ছার পুত্র পিতৃহীন। তোদবার পূজা কি করিব আমি দীন॥ এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ। ভিজিল আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস। ঐছন কাতর বাণী শচী যবে বৈল। শুনি বিশ্বস্তুর পহু হেট মাথা কৈল। চিস্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেল কোথা। পুড়িতে লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যথা॥ মুকুতা গাঁখিল ষেন চক্ষে পড়ে পানি। দেখিয়া তরস্ত হৈলা দেবী শচীরাণী॥ আর ষত কুলবধু তার পাশে ছিল। প্রভুর কান্দনা দেখি পুড়িতে লাগিল। কেনে কেনে বাপ হেরি বিরস বদ্ন। এ হেন মঙ্গল কার্য্যে করহ ক্রন্দন।। সকল সংসারে মোর তুমি-মাত্র ধন। তুমি বিমরিষ প্রাণ ছাড়িব এখন॥ শুনিঞা মায়ের বাণী প্রভু বিশ্বস্তর। বাপের হতাশে কণ্ঠ গদগদ স্বর॥ প্রাতঃকালের শশী যেন মলিন বদন। নবীন মেঘের যেন গভীর গৰ্জ্জন ॥ মায়েরে কহিল প্রভু শুন মোর কথা। কি

ৰাঙ্গালার চলন ইইয়াছে, যেমন ৮অক্ষয় দত্তের "স্জন" লেখা দেখিয়া এবং একটু শ্রুতিমধুর বলিয়া এখন অনেকেই লিখিয়া থাকেন। সতীত্ব স্থলে সন্ধু ও স্জন স্থলে সর্জ্জন হওয়াই উচিত। চৈত্তামঙ্গলের তায়ে প্রাচীন বাঙ্গালায় আমি এরূপ ভূল আজ্নুতন দেখিলাম।

লাগিয়া এতদুর তোর মনঃকথা॥ কোন ধন নাহি তোর কিবা পাইলে ছুঃখে। দীন একাকিনী হেন কহ অতিরুখে॥ পিতা অদর্শন মোর সারাইলে তুমি। যেমন করিছে হিয়া কি বলিব আমি॥ একজনৈ চুবার দেহ গুবাক চন্দন। নানা দ্রব্য দৈহ তোমার যত লয় মন॥ সর্বাঙ্গে লেপহ সবার স্থান্ধি চন্দনে। যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে॥ পূথিবীতে কেহ যাহা নাহি করে লোকে। ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে॥ এ বোল শুনিয়া শচী কৃছে ধীরে ধীরে। মধুরবচনে শান্ত করি বিশ্বস্তরে॥ যেন রূপে আদেশ করিল বীশ্বস্তর। তেন রূপে তুষিল সে ব্রাহ্মণ সকল। হেন কালে বল্লভ-আচার্য্য নিজ ঘরে। ত্রাহ্মণ সহিতে দেব-পিতৃপূজা করে॥ আপন কন্সাকে নানা অল-স্থার দিল। গন্ধ চন্দন মাল্যে স্থবেশ করিল॥ শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দিজবর। আক্ষণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর্॥ এথা বিশ্বস্তর পছ বয়স্তের সঙ্গে। অতি অদভুত বেশ करतन श्रीव्यदम ॥ शक्त हेन्सरन वन्न कतिल दल्यन । ललाए हे তিলক যেন চাঁদের কিরণ।। মকর কুগুল গণ্ডে করে ঝল-মল। মুকুতার হার শোভে হৃদয় উপর॥ কাজরে উজোর রাতা-কমল নয়ন। ভুরু যুগ হয় যেন কামের কামান॥ অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন অঙ্গুরী। ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পারি ॥ 'দিব্য মালা পরিধান রক্তপ্রান্ত বাস। গন্ধে মহ মহ করে অঙ্গের বাতাস॥ স্থবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র। হেরি লোক নিজাহিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥ বধুগণ বিকল হইল রূপ দেখি। রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আঁখি॥ অথির

নাগরীগণ শিথিল বসন। মথিল ভুজঙ্গকুল থগেক্ত যেমন। চিত হরিয়া নিল সভার একুই কালে। মানমীন * ধরিয়া রাখিল রূপজালে ॥ হরিণীনয়না-গণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া। বলিতে না পারে দে ধরিতে নারে হিয়া।। গুরুভঙ্গি আকর্ষণে রঙ্গি-ণীর গণ। দোলমান হৃদয় করয়ে অমুক্ষণ। সে হাস্ত মাধুরী যার পশিল হিয়ায়। মরমে মরিল তাহা মদনব্যথায়॥ সে ভুজবিলাস রস পর্ম লাগিয়া। মানিনীর মানগণ বলে লুকা-ইয়া। মায়ে নমক্ষরি প্রভু চলে শুভক্ষণে। উঠিল মঙ্গলধ্বনি হয় হরিনামে॥ দিব্য যানে চটে প্রভু বয়স্তবেষ্টিত। সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায়নে গায় গীত । ব্ৰাহ্মণে বৈদ পঠে ভাটে কায়বার। শিঙ্গা বরগ বাজে ভেউর কাহাল ॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে পড়াই মৃদঙ্গ। দোসরি মৃত্রি বাজে শুনিতে আনন্দ॥ হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ। আনন্দে নদীয়া-লোকে ভেল উনমাদ।। ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়। চমক লাগিল তথা নাগরীসভায়॥ কানাকানি সানাসানি নাহি আর লাজ। ডাকাডাকি ধায় দব নাগরীদমাজ । গরবী গরব দব দূরে তেয়াগিয়া। গৌরাঙ্গ দেখিতে যায় উল্দিত হকা। পথ বিপথ কেহ না মানে রঙ্গিণী। অনঙ্গতরঙ্গে সব ধাইল রম্পা। অলখিতে দেবগণ দিব্যযানে চাহে। গোরা-অঙ্গ দেথিবারে অনুরাগে ধায়ে ⊭ স্থরবধূগণ বিশ্বস্তর-बुथ होट्ट। हर्डुव्हिटक नृत्र नाती स्रमञ्जल शीरय ॥

আশোয়ারি রাগ ॥

· জর জর জর, ভৌদিকে হুথময়, গৌরাক চাঁদের বিবাহ

^{* &}quot;মানমীন" স্থলে "মানমুগ" অন্ত পুস্তমের পাঠ।

রে *। কুলবধূমেলি, দেই হুলাহুলি, আনন্দে মঙ্গল গাহ

নাশ বেশ কর, পাটশাড়ী পর, কাজর দেহ নয়ানে। বিশ্বস্তুর বিহা, দাব জনু মেলি, সাজিয়া করল পয়াণে॥ হার কেষ্র, কন্ধণ কিঙ্কিণী, নৃপুর পরহ না ঝাট। অলকা নিকটে, সিন্দুর ললাটে, 'চন্দন বিন্দু তার হেঠ । তাম্থল অধরে, **ायुने वायंकरत, नीनायं पूनि पूनि याय। 'रांचि विश्व हत,** 'থেমন পাঁচ শর, জানি মনকলা খায়॥ তাফুল চর্ক্ণে, হাসির वशात्न, कुक्त मंगन विकिति। वाक्त्वी अधरत, मनन मधूकरत, পাশে মধু লোভে বসি॥ নাগরী দারি দারি, চলিলা কতু-হলী, মরালগমন স্থঠাম। মদনরস-ভূরে, বিথার অন্তরে, স্থিৱ বিশাল নয়ান। নানা বাদ্য বাজে, শত শন্থ গাজে, মৃদঙ্গ পড়াহ কাহাল। আনন্দে তুন্দুভি, বাজয়ে ডিণ্ডিমি, মুহরি বাজয়ে রসাল 🏿 বীণাক বিলাস, বেণু মন্দ ভাষ, রবাব উপাঞ্চ পাথোয়াজে। নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, মঙ্গল বাধাই বাজে । त्रीतरुख्यूय, त्रिशा मत लाक, आनन्म नमीया-সমাজ। কোটি কাম জিনি, সেরূপ বাখানি, নির্ধি না রহে লাজ। ফুমল কবরী, চির না সম্বরি, ধায় উনমত বেশ। পাশরি পতি স্থত, বদন স্থবেকত, হিয়া ভরি পেলে কেশ। ধনি ধনি ধনি, কছয়ে রমণী, আন না শুনিয়ে বাণী। চৌদিকে হাটে বাটে, নাগরীর ঠাটে, দেখিতে করিল উঠানি॥ কেহ বীণা বায়, কেহ গীত গায়, কেহ বা ধায় উল্লাদে। চৌদিকে

^{*} অন্ত পুস্তকে "আশোরারী রাগ" এ স্থলে "বিহাগড়া" এবং "জয় জয় জয়" ইত্যাদি স্থলে "জয় জয় ধ্বনি, চৌদিকে শুনি" এইরূপ পাঠান্তর আছে ধ

জয় জয়, মঙ্গল বিজয়, কহয়ে লোচনদালে॥.

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা॥ •

দেখ মন অপরূপ পরাণ পৃতলী নবদ্বীপে (মূর্চ্ছা)।

ডর নাহি হিয়ায় মোরা যে বলু সে বলু আর লোকে।

হেন মন করিছে গোরা তুলিয়া রাখি বুকে। ধ্রু ॥

হেন মতে বল্লভ-আচার্য্য বাটী গিয়া। জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ ভরিয়া। শৃত শত দীপ জলে উচ্ছল পৃথিবী। ঝল-মল করে. তাহে গোরা-অঙ্গের ছবি॥ তবেত বল্লভমিশ্র**ঁ** भागु अर्था **मिया । घर**तरत यानिल वत मन्नलं कतिया ॥ • তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে * গিয়া। দাগুইলা পিঠোপরি উলসিত হঞা॥ পূর্ণিমার পূর্ণচক্র জিনিয়া বদন। তাহাতে ঈষৎ হাসি অমিয়া মিলন॥ তপত কাঞ্চন জ্বিনি অঙ্গের কিরণ। স্থমের পর্বেত জিনি দেহের গঠন॥ অঙ্গদ কঙ্কণ ভুজে রতন অঙ্গুরী। অরুণ কমল করতল ঝলমলি॥ স্থদিব্যুমালতী-মালা দোলে গোরা-অঙ্গে। স্থমেরু উপরে যেন গঙ্গার-তরঙ্গে॥ মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে। কাম কোটি কাতর, দেখিয়া রহে লাজে॥ শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা। দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা। হেন মতে মহা-প্রভু ছোড়লাতে আছে। বর উর্থিতে 🖇 তথা আইও-গণ কাছে॥ ক্রিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্য বাস। হাতে হাতে

^{*} আন্দিণাতে চতুকোণ স্থান, যাহার চতুকোণে কদলীবৃক্ষ থাকে ও মধ্য-স্থল আলিপনা লিপ্ত ও স্থসজ্জিত হয় এমত বিবাহাদির স্থানকে ছোড়লা বা ছন্তা কলে।

[🖇] উর্থিতে অর্থাৎ ধান্ত দূর্ব্বাদি মঙ্গল দ্রব্য দিয়া নিছনি করিতে।

উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস।। আইও-গণ আগে পাছে কন্সার জননা। বর উর্থিয়া ধনি চলিলা আপনি॥ সাত প্রদক্ষিণ কৈল দাত দীপ হাতে। চরণে ঢালিল দধি হরদিত চিতে॥ বর উরথিয়া ধনি চলিলা আলয়। শুভক্ষণ হৈল সেই গোধূলি সময়। তবে সেই বল্লভ-আচার্য্য দ্বিজ্বর। কথা আনিবারে আজ্ঞা করিলা সত্তর ॥ স্থরচিত সিংহাসনে বসি রূপবতী। অঙ্গের ছটাতে ঝলমল করে কিতি॥ রতন-প্রদীপ ছলে তার চারি পাশে। বদন জিতল পূর্ণ- চন্দ্র-প্রকাশে॥ সর্বা অঙ্গে অলঙ্কার রক্ত কাঞ্চনে। অন্ধকার দূর যায় তাহার কিরণে॥ প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাত বার। কর যোড় করি শিরে করে নমক্ষার॥ অস্তঃপট ঘুচা-ইল দোঁহে দোঁহা দেখি। দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার নাচয়ে তু আঁথি। চন্দ্ৰ রোহিণী যেন একত্র মিলন। অস্থোন্তে কর রে দেঁ। হে কুস্থমের রণ॥ যেন হরপার্বতী দেঁ। হে হেল। এক মেলা। ছামুনি ছাড়িল, দোঁহে আনন্দে বিহ্বলা॥ চতু-দ্দিগে জয় ধ্বনি হরি হরি নাদ। নাচয়ে সকল লোক হরিষে উন্মাদ॥ তবে দে কমলাপতি বিশ্বস্তুর পত্ত। একত্র বসিলা বামপাশে করি বহু॥ লজ্জা-ন**অমুখী সে বসিলা পহু কাছে।** 🕈 জামাতা পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে। যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা 'পাদ্য নিবেদিয়া। স্থান্থির করতা হৈলা প্র<mark>দাদ পাইয়া॥ হেন</mark> रम পानातवित्न भाना (नरे मिखा। याहात (ध्याप्त चूर्ड সংসার-তায়িস্র **॥ মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপসিংহাসন। হেন জনে দেই মিশ্র পীঠের আসন। যে প্রস্কু বসন ধরে, দিব্য

^{*} তামিস্র অর্থাৎ অন্ধকারময় নরক্বিশেষ r

পীতবাস। তাহারে বসন দেই শুনিতে তরাস। এই মনে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল। যজ্ঞ আদি যত কর্ম্ম সব নিব-ড়িল । বল্লভমিশ্রের সম নাহি ভাগ্যবান্। আপনে বৈকুণ্ঠ-নাথ লৈল কন্মা দান ॥ কি কহিব বল্লভমিশ্রের ভাগ্যরাশি। যার ঘরে কৈলা প্রভূ এ পৃঞ্চ গরাসি॥ কন্সা বর এক গৃহে ভোজন করিল। শত শত কুলবধূ বাদরে মিলিল॥ যূথে ষ্থে তক্ষণী আইল প্রভু কাছে। বেড়িয়া রহিল শিশ্বস্তর আগে পাছে। গৌরাঙ্গের নমনসন্ধান-শরাঘাতে। মানিনীর মান-মুগ পলায় বিপথে॥ সে চক্রবদন হাস্ত উদয় দেখিয়া। লজ্জা-তিমির সভার গেল পলাইয়া॥ বসিলা স্বন্দরী বিপ্র প্রভুর সমীপে। সে অঙ্গ বাতাদে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাঁপে॥ পরা-ধীন রক্ষ যেন মহাধন পাঞা। সম্বরিতে মাহি ঠাঞি ছাড়িতে নারে মায়া॥ বসন বচন সব খালিত হইল। নয়ন আলভাযুত কাহারে। হইল 🛊 ॥ কেহে। অঙ্গপরশে অনন্ধরন্ধ-ভরে। তুলিয়া পড়িলা বিশ্বস্তবের উপরে॥ কেহো অনিমিথে থির-নয়নে নিরীথে। চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে হুখে॥ নয়ন-পক্ষজে সভে গোরামুখ পূজে । নিজদেহ-পরশ লাগিয়া কেহো যাচে ॥ নাম-বিপর্য্য কেহো করে বাসরঘরে। গোরাচাঁদগুণে ভোরা পরিহাস করে॥ কেহো বলে গোরা-চাঁদ শুন মোর বোল। গুয়া থানি দেহ লক্ষ্মী নিদে হৈল ভোর। আপেনে তুলিয়া দেহ লক্ষীর বদনে। দেখুক সকল লোক, হরষিত মনে॥ বিশ্বস্তর .কেশ কেহো আউলাইয়া বান্ধে। বন্ধন আঁকুতি তার পরশের সাধে।। কেহো গুয়া-

 [&]quot;মদন-আল্স্য কারু শ্রীরে জিন্মল।" পাঠান্তর।

খানি দেই বিশ্বস্তর মুখে। হৃদয় দরব তার কি আছে বা বুকে॥ অঙ্গে ঢলি পঢ়ে কেহে। হিয়া উতরোলে। লক্ষীরে ভূলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোলে। কেহো বলে হেন ভাগ্য-বতী কেবা আছে। বিশ্বস্তর হেন পতি মিলিয়াছে কাছে॥ কোন তপঃ কৈল কোন কৈল ব্রত দান। দেব আরাধনে কত দাবিল গেয়ান॥ কোন সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে। বিশ্বস্তররূপ দেখি হির করে চিতে॥ মদন-সদন জিনি বদন স্থানর। মানিনীর মানসরতন-রর চোর॥ ভূজদণ্ড অথণ্ড যে কামদণ্ড জিনি। দাধ করে নিজ বুকে ধরিতে রমণী॥ লখিমী এ সব অঙ্গ বিলাস করিব। আমরা ইহার কবে পরশ পাইব॥ এই আমাদের আশা হ'ব ইহার দািনী। তবে সে দেখিবু

মোর প্রাণ আ্রে গোরাচাঁদ আরে হয়॥ এ ॥

এই মনে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল। প্রাতঃক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল। বিবাহের পর দিনে কুষণ্ডিকা কর্ম। ব্রাহ্মণ ভোজন করে ব্রাহ্মণের ধর্ম। সকল করিল প্রভু দে দিন তথায়। আর দিন ঘর যাব কহিল কথায়। ঘরেরে চলিব বলি আনন্দিত মনে। পরিজনে পূজা করে রজত কাঞ্চনে। একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বাম পাশে। চৌদিকে বেঢ়িল নারীগণ তার কাছে। বল্লভ্যান্ত্রের হিয়া হরিষ বিষাদ *। যাত্রাকালে করে কন্যা-বরে আশীর্কাদ। দুর্কা ধান্য গন্ধ মাল্য গুবাক চন্দন। জামাতারে দিয়া

 ^{*} কন্তাকে সংপাত্রে দান ইত্যাদি হর্ষ, কন্তা বিদায় দেওয়া, পিতায় পলেক
 (বিশেষতঃ প্রথমবায়ু) এই এক বিষাদ।

কিছু করে নিবেদন॥ ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য। কি দিব তোমারে দান কিগা তোর যোগ্য॥ কেবল আপনা-গুণে কৈলে অনুগ্রহ। ধতা ক্রাইলে করি কতাপরিগ্রহ॥ তোরে কি বলিব প্রভু কি আছে যোগ্যতা। আপনার নিজ-গুণে আমার জামাতা॥ তোমার অভয় পাদ-পদ্মতে শরণ। লভিল না দিবে ছুঃখ আমারে শমন॥ দেব পিতৃগণ মোরে প্রশীর হুইল। যখনে তোমারে নিজ কন্যা সমর্পিল॥ যে পদ ধেয়ানে পূজে ব্রহ্মা শিব。আদি। সে পদ পূজিল দিব্য-मात्व यथाविधि॥ आत किছू नित्विम त्य अन विश्व छत । এ বোল বলিতে কঠে গদগদ স্বর ॥ ছল ছল করে আঁথি করুণার জলে। লক্ষ্মী-কর ধরি দিল গোরাচাদ করে॥ আজি হৈতে लक्सो তোরে কৈলু সমর্পণ। জানিয়া করিবে ইহার ভরণ পালন॥ মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঈশ্বরী। **আজি হৈতে তোর দা**সী কুলের <u>বহুরি</u> *।। মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ আচারে। আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে॥ মোর ঘরে আছিলা এ মা বাপের কোলে। যথা তথা হৈতে আইলে ধরে সিয়া গলে॥ সবার গুলালী লক্ষী আমি অ?-ত্রকা। ঘর মধ্যে সবে মোর এইটা বালিকা॥ আমি কি বলিব এই তোর নিজজন। মোহেতে মুগধ হঞা বলি এ বচন॥ এই যে কহিল এই আমি মূঢ়মতি। কি করিবে মোর দয়া ভূমি যার পতি॥ ত্রিভুননে লক্ষীদম নাহি ভাগ্যবতী। আমি যত বলি স্ব এ মোহ পিরিতি॥ এ বোল বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরণ। তল তল সকরুণ অরুণ

^{*} বছরি শব্দ বধু শব্দেরই অপ্রংশ

নয়ন॥ চলিলা সে মহাপ্রভু নিজ্প্রিয়া বামে। লক্ষীর সহিত চঢ়ে মনুষ্যের খানে॥ শৈষ্য তুন্দুভি বাজে জয় জয় বোল। নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দহিল্লোল। ব্রাহ্মণেতে বেদপাঠে ভাটে কায়বার। সম্মুখে নাটুয়া নাচে আনন্দ অপার॥ বয়স্থাবেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে। অন্তরীকে দেবগণ চলে দিব্যরথে॥ এথা শচী আনন্দিত আইও হুও লৈয়া। পুত্রের উৎসবে বোলে কৌতুক করিয়া॥ সশাথ মঙ্গলঘট পাতিল ছুয়ারে। নারিকেল ফল দিল তাহার উপরেঋ . নিৰ্মঞ্জন সজ্জ করে য়ত বাতি জ্বলে। ঘরেরে আইলা প্রভু সেই শুভকালে॥ গৌরচন্দ্র 🛊 নির্মঞ্জন করে নারীগর্ণ। জয় জয় ত্লাত্লি শুনি স্থগীত নাঁচন । নানা-বাদ্য রাজে হয় আনন্দ অপার। সর্বাস্থ্থ-ময় হৈল শচীর আগার। উঠিল মঙ্গলধ্বনি আনন্দ বিশেষ। লক্ষ্মী-কর ধরি প্রভু গৃহে পরবেশ। পুত্র আরু বধু কোলে করে শচী-দেবী। দূর্বা ধান্ত দিয়া বোলে হও চিরজীবী॥ পুত্রমুখে চুম্ব দেই বধুমুখ চাঞা। বধূমুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরথিয়া॥ দৰ্বস্থ-ময় হৈল শচীর আবাস। গোরাগুণ গায় স্থে এ লোচনদাস ॥

उरहे जिलमी इन ॥

এই মনে নিজ, বান্ধব সহিতে, স্থথে নিবসয়ে প্রছ।
শচীর অন্তরে, আনন্দ পাথার, দেখি বিশ্বন্তর বহু গা। নদীয়াবিনোদ গোরা, কেলি কুতুহলে ভোরা। কামের কাষান

ভুরু, বসন কাছিয়াছে তারা ॥ গ্রু॥

বয়স্থের সঙ্গে, রহস্ত বিলাস, লীলা রসময় তনু। যিনি
মেঘে মহী, এথির বিজুরী, সাজল কুশ্লমধনু ॥ বয়স্থের কান্ধে,
কর অবলম্বি, পুথী করি বাম হাতে। দিবসের অন্তে, রম্যরাজপথে, শ্লরধুনীতট তাতে॥ শ্লগন্ধি চন্দন, অঙ্গে শ্লনেপন, মধুর বিনোদ কোটা। তাহার সোরভে, মনমথ ভূলে,
ধাওল যুবতীঘটা॥ চাঁচর কেশের, বেশের মাধুরী, হেরিয়া
কে ধরে চিত। কোঁচার শোভায়, লোভায় রমণী, না মানে
শুরুর ভীত॥ নদীয়ানগর, নাগরী আগোর, রসের সাগর
সভে। গোরচন্দ্রলীলা, দেখিয়া ভূলিলা, দম্ভ চুর গেল
তবে॥ নাগরীর গণ, আছ্রে বাখান, বঙ্কিম আঁথি কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে, আনল ভেজায়া ক্ষ, লোভে পড়ে লাথে
লাথে॥ নদীয়ান্থন্দরী, আপনা পাশরি; রুহল হিয়া ধেয়ান।
লোচনদাদ বলে, সে শ্লুইল্লোলে, অই করি অনুমান॥

পঠমঞ্জরী রাগ 🛭

ভাল দেখ অপরূপ প্রাণপুতলী নবদ্বীপে আরে হয়।
আর দিনে আর কথা শুন সর্বজ্ঞন। পৌরচন্দ্র গুণ-গাথা
নিত্যই নৃতন। গঙ্গাদরশনে গেলা রয়স্তের মেলা। দিন অবসানে সদ্ধ্যা হইল রম্য বেলা। গঙ্গার তুকুলে যত ব্রাহ্মণ সক্ষন। গঙ্গা নমস্করি নিতি করয়ে স্তবন। কাঁথে কৃষ্ণ করি
যায় পুরনারীগণ। নিরিখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত বদন। মিশ্রা
শাচার্য্য ভট্ট পণ্ডিত অপার। কত কত ধর্মশীল উত্তম আচার।
সর্বজন দাণ্ডাইয়া দেখে গঙ্গাকুলে। গঙ্গার নির্মাল জল শোভে

[&]quot;হার ভেজায়া" পাঠান্তর।

নানাফুলে। গন্ধ ঢন্দন মালা দিব্য কদলক। যুৰক যুবতী दुक शृक्षरत वालक ॥ दिलाकाशीवनी शका वरह महारवेद्शं। আপনা না ধরে দেবী মহা-অনুরাগে॥ উথলিল্ পঙ্গাদেবী বাঢ়িল সলিল। • কুল কুল শব্দে শাঢ়ে জ্ঞান কুল শীল॥ পুনঃ পরশের আশে বাঁঢ়ে গঙ্গাদেবী। সন্দেহ লাগিল লোকে মনে মনে ভাবি। প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন। আজি অপরূপ তেজ ভিনিয়ে গর্জন ॥ মেঘ ্বরিষণ নাহি বাচুয়ে সলিল। ধরতর স্রোতঃ বহে নীর উথলিল। এইমনে অমু-মান করে সর্বজন**া** গঙ্গাভকত এক আছয়ে বাহ্মণ ম গঙ্গার প্রদাদে তার অন্তর নির্মান। ভূত ভবিষ্য বিপ্র জানয়ে সকল । গঙ্গামহোৎসব দেখি বাঢ়িল উল্লাস। চিন্তিতে চিন্তিতে তাতে ভেল পরকাশ। বিশ্বস্তর মহাপ্রভু বয়স্থ-বেষ্টিত। পঙ্গার সমীপে রহে দেখে আ্চন্দিত॥ গঙ্গা নিরিথয়ে প্রভু বড় অনুরাগে। দিগুল হইল দেহ অঙ্গের পুলকে ॥ করুণায় অরুণ ছল ছল করে আঁখি। দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী॥ <u>দেই এ</u>ই ভগবান্ কভু নহে আনু। চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা প্রভু বিদ্যমান ॥ প্রভুর নিকটে গিয়া দাড়া-ইয়া দেখে। অবশ্য হঞাছে প্রভুগঙ্গা অনুরাগে ॥ গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে। আগু বাড়ি করে গঙ্গা করপর-শনে । করপরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ। চেউ-ছলে করে রাঙ্গাচরণ সম্ভাষ॥ সরস হইলা প্রভু কোলে হরি বোল। অবশঃ হইয়া নিজ জনে দেই কোল। অরুণবরণ ভেল প্রেমার আরম্ভ। কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥ প্রভূ-অনুরাগে গঙ্গা হিয়ামাঝে রহে। শতধারা জল আঁথি-দাগরেতে বহে।

লোমে লোমে বহে নীর লোকে বলে ঘর্ম। উথলিল প্রেম-मिन्नू अपन्य अन्य । को निष्क मकल लोक हित हित वल् । উথলিক প্রেমসিকু আনন্দহিলোলে॥ চমৎকৃত হৈল সব নদীয়াসমাজ। গঙ্গান্ন ভক্ত বিপ্ৰ জানিলেক কাজ। সেই ভগবানু প্রভু বিশ্বস্তর দেব ৷ ইহা দেখি বাঢ়ে গঙ্গা এই অমু-ভব। চরণে পড়িলা বিপ্র করি আর্ত্তনাদ। এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরদাদ।। যোগেক্ত মুনীক্ত যাহা না পায় ধেয়ানে। হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে॥ ভূমে গড়া-গড়ি যায় কান্দে আর্ত্তনাদে। আপনা শাশরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে॥ চতুর্দিকে সর্বজন দাগুইয়া রছে। বেকত বদ্নে বিপ্র পূর্ব্বকথা কহে।। অবশ ব্রাক্ষণ দেখি চলিলা ঠাকুর। নিজ ঘর গেলা হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ আদি কথা কহে বিপ্র শুনে সর্বজন। যেমনে হইল গঙ্গাদেবীর জনম॥ •এখনে বা গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে কারণে। সকল কহিয়ে সভে শুন সাব-ধানে ॥ পূর্বে এক কালে মহামহেশ ঠাকুর। কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনক্ষ প্রচুর॥ নারদের বীণা তাহে গণেশ বাদক। পুলকে পূরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক॥ সঙ্গীত হুতান তিনে গায় এক মেলে। ত্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দত্রক্ষার হিল্লোলে॥ একে সে মহেশ আর কৃষ্ণের আবেশ। নারদের বীণা তাহে ৰাদক গদেশ। অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি। নারদ মহেশ মিলি যথা গুণু গাই॥ কহিল না গাওু গুণ শুনহ মহেশ। তো সভার গান তভুনা বুঝো বিশেষ॥ তোমার সঙ্গীত গানে নাহি রহে দেহ। আউলায় শরীর-বন্ধ দ্রবময় লেহ।। শুনিয়া ঠাকুরবাণী হাসয়ে মহেশ।

গাইয়া দেখিব প্রভূ ইহার বিশেষ। ইহা বলি গায় তুপ অধিক উল্লাস। ব্ৰহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ। দ্ৰবিল শরীর প্রভূর ক্ষীণ হৈল তমু। তরাদে ম**হেশ কৈল গান সম্ব**-রণ॥ সম্বরণ কৈল গান থির হৈল মতি। সেই সে কারুণ্য-.জল লোকে আছে খ্যাতি॥ সেই দ্রুকব্রহ্ম নাম করুণার জল। তীর্থরূপী জনার্দন ঘোষয়ে সকল। তুর্লুভূ তুর্লুভ এই সংসার ভূতল। কমগুলু করি ব্রহ্মা রাখিল সে জল। আছিল যে বলিরাজ প্রাষ্ট্র ভক্ত। তারে অমুগ্রহ লাগি ভৈগেল বেকত॥ ত্রিপাদ থুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী। ত্রিভুবন জোড়ে প্রভু দ্বিপাদ পদবী॥ আর পাদ দিশ বলির মাথার উপর। এছন কপালু প্রভু নাহি হয় আর॥ আর অপরূপ শুন ত্রিপাদ মহিমা। ত্রিজগতে ধন্য হৈল যাহার করুণা। ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই পদন্ধ আগে। সেই জলে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অমুরাগে॥ প্রভু পাদামুক্ত জল প্জয়ে মস্তকে । শ্রীপাদসম্ভবা গঙ্গা তেঞি বলে লোকে ॥ হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বস্তর। দেখহ সৰুল লোক নয়নগোচর॥ দেখি গঙ্গাদেবী পূর্বব সোঙরণ হৈল। প্রেম অহ্নরাগে গঙ্গা বাঢ়িতে লাগিল॥ গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অমুরাগ্-দিঠে। অমুত অধিক গোরা অঙ্গ লাগে মিঠে॥ চরণপরশে পুঁন তরঙ্গের ছিলে। অনুভাব জানিল মো কহিল সভারে॥ শুনিয়া সকল লোক বাঢ়য়ে উল্লাস। গোরাগুণ গায় স্থথে এ লোচনদাস॥ ধান্শী রাগ, দিশা॥

আরে আরে হয় (মূর্চ্ছা)।। হেন অদভূত কথা শ্রবণমঙ্গল নাম রে শুন গোরাগুণ- গাঁথা 🗱 ॥

এই মতে কথো দিন গোঙাইল স্থা। ব্রায়ণ সহিতে প্রভু আর্নন্দকোতুকে॥ এক দিন মনে মনে কৈল আচ-ষিতে। পূৰ্বদেশে যাব আমি সৰ্বালোক-হিতে। পাণ্ডব-বৰ্জ্জিত দেশ দৰ্বলোকে গায়। গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে এই খ্যাতি তার্। আমার পরশে পদ্মাবতী হৈব ধন্য। সর্ব-লোক আমা বহি না জানিব অহা।। এছন যুকতি প্রভু মনে **অমুমানে। মা**য়েরে কহিল যাব ধন-উপার্জ্জনে॥ করি যার প্রভু সঙ্গে নিজ জন। ছট ফট করে শচী মায়ের জীবন॥ ধন উপাৰ্জ্জনে দূরদেশে যাবে তুমি। তোমা না **एं चिल एम एक मर्टन की**व वामि । कुन विकू रयन भीन ना ধরে পরাণ। তোমা বিন্তু আমার তেমন সমাধান। তোমার मूथहल्ज्ज्ञ मत्नरं ভाविया। ना त्निथया मिन्न याव कहिन শে ইহা॥ • মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বস্তর। বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ উত্তর॥ আমার বিচ্ছেদে • ভর না ভারি**হ ভূমি। নিকটে জো**হার ঠাঞ্জি আমির সে আমি। **লঁক্ষীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর। মাতার সে**বায় সোর হইবা তৎপর ॥ মায়ে যত বৈল কিছু না শুনিল প্রত। শুভ যাত্রা করি যায় হাসি লহু লহু। চলিলা সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজ জন। কৌতুকে ভ্ৰময়ে প্ৰভু আনন্দিত মন॥ যেখানে সেখানে যায় প্রভু বিশ্বস্তর। দেখিয়া সেখানের লোক হয়েত ফাঁফর॥ সেরূপ দেখিতে কারো না লেউটে §

^{*} অপর পৃত্তকে এ টুকু নাই।

[🖁] না লেউটে অর্থাৎ ফিরিয়া আসে না।

আঁখি। কেহো বলে অহর্নিশি এইরূপ দেখি। পুরনারী-গ্ৰবৰে দেখিয়ে বদন। সফল জনম আজি সফল নয়ন॥ কোন্ভাগ্যবতী মাঙ্গে ধরিল উদরে। কভু নাহি.দেখি হেন স্থানর শরীরে।। হরগোরী আরাধিয়া কোন্ ভাগ্যবতী। হেন রূপে হেন গুণে মিলিয়াছে পতি॥ নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ। স্থামরু পর্বত জিনি দেহের গঠন॥ সহজ রূপের নাহি ভুবনে তুলনা া যজ্ঞবুত্র অতিশয় তাহাতে শোহিত। ত্রি বাই তোমার স্থানর মুখের হাসি। প্রেমবতী-হৃদয়ে রহল রূপ পশি॥ কোন ভাগ্যবতী কুঞ্জের রস্তত্ত্ব-জ্ঞাতা। অনুমানি কহে সেই নির্যাদ বারতা॥ দীঘল স্থন্দর আঁথি পুণ্ডরীক জিনি। অপরূপ তাহে চারু স্থন্দর চাহনি॥ দেখি যেন শ্রীরাধাবল্লভ হেন ঠাম। রাধার বরণ অঙ্গ দেখি বিদ্যমান ॥ সকল যুবতি মিলি কছিতে লাগিল। শুনি বিশ্বস্তর পত্ উলটি চাহিল ॥ সরসনয়নে প্রভু চাহিল সভারে। প্রেমে গর গর তার। আপনা পাশরে॥ পদা-বতী স্নান কৈল যে আছিল বিধি। চরণপরশে গঙ্গাদম ভেল নদী। পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিনসংযুতা। কুম্বীর কচ্ছপ্ মীনে অতি স্থশোভিতা॥ ব্রাহ্মণ সক্ষন সব বৈদে তার তটে। দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে ॥ বিশ্বস্তর স্নান পূজা ভেল, পদাবতী। সর্বলোক স্থান করে পাপ হরে তথি॥ **প্রেম**-ভক্তি হয় কৃষ্ণ চরণারবিদে। স্নান করে কভু যদি বৈষণ্ না নিন্দে॥ সেই পদ্মাবতী-তঠবাদী যত জন। গৌরচক্র দেখি .শ্লাঘ্য করিন নয়ন । সেই পদ্মাবতী তীরে ভ্রমে গৌর**হ**রি। সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি॥ শীতল চরণ পাঞা ধরণী

শীত্র। পুলকিত হৈনা দেবী গেল অমঙ্গল। সে দেশ তারিল আগে বহু যত্ন করি। পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ দূর কৈল হরি। চণ্ডাল পতিত কিবা পরম হুর্জ্জন। সভারে য়াচিয়া দিল হরিনাম-রত্ন ॥ শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার ॥ না মানিল সভারে করিল ভব পার॥ 'নিজনাম সংকীর্তনে নৌকা সাজাইয়া। ভবনদী পার কৈল ছঃখিত দেখিয়া॥ যে জন পলায় তারে ধরি কোলে করি। কাণ্ডারীর রূপে পার করে গৌরহরি॥ এহেন করুনা নাহি শুনি কোন যুগে। কোন অবতারে কোথা কেবা পাপ মাথে॥ সভারে পবিত্র **কৈল সম ভাব করি। রাধাকুঞ্চ প্রেমের করিল অধিকারী**॥ বিদ্যা দান কৈল প্রভু অশেষ বিশেষে। পণ্ডিত হইল সভে দিন পক্ষ[্]মাদে॥ দ্য়ার সাগর প্রভু সর্বলোকপতি। ক্ষুণা প্রকাশি লোকে শুদ্ধ কৈল মতি। এই মনে আছে প্রস্থু সজ্জনসমাজে। এথা লক্ষ্মী শচীদেবী নবদ্বীপে আছে॥ পতিত্রতা লক্ষ্মী দেবী পতিগতপ্রাণ। আনন্দে শচীর দেবা করয়ে বিধান ॥ দেবতার সজ্জ করে গৃহদদ্যার্জ্জন। ধূপ দীপ **নৈবেদ্য গন্ধ মাল্য চন্দন॥ সব সঙ্জ করি দেই দেবতার** ঘরে। তাহার চরিত্রে শচী আপুনা পাশরে॥ বশ ভেল শচী দেবী বধূর চরিতে। পুলকিত দেহ শচীর বধূর পিরিতে॥

বিভাষ রাগ 🕈

এই মত আচে শচী বধ্র সহিত। দৈবের নির্বন্ধ তাহা না যায় খণ্ডিত॥ প্রভুনঃ দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর অন্তর। প্রভুর বিরহ তার স্ফুরে নিরন্তর॥ বিরহ হইল মূর্ত্তি সর্পের। আকার। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা জানিল অন্তর॥ দংশিলেক

মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে। অস্তব্যস্ত হইয়া শচীগণে মনে মনে॥ দংশন জ্বালায় লইল প্রভুর নিকট। দেখি শচীদেবী পাইল প্রমু সঙ্কট॥ ভাকিয়া আনিল ওঝা ঝাড়ে নানামন্ত্র। জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্র॥ অনেক যতন কৈল নালে উঠে বিষ। বড় ভয় পাইল শচী হৈলা বিমরিষ॥ প্রাপ্তকাল দেখি সভে ছাড়িল যতন। গঙ্গাজলে নামাইল হরি সঙরণ॥ शनारम जूनिया फिल जूनमीत माम। ८ठोफिरक रेवछव मव नम হরিনাম * । লক্ষ্মী গেলা প্রভুস্থানে না জানিল লোক। পরম অদ্ভুত সভে দেখে পরতেক॥ আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধৰ্ব। হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষী গেলা স্বৰ্গ॥ ্ৰিক্ষী-অংশ কোন শক্তি বৈকুণ্ঠ চলিল। দেখিয়া সকল লোক ্পরমবিহ্বল ॥ স্বর্গপুরী গেলা লক্ষী আপন আলয়। পরম-লক্ষীর ছ্যুতি সর্ব্ব লক্ষীময়॥ তবে শচী দেবী এথা কান্দয়ে ছুঃথিতা। গুণ বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগণবেষ্ট্রিতা। নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস। শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নিস্বাস ॥ ঐতিবকুণ্ঠ তার নাম বলে শাস্ত্ররীত। শুনিয়া পাইব লোকে প্রম পিরিত॥ সূর্ব্ব গুণে শীলে লক্ষ্মী বধূ लंक्ষ্মী-সমা। নদীয়ানগরে নাহি দিবারে উপমা। কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্রী আমি। কি লাগিয়া মোকে দয়া পাশরিলা দেব-আরাধন সজ্জ থাকিল পড়িয়া। আমার শুশ্রমা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া॥ আজি হৈতে শৃশ্ব হৈল মোর গৃহবাদ। বিভা কৈলা গৌরচন্দ্র গেলা ত প্রবাদ॥ আরে রে পাপিষ্ঠ দর্প কোথা ছিলে তুমি। আমারে ন।

 [&]quot;হরি নাম" স্থলে "সকল ব্রাহ্মণ" পাঠান্তর।

খাইলা কেনে জীত বধু খালি॥ মোর দেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়া। বিদেশে চলিলা পুত্র নিশ্চিত্ত হইয়া॥ কেমনে ্বা পুত্রমুখ চাহিব অভাগী। কি করিব প্রাণ পোড়ে বধুকে না দেখি॥ এতেক বিলাপ দেখি যত বন্ধুগণ। সভে বলে . শচী দেবী কর সম্বরণ ॥ যার যে নির্বেশ্ব আছে ঘুচাইবে কেহ। দকল সংসার মিথ্যা দব দেহ গেহ। তোমারে কে বুঝাইব তুমি সব জান। জানিয়া শুনিয়া কেনে প্রবোধ না মান ॥ শরীর ধরিয়া কেই মৃত্যু না এড়ায়। ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারী মৃত্যু পায়॥ কেহ আগে কেহ পাঁছে মরণ সভার। জন্ম মরণ মাত্র সভার ব্যবহার।। স্ত্রা এক বস্তু কৃষ্ণ বেদে মাত্র জানি। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে দেই মুঢ় খনি। ইহা বলি প্রবোধিয়া সব বন্ধুগণ। : হুরি হ্রি বঁলি স্বে সম্বরে ক্রন্দন॥ তবে সব জন মিলি যে বিধি আছিল। করিয়া সৎক্রিয়া সভে ঘরেরে, চলিল। কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজ ঘর গেলা। প্রবোধ করিলা তবে বৃদ্ধুগণ মেলা॥ তবে ওথা কত দিন রহি বিশ্বস্তর। ঘরেরে চলিলা প্রভু আনন্দ অন্তর॥ রজত काक्ष्म वञ्ज यूक्ठा अंवाल। मकलरेवस्व-शृका कतिल অপার॥ ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লঞা। মাতৃস্থানে দিল খন হরষিত হঞা॥ নমস্কার.কুরি প্রভু নেহারে বদন। বিরস বদন শচী না কহে বচন ॥ পুনরপি পদধ্লা লয় বিশ্বস্তর। মলিন বদন দেখি কহিল উত্তর॥ যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবৈদিয়া। ধীরে ধীরে কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া। কেনে হেন মাতা তোমার মলিন বদন। তোমারে তুঃখিত দেখি পোড়ে মোর মন॥ এ বোল শুনিয়া শচী

গদ গদ ভাষ। ঝরয়ে আঁথির নীর ভিজে হিয়াবাস॥ কহিতে না পারে কিছু সকর ণকণ্ঠ। কহিল তোমার বধু গেলা ত বৈকুণ্ঠ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু বিরদ অন্তর। ছল ছল করে আঁখি করুণার জল। মায়েরে বলিলা প্রভুপু শুনহ বচন। পূর্ব্ব কথা কহি তার জন্মের কারণ।। ইচ্ছের অপ্রানৃত্য করে এক কালে। দৈবের নির্বন্ধ পদস্থলন তাহারে ॥ তাল ভঙ্গ হৈল শাপ দিল স্থরেশ্বরে। পৃথিবীতে জন্ম লহ মনুষ্টের ঘরে॥ শাপু দিয়া পুন দয়া ভেল দেব-বাজে। ছুখ নাপাইবা বৈল হৈব বড় ক্লাজে॥ পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশর। তাঁর বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর। তবে ত আদিবা তুমি এই ইন্দ্রপুরী। কহিল সকল এই 🕻 ইন্দ্রের স্থন্দরী। শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা। নিৰ্ক্ত্ত্ব না ঘুচে যেই লিখিল বিধাতা।। পুত্ৰের বচন. শচী . শুনি সাবধানে। না করিল শোক কিছু না করিলা মনে॥ প্রবোধ পাইয়া শচী করে অন্য চিন্তা i ভক্তগণ সঙ্গে বনি কহৈ নিজ কথা। এ বোল বলিয়া বিশ্বস্তুর করে ছিন্তা। আত্ম সঙ্গোপন করি কহে নানা কথা।। কহয়ে লোচনদাস শুনহ বিচিত্র। লক্ষ্মী-সর্গ-আরোহণ গোরাঙ্গবিদিত ॥

গান্ধার রাগ * দিশা ॥ গ্রহ ॥

ে হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর। আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর। স্থাথে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে। শচীর অন্তরে হুঃথ ভেল আচন্বিতে। বধুশূন্য গৃহ দেখি পায় বড় চিন্তা। বিশ্বস্তরের বিভা দিব কহে মনঃকথা।

^{* &}quot;গান্ধার রাগ" স্থলে "শ্রী রাগ" পাঠান্তর 🛭

মনে অনুমান করিল জানিল নিশ্চয়। এক থানি কন্থা •আছে যদি ভাগ্যে হয়॥ কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে। অন্তর কহিল শচী নিভূতে তাহাকে॥ সনাতন-পণ্ডিতের ঘর যাহ ভূমি। প্রবন্ধ করিয়া কহ যে কহিয়ে আমি॥ সর্বাগুণে শীলে এই আমার তনয়। তাহার কন্সার যোগ্য যদি মনে লয়॥ এতেক বচন শচী দিজেরে কহিল। শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সন্থরে আইল। পণ্ডিত শ্রীসনাত্ন বসি আছে ঘরে। কাশীনাথ দিজবর গেলা তথাকারে॥ আইস আইস বলি দিল• আসন ব্সিতে। কি কাজে আইলা কহে হাসিতে হাসিতে॥ কাশীনাথ কহে কথা শুনহে পণ্ডিত। কহিব সকল কথা যে আছে উচিত॥ তুমি সর্কশাস্ত্র জান ধন্য পৃথিবীতে। কি আছয়ে যত গুণ তোঁহে অবিদিতে ॥ পরমধার্শ্মিক ভূমি বিষ্ণুপরায়ণ। নিজধর্মপর যেই বলিয়ে ব্রাহ্মণ॥ ঐছন জানিয়া শচী বিশ্বস্তর-মাতা। ডাকিয়া •কহিল মোরে অন্তরের কথা।। পাঠাইয়া দিল মোরে তোমা বরাবর। অবধান করি গুন যে কহি উত্তর॥ আপনা বলিয়ে তোরে কহি নিজ মর্ম। আপনে বুঝিয়া কর যে জুয়ায় কর্ম॥ তোমার কন্সার যোগ্য বর বিশ্বস্তার। কহিল সকল যদি দেহ ত উত্তর॥ শুনি স্না-তনমিশ্র মনে অনুমানি। বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বাণী॥ কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহৈ সনাতন। আপন অন্তর কহি শুন মহাজন। এই মোর মনঃকথা রজনী দিবস। প্রকটবদনে কহি নাহিক সাহস।। আজি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি। জামাতা হইবে বিশ্বস্তুর গুণনিধি॥ আপনার ভাগ্যতত্ত্ব

জানিল মো তবে। আপনে সে শচীদেবী গোচরিল যবে॥ মোর ভাগ্য সমভাগ্য কাহার হইব। পুরব্রক্ষা এগোবিন্দু কন্যা সমর্পিব॥ সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব। দে চরণে কন্সা দিয়া আমিহ অর্চিব॥ আগুসারি কাশী-নাথ চল দিজোত্তম। কহিল কহিও শাচীদেবীর চরণে॥ সময় নির্ণয় করি পাঠাব ত্রাহ্মণ। শুভকার্য্যে অসুবন্ধ করিহ ্যতন ॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন কহিল উত্তর**। কাশীনাথ** দিজোত্রম চলিলা সত্তর ॥ শৃচীর চরণে আসি করিয়া প্রণাম। কহিলা সকল কথা তার বিদ্যমান ॥ অতি **হ**র-ষিতা শচী উত্তর পাইয়া। পুত্রের বিবাহ কার্য্য করেন হাসিয়া॥ নানাদ্রব্য আহরণ করে শচী ধন্যা। কোন ছলে দেখিবারে যায় সেই কন্সা॥ তবে সেই সনাতনপণ্ডিত উত্তম। কথো দিন রহি তথা পাঠাইল ব্রীহ্মণ॥ শচীর চরণে মোর কহিও বচন। গোচরিল পূর্বে যত মনের মরম॥ মোর ভাগ্যে আঁজ্ঞা যদি কুরে সেই কথা। সম্বরে আসিহ কার্য্য করি যেন এথা।। পরব্রদ্ধ এগোবিন্দ এশচীনন্দন। ক্তা দিয়া সংসারে হইব বিমোচন ॥ শুনিয়া চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে। হাসিয়া প্রণাম করে শচীর চরণে॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইল মোরে। নিজ মর্ম্ম নিবেদন করিতে তোমারে॥ তার ভাগ্যে আজ্ঞা যদি কর তুমি ধর্যা। তব পুত্র বিশ্বস্তুরে দেই নিজ ক্যা॥ ভাল ভাল বলি শচী অতি হরষিত। আমার সম্মত কথা কহত স্বরিত॥ এ বোল শুনিয়া দ্বিজ অতি হুট্টমনে। কৃহিতে লাগিলা কিছু মধুরবচনে । বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বস্তব হেন পতি পাব। . বিষ্ণু-

প্রিয়া নাম তার যথার্থ হইব॥ শ্রীকৃঞ্চেরে পতি যেন পাইল রুক্মিণী। ঐছন হইব ইহা হিয়া অনুমানি॥ এ বোল. শুনিয়া শচী অতি হরষিতা। ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া পণ্ডি-তেরে কথা। পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা। বিবাহ-উচিত দ্রব্য করিতে লাগিলা.॥ নানাদ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি। অধিবাদ করাইতে করিল যুক্তি॥ গণক আনিয়া বৈল বচন বিনয়। বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা দিব করহ সময় ॥ গণক আসিয়া বৈশ ভূন হে পণ্ডিত। আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্র আঠস্বিত। তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন। কোতুকে তাহারে আমি যে বৈল বচন ॥ কালি শুভ অধিবাদ হইল তোমার। বিবাহ হইব শুন বচন আমার॥ এবোল শুনিয়া তেহো কহিল উত্তর। কহ কোখাকার বিভা কেবা কন্সা বর॥ আমার শাক্ষাতে কথা কহিল কথন। বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ। গণকের মুখৈ শুনি এ দব কথন। ধৈর্য্য অবলম্বে কিছু না বৈল তথন॥ সনাতনপণ্ডিত সে চরিত্র উদার। বন্ধুগণ লঞা করে অনুমান দার। নানা দ্রব্য কৈল নানা কৈল অলস্কার। কাহারে ফি দোষ দিব করম আমার॥ আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি। অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি॥ অন্তরে রহিল ছুঃথ করিব উদ্ধার। হৃদয় সম্ভপ্ত কহে ব্রাহ্মণী তাহার॥ কুললজ্জা শুনি কুলবতী পতি-ব্ৰতা। সৰ্বান্ত্ৰণ শীলে সৈই বিষ্ণুৱ ভকতা। স্বামিছঃখ দেখিয়া .পাইল বড় ছুঃধ। লজ্জা পরিহরি কহে স্বামির সন্মুখ॥ আপনে দেনা করিল বিশ্বস্তুর কাজ। তোমারে কি দোষ দিব নুদীয়াসমাজ। আপনে সে না করিলা বিশ্বস্তর হরি।

তোমার শক্তি কিবা করিবারে পারি॥ স্বতন্ত্র পুরুষ প্রভ স্বার ঈর্ষর। এক্ষা রুদ্রে ইন্দ্র আদি যাহার কিন্ধর। সেজন কেমতে তোমার হইব জামাতা। শাস্ত কর মন শ্বর কুষ্ণের বারতা॥ শকতি সম্ভবে নাহি শোক অকারণ। বলিতে ডরাঙ তুঃখ ঘুচাহ এখন॥ এতেক বটন যদি তার প্রিয়া বৈল। পণ্ডিত জ্রীসনাতন ছুঃখ সম্বরিল ৷ বন্ধু বান্ধব সনে **যুক্তি** নিবড়িল। আমার কি দোষ বিশ্বস্তুর না করিল**।। ইহা** বলি কারে কিছু না বোলিল বাণী। অন্তরে ছুঃখিত হৈল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥ অন্তর চিন্তিত পুন খেদ উপজিল। হা হা বিশ্বস্তুর দেব মোরে লজ্জা দিল॥ জয় জয় ড্রেপদীর লঙ্জা ভয় হারি। জয় জয় পর্জকে কুম্ভীর মুখে তারি॥ পাওবের প্রিত্রাণ রুক্মিণীজীবন। জয় জয় অহল্যাত্স্কৃতি-বিমোচন ॥ এই মত বহু স্তব কৈল বিপ্রবর। জানিল গৌরাঙ্গ প্রভু জগত্ ঈশ্বর ॥ তবেত সকল কথা শুনি বিশ্বস্তর। কেনে হেন বৈল হুঃথ ভাবিল অন্তর॥ আমার ভকত দেঁাহে হুঃখ পাইল চিতে। কোতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে॥ প্রিয় একজন ছিল বয়স্থের মাঝে। নিভূতে কহিল তারে যত মনে আছে। কোন কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর। আমি নাহি জানি হেন কৃহিও উত্তর॥ কৌতুকরহস্থে কথা গণকে कहिल। ना वृतिया कार्ये। दकरन व्यवस्था किल्॥ कार्या . অবহেলা তাহে নাহিক অধিক। সে দেঁখাহার চিত্তে ছঃখ দে নহে উচিত॥ মায়েরে বলিল তাতে কি. আছয়ে কথা। তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা। মিছা কার্য্যে ক্ষতি মিছা ছঃখ ভাব চিতে। করহ বিবা<mark>হকার্য্য যে হ</mark>য়

উচিতে। এতেক শিখাঞা প্রভু ব্রাক্ষণে পাঠাইল। সনাতন পণ্ডিতেরে সকল কহিল।

मिना ॥

হরিরাম নারায়ণ শচীর তুলাল হেম গোরা॥ ধ্রু॥ * তবেত পণ্ডিত অতি হর্ষিত মনে। আনন্দে কর্য়ে শুভক্ষণ শুভদিনে॥ এথা প্রভু বিশ্বস্তর ঐছন জানিয়া। শুভদিন করে ঘরে পণক আনিয়া॥ অর্চ্চিয়া সকল দিন সময়[°] বিচিত্র। শুভকাল শুভলগ্ন তিথি স্থনক্ষত্র। অধিবাস কালে সা্ধু সঞ্জন ত্রাহ্মণ। মিলিয়া করয়ে প্রভূর শুভ প্রয়োজন॥ আনন্দিত শচীদেবী আইও স্তও লঞা। পুত্রমহোৎসব করে নানাদ্রব্য দিয়া॥ তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর। খই কদলক আর সন্দেশ তামূল । স্থানন্দে মঙ্গল গায় ্যত আইও-গণ। প্রভূ-অধিবাস করে যতেক ত্রাহ্মণ॥ শৃপ দীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে। স্বস্তিবচ্চন পূর্ব্ব দেবপূজা করে। ব্রাহ্ম-ণেতে বেদ পঢ়ে বাজে শুভশখ। নানাবিধ বাদ্য বাজে প্রটাই মুদঙ্গ ॥ চৌদিকেতে কুলবধূ দেই জয় জয়। প্রভু অধি-বাদ হৈল গোধূলিসময় ॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে পূজিল ত্রাহ্মণ। কূর্র তাম্বূল আর ভূরি বিভূষণ ॥ হেন কালে পণ্ডিত শ্রীযুত-সনাতন। অতিশ্ৰদ্ধা-যুত সেই উলসিত মন। ব্ৰাহ্মণ পাঠা-ে ইল আর অতি সাধ্বীগণ। জামাতার অধিবাস করিব বরণ॥ ্র আপনে আপন কন্সার অধিবাস করে। ঝলমল করে অঙ্গ রত্ব-অলঙ্কারে। দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি। অধি-বাস কালে জয় জয় নিরবধি॥ ব্রাহ্মণেতে বেদ পঢ়ে

^{* &}quot;মোর প্রাণ আবে বিজটাদ আবে হয়"॥ ইতি পাঠান্তর।

বাজে শুভশদ্খ। আনক্ষে হুন্দভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ। হেন মনে তুই জনের অধিবাঁদ হৈল। বধূগণে রাজিশেষে জলকে সাহিল॥ নানাবিধ বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি। রস-ভরে রমণী চলিলা ঢুলি ঢুলি । বাসর-আবেশে মনে উঠে কত ভাব। গৌরাঙ্গ-মাধুর্য্যরস হৃদয়ের লাভ্নী স্থচন্দ্রিম রজ-নীতে স্থমঙ্গল গীত। বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ দে লোচন বিহিত॥ এই মতে পানিদাহি নববধূগণ। প্রভাতসময়ে আইলা শচীর ভবন। প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভূ কৈল গক্ষাসান। নান্দীমূখ আদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান। দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল সমাধান। বিবাহ-উচিত প্রভু কৈল পুনঃ স্নান॥ নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিল তখন। অঙ্গ[®]উদ্বর্ত্তন করে কুলবধৃগণ॥ গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা। শ্রীঅঙ্গ-পরশে কেহ স্থাথ গেল নিদ্রা॥ কেহ পান সম্মার্জ্জন করে হর্ষিতা। বেকতবদনে কে্ছ লঙ্জা রহে কোথা॥ নয়নে গলয়ে কারু হরষের নীর। অঙ্গের বাতাদে কারু, কাঁপয়ে শরীর ॥ উনমত নারীগণ করে অভিষেক। পুরুবের মনঃকথা করে পরতেক॥ অঙ্গ হেলি পড়ে কেহ গঙ্গাজল **ঢালে।** জয় হুলাহুলি শুনি স্থমঙ্গল রোলে॥ নদীয়ানগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ। সর্বব স্থমঙ্গল বিশ্বস্তুরের বিবাহ। তবে দেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তুর রায়। অঙ্গের স্থবেশ করে যতেক জুয়ায়॥ দিব্য রত্ন-অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাদ। ম**হ** মহ করে গ্বোরা-অঙ্গের বাতাস।। সহজে ঐঅঙ্গ-গন্ধ আর দিব্য গন্ধ। চন্দন-তিলক ভালে আর মুখচন্দ্র ॥ নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী। ঝল মল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি॥

অতি স্থকোমল রাঙা অধরবিস্থক। শ্রেকণ শোভয়ে গণ্ড কুস্থম-কস্থক ॥ অঙ্গদ কঙ্কণ করে চরণে নূপুর। দেখিয়া নাগরী-হিয়া করে ছর ছর । বেঢ়িলা গোরাঙ্গে যত নাগরীর গণ। শশধর বেঢ়ি যেন তারার শোভন॥ মদে মত মদনে হইলা সব নারী। লজ্জা ভয় তেজিয়া রহিলা মুখ হেরি॥ পণ্ডিত শ্রী-সনাতন এথা নিজ ঘরে। নিজ কন্যাভূষা করে রত্ন-অলঙ্কারে॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ। বিনা বেশে অঙ্গ-ছটায় আলো কৈল ৰেশ। বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাথবান্ সোণা। ঝলমল করে যেন তড়িৎপ্রতিমা। ফণিধর জিনি বেণী মুনিমন মোহে। কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে॥ ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর। শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা প্রমস্থন্দর॥ কুরক্ষনয়ন জিনি নয়ন যুগল। গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥ অধর বান্ধুলী জিনি অমুপম শোভা। দশন-মতিম জিনি ঝলমল আভা॥ কম্বুকণ্ঠ জিনিয়া জগৎ মনোহারি। সিংহগ্রীব জিনিয়া স্থন্দর ত্রীবাধারী ॥ বাহুযুগল কনকমৃণাল শোভা জিনি। করতল রাতা পদ্ম জিনি অনুমানি ॥ অঙ্গুলী চম্পককলী জিনি মনো-হর। নখচন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল॥ বক্ষঃস্থল পরিসর স্বনের জিনিয়া। কেশরী জিনিয়া মাজা অতি সে ক্ষীণিয়া॥ কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম। উরুষুগ জিনি রামকদলক-স্তম্ভ । তৈলোক্য জিনিয়া রূপ গঢ়িল বিধাতা। ডগ মগ করে কর পদ পদ্ম রাতা। নখচন্দ্রপাতি জিনিঅকলঙ্ক চাঁদে। তাহার কিরবে আঁখি পাইল জন্ম-অন্ধে॥ গন্ধ চন্দন মাল্যে क्रबाहेल दिन। विनि दिए अञ्च हो बारला करत दिन ॥ ত্রৈলোক্য-মোহিনী জিনি কম্মা পার্ব্বতী। অঙ্গ অলঙ্কারে

ঝলমল করে ক্ষিতি॥ হেন কালে শুভলগ্ন সময় বুঝিয়া। বর আনিবারে বিপ্র দিল পাঠাইয়া।। ব্রাহ্মণ প্রভুর আমে দাণ্ডাইয়া রহে। পাঠাইল দ্বিজ মৌরে সবিনয় কহে॥ অঙ্গ ঝলমল তেজ দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ। আপনাকৈ ধন্য মানে ধন্য সনা-তন ॥ কহিল প্রভুর আগে শুন বিশ্বস্তর। নিকট হইল লগ্ন চলহ সত্বর॥ আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে। তুমি দেব ভগবান্ দেখি পরতেকে॥ তবে দেই শুভক্ষণে বিশ্বস্কুর পত্ন চলিলা মনুষ্যযানে হাসে লহু লহু।। আইও স্তুও লঞা শচী আশীব্বাদ করে। মাতৃপদ্ধলি প্রভু লই নিজশিরে॥ শন্থ হুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল। দণ্ডিম মুহরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল॥ বীণা বেণু বিলাস রবাব উপাস। মিলিয়া বাজয়ে সব পাথোয়াজ রঙ্গ।। পড়াছ মুদঙ্গ বাজে কাংশ্য করতাল i শিঙ্গা রবাব বাজে সাহিনী মিশাল। নানাবিধ বাদ্য বাজে নাম নাহি জানি। সমুখে নাটুয়া নাচে শুনি বেদধ্বনি । গায়নেতে পীত গায় ভাটে কায়বার। বয়স্তে ৰেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার॥ নদীয়া-নগরে ঘরে ঘরে পড়ে দারা। দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহু নাড়া ॥

পাট কামোদ রাগ^{*}৯ n

পাট শাড়ি পর, নেতের কাঁচুলী, কানড় ছান্দে বান্ধে থোঁপা। মুকুতা বান্ধিয়া, সোনায়ে গাঁথিয়া, পিঠে ফেলে রাঙ্গা থুপা । ধনি ধনি ধনি, নদীয়া নাগরী, আনন্দপাঁথারে নীত। বিশ্বস্তর বিভা, চল দেখি যাঞা, গাব স্থমন্থল

^{*} **"**বিহাগড়া রাগ" পাঠান্তর ॥

গীত॥ কেহোত কাপড়, পাটশাড়ী পরে, শ্রবণে গন্ধরাজ চাঁপা। গজেন্দ্রগমনে, চলিতে না জানে, কুরঙ্গ দিঠে চাহে বাঁকা॥ অঞ্জনেরঞ্জিত, খঞ্জন নয়ন, চঞ্চল তারক যোর। গোরারূপ পঙ্কে, পঙ্কিল আলদে, আর না চলিব তোর। নগরে নগরে, যতেক নাগরী, ধাইল ধ্বনি শুনিয়া। চিকুরে চিরুণী, চলল তরুণী, চির না সম্বরে তুলিয়া॥ নবীন যুবতি, ছাড়ি পতিমতি, ছাড়ি কুলবন্ধু জন। বদন ভূষণ, না সম্বরে হেন, সতত উনমত হেন॥ থির বিজুরী, থেমন গমন, গমন মরালবধূ। সারি সারি সারি, হাত ধরাধরি, যেমন শারদ বিধু॥ এ নারী পুরুখ, ধায় এক মুখ, কেহ कारह नाहि मात्न। ट्रिनार्ट्याल পथ, धार छन्मल, द्रिचिट cगीताञ्चवहरन॥ नहीशानागत, जानन्दमागत, cगीताञ्च নাগর ধন। চৌদিকে ধাওয়াঁ ধাই, বাজয়ে বাধাই, কুরঙ্গ রঙ্গিম যেন। বাল বৃদ্ধ অন্ধ, পঙ্গুর ভঙ্গুর, আতুর দেখয়ে সাধে। কেহ কেহ বন্ধু, করে কর দিয়া, ধায় থির নাহি বাকে । মদন বেদন, বদন দেঁখিয়া, •অধীর দেখিয়ে নারী। পশু পৃক্ষী সব, গৌরাঙ্গ দেখিয়া, রহে সভে সারি সারি ॥ বয়স্থে বেষ্টিত, দিব্য অলঙ্কত, মুকুট নিকট ললাটে। লোচন বলে হেরি, ভুলল নাগরী, ঘূচল হৃদয়-কপাটে॥

বরাড়ি রাগ, ধূলা খেলাজাত *॥

হেন মতে বিশ্বস্তর, গেলা পণ্ডিতের ঘর, দ্বিজ্বর আনন্দ পাথার। পাদ্য অর্ঘ্য লঞা করে, গেলা প্রভূ-বরাবরে, ধয়্য ধন্য শচীর কুমার॥ তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, গৌরচন্দ্র গুইল

 [&]quot;জাত" স্লে "বদ্ধ" পাঠান্তর ॥

লৈয়া, দাগু।ইল ছোড়লা ভিতরে। সৰ জনে হরি বলে, শত শত দীপ জ্বলে, তাহে জিনি গৌর কলেবরে। উল-সিত আইওগণ, হুলাহুলি ঘনেঘন, শঙ্খ হুন্দুভি বাদ্য বা**জে।** হেথা আইওগণ মেলি, কেহ পাটশাড়ী পরি, প্রভু প্রদক্ষিণ হেতু সাজে। নির্মঞ্জন সজ্জ করি, আইওগণ আগুসারি, আগু-সরে কন্সার জননা। ভূমেতে না পড়ে পা, উলসিত সব গা, দেখি বিশ্বস্তুর গুণমণি॥ মনে ভাবে গৌরহরি, হিয়ার মাঝারে ভিরি, হুদয়ে উঠয়ে কত সাধা। বিষ্ণুপ্রিয়া মোর স্থতা**, হইব** অনুরূপতা, ভাবিয়া সে মনে দিল বাধা॥ একে আইও রূপে চলে, রতন প্রদীপ করে, তাহে গোরা অঙ্গের কিরণে। সেই-ত ঐঅঙ্গ গন্ধে, আইও মরে উনমাদে, হিয়ারিতে অনেক যতনে ॥ সাত প্রদক্ষিণ করাঞা, গোরাচান্দে উর্থিয়া, দধি ঢালে চরণারবিন্দে। ঘর চলিবারু বেলে, গোরামুথ নেহালে, পালটিতে নারে অঙ্গন্ধে॥ পণ্ডিত শ্রীসনাতন, করে বর-বরণ, দিল বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার। দিব্য গন্ধ চন্দন, অঙ্কে করে লেপন, গলে দিল মাল্ডীর মাল॥ হ্রমের সমান তমু, তাহে হুরধনী জনু, দিধা হইয়া বহে ছই ধারা। দেখিয়া পণ্ডিত তা, পুলকিত সব গা, গোরা-অঙ্গে মানুতীর মালা॥ তবে দেই সনাতন, মিশ্র দ্বিজ-রতন, কন্সা আনি-বারে আজ্ঞা দিল। রত্ন সিংহাদনে বসি, ত্রৈলোক্যের স্থর-পদী, অঙ্গ ছটা বিজুরী পড়িল॥ প্রভুর নিকটে আনি, জগমন-মোহিনী, বিষ্ণুঞ্জিয়া মহালক্ষ্মী নামা। তেরছ নয়ন বঙ্ক, হেরি মুখ গোরাঙ্গ, মন্দ মন্দ হাসি অনুপমা॥ প্রভুর দর্শন স্থ, পুরিয়া হৃদয় স্থথ, স্থানে নাহি স্থির হৈতে পায়। লাজ ধৈর্য্য

পরতেকে, যতনে রাখিল তাথে, নেত্র সে অঞ্চল হৈল তায়॥ প্রত্ন প্রদক্ষিণ করি, সাতবার চৌদিকে ফিরি, করবোড়ে করে নমস্কার। অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল, দোঁছে করে কুস্থম বিহার। উঠল আনন্দ রোল, সভে হরি হরি বোল, ছামুনি পুড়িল কন্যাবর। সভে বলে ধনি ধনি, যেন চান্দ রোহিণী, কেহ বলে পার্ব্বতী-শঙ্কর॥ বিশ্বস্তর পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, বসিলা উত্তম সিংহাসনে। সনাতন দিজবরে, কন্সা সম্প্রদান করে, পাদামুজে কৈল ममर्था। यथाविधि त्य चाहिल, नानाखवा नान निल, একতা বসিলা ছুই জনে। বিবাহ অন্তরে দোঁহে, সনাতন-'दिজগুহে, একগৃহে করিলা ভোজনে ॥ উলসিত আইওগণ, যুক্তি করে মনে মন, করে করি কপূর তান্ত্ল। নয়ন ভরি, ্রীগোরাঙ্গচান্দ হুরি, বাসরেতে বদিলা ঠাকুর॥ বিশ্বস্কর বিষ্ণুপ্রিয়া, বাদরে মিলিলা গিয়া, আইওগণে মনে ব্দুমানে। এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু বিশ্বস্তব হঞা, পৃথি-वीटक रेकल व्यवधारत॥ नानाविध कारन कला, करत कति पिया মালা, তুলি দিল বিশৃষ্কর গলে। হিয়া অভিলাষ করে, যে আছিল অন্তরে, মনঃকথা বিকাইনু তোরে॥ কেহ গন্ধ **इन्तन, श्राटम करत त्माथन, अत्रामित्य वार्**ण छन्मान । कति নানা পরসঙ্গে, ছুলিয়া পড়য়ে অঙ্গে, পূরাইল জনমের সাধ॥ পরমস্থন্দরী যত, সভে হৈলা উনমত, বেকত মনের নাহি কথা। রদের আবেশে হাদে, ছলি পড়ে গোরাপাশে, গরগর কামেউনমতা। বাটা ভরি তামূলে, দেই প্রভুর পদমূলে, করে দেই কুহ্ম অঞ্জাল । তার মনঃকথা এই, জন্ম জন্ম প্রভু ভুঞি,

আত্ম সমর্পিয়ে ইহা বলি॥ এইমনে রজনী, গোঙাইল গুণ-মণি, আইওগণ ভাগ্যের প্রকাশে। প্রভাতে উঠিয়া বিধি, কৈল প্রভু গুণনিধি, কুশণ্ডিকা কর্ম সে দিব**দে। তার পর** দিনে পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, ঘরেরে চলিব বৈল বাণী॥ পরিজনে পূজা করে, যার যেই দ্রব্য চলে, জয়জয় হৈল শছা-ध्वित ॥ छवाक हन्मन माला, करत-मिया (मारह रिन्ना, मना-তন তাহার আহ্মণী। শিরে দিয়া দূর্ববা ধান, কুরে শুভ কম্ম। দান, চিরজীবী আশীর্কাদ বাণী ॥ তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তরল रहेन हिशो, (प्रथिय़ा (म जनक जननी। **न**कक्रण क्रेश्वरत. আত্ম সমর্পণ করে, অনুনয় সবিনয় বাণী॥ সনাতন দ্বিজবর, বোলে হিয়া কাতর, তোরে আমি কি বলিতে জানি। আপ-নার নিজ গুণে. লৈলে মোর কন্যাদানে, তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ আর নিবেদিয়ে কথা, তুমি মোর জামাতা, ধন্য আমি আমার আলয়। ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পদ পাইয়ী, ইহা বলি গদ গদ হয়॥ বাষ্প ঝলমল আঁখি, অরুণ বদন দেখি, গদ গদ আধ আধ বোল। বিষ্ণুপ্রিয়াকর নিয়া, বিশ্বস্তুর করে দিয়া, ঢল ঢল নয়নের জলো। তবে পহু শুভ-कर्ण, ठिएला मनुषायात. मन कन क्षमग्र-छिल्लाम। नानानिक বাদ্য বাজে, শন্থ মৃদঙ্গ গাজে, হরিধ্বনি পরশে আকাশ।। সম্মুখে নাটুয়া নাচে, যার যেই গুণ আছে, সেইক্ষণে করে পরকাশ। প্রভূ যায় চতুর্দলে, লোকে জয় জয় বলে, উত্তরিলা আপন আবাস। শচী হরষিত হঞা, নিশাঁঞ্নসজ্জা লঞ্জা, আইওগণ দঙ্গতি করিয়া। জয় জয় মঙ্গল পড়ে, দর্ব্ব লোক হরি বলে, নানা দ্রব্য ফেলায় ছিনিয়া॥ সম্মুখে মঙ্গল-

ঘট, কায়বার পঢ়ে পাঠ, বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণে। বিষ্ণুপ্রিয়ার কর ধরি, শ্রীবিশ্বস্তর হরি, গৃহ পরবেশ শুভক্ষণে॥
শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বস্তর, চুন্ব দেই চাদবদনে। আনন্দে বিভোর হঞা, আইওগণ মাঝে গিয়া,
বধু কোলে শচীর নাচনে॥ আপনা না ধরে স্থান্থ, নানা দ্রব্য
দিল লোকে, তুই হৈলা মৃত সর্বর জন। বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়া,
এক মিলি দেখিয়া, গোরাগুণ কহয়ে লোচন॥

রাগ বুড়ারি, দিশা॥

মোর প্রাণ মারে পের্রাচান্দ নারে হয়। গ্রু॥

তবে দেই মহাপ্রভু আনন্দ কোতুকে। স্বংখ নিবদয়ে বন্ধু বান্ধক সহিতে॥ নম্দ্বীপপুরবাদী যত্তক ব্রাহ্মণ। ধন্য ধন্ম বলি দব সভায় কথন॥ লৌকিক দং ক্রিয়াবিধি পঢ়ে শিষ্যগণ। আপনি পঢ়ায় প্রভু পুরুষরতন ॥. রহস্পতি জিনি কবি কাব্য সঁব জানে। আপনি ঈশ্বর স্তুতি কি বলি বচনে॥ শিষ্যের মহিমা কেবা কহিবাবে পারু। আপনে পড়ায়[®]যারে অথিলের গুরু॥ কোটিসরস্বতী-কান্ত প্রভু বিশ্বস্তরে। বিদ্যা-রদে রূপা করে পণ্ডিত সকলে॥ এই মত লোকশিক্ষা করে িবিশ্বস্কর। গয়া করিবারে যাব করিলা অন্তর॥ পিতৃ-পিওদান দিব গয়াশির'পরি। গদাধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি॥ এত বলি শুভ্যাত্রা করিলা ঠাকুর। সঙ্গতি চলিলা বিপ্রগণ মহা-কুল। শচীর অন্তর পোড়ে গদগদ ভাষ। পুত্রের নিকটে গিয়া ছাড়য়ে নিশাস ॥ প্রবাদে যাইবে তুমি শুন বিশ্বন্তর। তোমা না দেখিলে অন্ধকার ঘোর মোর। আন্ধলের লড়ি যেন নয়নের তারা। এ দেহের আক্সা তোমা বহি নাহি মোরা॥

পিতৃগণ নিস্তার করিতে যাবে তুমি। আপন লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি॥ এতেক বচন যদি বৈল শচী মাতা। মধুর বচনে তারে প্রবোধিল কথা। তোমার নিকটে যেন আছি ুনিরন্তর। এমন জানিবা মাতা কহিল উত্তর॥ পুত্র পিশু লাগি প্রয়োজন দর্কলোকে। মোরে কুপা-আজ্ঞা দেহ না করিহ শোকে। চলিলা ত মহাপ্রভু গয়া করিবারে। সঙ্গে চলে প্রিয়গণ হরিষ অন্তরে॥ •েযে পথে চলয়ে প্রভু শুচীর নন্দন। ্দে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন। বাল রুদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় দেখিবারে। পশু পক্ষী धाँয় সব অঞ্চ নেত্রে ঝরে *॥ কুলবধু ধায় দব কুল ত্যাগ করি। দবে বলে হের দেখ ব্রজের শ্রীহরি॥ ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধ্য়ে কেশ। উন্মত্ত করিলা প্রভু ভ্রমি দ্ব দেশ। দর্ব্বপথে এই মতে দর্ব্ব-লোক ধায়। সর্বলোকে প্রেমরসসাগরে ভাসায়॥ মধ্যে পরম তুষ্কৃতি কোন জীব। সংসার স্থাথতে মগ্ন সেই তার বীজ। পথে ঘাইতে এক ঠাঞি দৈখে গৌরহরি। কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি করে এক মেলি॥ মুগের কৌতুক দেখি ভেল কুতৃহল:। প্রাকৃত লোকের মত হাদে খল খল।। লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত পশুগণ। কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দর্ঘ্ব-জন। সঙ্গিণে হাসিয়া বুঝান ভূগবান্। যে বুদ্ধি পশুতে দে মানুষে বিদ্যমান ॥ কৃষ্ণজ্ঞান হৈলে মাত্র পশুর শরীরে। মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে॥ এতৈক বুঝায় প্রভু জগতের গুরু। চলিলা পথেতে প্রভু বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ তবে

 [&]quot;প্রেমবতী নারী যত গোরাচাঁদ হেরি।
 বরূপে জানিল গত ব্রজের শ্রীহ্বি ॥" পাঠান্তর।

সেই চীর নামে আছে এক নদী। স্নানদান কৈল প্রভু যে আছিল বিধি॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করি হরষিতে। মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে॥ দেবতা দেখিয়া প্রস্থ নামিলা সম্বরে। পর্বত নিকটে বাদা ব্রাহ্মণের ঘরে॥ হেন কালে বিশ্বন্তর-সঙ্গের ব্রাহ্মণ। সে দেশের বিপ্র দেখি দূষে তার মন। দেশ-আচরণ তারা করে যথাবিধি। দেখিয়া ব্রাহ্মণগণে নাহি বিপ্রবৃদ্ধি॥ ব্রাহ্মণে অবজা দেখি প্রভু বিশ্বস্তুর। প্রকাশিব দ্বিজভক্তি করিলা অন্তর । আচ্সিতে প্রভুদেহে আইল মহাজর। জর দেখি ত্রাস পার সভার অস্তর॥ বলিলা ঠাকুর শুন শুন দৰ্বজন। দেব পিতৃ-কার্য্যে বিম্ন ভেল কি কারণ॥ না জানি কি মোর দোষ সঙ্গিণ দোষে। শ্রেয়ঃকার্য্যে বিদ্ন হয় বড় অসন্তোষে। সর্ববিদ্ধ-নিবারণ আছুয়ে উপায়। বিপ্রপাদোদক মোরে **(मर्**ज क्रााम् ॥ विश्रभारामिक थोर्टेल मर्क्यभाभ रंति। এখনে ঘুচিবে জ্ব কি করিতে পারে॥ 'সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মণ। স্মাপনে উঠিয়া তার পাখালে চরণ॥ বিপ্র-পাদোদকপান কৈল বিশ্বস্তর। প্রকাশিলা দ্বিজভক্তি পলাইল জর॥ সঙ্গের সে দিজবর বলে চার্টুবাণী। আমার অন্তর দোষে ছঃখ পাইলে তুমি॥ কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে। মোর মন দোষে তুমি পাইলে অদ-ভোষে। এখনে বাহ্মণভক্তি প্রকাশিলে তুমি। অপরাধ কৈলু দোষ ক্ষমিবে আপনি॥ তুমি সে ব্রহ্মণ্য দ্বিজভক্তি-অধিকারী। ভৃগুমুনি-পদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধরি। নিজভক্তি-মহিমা প্রকাশ নিজ স্থথে। জগতের নিস্তার করহ এই-

করপে॥ জয় বিশ্বস্তর প্রিয় জয় দ্বিজরাজ। তোমায় সেবিলে
সিদ্ধ হয় সব কাজ॥ নয়ঃ দ্বিজবল্লভ দয়ালু গৌরহরি। নয়ঃ :
ধর্মসংস্থাপন সর্বা-অধিকারী॥ সঙ্গির এতেক বাক্য শুনি
বিশ্বস্তর। ক্ষমা কৈলা সভাকার দোষ বহুতর॥ ইহারা
পূজয়ে মধ্সদন ঠাকুর। এ সকল ত্যজ্য নহে না ভাবিহ
দূর॥ কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিং। পুরাণে প্রমাণ
এই শিক্ষা আছে নীত॥

তথাহি ॥

চণ্ডালোহপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্ত দিজোহপি শ্রপচাধনঃ॥ ২৪॥

ইছা বলি দঙ্গের ব্রাহ্মণে তুই হইয়া। দোষ ক্ষমাইলা তারে প্রদন্ধ হইয়া॥ এই মনে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া। প্রান্থ প্রানদী-তীর্থে উত্তরিলা গিয়া॥ স্নান দেবার্চন তথি করিল তথন। পিতৃকার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন॥ তবে ত উত্তম তীর্থ রাজ্মগিরি নাম। ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নানদান॥ দেবপূজা পিতৃপূজা করিলা তথায়। বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা স্বরায়॥ যাইতে দেখিল পথে এক স্থাসিবর। মহাভাগবত নাম পুরী যে ঈশব॥ প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বস্তর। বড় ভাগ্য দেখিল যে চরণমুগল॥ চরণে পড়িয়া কান্দে বচন কাতর। করণ অরণ আথি করে ছলছল॥ কেমনে তরিব এই সংসারসাগ্রে। কৃষ্ণপাদাসুজে ভক্তি দেহ না আমারে॥ কৃষ্ণদীক্ষা বিসু দেহ স্কুকারণ লেখি।

চণ্ডাল জাতিও যদি বিষ্ণুভজিপবায়ণ হন, তবে তিনি-ম্নি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাহ্মণও বিষ্ণুভজিবিহীন হইলে নে খপচ অর্থাৎ চণ্ডালেরও অধ্য ॥২৪॥

পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী॥ ঐছন শুনিয়া বাণী ুপুরী যে ঈশ্বর। নিভূতে কহিলা তারে মহামন্ত্র-বর ॥ গোপী-নাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বস্তুর। পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর। নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ। রাধা রাধা বলি হ্রথ বাঢ়িল তরঙ্গ ॥ ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল। বিশেষে মাধুর্যরেদে মন ডুবাইল॥ রাধভিাবে আবিফ হইয়া কলেবর। কুষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চস্বর॥ इन्मायन तभावक्रन विन छाटक शारम । कानिन्मी यसूना विन গরজে উল্লাদে॥ ক্ষণে ডাকে বলরাম শ্রীদাম স্থদাম। ক্ষণে নন্দ যশোদা বলিয়া করে নাম॥ ধবলী সামলী বলি গরজে গভীর। ক্ষণে সথী বলি প্রভু পড়য়ে অস্থির। ক্ষণে দার্সভাবে তৃণ দশনে ধরিয়া। ক্ষণে অহঙ্কার করে আমি সে বলিয়া॥ ধরিকু পর্বত আমি মারিকু অঘাস্র। মারিকু পৃতনা আদি যতেক অস্তর। ইহা শুনি শ্রীঈশ্বর পুরী নিজস্বধে। ত্রিভঙ্গ মুরলীমুখ দেখয়ে প্রভুকে॥ মাধ্বেন্দ্রপুরী কথা হইল স্বরণ। জানিল দে কৃষ্ণচন্দ্ৰ প্ৰকট এখন॥ ক্লণে যে ত্ৰিভঙ্গ হঞা বংশী মুখে রহে। ক্ষণে চমকিত হঞা চৌদিকেতে চাহে॥ নয়নে গলয়ে নীর গদ গদ ভাষ। মধুর বচনে করে গুরুর সম্ভাষ॥ তৌর পদ-পরসাদে হইনু কৃতার্থ। স্লাজি হৈতে জন্ম দেহ ভৈগেল যথার্থ॥ গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা ত প্রভু। ফল্কনামা নদী দেখি হাসে লহু লহু ॥ পূর্বব সঙরণ হইল হরিষ বিষাদে। সীতা সঙ্রিয়া হইল প্রম প্রমাদে॥ দেবপূজা পিতৃপূজা কৈল স্নান দান। প্রেতশিলায় পিওদান করিলা বিধান ॥ আক্ষণেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।

উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিণ মানদে॥ উত্তর মানদ করি। ·জিহ্বালোল তীর্থ। দেব পিতৃ-পূজা করি বিলা**ইল অর্থ**॥ তবে গয়া উত্তরিল অতি হুট্টমনে। দেখিতে বাঢ়িল আর্ডি বিষ্ণুর চরণে ॥ ° সোড়শ বেদিকা প্রভু পিওদান করে। উৎ-কণ্ঠা আছিল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥ সর্বব কার্য্য সমাধিয়া চলিলা স্বরিতে। বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত **চিতে ॥ বিষ্ণু**-পদ্চিহ্ন আমি দেখিব নয়নে। হরিষে অন্তর্কথা কহে মনে মনে। এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রদে আসি। প্রম আনন্দে দণ্ডবং করি বসি॥ বোলয়ে গৌরাঙ্গ শুন শুন সর্বজন। কেমন করুয়ে বিফুপদ দেখি মন॥ বিষ্ণুপদ্চিহ্ন আমি দেখিল নয়নে। দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে॥ ইহা বলি মহাপ্রভু পাথালে বিষ্ণুপদ। অভিষেক করি কৈল হিয়ার প্রসাদ ॥ ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বস্তর হরি। প্রকাশ করয়ে গোরা গুণ-অধিকারী॥ কম্প পুলক ভেল প্রেমার [.] আরম্ভ। নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে **হ**য় স্তম্ভ ॥ বিভো**ল হইলা** প্রভু পাদাজ দেখিয়া। প্রেমে মহামহোৎসবে বলয়ে নাচিয়া॥ গয়াশিরে পিগুদান পাদাজ উপর। আনন্দে নাচয়ে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সকল॥ আর দিনে মনঃকথা 👣 ইল চিতে। মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচন্বিতে॥ সঙ্গের প্রাহ্মণগণে কহিল বচন। রুন্দাবন দর্শনে কর্হ গমন॥ . শুনিয়া সঙ্গতিগণ কুণ্ঠিত হইলা। যাইতে নারিব ব্যয় অলপ হইলা॥ প্রভু কহে ভক্ষ্য-সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম। না বুরি বিকল হঞা করে কত কর্ম। সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে। না ভজিলে কৃষ্ণ, হুঃখদাগরেতে মজে ৷ এই মত বুঝাইয়া প্রভু

গৌরহরি। গয়া হইতে রুন্দাবন প্রভু যাত্রা করি॥ সঙ্গিণ সঙ্গে করি চলিলা আপনি। হেন কালে উঠি গেল আকা-শেতে বাণী । নূতন মেঘের যেন গভীর গৰ্জ্জন। বিশ্বস্তর সম্বোধিয়া কহিল বচন। শুন শুন মহাপ্রভু অহে বিশ্বস্তর। না যাইবে বুন্দাবন যাহ নিজ ঘর॥ সন্ম্যাস করিয়া তীর্থকারিবে প্রযুটন। সময়ের বশ হইঞা ষাবে রন্দাবন॥ এই মত দৈব-. বাণী শুনি নিজকর্ণে। গমন নিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মণে॥ নেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেরে চলিলা। ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা। নুমুম্বার করি শচী মায়ের চরণে। ঘরেরে বিদায় দিলা যত সঙ্গিগণে॥ পুত্র কোলে করি শচী আন-**ন্দিত মনে। হ**রিষে প্রেমার নীর ঝরে ছুনয়নে॥ পুলকিত সব অস্কৃপ্প কলেবর। আনন্দে ধাইল সব নদীয়া-নাগর॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল। ধরিতে না পারে অঙ্গ স্বৰ্টের নাহি ওর। আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস। গোরাগুণ গায় স্তৃথে এ স্কোচনদাস॥

বরাড়ি রাগ॥

षिজ চাঁদ (মূর্চ্ছা)। না হারে আরে হয়॥

নবদ্বীপ্টরিত্র সে অপরূপ কথা। অমিয়া মাখিল গোরা-চাঁদ গুণগাথা। লোক বেদ অগোচর নদীয়াচরিত। শ্রবণ-মঙ্গল হয় সভার পিরিত। শিব শুক নারদ এ লখিনী অনন্ত। যার মতে আপনাকে নানে ভাগ্যবন্ত। আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন। ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাহি নিশা দিন। পশুর চরিতে মোর আচরণ একে। তাহাতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে। সব অবভারসার গোরা-অবতার। তাহাতে নদীয়াপুর প্রেমার প্রচার॥

প্রণতি করিয়া বোলু বৈষ্ণবিচরণে। কুপা কর পোরাগুণ বল মো বদনে। অধম বলিয়া য়ণা না করিবা মোরে। পতি-তের প্রাণ লোক বলে তো সভারে। নিজগুণে দয়া করি কর পরসাদ। গোরাগুণ গাও মুখে বড় লাগে সাধ। গোরপদ-কমলে মো কর পরণতি। তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি। শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার। এই ত ভরসা গুণ বলি বে তোমার। নহে বা অধমাধম মুঞি পাপ ছার। তব গুণ কহিবারে কিবা অধিকার। অধিকারী নহ মুঞি কর পরমাদ। তোর গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ। যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য। সাবধানে শুন কথা নদীয়ারহস্য। জানি বা না জানি কহিবড় প্রতি আশে। আদিঞ্জ সায় কহে এ লোচনদাসে।

॥ *। ইতি ঐলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত ঐতিচতন্ত-মঙ্গলে আদিখণ্ড সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২॥ *।।

শং নাচাড়ী॥ ২৪॥ শ্লোকো॥ ২॥

[†] স্ত্রেথণ্ডের শেষে ৫৭ পৃঠে "লাচারি" স্থলে "নাচাড়ী॥২০॥" এইরপ পড়িতে হইবে। এইপ্রকার স্ত্রুথণ্ডে ৪০ পৃঠে "অগ্রা অধ্বমন্না যজ্ঞা মন্ত্রা ন সংশয়:।" এই স্থলে "অজারধ্বমজারধ্বমজারধ্বং ন সংশয়:।" এইরপ অপর পৃস্তকের পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ পূর্বে পাঠে শ্লোকার্থের কথঞ্চিৎ সঙ্গতি হয় কিন্তু পূর্বের প্রারের সহিত সঙ্গতি হয় না। দ্বিতীয় পাঠে সংস্কৃত পদ কয়্ষী একরপ সঙ্গত হইলেও মধ্যমপুক্ষের ক্রিয়া সঙ্গত হয় নাও পূর্বে প্রারের সহিত মেলও থাকেনা। বরং "অজারেহহমজারেহহমজারেহহং স সংশয়ঃ।" এরূপ পাঠ-কল্পনা করিলে একপ্রকার প্রকৃতার্থের সঙ্গতি হইতে পারে। কাই হৌক্ বিবেচক পাঠক এ বিষয় বিবেচনা করিবেন।

এখন প্রকৃত বিষয় দেখা যাক্। কৃতিবাসের সময়ে (১৪৬০ শং) অথবা তাহার পূর্বেই বোধ হয় দেশমধ্যে পাঁচালী গীতের স্পৃষ্টি হইয়াছিল। পাঁচালী শব্দ পাঞ্চালী শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। বস্ততঃ সংস্কৃত্তের পাঞ্চালী-রীতির সহিত পাঁচালীর কিছু সাদৃশুও দেখা যার। যাহা হউক ঐ সময়েই লোকে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালী, বাদ্য ও স্বর্সংযোগে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃতিবাস-কৃত রামায়ণাত্ত্বাদ পাঁচালীর অক্করণে রচিত। তিনি সর্ব্রদাই নিজ রচনাকে গীত পাঁচালী ও নাচাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লোচনদাসও অনেকস্থলে "পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে এ লোচনদাস" এইরূপ লিথিয়াছেন। পাঞ্চালী হইতে পাঁচালী এবং পাঁচালী হইতেই "নাচাড়ী" শব্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অন্মান-সিদ্ধ। কিছু প্রাচীন হন্তলিখিত পূত্তে দেখা যায় ত্রিপদী স্থলেই নাচাড়ী শব্দ প্রকৃত্ত হুয়া পাকে। (প্রীযুক্ত রামগতিন্তায়রত্ব মহাশ্বের এই মত)। এই পুত্তকের প্রতিগণ্ডে যে নাচাড়ীর সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাও প্রতিহ

চৈতন্য-মঙ্গল।

মধ্যখণ্ড।

্জিন্ত্রীকৃষ্ণতৈতহাচন্দ্রায় নসঃ॥ করুণ শ্রী রাগ॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাগ। কুপা করি কর প্রভু শুভ দুষ্টিপাত॥ আদিগও সায় মণ্যখণ্ডের আরম্ভ। যা শুনিলে ্রেসধন পাবে অবিলয়॥ মধ্যথণ্ড কথা কহি অমৃতের সার। নদীরাবিহার যাতে প্রেমার প্রচার। জগাই মাধাই পাপী যাতে উদ্ধারিলা। ব্রহ্মার তুল্লভি প্রেম যারে তারে দিলা॥ হরিনাম সন্ধীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ। পতিত উদ্ধার হেতু বাহাতে সন্ধাস॥ কহিব এ সব কথা অমৃতের খণ্ড। যা শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর পাষও।। নদীয়া আসিয়া প্রস্তু আনন্দিতচিতে। স্থথে নিবসয়ে নিজ বান্ধব সহিতে॥ নবদ্বীপ-বাদী যত ব্রাহ্মণকুমার। সংক্লসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার॥ বড়ই স্কৃতী তারা ধন্য তিন লোকে। স্থাপনে ঠাকুর বিদ্যা দান দিল যাকে॥ সব শিশুগণে এক দিনে গোরহরি। বলিল সভারে প্রভু অনুগ্রহ করি॥ পঢ় এক সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরপ্র। সেই বিদ্যা যাতে হরিভক্তির লক্ষণ॥ তাহা বিন্ধু অবিদ্যা সকল শাস্ত্রে কহে। রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনা কেহ সঙ্গী নহে॥ বিদ্যা-কুল-ধনমদে কৃষ্ণ নাহি পায়। ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যতুরায়॥ ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচারি। এত কহি শ্লোক পঢ়ে শাস্ত্র-অনুসারি॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্লুতং দাক্ষিণাত্যকবিবাক্যং॥

ব্যাধস্থাচরণং ধ্রুবস্ত চ্বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্থ কা

. বংশঃ কো বিছুরস্থ যাদবপতেক্ত্বগ্রস্থ কিং পৌরুষং।
কুজায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্দা স্থদান্দ্রো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥২৫॥
এই মনে শিষ্যগণে বুঝায় ঠাকুর। প্রকাশিব নিজ প্রেমা
আনন্দ প্রচুর॥ এক দিন নিজ গৃহে আছেন শুইয়া। কৃষ্বপ্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া॥ রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া
প্রভু ডাকে। মাথুর-বিরহে হাত মারে নিজ বুকে॥ আরেরে
অকুর মোর কৃষ্ণ লঞা গেলি। ইহা বলি কান্দে প্রভু
করিয়া বিকলি॥ কুজা কুৎসিত্মতি কৃষ্ণ ক্লি মোর।

ব্যাধের কি আচার ছিল, জব মহাশয়ের কি বয়ংক্রম ছিল, গজেক্রের কি বিদ্যা ছিল, যহবংশাবতংস বিহুর মহাশয়ের কি বংশমর্য্যাদা ছিল (কারণ তিনি ব্যাসের গুরসে বিচিত্রবীর্য্যের দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন), উগ্র অর্থাৎ উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল (কারণ, নিজ পুল্ল কংস তাঁহার রাজ্যকে আয়্রসাৎ করিয়াছিলেন), কুজার কি রূপ ছিল (সে ত ত্রিবক্রা) এবং (ধন থাকিলেই যদি ভগবৎপ্রীতি ইইত, তবে দরিদ্র) স্থদামা বিপ্রের কি ধন ছিল, অর্থাৎ কিছুতেই ভগবান্ তুই হন না কেবল ভক্তিতেই ভগবান্ তুই হয়েন, অস্ত অপর কোন গুণেই তুই হয়েন না ॥২৫॥

হঠরতি লম্পট যুণতি-মনচোর॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুস্কার। পুলকে আকুল অঙ্গ ভাব চমৎকার॥ বিশ্মিত হইয়া শুচী বিশ্বস্তুরে পুছে। কি লাগিয়া কান্দ বাপ ছঃখ তোর কিসে॥ মায়ের বচন শুনি না দিলা উত্তর। রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিভোর্। তবে সেই শচী-দেবী মনে মনে গণে। কৃষ্ণ-অনুগ্ৰহ প্ৰেম জানিল লক্ষণে॥ বড় ভাগ্য শচীদেবীর সর্ব্বশাস্ত্র জানে। পুত্রের সম্মুখে কয় মধুরবচনে॥ শুন শুন আরে বাপ মোর সোণার স্থত। জগদ্-ছুল্ল ভ তোর দেখো অদভুত॥ যথা তথা যাও তুমি পাও যতধন। আনিয়া আমার ঠাঞি কর নিবেদন॥ গয়ায় পাইলে কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন। দেবতাতুল্লভ বস্তু অমূল্য রতন ॥ আমারে করুণা যদি দয়া থাকে চিতে। দেহ কুষ্ণ-প্রেমধন ডরাঙ চাহিতে॥ এতেক বচন যদি শচী-८मर्वी देवन । ॑ॄऋमग्र-मत्रव প্রভু চাহিতে লাগিল॥ देवस्थव-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি। নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম আমি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অতি হুফটিতে। তথনে পাইল ভক্তি প্রেম আচ্মিতে॥ পুলকিত দব অঙ্গ কম্পে কলেবর। নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥ কুষ্ণ কুষ্ণ বলি ভাকে হৃদয় উল্লাস। কহয়ে লোচন গোরা প্রথম প্রকাশ ॥

শ্রী রাগ ॥

তবে বিশ্বস্তর পহু প্রেমে গরগর। আছয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-চারী শুক্লাম্বর। তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভার। নয়নে গলয়ে অশ্রুগারা নিরন্তর। নাসিকায় বহে শ্লেম্মা

المسينا أشأكان و

অতি নিরন্তর। নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥ ভূমে লোটাইয়া কান্দে রজনী দিবদ। সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করয়ে বিরস॥ দিবদে কহয়ে প্রভু কত রাত্রি বায়। সব জনে কহে দিবা রাত্রি নাহি হয়। তবে সেই মত প্রভূ প্রেমতে বিবশ। রেশদন করয়ে পুন আনন্দ-অবশ। প্রহ-রেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে। দিন নাহি হয় কহে কাছে যত আছে। প্রেমায় বিভোর নাহি জানে দিবা রাতি। কারো মুখে কৃঞ্নাম শুনি পড়ে ক্লিতি॥ কৃঞ্-গুণ-নাম গীত কেহ যদি গায়। শুনিয়া তথনি কান্দে ধরণী লুটায়॥ ক্ষণে দণ্ডবং করি করে পরণাম। ক্ষণে উচ্চ স্বর করি গায় কৃষ্ণনাম ॥ সক্রণ কণ্ঠ ক্লণে কম্পে কলে-বর। পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্বকেশর॥ নিরন্তর পরবশ ক্ষণেকে প্রবোধে। সেই ক্ষণে স্নান দান জন-উপরোধে॥ সেই কালে পূজা করে অন্ন নিবেদন॥ ভোজন করয়ে প্রভু প্রসাদ তথন॥ হেন মতে কৌতুকে সে সব দিন যায়। সকল রজনী নিজগুরে নাচে গায়॥ হেনরূপে কোতুকে দে রজনী দিবস। লোকশিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস॥ আপনে আপন রদকরে আস্বাদন। মুখ্য এই হেতু কথা শুন সর্ব্ব জন॥ জীব-উদ্ধারণ-হেতু গৌণ করি মানি। এই হেতু অবতার বলি শিরোমণি॥[•]সব অৰতার লীলা দেহেতে প্রকাশ। সব অবতার সঙ্গী সঙ্গে সব দাস। নবদীপে উদয় क्रिन (भोत्राज्य। मृत किल जभजन-ऋमरात यस॥ क्रन्भा-কিরণে কলিযুগ হৈল আলা। দুচিল দকল লোকের হৃদ-য়ের জ্বালা। ভকত-চকোর সব আসিয়া মিলিলা। প্রেমা- মৃত পাঁন করি সভাই ভুলিলা॥ মিলিলেন গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি। নরহরি মিলিয়া র হলা তার ঠাঞি॥ এীনিবাস মুরারি মুকুন্দ বজেশ্র। জ্ঞীধরপণ্ডিত নবদ্বীপে যার ঘর॥ শ্রীমান্ সঞ্জয় পণ্ডিত ধনঞ্জয়। **শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি** মহাশয় ॥ শ্রীরামপ**্র**গুত আর ম**হেশপণ্ডিত। হরিদাস** নন্দন আচার্য্য স্থচরিত॥ রুদ্রপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামো-দর। অনেক নিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর॥ নাম ক্রমে লিখন না হয় তা সভার। সম্বরণ নহে গ্রন্থ হয় ত অপার॥ নানাদেশে যতেক আছিলা ভক্তগণ। মাতাইল সব লোকে দিয়া প্রেমধন।। সম্ভাবে সব জীবে করুণা করিয়া। ভক্ত-সঙ্গে নাচে গোরা প্রেম বিনোদিয়া॥ তবে সেই বিশ্বস্তর আর এক দিনে। শ্রীবাদ পণ্ডিত আর তার ভাতৃগণে। এ সব সহিতে প্রভু পথে চলি যায়। শুনয়ে বংশীর ধ্বনি না জানি কে গায়॥ গান্ধর্কার ভাবে বংশীধ্বনিকে শুনিয়া। কান্দিয়া কান্দিয়া বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥ বিভোর হইয়া দণ্ড-পরণাম করে। রোদন করুরে নানাবিধ প্রেমভরে॥ অবশ হইল প্রভু নৃত্যের আবেশে। নিজজনে আশীর্কাদ করে অট্রহাসে॥ শিষ্যপণ সঙ্গে ফণে অলোকিক কহে। ক্ষণে উন্মাদ ক্ষণে নিঃশবদে রহে ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত . আর রামনারায়ণ। মুকুন্দ সহিত গেলা শ্রীবাদ ভবন ॥

চৌদিকে বেঢ়িয়া ভক্তমাঝে গৌরহরি। মদে মাতো-য়াল যেন কিশোরা কিশোরী॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ভূমিতে লুটায়। হরি হরি বলিয়া কান্দয়ে উচ্চরায়॥ রাত্রি দিনে প্রেমানন্দ পূল্কিত তন্তু। আন-প্রসঙ্গ নাহি কৃষ্ণকথা

িবিনু॥ এক কালে নিজ ঘরে আছে প্রেমে ভোরা। স্নোদন করয়ে আঁখি পাঁচ সাত ধারা 🛊 কি করিব কোথা যাব কেমন উপায়। শ্রীকৃষ্ণে আশার মতি কোন মতে হয়॥ ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে। কাতর্বচন শুনি স্বভক্ত কান্দে॥ হেন কালে দৈববাণী উঠিল সাদরে। "আপনে ঈশ্বরা তুমি শুন বিশ্বস্তরে॥ প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার। নিজ করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার।। ধর্ম-মংস্থাপন ক্ষিতি করিবে কীর্ত্তন। থেদ না করিছ কার্য্য কর আরোপণ॥ তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক। নিজ প্রেমা দিয়া সব ঘুচাইব শোক॥ সংশয় নাহিক ইথে স্থনহ বচন। খেদ দূর করি কর নিজ সঙ্কীর্ত্তন॥" এতেক বচন যবে দৈবমুখে শুন। অন্তর হরিষ কিছু না কহিল বাণী।। তার পর দিনে শুন অপরূপ কথা। অমিয়া মাখিল বিশ্বস্তুর গুণ-গাথা। মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা এক দিন। গুপ্ত পুলকিত সব আবেশের চিহ্ন। দেবতার ঘরমধ্যে প্রবেশ করিল। **আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল।।** প্রেম-নীর ধারা বহে নয়নসাগরে। স্থরধুনী ধারা বহে স্থমরুশিখরে॥ কহে সব লোক হের দেখ অপরূপ। পুর্ব্বত-আকার এক বরাহ.সম্মুখ। মহাবেগে আইদে হের দেখহ বরাহে। দন্ত-সারি আইসে মোরে মারিবারে চাহে। তুই দন্ত সারি মোরে মারিবে শ্কর। ইহা বলি প্রবেশিল দেবতার ঘর॥ বরাহ-মূরতি * পুন হইলা তথন। কর চরণেতে মহী করে পর্য্য-টন ॥ রাতুল আকার রাঙ্গা চরণ লোচন। মহাপরাক্রম মহা-

^{* &}quot;বরাহ-মূরতি" স্থলে "বরাহ-আবেশ" পাঠান্তর।

হুস্কার গর্জন ॥ সেই খানে ছিল এক পিতলের পাত্র। উদ্ধান্থ ধরিল দশনে ক্ষণমাত্র॥ পিতলের পাত্র ছাড়ি বিকশ্রেরান। মুরারিকে নিজরূপ করিলা আখ্যান ॥ বৈদ উদ্ধারণ-রূপ ধরি ভগবান্। বিসিয়া কহয়ে প্রভু পুরুষ প্রধান ॥ কহয়ে স্বরূপ মাের কি জানহ ভূমি। মুরারি কহয়ে প্রভু কি জানিয়ে আমি॥ দণ্ডবৎ করি ভূমে পড়িলা মুরারি। স্বয়ভূ না জানে প্রভু চরিত্র তোঁহারি॥ ইহা বলি পঢ়িল গীতার এক শ্লোক। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোক ॥

তথাহি শ্রীমন্তগবদগীতায়াং ১০। ১৫॥
স্বয়মেবাজ্মনাজানং বেথ জং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ইতি॥ ২৬॥
আপনি আপনা তুমি জান মহাপ্রভূ। তুমি বিনে
তোমারে বা জানে আর কেহ॥ তবে সেই পুনরপি কহে
গোরহরি। বেদের শকতি আমা কে জানিতে পারি॥
মুরারি কহয়ে পুন কাতর বচন। তব তত্ত্ব নাহি জানে
সহস্রবদন॥ বৈদে কি জানিব তোর আচরণ-তত্ত্ব। কেহ
নাহি জানে প্রভু তোমার মহত্ত্ব॥ ইহা শুনি হাসে প্রভু
প্রসম্বয়ান। আমারে বিড়ম্মে বেদ শুন্হ আখ্যান॥

তথাহি॥ অপাণিপাদো জবনো গ্ৰহীতা

শ্রীমন্তগবল্গীতার উক্ত হইষ্ণাছে যে,—হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! (ব্যাপনাকে অন্তে জানিতে সক্ষম নহে), কেবল আপনি আপনাকে চিচ্ছক্তি দারা জানেন॥২৬॥

শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—যে পরমাত্মা হরি হস্তপদশূল্য হইয়াও ধাবন ও

পশুত্যচক্ষুং দ শৃণোত্যকর্ণঃ। ' দ বেত্তি বেদ্যং ন হি তম্ম বেত্তা তীমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণং॥ ইতি॥ ২৭॥

িবেদে কহে আমি কর এ চরণ-শূন্য। হেন বিভূন্বনা মোরে নাহি করে অভা। ইহা বলি হাসে প্রভু প্রসন্নবদন। নাহি জানে বেদ আমা কহিল বচন। তবেত কহিল বৈদ্য করি পরণাম। করুণা করহ প্রভু দেহ প্রেমধন। ঠাকুর ক**হিল পুন শুনহ মুরা**রি। আসারে পিরিতি কর এই প্রেমা তোরি। ভজিবে পর্মব্রন্ধ নরাকৃতি ত্রু। ইন্দ্র-নীল বরণ ত্রিভন্ম করে বেণু॥ নবগোরোচনাগর্ভ-গর্ব্ব-ভন্ন ছ্যুতি। রুষভামুস্থতা নাম মূল যে প্রকৃতি॥ নব-বরাঙ্গনা কত বল্লবী বল্লভে। সমর্পিবে নিজতন্তু নন্দস্থতে পাবে॥ চিন্তামণি ভূমিরত্ন মন্দির স্থন্দর। কল্লবৃক্ষ রত্নবেদী তাহার উপর॥ কামধেকুগণ তথা অচিন্ত্যপ্রভাব। অভীন্ট করিয়া দেহ করি যে সে ভাব॥ তার অঙ্গছটা নিরাকার প্রসা বলি। জানিবে এ দব তত্ত্ব কুষ্ণের মার্থুরী॥ এই মতে সব ভক্তে বলিল ঠাকুর। শুনিয়া সভার হিয়ায় আনন্দ প্রচুর। "শুনিয়া মুরারি কহে প্রভুর চরণে। রঘুনাথ-রূপ প্রভু দেখিব নয়নে॥ এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেই

গ্রহণ করিতে সক্ষম, লোচনবিহীন হইয়াও দর্শন করিতে পারক, কর্ণরিহিত হইয়াও শ্রবণ করিতে তৎপর। তিনিই সকল বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, তাঁহার আরু কেহ বেতা নাই অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না । সেই পরমাত্মাকেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন॥ ২৭॥

ক্ষণে। দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম জানকী-জীবনে॥ লক্ষণ ভরত আর শক্রমাদি যত। দেখিয়া মুরারি হইল আনন্দে পূরিত॥ বাহ্য দূর গেল ভূমে পড়ি গড়ি যায়। পদাহস্ত দিয়া প্রভু শান্ত কৈল তায়॥ বর ** দিল প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি। তুমি হকুমান্ সেই রামচন্দ্র আমি §॥" এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে। আর দিনে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে॥ সব নিজগণ যত সঙ্গতি করিয়া। বসিয়া কহয়ে গোরা প্রেম প্রকাশিয়া॥ হরি হরি বোল বলে অন্তরে কৌতুক। নিজজনে কহে শুন শুন অপরূপ॥ সেই রাধার্ক্ষচন্দ্র পাইবা যাহাতে। সেই কথা কহি তোমরা শুন এক চিত্তে॥ ইহা বলি নারদীয় পড়িল এক ক্লোক। ইহার মরম ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক॥

তথাহি রুহন্ধারদীয়ে॥ হবেন্যি হরেন্য হরেন্ট্যিব কেবলং। কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থথা॥ ইতি॥২৮

বৃহয়ারদীয় প্রাণে উক্ত হইয়াছে যে, কলিয়্গে একমাত্র হরিনামেই জীব মুক্ত হয়, কলিতে আর জীবের অস্ত গতি বা উপায় নাই। ইহা দৃঢ় নিশ্চয়। এই কথা স্তদৃঢ় করিবার জন্তই "হরেনাম" এবং "নাস্তোব" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই নাই" এই কথার তিন বার উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা সতো সমাধি, ত্রেতায় য়জ্ঞ, দ্বাপরে পয়িচয়া, এই তিনটীই, কলিতে উপকরণ-মভাবে অসম্ভব, স্কতরাং ঐ তিনের কায়্য এই একমাত্র হরিনামেই হইবে। তিনের কায়্য জীবের মোক্ষসাধন করিতে হরিনামই সক্ষম, এই জন্ত ভূইটী কথাই তিনবার করিয়া উচ্চারণ করা হইয়াছে॥ ২৮॥

^{*} বব = অবশুভাবী, আশাৰ্কাদ = সংশয়িত। এই গৃইণেবে ভেদ। § "——" এই চিহ্নিত স্থল অপর প্সংক হইতে উদ্ভে।

নামর পী নামে এক অনাদি পুরুষ। কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে না জানে মুরুখ। নামরূপী ভগবান জানিবে কেবল। সন্দেহ খুচাইতে ব্যাস বলে তিন বোল। তিন বার বহি আর আছে এক বার। তুরাশয় পাপী জীব জন বুঝাবার॥ হরিনাম মন্ত্রে হয় কৈবল্য তাহার। কেবল কৈবল্য অর্থ জানিবে বিচার॥ নামমাত্র নামাভাস স্পন্টার্থ ইহার। কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্র পরচার ॥ নামাভাদে মোক্ষ হয় সত্য শাস্ত্রবাণী। নামোদয় প্রেমানন্দ পুরাণে বাথানি॥ ইহা বহি আন দেব মানে যেই জন। তার গতি নাহি তিন-বার এ বচন । গো গোপী গোপালসঙ্গে ধ্যান হরিনাম। জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রধান ॥ এতেক বলিল গোরা বরাহ-আবেশে। নাম সঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমাবেশে॥ যে শুনয়ে গোরাগুণ নদীয়া-বিহার। অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম জনমে তাহার॥ দশনে ধরিয়া তৃণ কহয়ে লোচন। গৌরপদ বিন্তু মোর অন্য নাহি ধন ॥

ধানশী রাগ॥

নবদ্বীপে নিত্যই পূর্ণিমাচান্দ গোরা। প্রকাশয়ে নিজ প্রেম অমৃতের ধারা॥ পিবই চরণামৃত ভকত চকোরা। অগাধ করুণা প্রেমা প্রকাশয়ে গোরা॥ আর এক দিনে কথা শুন অপরূপ। নিজঘরে বিসি তেজ কোটি কামরূপ॥ সিংহগ্রীব কন্মৃকণ্ঠ কমললোচন। কহয়ে প্রকট হেন গন্তীর গর্জ্জন॥ এঘরে কি দেখি চারি পাঁচ ছয় মুখে। দেখিতে বাঢ়য়ে মোর অন্তর কোতুকে॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিত আছিল প্রভু কাছে। শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে॥ তোমা

দেখিবারে সব দেব আগমন। ব্রহ্মা আদি করি পাঁচ ছয় বদন। প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেম দান। তোরে প্রেম-খন মাগে নব দেবগণ॥ তবে দেই মহাপ্রভু বিদ দিব্যাদনে। এক ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ পদ আর জনে ৷ শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তজন। চরণে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন॥ মাগে তোর পদাস্ত্র-মধু প্রেমা। দেহত সভারে প্রভু করু-পার সীমা। তবে বিশ্বস্তর প্রভুবলে মেঘনাদে। লেহ তো-সভারে দিল প্রেম পরসাদে॥ তৎকাল হইল প্রেম সব দেবতার। ভাবময় শচীর হইল চমৎকার॥ হা রাখাগোবিন্দ বলি নাচে দেবগণ। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হর্ষিত মন। দেব-গণ নাচে দেবীগণ করি সঙ্গে। অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার তরঙ্গে॥ ক্ষণে ভূমে গড়ি যায় চরণে পড়িয়া। ক্ষণে উভরায় नार्ट इतिरवाल विलया॥ ऋर्ण खव करत र्शात्र शाविनम বলিয়া। ক্ষণে দণ্ডবৎ করে চরণে ধরিয়া॥ ক্ষণে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগণ। বর মাগে তোর পদে হউ মোর মন॥ তথাস্ত বলিয়া প্রভু বলে বার বার। প্রেমধন পরিপূর্ণ হউক সভার॥ দেবগণ প্রেম পাই গেলা নিজ স্থানে। দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত মনে॥ এতেক করুণা করি ভকতবৎ-সল। করুণা প্রকাশ দেখি বলে শুক্লামর॥ শুক্লামর ব্রহ্ম-চারী বড়ই পবিত্র। তীর্থ-পূত কলেবর মধুরচরিত্র॥ প্রভু-আগে কহে কথা নাহি করে ভয়। প্রেম লোভে কহে কথা যত মনে লয়। তেন তেন অহে প্রভু গোর ভগবন্!। এত দিনে হৈল মোর প্রসন্ম নয়ন॥ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি। অনেক যন্ত্রনা হুঃখ কিছুই না জানি॥ মধুপুরী দারা-

বতী কৈলু পর্যাটন। ছঃখিত হঞাছি আমি দেহ প্রেমধন॥
এবোল শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তর। মোর এক বোল ভূমি
শুন শুক্লাম্বর॥ সেবনে কতেক আছে শৃগাল কুকুর। আমার
কি হৈল তাথে কহিল ঠাকুর॥ হৃদয়ে যাবং কৃষ্ণ উদয় না
করে। তাবং তীর্থের অনুগত নাহি তারে॥ কৃষ্ণপ্রেম বিনু
ধর্ম কেহ কিছু নহে। পঢ়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥
তথাহি॥

মীনঃ স্নানপরঃ ফণী প্রনভুঙ্ মেবোহপি পর্ণাশনঃ
শশন্ত্রাম্যতি চক্রিগোরপ বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মৃষিকোহপি গহনে সিংহং সদা বর্ত্ততএতেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং বিনা? ॥২৯॥
আরাধিতো যদি হরিন্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো বদি হরিন্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিন্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিন্তপসা ততঃ কিং।
ভবিহ্যদি হরিন্তপসা ততঃ কিং।

মংস্থা চিরদিন জলে থাকে স্কৃতরাং নিত্যপ্রায়ী, দর্প প্রন-ভক্ষক, মেয পত্র-ভক্ষক, কলুর বলদ নিতা ভ্রমণশীল, মংস্থা-গ্রহণার্থ বক সত্তই ধ্যান-মগ্ন (স্থান্থির), মৃষিক নিত্যই গর্ভস্থায়ী এবং দিংহ বনবাদী, ইহাদের ঐ সকল আচরণকে কি তপস্থা বলিতে হইবে ? অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে কিছুতেই ফললাভ হইতে পারেনা॥ ২৯॥

যিনি হরি-আরাধনা করিয়াছেন, তাহার তপস্থায় প্রয়োজন নাই, যিনি হরির আরাধনা করেন নাই, তাহার তপস্থায় প্রয়োজন নাই, যাহার কি অন্তর কি বাহু সর্ব্বতই হরি বর্তমান তাহার তপস্থায় প্রয়োজন নাই, যাহার অন্তর বাহু কোথাও হরি বর্তমান নহেন তাহারও তপস্থায় প্রয়োজন নাই॥৩০ কান্দে আরতি বাঢ়িল॥ অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে। করুণ অরুণ ভেল গৌর শরীরে। প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে আর্ত্তনাদে। শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-প্রসাদে॥ তৎকাল হইল প্রেম কম্প কলেবর। পুলকিত ভেল অঙ্গ নয়-নের জল ॥ হরিষে করয়ে গুণ নাম সঙ্কীর্ত্ন। দেখিয়া সকল লোক অতিহন্ট মন। পণ্ডিত শ্রীগদাধর সর্বাওণধাম। প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম॥ রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি। পরিতোষ বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি।। পাইবে তুল্ভ প্রেম রজনী-প্রভাতে। মনোর্থিসিদ্ধি হৈব বৈষ্ণ্ব-প্রসাদে। ইহা বলি অঙ্গমালা দিলা তার গলে। প্রভাতে আইণা সভে প্রভু দেখিবারে॥ সভারে কহিল প্রভুর রজনী-চরিত। কথা ছলে প্রেম লয় গদাধর পণ্ডিত॥ অতিহ্নফ্ট-মনে স্নান করি গঙ্গাজলে। প্রেমায় অবশ তকু টলমল করে॥ জগন্নাথ-দেবপূজা করিলা বিধান। পুনঃ পূজা করে নিজপ্রভু বিদ্যমান। স্থান্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন। দিব্যমালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন॥ এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা। শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা॥ চরণ নিকটে নিতি করয়ে শয়ন। নিরন্তর শ্রহ্মাভক্তি-পর তার মন॥ প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন। শুনি বিশ্বন্তর প্রভু আনন্দিত মন॥ তাহার অমৃত বাণী-সিঞ্চ্ত * অন্তর। নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর । নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া। শ্রীবাদের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া॥ গোরদেহে শ্রাম তকু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইলা তথন ॥ মধুমতি নরহরি হৈলা সেই

^{* &}quot;দিঞ্চিত" এই পদ ভুল, দিকত হওয়া উচিত।

কালে। দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥ রুন্দাবন প্রকাশ হইল সেই স্থানে। গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে। পূর্বের স্থা স্থীগণ যেরূপে আছিলা। রস-আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈল।। অধিষ্ঠাত্রী কামদেব শ্রীরঘুনন্দন। অপ্রা-কৃত মদন বলিয়া যে গণন॥ তারা দব পূর্ব্ব দেহ ধরি প্রভ্-কাছে। আবরণ ক্রমে তারা প্রভু বেঢ়ি নাচে॥ দেখি অন্য অবতার সঙ্গী দব কাঁদে। নবদ্বীপে অবতার হইল ব্রক্লটাদে॥ कर्ण (शीतलीला श्रमध्य कति मर्छ। कर्ण भागलीला ताथ। রাসরস রঙ্গে॥ চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগণ। হরি হরি জয় জয় বলে ঘনে ঘন॥ দিন অবদান সন্ধ্যা রম্য দিগন্তর। আচন্দিতে মেঘারম্ভ গগন-উপর॥ ঘন ঘন গরজে গম্ভীর মেঘ-নাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে ॥ বিল্ল উপসন্ন দেখি সভেই তুঃখিত। কেমনে ঘুচয়ে বিল্প চিন্তাপর চিত॥ মেঘ-গণ প্রেম-পর্সাদ নিতে আইলা। গৌরলীলা দেখি প্রেমে গর্জিতে লাগিলা॥ তবে মহাপ্রভু দে মন্দিরা করি করে। নামগুণ সংকীর্ত্তন করে উচ্চস্বরে । মেঘগণে কুতার্থ করিব ছেন মনে। উদ্ধিমুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে॥ দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণব সব বাঢ়ল উল্লাস॥ নিরমল ভেল শশী রঞ্জিত রজনী। অনুগত গান গায় যাচায় আপনি ॥ মেঘগণ নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে। নাচিয়া বলয়ে তারা ভক্ত পাছে পাছে। সেই প্রেম বিচার না করে গৌর-ছরি॥ মেঘ কি বলিব, দিল ত্রিজগৎ ভরি॥ আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ সনে। সভার আবেশে নাচে শচীর নন্দনে॥ প্রেমার আবেশে নাচে মহা নটরাজে। পদাস্কুজ মুখর মঞ্জীর

ঘন বাজে। প্রেমে সাধ্বীগণ জয় জয় দেই স্থাথ। আকা-শেতে দেবগণ দেখায়ে কোতুকে। প্রেমায়ে বিহ্বল দব নাচে ভক্তগণ। না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম। তাহার কারণে নাচে ঠাকুরের দনে। আমোদ করয়ে তারা প্রেম-মহাবনে। করুণা ছাইল প্রভুর এ ভূমি আকাশ। শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস।

শ্যামগড় রাগ॥

স্থের দিখর জনু, স্থানর দীঘল তনু, প্রেমভরে করে টল মল। পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক পা, রাঙা ছুটী আঁথি ছল ছল॥ আনন্দিত নদীয়া নগর। ভাল রঙ্গে নাচে শচীর কোঙর॥ ধ্রা ॥

শীনিবাস চারি ভাই, আনন্দে মঙ্গল গাই, হরিদাস হরি হরি বলে। কিশোরী কিশোর যেন, গৌরগুণ গর্জন, হুহুঙ্কার প্রেমার হিলোলে॥ মুরারি মুকুন্দ দত্ত, গুণ গায় অবিরত, উলসিত পুলকিত গায়। প্রেম মকরন্দ আশে, পদ-অরবিন্দ পাশে, যেন মত্ত ভ্রমর বেড়ায়॥ চৌদিকে জয় জয় বল, মাঝে নাচে হেমগৌর, আনন্দে বিভোর সর্ব্ব জনা। যে দিকে সে দিক্ চাহি, আনন্দিত সব ঠাঞি, দশ দিকে প্রেমের কাঁদনা॥ কহ কহ হুহেঁ মেলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, কেহ যশ গানে হয় ভাট। পড়িয়া চরণতলে, পণ্ডিত গোসাঞি বলে, পাশরিলা অপরূপ হাট। সোণার মুকুতা জন্ম, পুলকে গাঁথিল তন্ম, অনুরাগে অরুণবদন। রসের আবেশে হাসে, অলসল আবেশে, প্রকাশয়ে অন্তরের ধন॥ ক্ষণে অলোকিক বলে, যেন মদে মাতোয়ালে, ক্ষণে বলে মুঞি ভগবান্।

ক্ষণে পরণাম করে, ক্ষণে আশীর্কাদ বলে, ক্ষণে নিজজনে প্রেম দান ॥ প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু, যা নাহি দেখয়ে কভু, সপ্তদ্বীপে * লাগিল তরাস। কি নারী পুরুথ সব, দেখি গোর অনুভব, ভুলি গেল এ লোচনদাস॥

তরজা ছন্দ ধানশী রাগ॥

অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলি গো, তাহাতে গঢ়িল গোরা দেহা। জগৎ ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িছে গো. এক কৈল স্থধই স্থলেহা॥ অনুরাগের দধি, প্রেমার সাঁজনা দিয়া, কেবা পাতিয়াছে আঁথি ছুটী। তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথা গো, হাসিয়া বলয়ে গুটী গুটী । অগণ্ড পীযুদধারা, কে না আউটিল গো. সোণার বরণ হৈল চিনি। সে চিনি মাড়িয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো, ছেন বাসো গোরা-অঙ্গ খানি। বিজুরী বাঁটিয়া কেবা, গা খানি মাজিল গো, চাদ মাজিল মুখ খানি॥ লাবণ্য বাঁটিয়া কেবাঁ, চিত নির্মাণ কৈল, অপরূপ প্রেমার বলনি । সকল পূর্ণিমার চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে, কর পদ পদমের গন্ধে। কুড়িটা নথের ছটা. জগৎ আলা কৈল গো. আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥ এমন বিনোদিয়া গোরা, কোথাও দেখি যে নাই, অপরূপ প্রেমার বিনোদে। পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কাদিয়া আকুল গো, নারী **रिकार मन वास्ति ॥** मकल तरमत तरम, विलाम इन स्थानि, কে না গঢ়াইল রঙ্গ দিয়া। মদন বাঁটিয়া কেবা, বদন গঢ়িল গো, বিনি ভাবে মো মলু কাঁদিয়া।। ইন্দ্রের ধকুক আনি. গোরার কপালে গো. কে না দিল চন্দনের রেখা। কুরূপা

^{* &}quot;নবদীপে লাগিল তরাস" পাঠান্তর।

স্থরূপা যত, কুলের কামিনী গো, হুই হাত করি চাহে পাথা। রঙ্গের মন্দির খানি, নানা রত্ন দিয়া গো, গঢ়াইল বড় ছত্ন-রঙ্গে। লীলায় বিনোদখেলা, ভাবের আবেশে গো, মদন-বেদনা ভাবি কাঁদে।। না চাহে আঁথির কোণে, সদাই সভার মনে, দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়। আঁখির পিয়াদ দেখি, মুখের লালদা গো. অলদল জর জর গায়॥ কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধাওল ভরে, গুণ গায় অন্তর পাষ্ড। ধূলায়ে লোটাঞা কালে, কেহ স্থির নাহি বান্ধে, গোরাগুণ অমিয়া অথগু ॥ ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি, কেছ नारह यहे यहे हारम। इमीला कुरलत वर्छ, रम वरल मकल যাউ, গোরা-অঙ্গ-রূপের বাতাদে॥ নদীয়ানগর-বধু, হেরি গোরা-মুথবিধু, ঝর ঝর নয়নে সদাই। অমুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে, মন মাঝে সদাই জাগই॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে ভাবে রাত্রি দিবা, গোরাগুণে লাগি পেল यासा। অधिन-ভूবনপতি, धृनाप्त नुটাঞা কান্দে, महाहे সোঙরে রাধা রাধা।। লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেমে অভিলায কৈল, অনুরাগে রাঙ্গা ছুটী আঁখি। রাধার ধেয়ানে হিয়া, বাহির না হয় গো. ওই গোরা তকু তার সাথী ॥ দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেম অপরূপ, ত্রিজগৎ-নাথ নাধ হঞা। অকিঞ্ন জন দনে, কি জানি কি ধন মাথে, কিবা হুথে বলয়ে নাচিয়া॥ জয় রে জয় রে জয়, ছেন খেন রসা-नश, ভाঙ্গি विलायन शांताताय। निर्जीत जीवन পाইन *. পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল, আনন্দে লোচনদানে গায় ॥

^{*&}quot;অকে পথ ৰিচারিল" পাঠান্তর।

* বড়াড়ি রাগ, দিশা ॥

হরি রাম নারায়ণ শচীর ছুলাল গোরা॥ গ্রু॥

আর দিনে আর কথা কহি অদভুত। নিত্যই নূতন প্রকা-শয়ে শচীস্থত ॥ অতি অপরূপ কথা লোকে অবিদিত। অধম জনের মনে লাগয়ে প্রতীত। কেবল নিগৃঢ় প্রকাশয়ে ঠাকু-রাল। নিজ জনে কহে দেখ মিছা এ সংসার॥ ইহা বলি আন প্রদঙ্গে কহে আন। পাশরিল দ্ব লোক লয় হরিনাম। নিজ নাম দন্ধীর্ত্তনে মাতল অন্তর। ভূমিতে লুটায়া কান্দে প্রেমায়ে বিহ্বল॥ আচম্বিতে উঠি কহে দিয়া করতালি। নিজ জনে প্রকাশয়ে নিজ ঠাকুরালি॥ হের দেখ আত্রবীজ আরোপিল আমি। আমার অর্জিত তরু হইবে আপনি॥ তথনে কহয়ে সব জনে আচম্বিত। এক্ষণে রোপিল বীজ ভেল অঙ্কুরিত। দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মঞ্জরিত। হইল উত্তম শাখা তরু মুকুলিত॥ দেখ দেখ দব লোক অপরূপ আর। মুকুলিত হৈল হের তরুটি আমার॥ তথনি হইল ফল পাকিল স্বকালে। অঙ্গুলি দেখাঞা প্রভু দেখায় সভারে॥ পাড়িয়া আনিল ফল দেখে দব লোকে। নিবেদন করি দিল ঈশ্বরের মুখে। তিলেকে সকল সেই না দেখিয়ে কিছু। ফলমাত্র আছে গাছ মিছা হৈল পাছু॥ এছে মায়া দেখাইয়া কহে সর্বলোকে। ইহা জানি না মজিল এ সংসার শোকে॥ মোর মায়াবলে সৃষ্ট সকল সংসার। না বুঝি সকল লোক বলে আপনার॥ মোর মায়া দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে। সবে মাত্র আছে পথ মায়া জিনিবারে॥ কত কত দেহ

^{* &}quot;ভাটিয়ারী রাগ" পাঠান্তর।

ধর্ম কর্ম করে লোকে। সব কর্ম আরোপণ করে যবে মোকে॥ তবে দেহ সমর্পণ কৃষ্ণপদে হয়। কর্মাকর্ম শুভা-শুভ বন্ধ নাহি হয়॥ এ ভক্তি পরম তত্ত্ব সমর্পণ গণি। সম-পিতে কৃষ্ণে ভেদ না রহে আপনি॥ সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্যায়। সকল পুরাণে গীতা ভাগবতে গায়॥ নহে বা সকল সেই হয় অনর্থক। ঈশ্বরে অর্পিলে সব সংসার সার্থক॥ হেন অদভূত গোরাচাদের প্রকাশ। শুনি আন-লিত কহে এ লোচনদাস॥

ত্রী রাগ ॥

অকি আরে গৌরাঙ্গ জয় জয়॥ ধ্রু ॥

হেনই সময়ে বৈদ্য মুকুন্দ দেখিয়া। কহিলেন মহাপ্রস্থ মুচকি হাসিয়া॥ তুমি নাকি ব্রহ্ম বিদ্যমান ইহা শুনি। ভাল ত মুকুন্দদত্ত তোমারে বাখানি॥ ইহা বলি এই শ্লোক পড়িল ঠাকুর। শুনিতে সভার হিয়া করে তুর তুর॥

তথাহি কর্ণপূরকৃতচৈতত্যচরিতামৃত-

কাব্যধৃতং বচনং ৬। ৩৬॥

রমন্তে যোগিনোহনত্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসোঁ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ইতি ॥ ৩১ ॥
তবে পুন ভগবান্ সেই গৌরহরি। বৈদ্যেরে কহিল
কিছু অনুগ্রহ করি ॥ চতুভু জ-ভজন তুমি বড় করি মান।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তোমার অলপ গেয়ান॥ সকল সম্পদ্ চাহ
আপনার হিত। দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণে মজাইয়া চিত ॥ কৃষ্ণের

সত্যানন্দ ও চিদাত্ম-স্বরূপ পর্মাত্মায় যোগিগণ রমণ বা বিহার করেন, এই জন্মই "রাম" এই পদে পরমব্রদ্ধকে অভিহিত করিয়া থাকে॥ ৩১॥

প্রকাশ নারায়ণ শাস্ত্রে কহে। নারায়ণ হৈল কৃষ্ণ হেন বাক্য নহে। এছন করুণা-বাণী কহে বিশ্বস্তর। শুনিয়া দাদর বৈদ্য প্রণত কম্বর॥ স্বরনদী-জলে স্থান করি কর কাম। বৈষ্ণব-চরণ-ধূলি প্রদাদ প্রধান॥ তোর পাদপদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র। দাস্ত অভিষেক কর এই চাহি মাত্র। আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল মন্দ। নিরস্তর অস্তরে বাহিরে মদ-গন্ধ॥ নিজগুণে করুণা করয়ে প্রভু যবে। নিজ দাস্তে প্রদাদ করহ মোরে তবে॥ ভুমি দর্কেখরেশ্বর বিগ্রহ আনন্দ। সেই নন্দস্তত তুমি অবতার কন্দ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর সন্তোষে। পদ-অরবিন্দ তার মন্তকে পরশে॥ সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেল সজল লোচন। গদ গদ ভাষে বৈদ্য প্রেমার লক্ষণ । গদগদ স্বরে স্তব করিল বিস্তর । জয় মহা-মহেশ্বর কারণের পর ॥ তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বস্তর হরি। কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি ॥ শুন শুন অহে বৈদ্য আমার বচন। এই গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন॥ জিবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর॥ অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ। গুণ শঙ্কীর্ত্তন কর কুষ্ণে অনুরাগ॥ নটবর শেখর স্থন্দর শুাম-তমু। ইন্দ্রনীলমণি কান্তি করে বর বেণু॥ পীতাম্বরধর বন-মালা যার গলে। সে প্রভুকে নাহি ভজে গোপীগণ-মেলে॥ শুনিয়া মুরারি বৈদ্য প্রভু-আজ্ঞাবাণী। কাতর হইয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী ॥ প্রভুর চরণে কৈল বিনয় বিস্তর। লজ্ফিবারে নারি প্রভূ সংসার হস্তর॥ ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত। জিনিতে না পারে মায়া কেবল ছুরস্ত॥ প্রম-

প্রবল মায়া কে জিনিতে পারে। তোমার প্রদাদ বিনা শুন বিশ্বন্তরে। আমি মহাধম কিবা শক্তি আমার। সংসার জিনিতে পদ ভজিব তোমার॥ তুঃখিত হঞাছি প্রভু দয়া কর মোরে। করুণাবিগ্রহ প্রভু ভঙ্গ মো ভোমারে॥ এতকাল আছিল গুপত প্রেমধন। প্রকট করিলে প্রভু করুণা কারণ। তোর পদ-অরবিন্দ-মকরন্দ প্রেম। পিবউ আমার মন মধুকর যেন॥ এই বর দেহ মোরে করুণা-সাগর। ঘুণা না করিবে মোরে মো অতি পামর। ঐছন কাতরবাণী শুনিয়া ঠাকুর। কঁরুণা বাঢ়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর। হাসিয়া কহিল প্রভু শুনহ মুরারি। অভীফদিদ্ধি হুইবে ভোঁহারি॥ তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর। অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত হুচতুর॥ কৃষ-সেবা করে নিতি লঞা ভক্তগণ। মর্ববভাবে ভজে বিশ্ব-স্তবের চরণ। কৃষ্ণনাম গুণ সঙ্গীর্ত্তন করে নিতি। অমুজ রিামের সঙ্গে বড়ই পিরিতি॥ জ্যেষ্ঠসেবা-পরায়ণ শ্রীরাম-পণ্ডিত। হুই ভাই মিলি গায় হরিগুণ গীত॥ শ্রীনিবাদ-ঞীরাম প্রভুর প্রিয় তুই জন। তার ঘরে ক্রীড়া করে আনন্দিত মন ।। তার ঘরে নাচে প্রভু তা সভার সনে। কপিল ঠাকুর যেন বেঢ়ি ঋষিগণে॥ হেন মতে আনন্দ-কৌতুকে দিন যায়। শত শত শিষ্যগণে আপনে পঢ়ায়॥ শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা করে অনুমান। তাহাতে আছিল এক বড় অগেয়ান। "জ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেহ মায়া এক।" অবোধ ব্রাহ্মণপুত্র ইহা কহিলেক॥ শুনিয়া ঠাকুর হুই কর দিল কাণে। তখনি চলিলা প্রভু স্থর-নদী স্নানে॥ স-বসনে শিষ্যবর্গ সনে গঙ্গাস্নান। সপুলক ঘন ঘন লয় হরিনাম। পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষগু চরিত্র। ছুর্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র। ইহা বলি ঘন ঘন লয় হরি-নাম। কহয়ে লোচন গোরা সর্বিগুণধাম।

ভাটিয়ারি রাগ॥

আর অপরপ কথা কহিব এখন। সাবধানে শুন সভে ছাড়ি আন মন। গোরাগুণ কহিতে পুলক বান্ধে গায়। অথও পীযুষধারা গুণের প্রভায়। জ্রীনিবাদ আদি করি শিষ্যবৰ্গ সঙ্গ। অহৈত-আঁচাৰ্য্য দেখিবারে ভৈল রঙ্গ॥ কেছ গীত গায় কেছ লয় হরিনাম। হরিবোল হরিবোল নাহিক উপমা।। আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগণ গায়। আপনা নাজানে তারা প্রেম-পরভায়॥ আপাদ মস্তক পুলক রাঙ্গা ছটি আঁথি। টলমল করে তন্তু গোরামুখ দেখি। মালদাট মারে ভক্ত হুহুঙ্কার নাদে। ধুলায়ে লুটায়ে সব পারিষদ কান্দে॥ এইমতে আনন্দে চলিয়া যায় পথে। অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি দেখিবার চিতে॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি দেখিলা ত গিয়া। দণ্ডপরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥ সম্ভ্রমে আচার্য্যগোসাঞি পড়িলা চরণে। বিস্তর বিনয় করে কাতর বচনে।। আমা হেন কোটি অদৈতের শিরোমণি। প্রণতি করিয়া বলে লোটাঞা ধরণী ॥ অন্যে অন্যে দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে। দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে॥ আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজ কথা। মনোহর পাপহর প্রেমভক্তি দাতা॥ সাক্ষাতে আচার্য্য গোসাঞি বলিলা বচন। পাষ্ডিরে গালি দিতে রাঙা ছ লোচন ॥ পাষণ্ডী বলয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই। সে চক্ষে দেখুক মোর চৈত্ত গোসাঞি ॥ এ বোল ভূনিয়া প্রভুর ক্ষুরিত অধর। কহিতে লাগিলা মেঘগম্ভীর উত্তর॥ ভক্তি নাহি কলিযুগে আছে আর কি। ভক্তিমাত্র আছে তেঞি সংসারেতে জি॥ কলিযুগে ভক্তি নাহি যে বলে বচন। নিরর্থক জন্ম তার শুন সর্বজন॥ ক্লিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরসন্ন মায়া। কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া॥ হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস। কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস॥ সম্মুথে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণমহোৎসবে বাধা দিবেক এখন॥ এ মহাপাষণ্ড এই অতি ছুরাচার। বিদ্যা-অভিমানে করে মহা-অহঙ্কার॥ তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে। এথা না আসিবে ওই ছুফ্ট ছুরাচারে॥ না আইলঃব্রাহ্মণ সেই মায়াবিমোহিত। জ্রীড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিতচিত ॥ । শ্রীনিবাস-ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া। গদাধর-কর ধরি বাম কর দিয়া॥ নরহরি-অঙ্গে প্রভু এীঅঙ্গ হেলিয়া। এরঘুনন্দন স্থথে কান্দয়ে হেরিয়া। এরামপণ্ডিত-অঙ্গে দিয়া পাদামুজ। ক্রীড়া করে গোরাচাঁদ আচার্য্য-সম্মুখ ॥ চোদিকে বৈষ্ণব করে গুণ সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যেতে নাচেন প্রভু শচীর নন্দন। যেন রাসমহোৎসবে বেঢ়ি গোপীগণ।। কীর্ত্তনের মাঝে এই মত স্থশোভন॥ এই মনে কথোক্ষণে নৃত্য-অবসানে। হরষিত অদ্বৈত-আচার্য্য দীতা সনে॥ তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল। স্থগন্ধি চন্দন মালা অঙ্গেতে লেপিল। অদ্বৈত-আচার্য্য ধন্য আপনা মানিল। আমারে প্রভুর দয়া এবে দে জানিল। অবৈতের গণ কান্দে চরণে পড়িয়া। বিশ্বস্তর কোলে করে সভারে তুলিয়া॥ নিজ নাম গুণে প্রকৃ নাচিয়া গাইয়া। ঘরেরে আইলা প্রভূ নিজজন লক্ষা॥ হেন মতে দিনে দিনে বাঢ়ে পরকাশ। শুনিয়া দানন্দ-হিয়া এ লোচনদাস॥

বড়াড়ি রাগ ম

নিছনি লইয়া মরি গোরার বালাই লঞা। বিলায়ন প্রেমধন জগৎ ভরিয়া॥ ধ্রু॥

তবে দেই মহাপ্রভু বৃদি নিজম্বরে। অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা কহয়ে উত্তরে। একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী স্প্রতিরপ স্থিতি। আপনে দে এক আত্মা রূপে আছে ক্ষিতি। ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করি মৃষ্টি। দেখায়ে সভারে এই মত মোর স্ষ্টি॥ পুনঃ কহে তত্ত্ব সত্তামাত্র স্বরূপিণঃ। ভাবের আবেশ তাতে শুন সর্বজন॥ তথাপি মজ্রপে সেই করিয়ে যতন। এক জ্ঞান বিনে মুক্তি নহে একারণ।। বিষম সংসারবন্ধ জিনিতে লা পারে। মুক্তবন্ধ হয় যবে এক জ্ঞান করে॥ মুক্ত বিকু কুষ্ণজ্ঞান নাহি হয় কন্ধু। এতেক বলিয়ে শুন জ্ঞানগম প্রভু॥ হের দেখ মোর করে এ পাঁচ অঙ্গুলি। মধুতে মিশ্রিত এক মুণাকর চারি। তুর্গন্ধি লাগিয়া ভক্ত না চাহে নয়নে। একাঙ্গুলি মধু জিহ্বা লিহুয়ে যতনে॥ এক অব্যয় মেই ভগবান মাত্র। ইহা বলি মুক্ত হইবার নাহি পাত্র॥ এই মনে জ্ঞানযোগ কছে নানাবিধি। ক্ষণেকে রহিলা নি-, শবদে গুণনিধি। দয়া করি পুন কহে সর্বতত্ত্বপার। এীকৃষ্ণ 🍼 ভকতি বিনে কিছু নাহি আর॥ জ্ঞানগন্য কৃষ্ণ ইহা় বুঝাইল ্বিভারে। কৃষ্ণ-পাদাসুজপ্রেম ভক্তি সর্কাসারে।। এই জ্ঞান

हुर्हेटल रुग्न क्टब्थ पृष्पि । पृति पृष् । रहेटल रुग्न जिल् चर्ट-তুকী । কৃষ্ণপাদামূজ ধ্যান করিল তখন। হরিহরি বলি পাদাস্থজ সঙরণ । রাধা-সঙ্গে চিদানন্দ শ্যামল ত্রিভঙ্গী। মদন-মোহন নটবর বহুরঙ্গী॥ রুন্দাবন-মাঝে নব রতনমন্দিরে। বল্লবস্থন্দরী দব বেঢ়ি মনোহরে॥ কোকিল ময়ুর দারী শুক অলিকুলে। প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানা ফুলে॥ চিন্তামণি ভূমি কল্পতরুগণ যত। কামধেনুগণ যে স্থরভিগণযুভ॥ যমুনা-বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা। সে রস্পাবণ্য দেখি লক্ষ্মী মনলোভা॥ উঠিল প্রেমের ধারা বহে ছুনয়ানে। পুলকিত কলেবর অরুণ বয়ানে॥ ক্ষণে হাদে ক্ষণে ুঁকান্দে ক্ষণে নাচে গায়। কহিল সভারে প্রভুগদাদ ভাষায়॥ ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগণ। নিজগুণে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন ॥ ইহা বলি কৃষ্ণ হঞা নিজ ভক্ত সনে। নাচায় সভারে প্রভু নাচয়ে আপনে॥ এই মনে স্থাথ নিবসয়ে নবদ্বাপে। নিজ ভক্তগণ মেলি গঙ্গার সমীপে। অদৈত আচার্য্য গোদাঞি তার পর দিনে। নবদ্বীপে আইলা বিশ্বস্তর-দরশনে ॥ গিয়াছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস-ঘরে। আগ-মন চাহি আচার্য্য স্থান পূজা করে। জ্রীনিবাদ-ঘরে প্রভু আনন্দিত মন। দণ্ডাতো পুষ্প দিয়া কহিল বচন। গদা-পূজা কৈল চুষ্টগণ নাশিবারে। আমার ভকত-হিংদা যেই যেই করে॥ ইহাতে শাসিব আমি সেই সেই জন। সভা বিদ্যমানে প্রভু কহিল বচন। মোর ভক্তদ্বেষী এক আছে ছুফ জন। কুষ্ঠব্যাধি হৈবে তার অনেক জনম। পৈশাচ নরকে বাস করাইব আমি। বিড্ভুক্ শূকর সেই <mark>হইবে</mark>

আপনি। তাহার শিষ্যের আমি করাইব দণ্ড। আমার গদায় সব নাশিব পাষও॥ বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন। হেখাই আমারে সেই হৈল মহাবন 🛭 ব্যাত্রসদৃশ কেহ, কেহ বা পাষাণ। রক্ষের সমান কেহ তৃণের সমান। পশুর দৃদ্র করি গণি কোন জন। এতেক বলিয়ে মোরে এই মহাবন॥ অহৈত-আচাৰ্য্য এথা আইলা হেন শুনি। এথা না আইলা তথা যাইব আপনি॥ হেনই সময়ে আচাৰ্য্য আইলা আচ-ষিত। প্রভুর সম্মৃথে আুসি হৈলা উপনীত॥ পাদাস্ক-সন্নিকটে উপায়ন দিয়া। দশু পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া। তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন। এথা আগ-মন মোর তোমার কারণ॥ মোর পাদপদ্ম নিজ মস্তকে ধরিয়া। তুলসী-মঞ্জরী দিয়া পূজিলে কান্দিয়া॥ ভাগবত-চিত্ত তুমি হুস্কারে আনিলা। তোমার পিরিতি লাগি মোরে সবে পাইলা । ইহা বলি মহাপ্রভু খট্টায় বসিলা॥ नाष्ट्र विनया चांघार्यास चाळा मिला ॥ তবে সেই चरिषठ-আচার্য্য দিজবর। দশ অবতার গীতে নাচিলা বিস্তর॥ শ্রীবাস পণ্ডিত **আ**দি যত ভক্তগণ। আনন্দে বিভোর করে গুণ-সকীর্ত্তন । তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। হুট হইয়া বৈল তারে প্রসম বয়ান ॥ এত বড় বালক সবে প্রেম মাগে মোরে। দিব প্রেমভক্তি দান কহিল তোমারে॥ এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হইলা আচার্য্য। অস্তরে জানিলা মোর সিদ্ধ হ'ইল কার্য্য॥ আচার্য্য কহয়ে প্রস্থ শুনহ ৰচন। এই সব জান তোর পদপরায়ণ॥ ভকত বংসল প্রভু করুণাসাগর। প্রেমধন দিয়া নিজভক্ত রক্ষা কর।।

তবে সেই সব জন প্রভু কাছে গিয়া। বসিলা আসন করি ঠাকুর বেঢ়িয়া॥ সচন্দ্রিকা রজনী শোভিত দিগন্তর। দেখিয়া আচার্য্য পুনঃ কহিল উত্তর । কমলাক্ষ ভূমি মোর পরম ভকত। তোমার লাগিয়া আইলু হৈনু বেকত॥ মোর গুণ-নৃত্যগীতে হও তুমি হুখী। সবজন ভক্তিপর হউ ইহা দেখি॥ এ বোল শুনিয়া সেই শ্রীবাদপণ্ডিত। কহয়ে ঠাকুর আগে পরসন্ধ-চিত॥ এক নিবেদন করি শুন মোর বোল। কহিতে ভরাঙ পুন চিত্ত উতরোল॥ এক সন্দেহ পুছে হৃদয়ের কার্যা। তোমার কি ভক্ত এই স্বদ্বৈত-আচার্য্য ? ॥ ইহা শুনি ক্রোধমুখ গোর ভগবান্। র্ভং-সিতে লাগিলা ক্রোধে অরুণ বয়ান।। উদ্ধব অরুর মোর প্রিয় ছুই জন॥ আচার্য্য বাসছ তুমি তা সভাকে ন্যুন॥ ভারত-বরষে নাহি আচার্য্য সমান। আমার ভকত আছে হেন কোন জন॥ এতেক বলি যে তুমি অজ্ঞান ত্রাহ্মণ। আচার্য্যদমান মোর ভক্ত নাহি আন॥ বৈফ্টবের রাজা সেই মোর আত্মা বলি। জগতের কর্তা, তারিবারে আইলা কলি॥ শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপণ॥ সে জন অদৈত ভক্ত অবতার জান॥ এতেকে কহিয়ে আমি হুদৃঢ় বচন। আচার্য্যের স্তুতি ভক্তি কর সর্ববিক্ষণ॥ এ বোল শুনিয়া বিপ্র অন্তরে তরাস। নিঃশব্দ হইয়া রহে মুখে নাহি ভাষ॥ তবে সেই গৌরহরি বলে পুনর্কার। অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবে আর॥ যদি বা অধ্যাত্মবাদী দেখি শুনি তোমা। তবে পুন তো সভারে নাহি দিব প্রেমা॥ জ্ঞান কর্ম উপেক্ষিলে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। ইহা জানি জ্ঞান কর্মানা কর আশ্রয়॥

এ বাল শুনিয়া কহে প্রীবাদপণ্ডিত। এই বর দেহ তাহা
পাশরে উচিত॥ মুরারি কহিল আমি অধ্যাত্ম না জানি।
প্রভু কহে কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি॥ শুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণচল্রে
কর দৃঢ়ভক্তি। ভক্তিরস-নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি॥ এ বোল
শুনিয়া দবে আনন্দিত মন। অন্তরে কহিল আজ্ঞা করিব
পালন॥ হরিহর-পাদাস্ক্র-মধ্মত্ত তারা। আনন্দে নাচয়ে
তারা দেবতার পারা॥ হেন অপরূপ কথা নদীয়া-বিহার।
কহিল লোচন গোরা-প্রেমের আচার॥

সিষ্কুরাগ।

অরুণ-কমল আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী, ভুরু ভুরু করুণা
মকরন্দ। বদন পূর্ণিমার চাঁদে, ছটায়ে পরাণ কান্ধে, তাহে
কত প্রেমার আরম্ভ। আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমভরে, শচীর ছলাল চাঁদ নাচে। জয় জয় মঙ্গল পঢ়ে,
দেখিয়া চমক লাগে, মদনমোহন নটরাজে। গ্রুণ।

পুলক ভরিল গায়, ঘর্ম বিন্দু বিন্দু তায়, লোমচজে সোনার কদম। প্রেমার আরম্ভে তমু, যেন প্রাতঃকালে ভামু, আধবাণী রাখি কমুকণ্ঠ॥ শ্রীপাদপদম গদ্ধে, বেঢ়ি দশ নখচান্দে, উপরে কনক বঙ্করাজ। যথন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে, চমকিত অমর-সমাজ॥ সপ্তম্বীপ মহীমাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ। তাহে নব গোরহরি, হরি-সঙ্কীর্ত্তন করি, আনন্দিত এ মহী আকাশ॥ সিংহের শাবক যেন, গম্ভীর গর্জ্জন ঘন, হুস্কার হিল্লোল প্রেম-সিন্ধু। হরিবোল হরিবোলে, জগত্ পড়িল ভোলে, ছুকুল খাইল ক্লবধু॥ অস্কের ছটায় যেন, দিনকর

দীপ হেন, তাহা লীলা বেশের বিলাদ। কোটি কুন্থম ধন্ম, জিনিয়া বিনোদ তন্ম, তাহে করে প্রেমার প্রকাশ। লাখ লাখ পূর্ণ চান্দে, জিনিয়া বদন ছান্দে, তাহে চারু চন্দন চন্দ্রমা। নয়ন চঞ্চল চলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে, জনমম্বাধে পায় প্রেমা। মাতিল কুঞ্জর গতি, ভাবে গর গর অতি, ক্ষণে সেই চমকিয়া চায়। কামিনীমোহন বেশ, হেরিয়া ভূলিল দেশ, মদন বেদনা হেরি পায়। কি দিব উপমা তার, করুণাবিগ্রহ সার, হেন রূপে মোর গোরারা। প্রেমায় নদীয়া লোকে, নাহি নিশি দিশি তাকে, আনন্দে লোচনদানে গায়॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাঁদ নারে হয়॥

তবে নিজ ঘরে প্রভু বিদ দিব্যাসনে। চৌদিকে বেঢ়িয়া আছে নিজ ভক্ত জনে। শ্রীবাস দেথিয়া প্রভু করিল যে উক্তি। তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি। শ্রীল ভকতির তুমি কেবল আবাস। এতেকে বলিয়ে তোর নাম শ্রীনিবাস। তবে ত কহিলা প্রভু দেখি গোপীনাথ। আমার ভকত তুমি বোল মোর সাত॥ মুরারি দেখিয়া প্রভু বলে পুনর্বার। পঢ়হ আপন শ্লোক শুনিয়ে তোমার। এ বোল শ্রীরা দেই মুরারি চতুর। পঢ়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর॥

তথাহি মুরারিগুপ্তরুতশ্রীচৈতক্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে॥
ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং তং পঠ স্বয়ং।

তাহার পর ঐতিচতভাদেব দয়ার্দ্রচিত্তে সেই মুরারিকে বলিলেন, "তুমি নিজে তোমার কবিতা পাঠকর" মুরারি তাহা শুনিয়া স্থললিতপদাবলি-সমবিত

কবিস্থং তব, তচ্ছুত্বা দ পপাঠ শুভাক্ষরং॥ ৩২॥ ভাষাইকং॥

- রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ
 য়্দ্যদ্হস্পতিকবিপ্রতিমে বহস্তং।

 বে কৃণ্ডলেহস্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং

 রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ৩০॥
- ২। উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাজনেত্রং স্থবিশ্বদশন্চ্ছদচারুনাসং।
 ভত্তাংশুরশ্মিপরিনির্জিতচারুহাসং
 রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ৩৪॥
- । তং কম্বকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং
 মুক্তাবলীকনকহারপ্বতং বিভাস্তং ।

শীর কবিতা (রামার্টক) পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥
সেই রামান্টকের বঙ্গীরার্থ এই :—

- ১। "বাহার দীপ্রিশীল কিরীটস্থিত মণির কিরণে দিক্সকল আলোকিত এবং বাহার ছই কর্ণে ছইটা উজ্জ্বল স্বর্ণ কুগুল লোহল্যমান এজন্ত বোধ হই-তেছে যেন, ঐ কুগুল ছইটা উদরশীল বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ। সেই কুগুলধারী নিজ্পক্তক্রবদন ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরাসচক্রকে আমি নিয়ত জ্জনা করি॥ ৩৩॥
- ২। বাঁহার লোচনযুগল উদীয়মান মরীচিমালীর মরীচিমালায় স্থলর প্রক্তৃ টিত কমলের স্থায়, ওঠদেশ স্থপক বিষ (তেলাকুঁচো) ফলের মত, নাসিকা মনোহর, এবং হাস্ত ও যেন চন্দ্রকিরণের বিজেতা, সেই ত্রিজগদ্শুরু প্রীরাম-চন্দ্রকে আমি-সভত ভজনা করি॥ ৩৪॥
- ৩। বাঁহার কণ্ঠ শত্মাধ্যের ভার আবর্ত্ত (ঘূর্না) যুক্ত, লাবণ্য পল্মসদৃশ,
 এবং মুক্তাবলীসমন্তি কনকহার ধারণ করাতে বোধ হইতেছে, যেন ইহ।

বিহ্যদ্বলাকগণসংযুতমন্থুদং বা রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩৫ ॥

- ৪। উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
 পঞ্চছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ।
 কুর্ব্বত্যশীতকনকছ্যতি যস্থ দীতা
 পার্শ্বে স্থিতা, রঘুবরং সততং ভজামি॥ ৩৬॥
- ৫। অত্যে ধকুদ্ধরবরং কনকোজ্জ্জ্লাঙ্গো জ্যেষ্ঠাকুসেবনরতো রতভূষণাভাঃ। শেষাখ্যধাম বরলক্ষার্ণনাম যস্ত রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ৩৭॥

বিহাৎ ও বলাকা (কাঁক্চিল) নামক পক্ষিযুক্ত নবজলধর শোভা পাইতেছে, এমন সেই (সৌন্দর্ব্যেকনিধি) ত্রিজগদ্গুক্ত শ্রীরামচন্ত্রকে আমি সভত ভজনা করি॥ ৩৫॥

- ৪। বাহার বামপার্থে সীতাদেবী অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার উত্তোলিত করকমলে একটা সহস্রপত্র অর্থাৎ কমল বর্ত্তমান আছে, সীতা-দেবীর হস্তস্থিত অঙ্গুলী বদিও পাঁচটী, তাহা হইলেও ঐ (দীপ্তিশীল) উৎকৃষ্ট অঙ্গুলীসমূহের ছটার যেন প্রাটী পঞ্চাধিকশত পত্র হইরাছে। (নামতঃ ও স্থলবিশেষে অর্থতঃ, সহস্রদল এবং শতদল হইলেও সীতাহন্তের পন্মদলভূল্য পঞ্চাঙ্গুলিষারা ও কান্তিমালার শতদলও উত্তপ্ত-কনককান্তি এবং পঞ্চাধিকশতদল হইরাছে)। সেই সীতানারী-প্রেরসীসম্বিত রঘ্বর জীরামচন্ত্রকে আমি সতত ভজনা করি॥ ৩৬॥
- ৫। যিনি ধন্থধিরিগণের অগ্রণী ও কনকভ্ষণে উজ্জান, বাঁহার নাম "লক্ষণ" সেই শেষাথ্য অনস্তদেব বে জ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের অনুভশ্রষার নির্ভ হইরা অগ্রে (ভৃত্যের স্থায়) বর্ত্তমান রহিরাছেন, সেই ত্রিজগন্তক শ্রীরাম্ব চক্রকে আমি সৃত্ত ভজ্জনা করি॥ ৩৭॥

৬। যো রাঘবেন্দুক্লিসিমুস্থধাংশুরূপো

মারীচরাক্ষ্মস্থাহুম্থান্নিহত্য।

যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকাম্বয়পুণ রাশিং
রামং জগজ্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ৩৮॥

৭। হত্বা ধরত্রিশিরসো সগণো কবন্ধং
শ্রীবিমত্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রং
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি॥ ৩৯॥
৮। ভঙ্জ্বা পিনাক্মকরোজ্জনকাত্মজায়াবৈবাহিকোংস্ববিধিং, পথি ভার্গবেন্দ্রং।
জিত্বা পিতুমুদ্মুবাহ, কর্ৎস্থ্বর্যাং
রামং জগজ্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ৪০॥
ইত্থং নিশ্ম্য রঘুনন্দনরাজিশিংহ-

শেই ভগবান্ এটিচতক্তদেব মুরারিটবদ্যক্ত "রাজ্প্রেষ্ঠ রযুনন্দন এরাম-

৬। যিনি রঘুবংশরপ-সমুদ্রের চক্তত্বা, এবং মারীচ ও স্থবাহ প্রভৃতি রাক্ষসকুল সংহার করিয়া কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের পুণ্যরাশিসদৃশ যজ্ঞকে বক্ষা করিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচক্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি॥ ৩৮॥

৭। যিনি ধরদ্যণ এবং ত্রিশিরাঃ প্রভৃতি রাক্ষনগণকে নগণে বিনাশ করিয়া এবং শোভমান দণ্ডকারণ্যকে অদ্যণ (দ্বণ-রাক্ষনশৃত্য বা নিক্টক)ও শক্রকুল বধ করত স্থানিবের সহিত সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই ত্রিজ্ঞাদ্ভাক্ষ রাবণহন্তা গ্রীরামচক্রকে আমি নিয়ত ভজনা করি॥৩৯॥

৮। যিনি জনকরাজ নিমিমহাশয়ের সভায় হরধমূর্ভক্স করিয়া জনকাত্মজা শ্রীসীতাদেবীর বিবাহেংশববিধি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে ভার্গব-রাজকে জন্ন করিয়া পিতৃদেব দশরথের আনন্দ সম্বর্জন করিয়াছেন, সেই ক্কুংস্কুল্শ্রেষ্ঠ ত্রিজগদ্ভক শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি॥ ৪০॥

শ্লোকাউকং স ভগবার্ন চরণং মুরারে:—। বৈদ্যস্থ মূর্দ্ধি, বিনিধায় লিলেখ ভালে

ত্বং "রামদাস" ইতি ভো ভব মৎ প্রসাদাৎ ॥ ৪১॥ এই মতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি। মুরারি-মন্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥ "রামদাস" বলি নাম লিখিলা কুপালে। মোর পরসাদে তুমি "রামদাস" হৈলা ॥ রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়। মুঞি তোর রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয়॥ ইহা বলি রামরূপ দেখাইল তারে। জানকী সহিত সব সাঙ্গোপাঙ্গ মেলে॥ স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে। জয় জয় মুরারিমাথ শচীর কোঙরে॥ রার বার উঠে পড়ে লোটায় ধরণী। বহুবিধ স্তব করে অমুনয় বাণী॥ মুরারিকে রূপা করি বলিলা বচন। আমার ভক্তি বিন্তু না জানিহ আন॥ যদি তোর ইফ্ট আমি হই রঘুনাথ। তথাপি হ রস্ আমাদিহ রাধানাথ *॥ সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম রাধাকৃষ্ণ গাওয়াইয়া। করিবে আমার ভক্তি শুন মন দিয়া॥ ইহা বলি শ্লোক এক কহিলেন নিজ। মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাদ দ্বিজ॥

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ১১। ১৪। ১৯॥ ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাম্ব্যং ধর্ম উদ্ধব!।

শ্রীমন্তাগবতের ১১শ ক্বন্ধে শ্রীক্লক্ষ্ণ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন যে,— হে উদ্ধব!• আমার প্রতি বর্দ্ধিত ভক্তিযোগ যেমন আমাকে সাধন করিতে

চন্দ্রের শ্লোকাষ্ট্রক" এইরূপে শ্রবণ করত মুরারির মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করি-লেন এবং উাহার কপালে "রামদাস" এই নাম লিথিয়া ধলিলেন যে "তুমি 'আমার অন্নগ্রহে "রামদাস হও"॥ ৪১॥

 ^{* &}quot;রাধানাথ" স্থলে "রঘুনাথ" পাঠান্তর।

়ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যঁথা ভক্তিৰ্মমোর্জিতা ॥ ৪২॥ পঢ়িয়া কহিল শুন সব নিজ জন। তোমরা করিহ এই মত আচরণ॥ "শ্রীনিবাসপণ্ডিতের কথা অনুসরি। করিহ আমাতে ভক্তি স্থ পাবে বড়ি॥ শ্রীরামপণ্ডিত শুন আমার বচন। তোমার জ্যেষ্ঠের ুসেবা আমার অর্চন॥ এতেক জানিয়া কর শ্রীবাদের দেবা। ইহা হইতে পাবে তুমি মোর পদপ্রভা ॥ এতেক কহিল প্রভু ভকতবৎসল। করুণ অরুণ আঁথি করে ছল ছল। তবে সেই এীনিবাস পণ্ডিত চতুর। নিবেদন কৈল হ্রশ্ব ভুঞ্জয়ে ঠাকুর॥ গৃন্ধ চন্দন মালা হ্রথা-সিত ধূপ। নিবেদন করি দিল নৈবেদ্য সম্মুখ। এহণ করিল প্রভু আন**ন্দিত মনে। অবশেষ দিল** প্রভু যত ভক্ত-এই মত কৌতুকে সকল নিশা গেল। প্রভাতে উঠিয়া প্রভূ ঘরেরে চলিল। স্নান দেবার্চ্চন সভে কৈল নিজঘরে। পুনরপি গেলা পাদাসুজ দেখিবারে॥ হাসিয়া কহিল প্রভু শুন অদ**ভুত। আহিলা শ্রীপাদ** নিত্যানন্দ অব-ধৃত *।। তাহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে জানে। বড় পুণ্য

পারে, কি যোগ কি সাঙ্খা-প্রতিপাদিত ধর্ম, কি স্বাধ্যার (বেদাধ্যয়ন[®]), কি তপস্থা এবং কি দান, এই সকলের মধ্যে একটীও স্বামাকে তেমন রূপে সাধন করিতে পারেনা ॥ ৪২ ॥

^{*} এই মধাথণ্ডের প্রথম হইতে যে বিষয় বর্ণিত হইতেছে এবং এস্থলে শুক্লাম্বর, মুকল, মুরারি প্রভৃতির সহিত মিলন অধ্যাত্মতম্ব হইতে ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠতা, মুরারির "রামদাস" সংজ্ঞা, রামাষ্টক শ্রবণ, নিত্যানলমিলন ইত্যাদি বিষয় এবং গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়ই লোচনদাস কর্তৃক কর্ণপুরক্ত সংস্কৃত মহাকাব্য "চৈতভাচরিতাম্ত" গ্রন্থের মূলীভূত মুরারিগুপ্তকৃত চৈতভা-

ভাগ্যে আজি দেখিব নয়ানে॥ হের রামনারায়ণ মুরারি : মুকুন্দ। সন্তরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ॥ হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। সত্তরে চলিয়া গ্রাম-দক্ষিণ চাহিল ॥ বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার। পাদাসুজ-সন্নিকটে আইলা আর বার॥ কর যোড় করি ক**হে**ূুঠাকুরের আগে। বিচার করিয়া প্রভুনা পাইল লাগে। পুনরপি কহে প্রভু শুন সর্বজন। বিচার করহ সতে আপন আশ্রম॥ প্রভুর আজ্ঞায় সভে চলিলা সম্বর। একে একে সভে গেলা আপনার ঘর॥ ৃসন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাঁ করি একত্ত ইইয়া। প্রভু-বিদ্যমানে সবে মিলিলা আ্সিয়া॥ পথে যাইতে মুরারির নিয়ড়কে পহু। না দেখিলে অব্ধৃত বলি হাতে লহু ॥ নন্দন-আচার্য্য মূরে আছে মহাশয়। আমিছ বাইব তথা কহিল নিশ্চয়॥ এ বোল শুদিয়া সভে হরষিত হঞা। চলিলা ঠাকুর-সঙ্গে জয় জিয় দিয়া। পথে যাইতে ঘন ঘন হরি হরি বোল। গণ্ড পুলকিত অঙ্গ গদগদ স্বর ॥ নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা। চলিতে না পারে তবে সোণার কিশোরা॥ ক্ষণে সিংহপরাক্রম পদ চারি যায়। মত্ত করিবর যেন উলটি না চায়॥ নব-জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ। ঘন ঘন ত্ত্স্কার আনন্দ উন্মাদ।। এই মনে আনন্দে দানন্দে চলি যায়।

চরিতের তৃতীয়প্রক্রমাদি ইইতৈ সংগৃহীত। বিশেষতঃ ঐ গুলি উক্ত কাব্যের
ষষ্ঠ সর্গ হইতেই উদ্ধৃত। পাঠকের ইচ্ছা ইইলে দেখিতে পারেন। আদর্শ
পুত্তকে অপ্তকের আভাস ও প্রথম শ্লোকটী ছিল, আমিও ভক্তিরত্নাকর ধৃত
মুরারিক্বত চৈতগুচরিতোক্ত সম্পূর্ণ অপ্তক ও তাহার শেষ শ্লোকটী নিবেশিত
করিলাম।

করে হৃষ্ণার গর্জন। প্রেম-পরিপূর্ণ দেখে অনন্ত ভুবন॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উল্লাদে। গৌরচক্র মুখ হেরি **অট্ট অট্ট হাদে।। পদতালে ধরণী যে স্থির নাহি হয়।** ভূমিকম্প হেন সভে মানিল রিশ্চয়। নাচে গোরচক্র প্রভু সভার ঠাকুর। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে প্রেম হিল্লোল প্রচুর॥ দেখিয়া ত শচীদেবী আনন্দিত চিত। নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ দেখি পরতীত॥ বধ্রুঞ্চে গৃছে করে পরম মঙ্গল। হুলা-হুলি জয়ধ্বনি করে হুমঙ্গল। আই নিত্যানন্দ দেখি বিশ্ব-রূপ ঠান। এক দিঠে চাহে 🖛 বী হরিষ পরাণ।। গৌরচন্দ্রে কহে কথা শুন বাপ মোর। বিশ্বরূপ সেই পুত্র সহোদর তোর॥ 'নিত্যানন্দ নাম ধরি আইল নবদ্বীপে। মোর বাপ বিশ্বস্তুর রাখহ সমীপে॥ কহিতেই হইলে∙দেবী আনন্দ-পাঁথারে-। ভুবি নিত্যানন্দে চাহে কোলে করিবারে॥ আইদ বাপ বিশ্বরূপ চুম্বি মুখ চ্চোর। হরিষে না জানি চিত কি করিছে মোর॥ কহে গৌরচন্দ্র মা গো নহ উত্ত-রোল। রাখহ গোপতে কথা শুন মোর বোল। ুনিত্যানন্দ মহাপ্রভু আইর চরণে। দণ্ডবৎ পরণাম করয়ে যতনে॥ চর-ণের ধূলি লয় তু হাতে করিয়া। আহির সন্তোধে নাচে হরিষ হইয়া॥ কতক্ষণে স্থির হইলেন সভে মেলি। নিত্যানন্দ মহা-প্রভু মহাকুতৃহলী॥ নিত্যানন দেখি শচীর জুড়ায় নয়ান। পিরিতি পাগল হঞা হেরয়ে বয়ান॥ প্রভু বোলে নিজপুক্র বলিয়া জানিবে। আমার অধিক করি ইহারে পালিবে। পুত্র-ভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে। মোর পুত্র তুমি হৈলা শচী-দেবী কহে॥ মৌর বিশ্বস্তুরে কৃপা করিবে আপনে। আজি

হৈতে তোরা হুই আমার নন্দনে॥ বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রে বারে। পুজ্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে॥ নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরণে। দণ্ডবৎ করি বলে মধুরবচনে॥ মাতা যে কহিলে ভুমি দব দত্যে হয়। তব পুত্র হই আমি জানিবে নিশ্চয়॥ পুত্র-অপরাধ কিছু ন। লইবে মাতা। তব •পুত্ৰ বটি মুঞি জানিবে সর্ববিণা॥ নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাঞা শচীরাণী। নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী॥ এই মতে স্নেহরদে সভে গরগর। ছুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর ॥ আর দিন শ্রীবাদপণ্ডিত ভিক্ষা দিল। তাহার আশ্রেমে অবধৃত ভিক্ষা কৈল। অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি। ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই॥ .. সেই ক্ষণে মহাপ্রভু গোর ভগবান্। শ্রীবাস-আশ্রমে গেলা প্রসন্ধ বয়ান। দেবালয় প্রবেশিয়া বৈদে দিব্যাসনে। কহিল আমারে এই দেখহ নয়নে॥ সাদরে নিরিখে বিশ্বস্তর-কলেবর॥ তত্ত্ব না জানিল কিছু বিশেষ তাহার॥ কি কাজ কহিল প্রভু ইঙ্গিত আকার॥ তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বস্তর। নিজজন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥ সব জান হও এই মন্দির বাহিরে। বিস্ময় হইল সব বৈঞ্ব-অন্তরে॥ মন্দির বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে। ইঙ্গিতে কহিল কার্য্য কে জানিবে তারে॥ ষড়্ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে। পরে চতুর্ভুজরূপ .দ্বিভুজ হৈল তবে॥ দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদভুত। পূর্ব্ব সঙরিল নিত্যানন্দ অবধৃত॥ দেখিল আমার প্রভু প্রকাশ হইলা। এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা॥ রাম,

কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ দেখিয়া দিব্যতকু। পশ্চাৎ দেখিল নব-কৈশোর রাধাকাণু॥ হরিষে নাচন্তে নিতাই আনন্দ অপার। দিক্ বিদিক্ নাহি প্রেমের পাঁথার॥ হেন অদভূত কথা শুন সর্বজন। গোরা-গুণগাথা স্থথে কহিল লোচন॥

হরিরাম নারায়ণ শচীর তুলাল হেম্ গৌর। নিত্যানন্দ-স্থাৎদবে নাচয়ে একত দব ভোর 🗈

পরম অদ্ভুত কথা লোকে অবিদিত। শুনহ ভূকত সব হই একচিত ॥ ষড়্ভুজ দেখয়ে নিত্যানল স্থবিলাসী। বাঢ়ে নিত্যানন্দ-স্থ-অমিয়ার রাশি॥ উদ্ধ ছুই হত্তে দেখে ধমু আর শর। মধ্য ছই হস্ত বক্ষে মুরলী ূঅধর ॥ অধ হস্তদ্বয়ে শোভে কমগুলু দণ্ড। মালদাট্ মারে দেখি পরম প্রচণ্ড॥ রাম কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মাধুরী মনোহর। - কিশোর-শেখর রসময় কলেবর। কহে নিত্যানন্দ প্রভু সরোষ অন্তর। লীলাবেশ হইয়া গৌর-রদে গ্রগর॥ ইহা বলি গভীর গরজে ঘন ঘন। মত বলদেৰ যেন অঙ্গের গঠন॥ সেরূপ দেখিতে কামদেব মূরছিতে। তুলনা দিবারে কিবা আছে পৃথিবীতে॥ জিনিঞা রাতৃল পদ্ম চরণযুগ**ল।** ভকত-ভ্রমর লোভে মহা-কুছুহল। কনকন্পুর সে শোভিত শোভা করে। দশ চন্দ্র বিরাজিত অঙ্গুলী-উপরে॥ উলট ক্রদলী-উরু স্থন্দর নিতম। নীলধটা পরিপাটা রভস তরঙ্গ। ত্রিবলি-বলিত চারু নাভি স্থগভীর। রদিকা নাগরী-চিত্ত দেখিয়া অধীর॥ পরিসর উচ্চ বক্ষে মুক্তার দাম। গজমোতি হার হেরি॰ মুরুছয়ে কাম। কন্মুকণ্ঠ গণ্ডস্থল কনকদর্পণ। লাজ, ধৈর্য্য িছাভ়ি হেরি কুলপালীগণ॥ কর্ণে স্থকুণ্ডল যেন সূর্য্যের মণ্ডল।

পদ্মিনীর গণ হেরি প্রফুল্লিত জল॥ শির'পরি পাগুড়ী বান্ধিঞা লটপটি। মর্মদে ফিরে রাঙ্গা উতপল দিঠি॥ শ্রীদাম স্থদাম দাম বস্থদাম ভায়া। বারুণী বারুণী ভাকে মহামত হইয়া। চন্দনে চর্চিত চারু ললাটে তিলক। ভুরুষুগ দেখি কাম ধনুকে লিবেক॥ কোটি চক্র নিছনিয়ে ए চত্ত্ৰ-বদন। প্রেম-ধারা নয়নে সে স্থা বরিষণ॥ লোহদও শ্রীহস্ত দে পাষ্ড দলিতে। শ্রীহল মুষল যেন শক্রকে নাশিতে। কোন ক্ষণেধবলী শামলী বলি ভাকে। कानाई तत मधु (पर कहरस निकृत्छे॥ हति हति वरल कर्ष মেঘের শবুদে। ভায়া ভায়া বলে কৰে পরম উন্মাদে ॥ কণে ভক্তিরসহুখে লীলা-অমুসারে। 'পর্কুপর দোঁহে মেলি প্র-পান করে। পড়িলেন প্রভূপদে নিজ্যানন্দ রায়। গৌরচক্র। প্রেমানন্দ দেহত আমার। নিত্যানন্দপদে পড়ে প্রিগোরাঙ্গ রায়। দৌহার চুরুণ দৌহে ধরিবারে চায়॥, গদ গদ স্বরে वत्न ভाशादत वनाई। आगादत छा फ़िया ভाई, छित्न दकान ঠাঞি॥ এই বেশে কোন দেশে কতেক ভ্রমিলে। পাঁচনী গুঞ্জার মালা কোথা বা রাখিলে । কিবা ছিলাম কিবা হৈলাম কি করিল ধাতা। কোথা নন্দ পিতা, কোথা যশো-মতী মাতা। কালিন্দী যমুনা-তীরে চরাইথা গাই। ভাছা কিছু মনে পড়ে দাদা রে বলাই। হেন মতে ছুই প্রভুর হইল মিলন। স্থানন্দে কহয়ে গুণ এ দাস লোচন॥

আর অপত্রপ কথা কহিব এখন। না দেখিব না শুনিল হেন আচরণ॥ সকল লোকের নাথ ক্ষিতি অবতার। ভাগ্য করি না মানহ কেনে আপনার॥ চাতুরী না ঘুচে ছার

পাষণ্ডি-হিয়ায়। জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণুমায়ায়॥ নির্দাল হইয়া যবে শুন গোরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবারে এই সে কারণ। এক দিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর। আচ্বিতে রোদন করয়ে বিশ্বস্তর । বিশ্বিত হইয়া শচী পুছেন পুছেরে। কি কারণে কান্দ বাপ কহ'না আমারে॥ তোমার কান্দুনা শুনি পোড়য়ে অন্তর। ধরিতে না পারে। হিয়া বুকে বাজে তির॥ শুনিয়া মায়ের কথা নিশবদে রহে। শ্যায় বিসয়া र्य (पिथन मर्थ कर्ट ॥ नवीन नीतपकांखि (पिथन शूक्रस । ময়ুরপাথার চূড়া দৈখিল স্মুখে ॥ কঙ্কণ কেয়ুর হার চরণে নূপুর। ললাটে চন্দনটাদ কিরণ প্রচুর ॥ পীত বৃত্ত পরিধান বংশী বামকরে। দেখিলু বালক এক হরিষ অন্তরে॥ রোদন করয়ে আঁথি গলে অঞ্চধার। না কহিও কেহে। যেন না শুনয়ে আর॥ ঐছন বচন শুনি শচী হরবিতা। বিশ্বস্তর মুখোদিত আনন্দিত কথা। বিশ্বস্তুত্ব পুলকপূরিত সব দেহে। ঝলমল করে অঙ্গ ছটা সব পেহে। হেন কালে অব-ধৃত নিত্যানন্দ রায়। আচষিতে প্রভু পাশ মিলিলা তথায়॥ আসিয়া দেখিল প্রভুৱ স্থন্ত শুরীর। তেজােময় মহাবাহ এ নাভি গম্ভীর॥ দক্ষিণকরেতে গদা বাশকরে বেণু। করতলে পদ্ম বামকরতলে ধনু॥ তপ্তকাঞ্চন-কান্তি হৃদয়ে কৌন্তভ। মকরকুণ্ডল ছুই শ্যেভে থণ্ডযুগ 🛊 মরকত্ন্যতি হার শোভয়ে গলায়। অদভুত বেশ দেখি অবধৃত রায় । চতুভু জ[°] দেহ তকু মুরলী কানাই। সেই মত রূপ সব চরিত্র নিমাই॥ ক্ষণেক অন্তরে দেখে দ্বিভূজ আকার। লোক-অনুগ্রহ রূপ চরিত্র তাহার॥ এরূপ দেখিলাসিয়া অবধৃত রায়। নিজ

জনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায়। আবেশে নাচয়ে সেই বিরস হ্ইয়া। 'প্রেম-মহাজলনিধি প্রবেশ করিয়া॥ শ্রীনিবাস নারায়ণ জ্রীরাম মুরারি। ইহা সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি॥ অদৈত-আচার্য্য বাড়ি যাব অবধৃত। ইহারে জানহ এই বড় অদভূত।। এই মতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। শুনি স্বজন-হিয়া আনন্দিত হৈল। নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে চলিলা সত্বরে। আনন্দহদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘরে॥ পর-ণাম করি কথা কহিল সকল। , ভুনিয়া আচার্ষ্য স্থথে নাচয়ে বিহ্বল । দোঁহে দোঁহা আলিসন করয়ে আনন্দে। আচার্য্য নাচয়ে হুখে নাচে নিত্যানন্দে 🖫 স্থানন্দ্ৰমূদ্ৰে হুখে ভূবিলা নির্ভরে। ,ঘন ঘন হুভুক্ষার উঠয়ে হিলোলে॥ দৌহে গুপ্ত কুথা কহে গৌরাঙ্গচরিত। শুনিতে কহিতে দোঁহে উনমত-চিত॥ এই মত আনন্দে আছিলা দিন ছুই। আনন্দে বৈঞ্ব সব গোরাগুণ গাই॥ অধৈতচরণে পুন নিবেদন করি। চলিলা সত্বরে দেখিবারে গৌরহরি॥ প্রভুর সম্মুথে আসি পরণাম করি। কর যোজ করি সব কহিল মুরারি॥ আচা-র্য্যের ঘরে যত ভৈগেল রহস্ত। শুনি আনন্দিত প্রভু উপ-জিল হাস্ত॥ তার পর দিনে পুন আপ্রনে আচার্য্য। পাদা-সুজ দেখিতে আইলা দিজবর্ষ্য॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু। দেবতার ঘর মধ্যে বিদ হাদে লভ্॥ দিব্যা-সনে পত্ বিষয়াছে মহাস্থা। ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে॥ তপ্তকাঞ্চন যেন শ্রীজঙ্গৈর ছবি। প্রেমায় অরুণ যেন প্রভাতের রবি॥ দিব্য অলঙ্কার মালা হুগন্ধি চন্দন। পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি স্থন্দর বদন ॥ গদাধর নরহরি ছই দিকে রহে !

জ্রীরঘুনন্দন প্রভুর মুখ পানে চাহে॥ চৌদিকে বেঢ়িয়া ভক্ত-. গণ তার পাশে। নক্ষত্র বেঢ়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে॥ নিত্যানন্দ বসিয়া সম্মুখে প্রেমানন্দে। বদন হেরিয়া ঘন ঘন হাদে কান্দে॥ হেনই সময় দেখি আচাৰ্য্য দিজচাঁদ। ঘন ঘন হুহুক্ষার ছাড়ে সিংহনাদ॥ পুলকৈ ভরল অঙ্গ আপাদ মস্তক। ব্রহ্মাণ্ডে নাধরে তার আনন্দকৌতুক॥ নিবেদন কৈল ছিজ নানা উপায়ন। পাদামুজে দিল নানা বসন ভূষণ ॥ তুলনী মঞ্জুরী দিয়া পূজিল চরণ। স্থান্ধি মালতীর মালা স্থান্ধি চন্দন ॥ দণ্ড পর্নাম করে ভূমিতে পড়িয়া। আপনে দে মহাপ্রভু ভুলিকা ধরিয়া॥ পূজা পরিগ্রহ করি গোর ভগবান্। অবশেষে দিল নিজ ভক্তগণে দান॥ সেই মালা বস্ত্র অলঙ্কার শোভে অংক। হরি হরি বলি নাচুচ তা সভার সঙ্গে॥ অকৈত-আঁচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়। শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুণ গায়॥ সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে। আপনা পাশরে সভে রসের আবেশে॥ সভে সভা পরশংসে বলৈ ধন্ত ধন্ত। তুচ্ছ করি মানে হুখ কৈবল্য নির্বাণ। দিবা নিশি না জানয়ে প্রেমানন্দ-হথে। নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তর কৌতুকে॥ সূর্য্যোদয়ে নৃত্যা-রম্ভ হয়েত রজনী। সৃদ্ধ্যায়ে নাচয়ে সে অবধি দিনমণি॥ হেন. মতে রাত্রি দিবা প্রেমানন্দে ভোরা। নৃত্য অবসানে সবে আজ্ঞা দিল গোরা॥ সান দেবার্চন সভে কর নিজঘরে। পুনরপি আইদ দভে ভোজন-উত্তরে॥ দেই মত দবজন ক্রিয়া সমাধিয়া। পাদাস্থজ-সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া॥ . হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস। কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর

উল্লাস। কৃষ্ণ-পাদান্থজ-মধুমত্তময়-স্ক। রসের আবেশে হয় তরুণিম সিংহ॥ আচন্বিতে নব্দ্বীপে মিলিলা আসিয়া। আইন আইন বলি প্রভু সম্ভাবে হ্রাসিয়া॥ নির্ভর প্রেমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গন। আদেশিক মহাপ্রভু বসিতে <mark>আসন।।</mark> হ্রচতুর হরিদাস পরণাম করে। আপনে ঠাকুর তার কর ধরি তুলে। স্থানি চন্দন অঙ্গে লৈপিল তাহার। অঙ্গের প্রদাদি মালা দিল আপনার ॥ ভোজন করিতে[:] আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর। ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর॥ এই মনে হরিনাম গুণসঙ্কার্ত্তন। বিলস্তা মহাপ্রভু আনন্দিত মন॥ • হরিদাস অদৈত-আচার্য্য বিত্যানন্দ। ভীনিবাস আদি যত নিজভক্ত সঙ্গ। প্ৰেমাৰন্দে কোভুকে গোঙায় দিন রাতি। আচার্য্যে বিদায় দিলা ঘর যাহ আজি॥ আজ্ঞা পাই অদৈত-আচার্য্য বর গেলা। যে দৈখিল যে শুনিল সেই হথে ভোলা॥ তবে সৈই নিত্যানন্দ অবধৃতরায়। প্রভু বিদ্যমানে তাঁরে করিলা বিদায় ॥ তার সঙ্গে অমুব্রজি চলিলা ঠাকুর। 'প্রেমে পালটিতে নারে গেলা বহু দূর ॥ ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধৃত রায়। অনেক যতনে তেহেঁ। कतिला विलाश । विलाश मगरेश श्रेष्ट्र करह अक वानी। अ সভারে দেহত কোপীন এক খানি ॥ প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধৃত। সভাকারে দিলেন কোপীন অদভুত॥ আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া। নিজ ভক্তজনে দিল সভারে কাটিয়া। কৌপীন প্রসাদ তারা পাইয়া কৌভুকে। আনন্দ করিয়া সভে বান্ধিল মস্তকে॥ নিত্যানন্দ পাদামুজে করিয়া বিদায়। প্রভুর সঙ্গতি তারা নিজঘরে যায়। ঘরেরে আইলা

সভে হুঃখিত হৃদয়। ৰাস্প ছল ছল আঁখি বসিলা আলয়॥ কথোকণে দভে সান দেবার্জন করি। সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি ॥ বিত্যানন্দ গেলা আচার্য্যগোগাঞির স্থান। হরিষে গৌরাঙ্গ কথা কহে রাত্রি দিন।। তার পর দিনে এক কথা তেন সভে। একি ফচরণে প্রেমভক্তি পাবে যবে॥ লোক বেদ-অবিদিত অপরূপ কথা। অমৃতের দার এই গোরা-গুণগাঁথা। দেখি নিজ জনে প্রভু আলিঙ্গন দিয়া। আপনার গুণ শুনি বোলয়ে নাচিয়া॥ চতুর্দ্দিকে স্ব জন স্লুথে नाटक शांस । आनटन विदर्भात भाटक नाटक दशातातास ॥ आक-ষিতে শ্রীনিবাস-কর ধর্মর করে। কতি গেলা নাহি-জানি প্রভূ বিশ্বস্তারে । চতুর্দ্দিকে সব জন নাচিতে গাইতে। মধ্যে মহাপ্রভু নাই, না পাই দেখিতে॥ সব জনে উপজিল অন্তরে তরাস। কান্দয়ে সকল লোক গণয়ে হতাশ। ভূমিতে **ट्लांगिका कात्म ऋत. नाहि वाँद्ध। न**नीयात ट्लांक मव छन ঝুরি কার্দ্ধে। ধাওয়া ধাই সব লোক চাহে ঘরে ঘরে। আঁথি মেলিবারে নারে নয়নের জলে॥ विष चाहि मव জন মরিব আ্মরা। কি লাঁগিয়া কতি গেলা মোর প্রাণ গোরা॥ এতেক বিলাপ করি সব নিজ জন। শুনিয়া ধাইল শচী হঞা অচে-তন । বসন সম্বরে নাহি নাহি বান্ধে চূলি। বুকে কর হানি ্ধায় উন্মত্ত পাগলী। বাপু বাপু ক্রি ডাকে আরে বিশ্বস্তর। ্ঘরেরে আইস বেলা হইল তু প্রহর॥ কুলের প্রদীপ মোর নদীয়ার চাঁদ। নয়নের তারা মোর কেবা কৈল আন্ধ। সব জন আরতি দেখিয়া বিপরীত। ভকত বংদল প্রভু আইলা আচ্মিত॥ ঘোর অন্ধকারে যেন সূর্য্যের উদয়।

প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব- হৃদয়•॥ চরণে পড়িয়া কেছ কান্দে আর্ত্তনাদে। শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ কান্দে উনমাদে॥ কেহ বলে মহা প্রভু তব পুদ বিনে। অন্ধরার দশ দিক্ না দেখি নয়নে ॥ উন্মত্ত পাগলী শচী প্লু কোলে করে। লক্ষ লক, চুম্ব , দেই বদনকমলে॥ আন্ধলের লড়ি মোর নয়নের তারা। এ দেহের আঁত্মা তোমা বহি নাহি মোরা॥ শূন্য হইয়াছিল মোর সকল সংসার। ুগোরাচাঁন্দ **উদরে** ঘুচিল অন্ধকার॥ মুরারি মুকু-দদত জার হরিদায়। বিনয় করিয়া কহে শুন এীনিবাস ॥ তোমা বহি নাহিক প্রভুর প্রিয় দাস। তোমার প্রসাদে এই চরণ প্রকাশ। আমি সব তোমারে কি কহিবারে জানি। খ্রাপন বলিয়া দয়া করিবে আপুনি । ইহা বলি দভে মেলি হরিগুণ গায়। পিরিতি পাগল হঞা নাচে গোরারায়॥ হেন অদ্ভূত কথা শুন. সব জন। নুবদ্বীপৈ প্রচার পিরিতি-রত্ন॥ তিজগতে তুল্ল ভ প্রভুর প্রেমভক্তি। কর্ম জন কেবা আছে লভিবারে শক্তি॥ লখিমী অনন্ত কিবা শিব সনাতন। প্রেম ভক্তি েকেহ না জানে মরম॥ হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পর-কাশ। আনন্দহদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

धान्नी तार्ग॥

হেনরপে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর। আপনা পাশরি থেম প্রকাশে প্রচুর ॥ স্বৃত্ত্র হইয়া হয়ে ভকত অধীন। সভারে যাচয়ে প্রেমা যেন মহাদীন ॥ আঁচসিতে এক দিন ধেল রমা বেলে। নিজজন সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধানকালে॥ সভার অঙ্গের বস্ত্র নিল ত কাড়িয়া। আনন্দে হাসয়ে সভে বিনগ্ন করিয়া॥ সব জৰ লজ্জায় অবশ ভেল তত্ন। করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটু কহে পুন॥ বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজ-গত্রায়। এমত করিতে প্রভু ত্রোরে না জ্যায়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাস। ক্ষণেক অন্তরে দিল সব জন-বাস ॥ . এই মনে বিহরে রিসিকশিরোমণি ১ সব জন-রস-দাতা সব রস জানি॥ বস্ত্র দিয়া ভুষ্ট কৈল সব নিজজন। আপনি নাচয়ে হুখে নাচে ভৃত্যগণ। লীলাগতি চলে প্রভূ লেখকে অলক্ষিত। তার নিজ জন জানে তাহার ইঙ্গিত ॥ এ নিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। 'ইঙ্গিত বুঝিয়া গায় বাঢ়ে প্রেমানন্দ ॥ আনন্দে বিহ্বল নিজগণে নাচে গায়। **ट्रनकार्ल आहेला भून अवध्**रुताय ॥ , अवध्र आहेला विल পড়ে জয় জয়। আনকৈ সঁকল লোক স্বমধুর গায়॥ ১ মত করিবর যেন গমন মন্থর। হরি হরি ধ্বনি শুনি অবশী অন্তর॥ পথ আগারিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ তুই গিয়া রহে চৌদিকে চাহিয়া॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মন্তক। কদমকেশর যিনি একটি পুলক ॥ বক্ত গ্রীরা লুভিত নেহারে রাঙ্গা আঁথি। ক্ষণে উনমাদে ধায় উচ্চৈঃ স্বরে ডাকি॥ এই মত শৃত শত লোক পাছে ধায়। আনন্দে বিভোর গেলা য্থা গোরারায়। নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ স্থন্দর। প্রেমানন্দ-নীর। আনন্দে বিভোর দোঁতে অথির-শরীর॥ আনন্দে নাচয়ে যত সঙ্গে ভক্তগণ। কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে যেন পাদপ্রকালন করিবারে॥ নিত্যানন্দ-পাদোদক লহ শির'-

পরি। পাইবে পরক প্রেমা আনন্দ লহরি॥ হেন মতে মহা-প্রভু আজ্ঞা যবে কৈল। শুনিয়া সভার হিয়া আনন্দ বাঢ়িক।। একে চাহে আরে পায় প্রভু আজ্ঞাবাণী।। মস্তকে ধরিল পাদপ্রকালন পানী॥ উঠিয়া আনন্দে দব জন করি কোলে। উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দহিল্লোলে॥ প্রেমায় বিহ্বল সভে করয়ে ক্রন্দন। হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরণ॥ প্রেম মহা-মহোৎসব বাঢিল অপার। অঙ্গ ঝল মল করে বাছেতে বিকার॥ ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান্। অন্তর সন্তোষে চাহে প্রদন্ন বয়ান। সব জন স্তব করে বেঢ়ি চারি পাশে। হেন কালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে । শুদ্ধ অঙ্কুর মালা ফটিক গলায়। হেম্মণি মুখর মঞ্জীর রাঙ্গা পায়॥[●]পুলকিত সব অঙ্গ সজল নয়ন। প্রেমে টল মল ততু হুক্ষার গর্জন। নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে। ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ-স্থে॥ নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মান্ হঞা। দণ্ডবৎ করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥ চতুমু থে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া। শান্ত হও বলি প্রভু তোলে কোলে লঞা॥ শास्त इका इतिमाम नाट्र काँटम शटम। किक् विमिक् नाहि প্রেমানন্দে ভাদে॥ হেন কালে অদৈত আচার্য্য আচন্দ্রিত। প্রভুর নিকটে আদি হৈলা উপনীত॥ ঠাকুর উঠিয়া কৈল্ বন্দন তাহার। সব জন উঠিয়া করিল নমস্কার॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় গৃহব্যবহারে। আদেশিল আপনে ভোজন করি-বারে॥ সম্রম পাইল তহুব আচার্য্যগোদাঞি। আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই। হেন মতে সব নিজজন-সঙ্গে প্রভু। নিভূতে বসিয়া ঘ্রে হাসে লহু লহু॥ নিজ জন সঙ্গে প্রভূ

নিজ কথা কহে। যে কারণে কৈল প্রভু পৃথিবীবিজয়ে॥ নিজ ভাব আস্বাদন অধ্রু বিনাশ। ধর্মসংস্থাপন নামকীর্ত্তন প্রকাশ। দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে। ব্রজ-রস-ভাব দাস্থ বাৎদল্য শৃঙ্গারে॥ ভুঞ্জাব অধিক রাধাকৃঞ্-প্রেম-ধন। আপনি ভুঞ্জিব ভুঞাইব ত্রিভুবন॥ স্থরাস্থরগণে দিব এই প্রেমধন। চণ্ডাল যবন মূর্থ স্ত্রী বালক জন॥ রুন্দাবন-স্থথ আমি নদীয়া আনিয়া। দেশে দেশে ভুঞ্জাইব তো সভা বোলাঞা। অতি অপরূপ কথা নদীয়াবিহার। একত্র যে সৰ কথা করিব প্রচার॥ গদাধর নরহরি বৈসে ছুই পাশে। শ্রীরঘুননুন পদ নিকটে বিলাসে। অদৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়। আপনে ঠাকুর নিজ গুণগাথা গায়॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস। হরিদাস আদি যত প্রেমার আবাস॥ শুক্লাম্বর বজেশ্বর শ্রীমান্ সঞ্জয়। শ্রীধরপণ্ডিত আদি যত মহাশয়॥ এক জন মহিমা ক্লহিতে পারে কেবা। আপনি অবনি অবতরে গৌরদেব। ॥ উপমা দিবারে নাহি নদীয়াপ্রকাশ। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥

मिना ॥ श्रान (गांताकाम त्यांतं। यूक्टा ॥

না হারে হারে আরে হয়। হরিরাম নারায়ণ শচীর তুলাল হেম গোরা॥ ধ্রু॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্বজন। শুনিলে সকল পাপ হয় বিমোচন॥ নবদ্বীপে গোরচন্দ্র আপন আবাসে। শিষ্য-গণ সঙ্গে আছে বিনোদ বিলাসে॥ নিজ ভক্তগণ সব করি এক মেলি। নিজগুণ সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমানন্দে ভুলি॥ হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সভাকারে। এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে

ঘরে॥ নবদ্বীপে বাল রুদ্ধ বৈদে যত জন। চণ্ডাল তুর্গতি আর সজ্জন হুর্জ্জন। সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি। অনায়াদে সবলোক যাউ ভব তব্লি॥ শুনিয়া সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে। নাপারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে॥ এই নবদ্বীপে এক আছয়ে হুরন্ত। অতি হুরাচার মহাপাপে নাহি অন্ত॥ মহাপাপী•ব্ৰাক্ষণ দে আছে ছুই ভাই। নব-দ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥ ব্রাহ্মণী যবনী গুর্ব-ঙ্গনা নাহি এড়ে। স্থরাপান পাইলে সকল কর্ম ছাডে। নাহি যায় ঘর॥ এক্ষাবধ গোবধ স্ত্রীবধ শত শত। লিখিঁতে নাঁ পারি পাপ করিয়াছে কত॥ গঙ্গাকৃলে বাস গঙ্গাসান নাহি করে। দেরতা পূজয়ে নাহি আজন্ম ভিতরে॥ নিরন্তর স্বজন বান্ধবে করে দণ্ড। কৃষ্ণগুণ সঙ্গীর্ত্তনে বড়ই পাষ্ও॥ সহস্র কায়স্থ যদি শতজন্ম লেখে। তথাপি তাহার পাপ-অন্ত নাহি দেখে॥

এক দিন আছে প্রভু নিজজন মেলে। কথার প্রদঙ্গে তার কথা হেন কালে॥ কহিল সকল লোক প্রভু বিদ্যানান। শুনিয়া রুষল প্রভু গণে মনে মনে॥ অরুণ বদন ভেল রাঙ্গা ছই আঁখি। যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই সাক্ষী॥ অজামিল নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মণ। মরিবার কালে নাম লৈল নারায়ণ॥ পুত্রস্কেহে নারায়ণ নাম লৈল সেহ। বৈকুঠ পাইল দিজ পাঞা দিব্য দেহ॥ তাহার অধিক পাপী জগাই মাধাই। উহার নিস্তার হবে কেমন উপায়॥ তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর। সে

কিছু কহিয়ে সভে শুনহ উত্তর॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কলি-যুগ ধর্ম। নামগুণ সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব কর্ম॥ আনহ যেখানে যে আছমে বন্ধু । মিলিয়া করিব আজি নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ গায়ন বাজন সে মৃদঙ্গ করতাল। উচ্চস্বরে কর নাম-কীর্ত্তন রদাল॥ নগরে বেড়া'ব আমি কীর্ত্তন করিয়া। আইল সকল লোক এ বোল শুমিয়া। অদৈত-আচাৰ্য্য আর তার নিজজন। অবধৃত নিত্যানন্দ প্রসন্ধন । হরি-দাদ জীনিবাদ মিলি চারি ভাই। মুরারি মুকুন্দত পণ্ডিত গদাই ॥ এচিক্রশেথরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর। সব জন মেলি আইলা ঠাকুরের ঘর॥ যেথানে আছিল ভক্তগণ যত যত্। প্রভুর আজ্ঞায় সভে ভৈগেল একত্র॥ 'একত্র হইয়া সভে मक्षीर्डन कृति। विकय कतिला विश्वष्ठत शोतरति॥ नमीया-নগরে ভেল প্রেমার হিল্লোল। গগনে উঠিল দেই হরি হরি বোল। নিজ্বরে শুতিয়াছে জগাই মাধাই। নিজ্মদে মত্ত নিদ্রা যার ছই ভাই।। সেই পুরুথ কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়। নদীয়ার লোক দব দেখিবারে ধায়॥ করতাল মূদসাদি कीर्ज्यत्व त्वारल। प्रकृष्टिक छनि माज इति इति त्वारल॥ জাগিল দে ছই ভাই কীর্ত্তনের রোলে। মুথ তুলি চাহে ক্রোধে ধর ধর বলে ॥ রাঙ্গা তুনয়ন করি চাছে ক্রোধ দিঠে। কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে মাইল যেন জাঠে॥ হৃদয়ের শেল যেন একটা শবদ। জিতে আশা থাকে যদি হউ নিঃশবদ॥ তাহার কাছের লোক কহে তার আগে। সম্বরণ কর গোসাঞি কোধ কর কাথে॥ আজ্ঞা পাইলে যাব এখন নিষেধ করিব। কাহার শকতি আর এ পথে আসিব॥

জগন্নাথস্থত দ্বিজ নিমাই পণ্ডিত। কীর্ত্তন করয়ে সব ব্রাহ্মণ-. বেষ্টিত ॥ নিষেধ করহ তারা যাউ অন্য পথে। নিঃশবদে রহু তারা সাধ থাকে জিতে॥ **.**মিছা গোল করি বোলে নাহি চিনে মূল। মোর হাতে হারাইবে জাতি প্রাণ কুল॥ ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত। কহিল ঠাকুর আগে শুন শচীহৃত॥ অধিক করেয়ে হরিনাম সঙ্কীর্তন। বাহু তুলি হরি হরি বোলয়ে সঘন॥ দিগুণ করিয়া প্রেম বাঢ়ায় উল্লাস। হরি হরি বোল ধ্বনি পরশে আকাশ॥ পাপিষ্ঠ হৃদয় তারা সহিবারে মারে। চলিলা সে.ছই ভাই বাহির ছুয়ারে॥ ক্রোধে রাঙ্গা আঁখি তার অরুণ বদন। পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন॥ টলবল করি যায় क्रांट्य अट्ठा । थाक थाक कति त्वाटन कर्ड्डन गर्ड्डन ॥ সম্মুখে দাড়াঞা তারা চারি পানে চায়। আপনা চিনিয়া যাও বড় ডাকে কয়॥ আরে রে বামনা তোর জ্বিতে লাগে শনি। ইহা বলি ছুব্বাক্য বচনে পাড়ে গালি॥ ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত। চারি প্সানে চাহি সবে হৈলা ভীতাভীত ॥ স্থাবৈত-সাচার্য্যগোসাঞি স্থার নিত্যা-নন্দ। হরিদাস শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ॥ আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বস্তর রায়। নিজগণ দঙ্গে করি হরিগুণ গায়॥ হরিগুণ গায় স্থথে নাহি অবসাদ। জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ।। ক্রোধে ছুই ভাই ধায় করে করি দণ্ড। সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড॥ কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে ক্রোধে। নির্ভরে বাজিল নিত্যানন্দের ্মস্তকে।। নির্ভরে বাজিল কানা রক্ত পড়ে ধারে। দেখি .সর্ব্ব নিজগণ হাহাকার করে॥ ঠাকুর দেখিয়া মনে বড় ূ<mark>পাইল ছুঃখ। ডাকিয়া কহিল দেই পাপিষ্ঠ সম্মুখ</mark>॥ তোমরা দোঁছারে ধিক্ ছুরাচার নাহি। পাপ বলি যার নাম সঞ্রে এ মহী॥ স্কল করিলা মাত্র নাহি কর এক। এখনে করিলে সেই দেখ পরতেক।। ইহা বলি মহাপ্রভু নিত্যানশ্দ কাছে। আপন বসন তার শিরে বান্ধিয়াছে॥ নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ত্ব। ভূমিতে পড়য়ে পাছে তাহার রকত॥ পৃথিবীর অ্মঙ্গল জানি পাছে হয়। মস্তকে বান্ধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয় ॥ ক্রোধ করি স্থদর্শনে ডাকে গোরহরি। দাণ্ডাইলা স্থদর্শন কর যোড় করি॥ কি কারণে আজ্ঞা. মোরে করিলা ঈশ্বর। জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর 🗱 ॥ প্রভু বলে জগাই মাধাইরে সংহর। নিত্যানন্দ মারি ব্যথা দিলেক অন্তর ॥ শুনি স্থদর্শন অগ্নি প্রলয় হইয়া। জগাই মাধাইপানে চলিলা ধাইয়া॥ দেখিলেন জগাই মাধাই স্থদর্শন। কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাব্দিত মন॥ স্থদর্শন **দেখি নিত্যানম্ব প্রভু হাদে।** কি করিল ভগবান্ ঐশর্য্য প্রকাশে॥ করুণাতে উদ্ধার করিব • ত্রিভুবন। দূীনহীন পতিত পামর ছফ জন ॥ <u>জগাই মাধাই তারি</u> দীনবন্ধু হব। পতিতপাৰন নামের গরিমা রাখিব ॥ ইহা বলি নিত্যানন্দ চরণে ধরিয়া। কৃহিলেন প্রভূ-পদে বিনয় করিয়া॥ এ ছুই পতিত প্রস্থু মোরে কর দান। পতিত পাবন নাম থাকুক 🖟 ব্যাখ্যান। আর আর যুগে দৈত্য ক্রিলে সংহার। সশরীরে এই হই করহ উদ্ধার ॥ , শুনি নিত্যানন্দ-বাণী প্রভু দয়াময়।

শ্বর প্রতে সুদর্শনের আগমন বর্ণনাটি নাই।

ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিণীতনয়। তোর বশ মুঞি হঙ সর্ব্বশাস্ত্রেকহে। যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে॥ এক বার নিত্যানন্দ বলে জন্ম ধরি। সে জন পবিত্র হৈল সে লোক আমারি॥ ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ গণ পঞা। জগাই মাধাই রুহে বিস্মিত হইয়া॥ মহাপ্রভুর দরশন কীর্ত্তন শবদে। বিস্মিত হইয়া চাহে রহে এক স্তব্ধে॥ মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তর। বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তর। হেন পাপ কৈলু যাহা কৃভু নাহি করো। যুাহা নাহি করে। তাহা সন্ন্যাদিরে মারো॥ ভাবিতে ভাবিতে তার অন্তর নির্মাল। দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুণার বল। কাতর হইয়া দোহে ধায় উদ্ধায়থে। চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে॥ মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হৈল উপনীত। ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত॥ নিজ জন ল্ঞা প্রভু বিসিয়াছে ুঘরে। কে মোরে ডাক্রে দেখ বাহির ছ্য়ারে॥ এখনে আমার ঠাঞি আনহ মুরারি। আজ্ঞা পাঞা দোঁহারে আনিলা কোলে করি॥ প্রভুকে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে। চরণে পড়িয়া ভূমি হুই ভাই কান্দে॥ পতিতপাবন ভূমি করুণার সিন্ধু। সর্বলোক নাথ সবিশেষ দীনবন্ধু॥ করুণা-সাগর প্রভু সদয়হৃদয়। আর্ত্তজন-আর্তি দেখি তখনি দ্রবয়॥ তুলিয়া পুছিল শুন জগাই মাধাই। কি কারণে কান্দ কেনে আইলা মোর ঠাঞি॥ নবদীপে একাগ্র ঠাকুর ছুই জন। চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন॥ এ বাল শুনিয়া বলে জগাই মাধাই। তোমার কৃপায় মোরা আইকু তব ঠাঞি॥ গোবধ স্ত্রীবধ পাপ করিয়াছ যত। লেখা জোখা

নাহি নরবধ কৈলু কত॥ ধিক্ জাউ আমার নদীয়ার ঠাকু-েরাল। গুরুহত্যা এক্ষহত্যায় এ দেহ আমারী। ব্রাহ্মণী যবনী গুর্বাঙ্গনা নাহি এড়ি। চণ্ডালিনী আদি করি কাত নাছি ছাড়ি ॥ ছিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে। দেব-কর্ম্ম পিতৃ-কর্ম্ম নাহি বাদো মোকে। তোর কাছে আমি ছার আর কিবা বলি। যত পাপ কৈলু তত শিরে নাহি চুলি॥ অজামিল মহাপাপী বলে দর্বজন। আমার অধিক নহে কহিল বচন॥ নিূস্তার করিল তার নাম নারায়ণে। আমা নিস্তারিতে নারো আসিয়া আপনে॥ আমার নিস্তার নাহি মো জান আপনা। আমারে কি গুণে তুমি করিবে করুণা।। এতেক করুণাবাণী শুনিয়া ঠাকুর। অকৈতব শুনি দয়া বাঢ়িল প্রচুর ॥ আর্জ্জনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি। क्रक्रभविश्रह चारत मग्रामग्रम् छ ॥ করুণাসাগর করুণা প্রকাশ। করে ধরি লঞা গেলা জাহ্নবীর বাস॥ ধাইল নদায়ার লোক দেখিতে কোতুক। প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু অতি অপরপ। ব্রাহ্মণ সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে। সভা বিদ্যমানে প্রভু দয়াবাণী কহে। তোর পাপ পরিগ্রহ করিব ত আমি। • আপনে আপন পাপ উৎদর্গহ ভূমি॥ ইহা বলি হাত পাতে তুলদীর তরে। তুলদীনা দেই তারা ছুই ভাই ডরে॥ দয়া করি পুন কহে গোর ভগবান্। জগাই মাধাই তোরা পাঁপ দেরে দান #॥ জগাই মাধাই বলে শুন

^{*} ধর পতিতপাবন অবতার! যিনি গঙ্গাজল তুলসী হাতে করিয়া শপথ।
পূর্ব্বক জগাই মাধাইর ভার মহাপাপীর পাপরাশিকে নিজ হত্তে গ্রহণ করিয়াছেন, হায়! ভাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে একদিনও স্ন্য দ্বীভূত হইল
না! ধিক্ আমার জীবনে।

প্রভু তুমি। আমার যতেক পাপ লিখিতে না জানি॥ আমি মহাধমাধম পাপময় পাপ। তোরে পাপ দিতে হিয়া ডরে মোর কাঁপ। এবোল শুনিয়া আখি করে ছল ছল। মেম্বের গম্ভীর নাদে বলে হরি বোল॥ পুনরপি পাপ দান চাহে কর পাতে। জগাই মাধাই দে তুলদী দিল হাতে॥ চতু-র্দিকে ভেলধ্বনি হরি হরি বোল। জগাই মাধাই বলি প্রভূ দেই কোল। নিস্তারিল ছুই ভাই জগাই মাধাই। এ হেন পাতকী প্রভূ পরশিতে পাই ? ॥ **এেনে গদ গদ সর আধ** আধ বোলে। বসন ভিজিয়া তেঁল নয়নের জলে॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ কম্প কলেবরে। চরণে পড়িয়া ভূমে কহয়ে কাতরে॥ এ হেন ঠাকুর আর আছে কোন জন। দয়ার সাগর মহা-পতিতপাবন । জগাই মাধাই হেন পাতকী নিস্তারে। শ্রীঅঙ্গ-পরশে তারা নাচে প্রেমভরে। জগাই মাধাই পাপ পরিগ্রহ করি। জ্রাপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বস্তর হরি॥ এ হেন করুণানিধি কে আছে ঠাকুর। দোষ না দেখায়ে স্নেহ করে এতদূর।। জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে উল্লাসে। এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচনদাস ॥

ধান্শী রাগ ॥

প্রভু রে দিজ চাঁদ। জগৎ-উদ্ধার লাগি পাতে নানা কাঁদ। আরে হয়।

গদাধর প্রোরাঙ্গ নরহরি জয় জয়। শুনিলে গোরাঙ্গ-গুণ প্রেম লভ্য হয়॥ আর দিনে আর অপারূপ কথা শুন। নব-দ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন॥ নিজ গৃহে বান্ধব সহিতে আছে পহু। প্রকাশয়ে বদনকমলে কথা লহু॥ অমিয়া মধুর

ধারা বহে অনিবার। সিনাইল ভকত বেকত মাতোয়াল॥ এই মনে আছে পহু আনন্দ কোতুকে। আচম্বিতে আইল্ ্তথা এক ভিক্ষুকে॥ বনমালী নাম তার পুত্র এক সঙ্গে 🕻 বিপ্রকুলে জন্ম বৈদে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে॥ দেখিল ত বিশ্বস্তর্র ভকতবেষ্টিত। পুত্র সহিতে বিপ্র ভেল আনন্দিত॥ পুত্র সহিতে বিপ্র অনুমান করে। কহিতে না পারে কণ্ঠ গদগদ স্বরে॥ ভালই হইল আমি ভৈগল দরিদ্র। ভিক্ষা করিবারে আহিলু ভৈগেল পবিত্র॥ নিশ্চয় জানিল আমি গোরা ভগ-বানে। অনুভবে জানিলু যে কভু নহে আনে ॥ জনম সফল ভেল আজি হেন বাসি। দেখিলুমো বিশ্বস্তর গৌর গুণ-রাশি॥ দেখিতে নয়ন হিয়া জুড়াইল আমার। নিভাইল তুরন্ত দারিদ্রাঞ্বালা ছার॥ অমিয়া আহারে যেন সন্তোষ অন্তর। গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিল কলেবর॥ তবে গৌর ভগবান্ দেখিয়া তাহারে 🔓 করুণনয়নে চাহে ব্রাহ্মণ দোঁহারে॥ স্থ**ে হ**রিগুণ গায় সে দোঁহার সনে। প্রভ্র প্রদাদে তারা পা**ইল প্রেমধনে। আনন্দে** নাচয়ে বিপ্র নাচে তার পুজ। তিলেকে ঘুচিল তার এ দংসারস্ত্ত॥ '**হেন মহাপ্রভু গোরা করুণার** সিন্ধু। ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু॥ তার পর দিন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন মাঝে। নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বস্তুর নটরাজে। হেন কালে সে ছুই ব্রাহ্মণ আচ-ষিত। দেখিল বালক এক চিত্র চমকিত॥ গৌরশরীরে প্রভু ভেল খামতমু। কটি পীতধটী শোভে করে বর বেণু॥ ময়্রপাখার চূড়া ঘন উড়ে বায়। সেইরূপ দেখে যত অনু-গত গায়॥ রাধাদকে রুন্দাবনে বিপিনের মাঝে। দেখি-

লেন শ্রামদেহ নটবররাজে॥ যমুনা তথাই দেখে গোব-র্জন গিরি। বহুলা ভাণ্ডীর মধুবন আদি করি॥ গো গোপী গোপাল দেখে আবরণ তার। নবদ্বীপে দেখিলেন মদনগোপাল। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ত্রাহ্মণ। পুলকে আকুল অঙ্গ সজল নয়ন॥ ঘন ঘন হুহুস্কার মারে মালসাট। এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতিলেক হাট॥ দেখিয়া ঠাকুর পুন নৃত্য সম্বরিল। ধর ধর বলি পুন ত্রাহ্মণ ধরিল॥ শুন সব জন এই গোরা-গুণগাথা। করুণা প্রকাশে এই নবীন বিধাতা। কর্মবন্ধ ঘুচাইল প্রেম্ধন দেই। এমন ঠাকুর আর আছে কোন টাই॥ সংসারের বহি স্তক্তে আপন সংসার। সবিষয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার॥ দিব্য মালা চন্দন প্রসাদ পরে নিতি। মমতা নাছিক সব জনেরে পীরিতি॥ বেদের বিচারে বিধি যে আছে উচিত " সকল প্রকাশে সেই কার্য্য বিপরীত॥ এছন প্রকাশে নিজ প্রেমভক্তি ধন। बारा विकास विकास के व মোর গোরারায়। অনায়াদে দব জন প্রধন পায়।। ঐছন ঠাকুর আর নাহ্নি প্রেমদাতা। কহিল লোচন ভজ নবীন বিধাতা ॥

তবে আর এক দিন শুন অপরপ। শ্রীবাসপঞ্চিত-ঘরে
আনন্দ কোতুক। পিতৃলোক-ধর্ম করে শ্রীবাসপণ্ডিত।
শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত। হেন কালে •সেই
ঠাঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি॥
শুনিতে শুনিতে ভৈল নৃসিংহ-আবেশ। ক্রোধে রাঙ্গা ছনয়ন
উদ্ধি ভেল কেশ। পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘন ঘন

হুহুক্কার সিংহের গর্জন ॥ আচ্মিতে গদা লঞা ধাইল সম্বর। **(मथिया मकंन लाक कैं)** थिन जखत ॥ थनार्य मकन लाक না বান্ধায়ে কেশ। সহিতে না পারয়ে প্রভুর ক্রোধাবেশ। পলায়নপর লোক দেখি নরহরি। ক্ষণেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি॥ সর্বব অবতার বীজ শচীর নন্দন। যথনে যে পড়ে মনে হয় ত তেমন॥ সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে। বিশ্বিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে। না জানি কি অপরাধ ভৈগেল আমার। কিবা চিতে অনুমান ভেল তো সভার ॥ এ বোল শুনিয়া সভে বলিলা বচন। কি তোমার অপরাধ কি কহ কথন। শ্রীকাস কহিল তোমা দেখিল সেজন। তাহার হইল সব বন্ধ-বিমোচন॥ তার পর দিনে কথা শুন সৰ জনে। আচস্বিতে আইল এক শ্রিবের গায়নে॥ নমস্কার করি গৌরহরির চরণে। মহেশের গুণ গায় আন নিত মনে। শিব শিব-বলি ডাকে পরম উল্লাস। শিবের ভক্তি তার দেহে পরকাশ। শুনি আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর। পিবগুণ শুনি স্থথ বাঢ়িল প্রচুর॥ শিবের আবেশে মৃত্য করয়ে তথন। আপনা পাশরে হুতথ শিবের গায়ন॥ তার সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন। আপনে ঠাকুর কৈল ऋत्स बार्त्राह्ण ॥ ऋत्स कति बानत्म तम नाहरा भारत। আবেশে হইল প্রভুর রক্ত লোচন।। শিবের আবেশে কছে িশিকের কথন। থটক ডম্বরু মুখ শিঙ্গার গর্জ্জন॥ রাম কৃষ্ণ বলিয়া দে ডাকে কাঁদে হাদে। ক্ষণেকে কাঁদয়ে গোরা শিবের আরেশে॥ শ্রীবাদ পণ্ডিত দেই দব তত্ত্ব জানে। শিব-স্তব পঢ়ে সেই সাবধান মনে॥ পঢ়ায়ে মহিল্লঃ স্তব শ্রীমুকুন্দ-

দত্ত। আনন্দে নাচয়ে তারা জানে সব তত্ব ॥ গায়নের কান্ধে হৈতে নামিলা ঠাকুর। হরিপরায়ণ হরি গায়েন প্রচুর ॥ আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়াল। হরিগুণ গায় স্থথে আনন্দ-পাঁথার ॥ করুণাসমুদ্র করে করুণা প্রকাশ। শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥

আর অপরূপ কথা তার পরদিনে। বান্ধবে বেষ্টিত প্রভু **मृ**ত্য-অবসানে ॥ ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবৎ করে। আনন্দে সকল লোক হরি হরি বলে॥ হেনই সময় এক আক্ষাণ # আসিয়া। প্রভু পাদামুজ ধূলি লইল হাসিয়া॥ দেখি গৌর ভগবান্ সত্বরে উঠিল। ব্রাহ্মণচরিত দেখি হুঃখিত **হইল॥** মহা-অনুতাপ করি বীর স্বজন। অসন্তোষে নাসিকায় নিশাস সঘন ॥ সত্বরে উঠিয়া প্রভু ধাইল আচন্বিতে। জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন ছরিতে॥ জ**লে মগ্ন হৈল প্রভু না পাই** দেখিতে। সূব নিজ জন ঝাঁপ দিল পাছে তাতে॥ নদীয়ার লোক সব গণিল প্রমাদ.। কান্দরে সকল লোক করয়ে বিষাদ॥ পুত্র পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা। আঁপ দিতে চাহে বিশ্বন্তর হরি যথা ॥' উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভ-রায়। কান্দনায় কান্দে সভে ভূমিতে লোটায়। ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৃত রায়। প্রভুর উদ্দেশে আঁপ দিলেন গঙ্গায়॥ জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে। ধরিয়া তুলিল গঙ্গা-কূলে আচ্বিতে। দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত। সব নিজ জন কান্দে পাইয়া পিরিত॥ শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশ্বস্তর। শ্রীনিবাদ মুরারি মুকুন্দ শুক্লাম্বর॥

^{*} অপর পুস্তকে "ব্রাহ্মণ" স্থলে "ব্রাহ্মণী" পাঠান্তর।

গদাধর নরহরি কান্দে চরণে ধরিয়া। বাস্থদেব জগদানন্দ কান্দে প্রভুলঞা॥ হরিদাস আদি যত যত নিজ জন। গোর-মুখ দেখি কান্দে তরাসিত মন॥ আর সব জন তুঃখ পাঞাছে অপার। গোর দেখি স্থথে সব গেল নিজ ঘর.॥ তবে সব জন মিলি প্রভু বিশ্বস্তর। মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ত সম্বর ॥ ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু চলিলা ত্বরিতে। বিজয়-মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে। রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা ছরিত। গঙ্গার উত্তর কুলে গেলা আচন্দিত॥ ভ্রমণ করয়ে তার না বুঝিয়ে মন। তরাদ পাইল দঙ্গে ছিল যত জন॥ সভে মিলি নিবেদিল বিনয় বচনে। প্রাহ্মণ সজ্জন আর যত নিজ গণে ॥ পরসম হয় প্রভু গৌর গুণনিধি। করুণা করহ প্রভু মোরা অপরাধী। রূপা করি মহাপ্রভু! ছাড় অতি-রোষ। এমন কতেক নিবে সেবকের দোষ॥ করুণাদাগর তুমি করুণাবিপ্রহ। করুণার অবতার লোক-অনুগ্রহ। এখন বিমুখ কেনে হওত আপনি। আমরা কি জানি তব, চিত্ত অভিমানী॥ বিনয় করিয়া যবে বৈল সর্বজন। সদয়-হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তথন॥ ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত মনে। নিজ গুণগাথা নিজ অমুগত সনে॥ নদীয়ানগরে ভেল আনন্দ উল্লাদ। গোরাগুণ গায় স্থাখে এ লোচনদাস।

নিছনি যাই রে গোরারূপের বালাই লইয়া। বিতরিল প্রেমধন জগৎ ভরিয়া॥ গ্রু॥

শোক ছাড়ি হুফীমনে তবে গৌরহরি। নিজগণ সঙ্গে গেলা শ্রীবাদের বাড়ি॥ শ্রীনিবাদ হরিদাস আদি যত জন। বসিয়া ঠাকুর কাছে নিরিথে বদন॥ হেন কালে মহাপ্রভু সভা সন্ধিবনে। কহয়ে অন্তরকথা শুনে সর্বজনে॥ ধনা জন যৌবন সকল অকারণ। না ভজিত্ম সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ॥ নিরস্তর দগ্ধ এ সংসারে মাের হিয়া। না করিলু কৃষ্ণ-কর্ম্ম হেন দেহ পাঞা॥ সংসারে তুর্ল ভ এই মানুষ শরীর। কৃষ্ণ ভজিবারে কিবা পুরুষ নারীর॥ কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ। পতি স্থত পিতা মাতা মিছা সব গেহ॥ মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর। কহিল সভারে এই মরম উত্তর॥ সব লােকে বলে আমি বিরুদ্ধ করিয়ে। মুরারি কহিছে ইহা শুনিতে মরিয়ে॥ কেহ না বলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু। আমরা ত কারাে মুখে নাহি শুনি কভু॥ এবােল শুনিয়া সেই গৌর ভগবান্। মুরারি ধরিয়া দিল আলিঙ্গন দান॥ মুরারি করিয়া কোলে সামাইল ঘরে। প্রভু আলিঙ্গনে বৈদ্য অপনা পাশরে॥ পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মন্তক। পঢ়িলা ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক॥

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে ১৫।৮১।১৪॥
কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিবস্তিতঃ॥
নিবাসিতঃ শ্রিয়া জুফৌ পর্যাঙ্কে ভাতরো যথা।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রাস্তো বালব্যজনহস্তয়া॥ ইতি॥ ৪৩॥

শ্রীদামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং শ্রীক্বফের এক জন প্রিয় স্থা। দ্বারকাপতি
শ্রীক্ষণ একদা করিণী প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকায় রাজভবনে উপবিষ্ঠ আছেন, এমন সময় শ্রীদামা উপস্থিত, অস্থান্ত বাক্যালাপের পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলোন সথে! আমার জন্ম কিছু থাদাবস্ত আনিয়াছ কি? তাহাতে শ্রীদামা বড়ই শশব্যস্ত হইলেন এবং তাবিলেন হায়! একে রাজা

এবোল শুনিয়া সে প্রকাশে ঠাকুরাল। কোটি রবিকিরণ জিনিয়া উজিয়ার॥ আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর।
এই আমি চিদানন্দ না ভাবিহ দূর॥ এবে লৈ শুনিয়া সভে
আনন্দে বিহ্বল। পুলকে ভরিল সভে সব কলেবর॥ প্রীবাসপণ্ডিত সেই উত্য-আচার। গঙ্গাজলে অভিষেক করয়ে
তাহার॥ অভিষেক করি যথাবিধি পূজা করি। তাহার
পূজায় ফুফ হৈলা গোরহরি॥ আনন্দে সকল লোক হরিগুণ
গায়। ভকত বদন হেরি নাচে গোরারায়॥ শ্রীনরহরি-পাদপদ্ম শির'পরি। কহয়ে লোচনদাস গোরাঙ্গ-মাধুরী॥

তার পর দিনে কথা অপূর্ব কথন। সাবধানে শুন সভে

তাহাতে বন্ধু, এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি কি বস্ত প্রদান করিব (বস্ততঃ তিনি কতক গুলি চিপিটক (চিড়া) সঙ্গে আনিয়াছিলেন)। ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ তাহার ইতন্ততঃ ভাব জানিতে পারিয়া বলপূর্বক ঐ কৃষ্ণস্থিত চিপিটক লইয়া এক মৃষ্টি ভক্ষণ করিয়া দিতীয় মৃষ্টি গ্রহণ করিতেই মহিমী হস্ত চাপিয়া ধরিলেন ও বিবিধ বাক্যে তাহা হইতে নিষেধ করিলেন। তৎপরে মহিমী শ্রীদান্মাকে নিজে উপবেশন করাইয়া তাহার আতিথ্য সৎকার পূর্বক চামরব্যজনে ক্লান্তি দূর করিলেন। এই বিষয় শ্রীমন্তাগবতের ১০ ক্লেন্তে ৮০ ৷ ৮১ অধ্যায়ে অতীব বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। যাহা হউক শ্রীদামা নিজ-ভাগ্য প্রশংদা করতঃ মাহা বলিলেন তাহার অর্থ এইরূপঃ—

আহা! কোথার আমি হুর্ভাগ্য নীচ ও অত্যন্ত পাপাত্মা দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ। উভয়ের এই বান্ধবসন্থন্ধ অতীব হুর্ঘট। তাহা হইলেও "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হুই হস্তে বেষ্টন পূর্বাক আলিঙ্গন করিলেন। কেবল ভাহাই নহে, সহোদর ভ্রাতার স্থায় আমাকে অতি উৎকৃষ্ট পর্যান্ধে শয়ন করাইলেন এবং আফি শ্রান্থ ইইলে (শত শত দাস দাসী সন্থেও) রাজমহিষী নিজ হস্তে চামরব্যজন করত আমার শ্রীন্তি দূর করিলেন। (অহো! আমার কি ভাগ্য!!!)॥ ৪৩॥

কহিব এখন । শিখায়ে সকল লোকে লোক-শিক্ষাগ্ৰহ্ণ। করুণাদাগর প্রেমভক্তি-কল্পতরু॥ নিজ জন বুঝাবারে করে যত কার্য্য। সঙ্গতি করিয়া আসি অদৈত-আচার্য্য॥ শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। গদাধর শুক্লান্বর রাম আদি অন্ত।। যতেক ভকত সব সঙ্গতি ক্রিয়া। দেবালয়ে যায় প্রস্তু হর-সিত হইয়া॥ নেত ধটা পরিধান কান্ধে ত কোদালি। করে দমার্জনী করে নিজ জন মেলি॥ সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ। হাতে ঝাঁটা কান্ধে কোদালি উভবান্ধে কেশ। দেবালয় মার্জ্জন করিতে যায় প্রভু। হেন অদভূত কথা নাহি শুনি কভু ॥ কৃষ্ণের হডিজপ হইয়া বুলে দারে দারে। সকল বৈষ্ণব মেলি সম্মাৰ্জ্জন করে॥ এই মতে লোকশিক্ষা করায়ে ঠাকুর। ভঙ্গহ সকল লোক যে হয় চতুর॥ প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোন জন। জানিয়া ভজহ গ্রীগোরাঙ্গের চরণ॥ যুগে যুগে কত কত অবতার আছে। ভজিলে সে ভজে তার অসুরূপ আছে॥ আর কেহ নাহি করে হেন ঠাকুরালি। ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধে ত কোদালি ॥ না ভজিলে ভজে **८**इन जन ८कान यूरा। चरत चरत वरल ८कवा निज ভक्তि মাগে॥ ভজিলে দে ভজে দেই বড়ই ঠাকুর। ভক্তে দে ক্হয়ে ইহা আনে কহে দূর॥ ব্রহ্মা, মহেশ কিবা লখিমী অনন্ত। আপনে বলিতে নারে গৌরগুণ-অন্ত॥ না ভজিলে নিজ বলে নাছিক ঠাকুর। ভক্তে সে কহয়ে ইহা আনে কহে দূর॥ গৌরাঙ্গ-চরণ গুণ স্মরণ প্রবল। সংসার তরিতে মাত্র এই দবে বল। গোরা-গুণ ভজ ভাই না করিছ হেলা। সংসার তরিতে মাত্র এই সব বেলা।। এহেন ঠাকুর কেহ

নাহি হয় আর। কহয়ে লোচন দবে গোরা অবতার॥ হরি রাম নারায়ণ শচীর তুলাল হেম গোরা। গ্রু ॥ আর অপরপ শুন গোরাঙ্গচরিত। শুনিলে হইবে ইথে বড়ই পিরিত। নিজ জন সনে প্রভু পথে চলি যায়। কৃষ্ণ-কথারদৈ অঙ্গ আবেশে দোলায়॥ সেই পথে ছিলা কুষ্ঠ-ব্যাধি এক জনে। বিনয় করিয়া কহে প্রভুর চরণে॥ ভূমিতে পড়িয়া দেই পরণাম করে। কাতর হইয়া কিছু সবিনয়ে বলে॥ সব লোকে বলে প্রভূ তুমি জনার্দন। তুমি সে পুর-ষোত্তম তুমি সনাতন॥ তুমি দেব দেবেশ্বর ত্রিজগত্-বন্ধু। আমার উদ্ধার কর করুণার সিন্ধু॥ পতিত পাবন শুনি আইলু তোর গাঁই। তারহ আমারে তুমি সভার গোসাঞি॥ অহে অকিঞ্চননাথ শচীর তুলাল। তারহ আমারে প্রভু গোরাঙ্গ গোপাল। আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে। তুঃসহ এ কুষ্ঠব্যাধি কর পরিত্রাণে॥ এবোল শুনিয়া প্রভু রুষিলা অন্তর। ক্রোধদৃষ্টে চাহে কুষ্ঠব্যাধি বরাবর ॥ ঠাকুর কহয়ে শুন পাপ তুরাচার। বৈষ্ণবের নিন্দা তুমি কৈলে কেনে ছার॥ সংসারে যতেক জীব সেই মোর মিত্র। বৈষ্ণ-বের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু॥ আপন নিন্দায় আমি কভু নহি ছঃধী। শ্রীবাসপঞ্জিত-নিন্দায় কেমনে হব স্থা। অকথ্য বচন তুঞি কহিলে তাহারে। শত জন্ম ভুঞ্জি লেহ না ঘুচিব তোরে॥ বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেই জন। নরকে পড়য়ে তার নাহিক শরণ॥ বৈষ্ণবের দেবা করে মোর করে দ্বেষ। তার পরিত্রাণ করি ঘূচাইয়ে ক্লেশ। বাহিরে পরাণ দেখ এই মোর দেহ। বৈষ্ণব-অন্তরে প্রাণ নাহিক সন্দেহ। তুমি সে

পাতকী মহাপাতক হুরন্ত। কত কাল নরক ভুঞ্জিবে নাহি অন্ত ॥ এবোল শুনিয়া কুষ্ঠব্যাধি পড়ি কান্দে। আকুল হইয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে॥ ভকত বুঝিয়া কূপা আর অবতারে। এবে ত পামর প্রভু! কলিতে ঘরে ঘরে॥ যে তোমারে না ভজিবে তাহারে মারিবে। পতিতপাবন নাম কেমনে ধরিবে॥ জয় বিশ্বস্তর নাম দভার কল্যাণ। জয় মহাবাহ ধর্ম্ম সেতু অধিষ্ঠান॥ তোর সেতুবন্ধে লোক হবে ভব পার। আমারে না ফেল প্রভু শচীর কুমার॥ দেখিয়া করুণা যদি হঞাছে হৃদয়। তথাপি বৈষ্ণব দব সতন্ত্রতা নয় ॥ ইহা জানি গেলা প্রভু শ্রীবাদ আলয়। বদিয়া দকল কথা কছে মহাশয়॥ পথেতে দেখিল কুষ্ঠব্যাধি এক জন। অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম॥ তোর অপরাধে সে গলিত-সর্ববেদেহ। তাহার দেখিয়া মোর না উঠিল লেহ। পরিত্রাণ কর বলি ভাকে কুষ্ঠব্যাধি। কে করিবে পরিত্রাণ তোর অপরাধী। যদি বা আপনে তুমি দয়া দিঠে চায়। তবে সে নিস্তরে পাপী তোমার কৃপায়॥ এবোল শুনিয়া তবে শ্রীবাদ-পণ্ডিত। হাসিতে লাগিলা প্রভুর শুনিয়া চরিভ॥ মুঞি মহাধম ছাড় মোরে হেন বোল। মোর ছলে পাতকীর পরি-ত্রাণ কর। মোর ঠাঞি তার দোষ ঘুচিল সর্ববর্ণ। প্রসন্ম হইলু ঘুচাহ তার ব্যথা॥ এবোল শুনিয়া প্রভু করে হরি-নাদ। নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি হৈল পরসাদ॥ তথা গঙ্গাতীরে দেই ক্ষণে কুষ্ঠব্যাধি। পাইল এীবাদ কুপা পরম ওষধি॥ দিব্যদেহ সেই ক্ষণে হইল তাহার। গোরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি বিথার ॥ কোথা গেলা গৌরচন্দ্র অন্তরের চাদ।

এমন কে তারে ভবব্যাধি মহা-আন্ধ ॥ এথা গৌরচন্দ্র শ্রীনিবাদ ঘর হৈতে। কুষ্ঠব্যাধি দেখিবারে চলিলা ছরিতে ॥ পথে কুষ্ঠব্যাধি দনে হৈল দরশন। ধরিয়া পড়িলা ভূমি প্রভুর চরণ ॥ তুলি প্রভু তাহারে করিল আলিঙ্গনে। ত্রহ্মার ছল্ল প্রেম দিলা দেই ক্ষণে ॥ হাসে কান্ধে নাচে গায় গড়াগড়ি যায়। গদাধরবন্ধু বলি নাচিয়া বেড়ায়॥ সব ভক্ত আন-দিত হৈল তা দেখিয়া। চমৎকার হৈল দেখি সকল নদীয়া॥ শুন সর্বজন বিশ্বস্তরের চ্রিত। শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে ছরিত॥ অতি অপরূপ কথা নদীয়াপ্রকাশ। শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস।

তবে আর এক দিন প্রভু নৃত্য করে। আছিল ত এক জন ব্রাহ্মণ ছ্য়ারে॥ হেনই সময়ে এক আইল ব্রাহ্মণ। গৌরচন্দ্র নৃত্য করে দেখিবারে মন। ছারেতে যে ছিল তারে আসিতে না দিল। ছঃখিত ইইয়া বিপ্র নিজ ঘরে গেল॥ আনন্দে নাচিল প্রভু কিছু না জানিল। কীর্ত্তন সমাপি সভে বিশ্রাম করিল॥ তার পর দিনে প্রভু গঙ্গাম্মান কালে। আচন্দিতে সেই দ্বিজ দেখিল প্রভুরে॥ দেখিলেক গঙ্গাম্মানে প্রভু বিশ্বস্তর। ক্রোধদৃষ্টি চাহে বিপ্র কাঁপে কলেবর॥ প্রভুকে দেখিয়া বলে সক্রোধ বচন। তোর ঘরে গেলু তোরে দেখিবারে মন॥ তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ। পাপিফ ব্রাহ্মণ এক তাতে দিল বাধ॥ না দিল যাইতে মোরে বাহির ছ্য়ারে। তেমনি বাহির ভুমি হইবে সংসারে॥ ইহা বলি উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে। ক্রোধে অচেতন বিপ্র নাহি পরবোধে॥ দ্বারের বাহির কৈলা

আমি নাহি সহি। শাপ দিল হউ তুমি সংসারের বহি॥ এবোল শুনিয়া প্রভু হরিয় অন্তর। ব্রাহ্মণের শাপ মোরে वत रिल वत ॥ भाभ श्रीकात यत रिकल ভগবাन्। श्रीनशा ব্রাহ্মণ ভয় পাইল বড় মন॥ আমি কি করিব প্রভু বে বোলাইলে তুমি। তুমি দর্কা পরিপূর্ণ দর্কা অন্তর্যামী॥ কুতর্কের গণ সব নিস্তার করিবে। সন্ধ্যাস করিয়া তা সভারে থেম দিবে ॥ সন্ন্যাসী বলিয়া গুরু তোমারে বলিবে। সেই নম্রভাবে প্রেম তা সভারে দিবে॥ প্রমচতুর নিরোমণি গোরহরি। বিলাইবে পূর্ব্ব প্রেম ভাণ্ডার উঘারি॥ তোমার প্রতিজ্ঞা এই ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে। তুর্জন স্কলক সভাকারে না রাখিবে॥ আমি দে বঞ্চিত হৈলু তোর প্রেম-বানে। কি হইবে মোর গতি পতিতপাবনে ॥ শুনি প্রভু বলে শাপ নহে মোর বর। মোক বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে নাহি তোর ভর॥ শুনিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে। তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে । প্রভু আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল। গর গর কৃষ্ণ প্রেমে হইলা তরল। বিপ্রের মানস পূর্ণ কৈল ভগ-বান্। ব্রহ্মার হুল্লভ প্রেম তারে দিল দান। ছেন চিত্র লীলা করে গোরাঙ্গ হুন্দর। বুঝিতে না পারে ছুন্ট অন্তর পামর॥ তবে দেই মহাপ্রভু অন্তর উল্লাষ। কাতর অন্তরে কহে এ লোচনদাস॥

বিভাষ গ

জয় জয় গোরাচাঁদ নদীয়া উদয় কলিকালে॥ ধ্রু ॥ না হারে আমার প্রভুর কথা শুন। এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুণ॥ কি আরে হয়॥

আর কথা কহি শুন বড় অপরূপ। নদীয়ানগরে নিতি নুত্র কৌতুক॥ নিজ ঘরে বৈদে প্রভু আনন্দিত মন। চৌদিকে বেঢ়িয়া বৈদে দব নিজ জন ॥ আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে। মধু দেহ বলি ডাকে মেঘ বরিষণে॥ সেই ক্ষণে ধরে প্রভু হলায়ুধ-রূপ। . নীল-বদন দিতপর্বত স্বরূপ। স্থন্দর চরণ আর পদ্ম লোচনে। আশ্চর্ষ্য দেখিয়া সভে ছাই হৈলা মনে॥ সব জন প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়। আপন আবেশ ধরি নাচে মহাশয়॥ হরি নাম গাই দব নিজ জন সনে। সেই মনে গেঁলা অদ্বৈত আচার্যোর স্থানে॥ তথা গিয়া কহে পভু গদ গদ ভাষ। মধু দেহ মধু দেহ বলি অট্ট হাস॥ দেহের বরণ যেন বাল দিননাথ। মধু দেহ দেহ বলি ঘন পাতে হাত॥ তোয়পূর্ণ ভাজন ধরিয়া নিজ করে। মধুপান করি ভুলে রদের উদ্গারে॥ উলমল করি নাচে যেন মাতোয়াল। ঢেউ ঢেউ করি তোলে রসের উচ্চার ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে হাসে কান্দে। অধর মিঠাই ক্ষণে অট্ট ষ্ট্র হাদে॥ দেখিয়া দকল জন করয়ে স্তবন। হলধর বলি কেহ ধরয়ে চরণ॥ তবে সেই মহাপ্রভু লীলা বলরাম। কহয়ে অমৃত কথা অতি অমুপাম॥ এীকৃষ্ণ নহি যে আমি বলে হের স্থা। অদ্তুত স্থপেয় মধু আনি দেহ দেখি॥ সেই খানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া। ইহা মন্দ বলি ফেলে অঙ্গুলি ঠেলিয়া॥ অঙ্গুলি ঠেলায় •বিপ্র পড়ে বহুদূর। লজ্জা সে পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর। প্রভাতে আবেশ ভেল সায়াহ্ন সময়। লীলা-বলরাম ক্রীড়া করে মহাশয়॥ নরহরি পাদপদ্ম শিরের ভূষণ। ধন্ম গোরাগুণ কহে এ দাস লোচন॥

তার পর দিনে প্রভু বসি দিব্যাসনে। কহিতে লাগিলা কিছু সব ভক্তগণে॥ মোর এই কীর্ত্তন যে যজ্ঞের মহিমা। সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা গরিমা॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম সার মোর সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম। বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম॥ পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার। শিব তেঞি পঞ্মুখে গায় অনিবার ॥ নারদ বিনায় গাই বলয়ে নাচিয়া। শুক সন-কাদি ভক্ত বলয়ে গাইয়া। রুশাবনে রাধারুষ্ণ এই বেদ লঞা। গোপী দঙ্গে নাচি বলে প্রেমাবিফ হঞা। নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে। তেঞি শিব গান করে মহা-প্রেম ভাবে। তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল। হেন্ বেদ কলিযুগে প্রকাশ হইল॥ সব লোক কর্ণগর্ভ কুণ্ড পরি-সর। জিহ্বা ত্রুব ধ্বনি রস য়ত মনোহর॥ অন্তরে প্রবিষ্ট হঞা ভাব-অগ্নি দ্বালে। অগ্নি-শিখা পুলকাত্রু কম্প কলে-वरतः॥ मर्व्यभारभ मूळ रिया मव जन नारः। मारलाकानि মুক্তি তার ফিরে কাছে কাছে॥ কদাচ না দেখে সেই নয়-নৈর কোণে। নাচিয়া বলয়ে কৃষ্ণ-রস আস্বাদনে॥ সে যজ্ঞ বেঢিয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য। জানিবে কীর্ত্তন যজ্ঞ সর্ববযজ্ঞ আর্য্য॥ ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন। ইহার গৃহস্থ নিত্যানন্দ আবরণ॥ গদাধর পণ্ডিত এ প্রেমের গৃহিণী। এই তত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি ॥ অদৈত-আচাৰ্য্য গোসাঞি আমারে আনিয়া। দঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ স্থাপে দদিষ্টি হইয়া॥ এনি-বাস নরহরি আদি ভক্তগণ। তো সভারে লঞা মোর যজের স্থাপন ॥ এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে। ত**রুক সকল** লোক পতিত পামরে॥ এবোল শুনিয়া ভক্ত কান্দিয়া

কান্দিয়া। প্রভুর চরণে পড়ে চুলিয়া চুলিয়া ॥ সভারে করিল কোলে গৌর ভগবান্। শুনি আনন্দিত কথা এ লোচন গান॥

বড়ারি রাগ, ধূলা খেলা জাত॥

আর অ্পরূপ কথা, শুন গোরা-গুণ-গাথা, লোক বেদ অগোচর বাণী। করে রদের আবেশে, ভক্তিযোগ পরকাশে, করুণাবিগ্রহ গুণমণি॥ শুন মন দিয়া কথা, পাশরহ পাশ কথা, আর সব কহিবার বেলা। নিজ্জন সঙ্গে করি, এলিবি-শ্বস্তর হারি, জীচন্দ্রশেখর বাড়ি গেলা॥ কথা-পর্মঙ্গ কথা গোপিকার গুণগাথা, কহিতে সে গদ গদ ভাষ। অরুণ বয়ান ভেল, ছনয়নে ঝর ঝর, রসাবেশে রসের প্রকাশ।। কমলা যাহার পদ, দেবা করে অবিরত, হেন প্রভু গোপিকার তরে। পরদঙ্গে হয় ভোরা, হেন ভক্তি কৈল তারা, কথা মাত্র সে আবেশ ধরে। তবে বিশ্বস্তুর হরি, গোপিকার বেশ ধরি, শ্রীচন্দ্রশেথরাচার্য্য ঘরে। নাচয়ে আনন্দে ভোলা, শ্রীবাস হেরই বেলা, নারদ-আবেশ ভেল তারে॥ প্রভুরির প্রণাম করে, বিনয় বঁচনে বলে, দাস করি জানিহ আমারে। এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি, গদাধর পণ্ডিতেরে বলে॥ শুনহ গোপিকা তুমি, যে কিছু বলিয়ে আমি, তোর পূর্ব্ব কথা কিছু জান। অপূর্ব্ব কহিয়ে আমি, জগতে হুল্ল ভ তুমি, তোর কথা শুন সাবধান। প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণ-শক্তি রাধা তুমি, কি জানি তা কহিবারে আমি। রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম সোহাগিনী, তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি॥ লথিমী ধাহার দাসী, তোর প্রেম অভিলামি, হৃদয়ে

করয়ে অনুরাগ। দকল ভুবনপতি, ভুলাইলা দে পিরিতি, ধনি ধনি ভোঁহারি সোহাগ॥ তোরা সে জানিলি তত্ত্ব, প্রভু-গুণ-মাহাম্ম্য, পিরিতে বান্ধিলে ভাল মতে। উদ্ধব অকুর আদি, সভে তোর প্রসাদি, অমুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে॥ এতেক কহিল বাণী, শ্রীনিবাস দ্বিজমণি, শুনি আনন্দিত সব জন। मकल देवछव मिनि, कित कारल कालाकूनि, पिथि বিশ্বস্তুরের চরণ॥ হরিগুণ দঙ্গীর্ত্তন, কর ভাই অমুক্ষণ, ইহা বলি অট অট হাসে। হরিগুণ গানে ভোরা, তুনয়নে বহে थाता, आनटम क्तिरा চाति পारंग॥ अनि हतिमान-वागे, मकल रेवछवगनि, अग्रुट्ड मिक्षिला मव गा। इतरघट्ड नार्ट গায় মাঝে নাচে গোরারায়, কান্দিয়াধরয়ে রাঙ্গা পা॥ তবে দর্ব্ব গুণধাম, অদ্বৈত-আচার্য্য নাম, আইলা দব বৈষ্ণবের রাজা। রূপে আলোকিত মহী, সম্মুখে দাগুয়া চাহি, প্রভু-অংশে জন্ম মহতেজাঃ॥ হরি হরি বলি ডাকে, চমক লাগিল লোকে, আনন্দে নাচয়ে প্রেমভরে। পুলকিত মূব গা. আপাদ মস্তক যা, প্রেম বারি তুনয়নে বারে॥ বিশ্বস্তর 🖺-চরণ, নেহারয়ে ঘন ঘন, হুভ্স্কার মারে মালসাট। সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমের পশার ডালি, পদারিল অপরূপ হাট ॥ স্কল বৈষ্ণব মাঝে, নাচে মহা নটরাজে, রদের আবেশ ভাব ধরে। নাচিতে নাচিতে পুন, লখিমী পড়িল মন, সে আবেশে গেলা দেবঘরে॥ ঘরে সাম্বাইল আর্ত্তি, দিব্য চতুভু জ মূর্ত্তি, দেখি माधाहेल जात काटह। आध नग्रत्न ठाग्न, आध পरन ठाल याग्नु, বসনে ঢাকিল আঁথি পাছে॥ তবে সব নিজ জনে, পড়ি তার শ্রীচরণে, বিনয় বচনে করে স্তুতি। শ্রীস্তব পঢ়য়ে কেহ, আনন্দে বিভার সেহ, বর মাগে দেহ প্রেমভক্তি॥ যে বলু দে বলু লোকে, অমুভবে কহি তাকে, মনে মনে করুক বিচার। গোরা অবতার হেন, করুণা প্রকাণে যেন, নাহি হয় নাহি হবে আর॥ এই মাত্র মোর চিন্তা, অন্তরে অন্তর-ব্যথা, হেন অবতার যায় পাছে। তা লাগি কান্দয়ে হিয়া, কাহারে কহিব ইহা, গোরাগুণ গায় লোচনদাসে॥

বড়াড়ি রাগ॥

বোর প্রাণ আরে গোরাচান্দ নারে হয়॥ ধ্রু॥

কহিব অপূর্ব্ব কথা লোকে অগোচর। কভু নাহি দেখি শুনি জগত্-ভিতর॥ আনন্দিত ঐচন্দ্রণেথর ভট্টাচার্য্য। তাহার বাড়ির কথা কহিব আশ্চর্য্য॥ নাচিয়া আইল প্রভু বহিল ছটাকে। উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে॥ অছুত শীতল শোভা অমৃত অধিক। চাহিতে না পারি যেন চৌদিগে তড়িত্। হৃদয় আহলাদ করে দেখি হেন সাধ। আঁখি মিলি-বারে নারি তেজে করে বাধ ॥ চমক লাগিল সে নদীয়াপুর জনে। কিবা অপরূপ দে দেখিল এতদিনে ॥ আসিয়া বৈষ্ণব জনে পুছে সব জন। কি জান সন্দর্ভ কথা কহ না কারণ॥ সকল বৈষ্ণব বলে আমরা না জানি। নাচিয়া আইলা বিশ্ব-স্তর গুণমণি।। এই মাত্র জানি কিছুনা জানিয়ে আর। লোক বেদ অগোর চরিত্র উহার॥ সাত দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি। তেজোর ছটায় নাহি জানি দিবা নিশি॥ নিত্যই নৃতন অতি আনন্দের কর্ম। প্রকাশয়ে শচীস্থত করু ণার ধর্ম। তার পর দিনে এীনিবাস দ্বিজবর। পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর। কলিযুগে হরিনাম গুণ সঙ্গীর্তন। পূর্ণ-

ফল বলে কেনে আর যুগে নান ॥ শুনিয়া ঠাকুর কহে শুন শ্রীনিবাদ। ভাল কথা হুধাইলে কহিব বিশেব॥ সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম ধ্যানমাত্র সাধি। ত্রেতায়ে সাধ্যে যজ্ঞ ধর্ম উদারধী॥ ঘাপরে কৃষ্ণের পূজা কহিল এ ধর্ম। কলিযুগে শক্তি কেহো নহে এই কর্ম ॥ আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান। কলিযুগে সর্বাশক্তিময় হরি নাম॥ সত্য আদি তিন যুগে যত সব জন। ধ্যান যজ্ঞার্চনা বিধি সেবে নারায়ণ॥ পাপ কলিযুগে লোক হুরস্তচরিত। এই ত কারণে দয়া ভেল বিপরীত॥ আপনে ঠাকুর নিজ সন্ধীর্তন রূপে। অনায়াদে সর্বাদিদ্ধি সাধি কলিযুগে। ত্রেতা আদি যুগে মহেশাদি সহ হুংখে। প্রভুর কুপাতে হুখে সাধি কলিযুগে॥ নরহরি পাদ্পদ্ম করি শির'পরি। কহয়ে লোচনদাস গোরাক্ষমাধুরী॥

এই মতে আনলে সানলে দিন যায়। আচ্ছিতে থেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥ নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি। দেখিবারে যাব আমি রন্দাবনভূমি॥ কতি মোর কালিন্দী যমুনা রন্দাবন। কতি মোর বহুলা ভাগুীর গোবর্জন॥ কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা। কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ যশোদা॥ শ্রীদাম স্থদাম মোর রহিলা কোথায়। ধবদী নাঙলী বলি অমুরাগে ধায়॥ কণে দত্তে তৃণ করে করুণা করিয়া। ফুকরি ফুকরি কান্দে চৌদিগে হেরিয়া॥ এ ভব সংসার কাল কেমনে ছাড়িব। সে নন্দনন্দনপদ কোথা গেলে পাব॥ ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত। ফুফের বিরহত্বংথ ভেল বিপরীত॥ হরি হরি বলি ডাকে ছুণ্ডরে নিখাস। অশ্রুধারা গলে কিছু না কহে বিশেষ॥ পুলকে

পূরিত অঙ্গ অরুণ বদন। দেখিয়া মুরারি কিছু কহয়ে বচন॥ শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান্। তোমারে অশক্য কিছু নাহি পরিণাম। থাকিতে চলিতে এভু পারহ সর্বাথা। তথাপি আমার বোলে না দিবে অন্তথা।। তুমি যদি এখনে চলিবে দিগন্তর। স্বতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব অন্তর॥ সতন্ত্রে করিব সভে যাহা মনে লয়। পুন প্রবেশিব সবে সংসার আলয়॥ যতেক করিলে নাথ কিছুই না হৈল। নিশ্চয় করিয়া এই তোমারে কহিল॥ এতেক শুনিয়া প্রভু নিশবদে রহি। · খণ্ডিতে নারিলেন মুরারি যাহা কহি॥ তবে আর কত দিন গেল ত কৌতুকে। নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে। জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি। বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে জীড়া করে গৌরহরি॥ স্বজন বান্ধব সঙ্গে আছে মহাস্তথে। সভার সন্তোষ, যত আছে নবদ্বীপে॥ সকল বৈষ্ণব মনে কীর্ত্তন বিলাস। পুরনারীগণ দেখি পাইল লিলাস। ত্রৈলোক্য-অদ্ভূত রূপ তাহে না গরিমা। বিনোদ বিলাস রস লাবণ্যের সীমা॥ আর তাহে ঝল মল আভরণ শোভা। ক্ষ বিলম্বিত কেশে মালতীর মালা॥ চন্দন তিলক পরিপাটী মনোহর। রক্তপ্রান্ত বাস বেশ ত্রৈলোক্যস্থন্দর॥ নিজ পরিজন আর পুরজন দব। সভেই দেখয়ে যার যেই অমুভর॥ হেন মতে নিজজন সঙ্গে আছে পহু। স্বপ্ন কহে সভাকারে হাসি লহু লহু। শুন সব জন স্থ দেখিল রজনী। আচন্ধিতে মোর ঠাই আইলা দ্বিজমণি॥ মোর কর্ণে কৃহিল সন্ন্যাসমন্ত্র এক। এখন আমার মনে আছে পরতেক॥ যাবৎ হৃদয়ে মোর প্রবেশিল মন্ত্র। সে অবধি মোর হিয়ানাহয় স্বতন্ত্র॥ কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ। তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ ॥ ইন্দ্রনীলমণি যিনি পরমস্থলর। মোর বক্ষঃস্থলে বিদ হাদে নিরন্তর ॥ শুনিয়া মুরারিগুপু করিল উত্তর। সে মন্ত্রের ষষ্ঠীসমাস তুমি কর ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন। তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন॥ যত স্থির করি তত উঠয়ে রোদন। না বলিহ মোরে কিছু শুনহ বচন॥ শব্দ শক্তি করে হেন কি করিব আমি। লঞ্জিতে না পারি পুনঃ যত কহ তুমি॥ এ বোল শুনিয়া সভে অন্তর চিন্তিত। কহয়ে লোচনদাস হৃদয় ব্যথিত॥

আর কত দিনে শ্রীল কেশবভারতী। আইলা সন্ন্যাসিবর অতি শুদ্ধমতি ॥ মহাতেজাঃ ন্যাদিবর মহাভাগবত। পূর্ব জন্মার্জিত কত পুণ্যের পর্বত।। আচম্বিত আদিয়া দেখিল বিশ্বস্তর। বিশ্বস্তর দেখি হৃষ্ট হৈলা ভাসিবর॥ উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরণ বন্দন। সন্তাদী দেখিয়া প্রেমে ঝরে ছুন-য়ন॥ প্রভু-অঙ্গ নিরিথয়ে সেই ন্যাসিরাজ। মহাবৃদ্ধি ন্যাসি-বর বুঝিলেন কাজ॥ কেশবভারতী গোসাঞি কছিল বচন। তুমি শুক প্রহুলাদ কি হেন লয় মন॥ এ বোল শুনিয়া পুনঃ প্রভু বিশ্বস্তর। কান্দয়ে দ্বিগুণ ঝরে নয়নের জল॥ তবে পুন কহে **ভাদী বিশ্মিত হইয়া। অনু**মান করি মনে নিশ্চয় করিয়া॥ তুমি প্রভু ভগবান্ জানিল নিশ্চয়। সর্ব্ব লোক-প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু করয়ে রোদন। কত দিনে পাব আমি কুষ্ণের চরণ॥ তোর ঐক্ফেতে অনুরাগ বড় হয়। তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥ কত দিনে কৃষ্ণ মুঞি দেখিবারে

পাব। তোমার এমন বেশ কবে মোর হব। ক্ষের উদ্দেশে মুক্রি দেশে দেশে যাব॥ কোথা গেলে প্রাণনাথ কৃষ্ণ মুঞি পাব॥ সন্ন্যাদির বেদ্য কথা কহি বিশ্বস্তর। দণ্ডবৎ হঞা প্রভু যান নিজঘর॥ শ্রীবাস দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর। সন্ন্যাসিকে লঞা তুমি যাহ নিজ্বর॥ প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর। সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর॥ ভিক্ষা করি সে দিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর। যথাস্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর ॥ প্রাতঃকালে জ্রীনিবাদ প্রভুর নিকটে। সন্যাসিবিজয় কথা কহে কর্ত্বটে॥ এ গোল শুনিয়া প্রভু কাতর অন্তর। সম্যাসী কেমন করি গেলা নিজ্বর॥ ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি। দঢ়াইল সন্ন্যাস করিব গোরহরি॥ ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিলা মুকুন্দ। প্রভু রাথিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ॥ শুন শুন সব জন আমার উত্তর। সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বস্তুর॥ যাবৎ থাকয়ে দেথ নয়ন ভরিয়া। ত্রীমুথের কথা শুন ত্রাবণ পূরিয়া॥ ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস। জননী ছাড়িব আর সব নিজদাস ॥ এ বোল শুনিয়া সভে ব্যথিত হিয়ায়। যুক্তি করিয়া মনে চিন্তয়ে উপায়॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর না রহিব কারু বশে। ইহা বলি ভক্ত সব পড়িলা তরাসে॥ ভূমিতে পুড়িয়া কান্দে ধূলায় ধূদর। প্রাণনাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বস্তর ॥ হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া। মো সভারে কলিমর্পে থাইবে ধরিয়া॥ কলিভয়ে তোর প্রভু লইন্থ শরণ। তোর ভয়ে কলিসর্পে না লঙ্গে এখন॥ কালে আসি তথা প্রভু বিশ্বস্তর। শ্রীবাদপণ্ডিত দেখি

কহিল উত্তর॥ শুন শুন অহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস। এক কথা কহি যদি না পাও তরাস।। প্রেম উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর। তো সভারে আনি দিব শুন দিজবর॥ সাধু যেন নৌকা চঢ়ি যায় দূরদেশ। ধন উপার্চ্জন লাগি করে নানা ক্রেশ। আনিয়া বাদ্ধবগণে করয়ে পোষণ। আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন। এ বোল শুনিয়া কছে শ্রীবাস পণ্ডিত। তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত॥ জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ। দেছান্তরে করি তার শ্রাদ্ধ তর্পণ।। যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেম-ধন। তোমা না দেখিলে হবে সভার মরণ॥ মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর। অন্তর পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির॥ মোরা দব অধম দুরন্ত ছুরাচার। ছুমি শঠ থলমতি বুঝিল বেভার॥ অচতুর গণ মোরা না বুঝিল তোরে। শরণ লইকু তোরে ছাড়িয়া সংসারে॥ ধর্ম কর্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলু সারে। পতিত করিয়া কেনে ছাড় মো সভারে॥ পতিত-পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিয়া। শরণ লইমু সর্ব্ব ধর্মেরে ছাড়িয়া॥ এখনে ছাড়িয়া যাহ মো সভারে তুমি। এ নহে উচিত গ্রভু নিবেদিল আমি॥ খলমতি না বুঝিয়া লইলু শরণ। বজর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥ বাহিরে কমল-রদ স্থগন্ধি পাইয়া। অন্তরে ত এইমত ছিল মোর হিয়া॥ এখন জানিল তোর কঠিন অন্তর। বিষকুম্ভ-পয়ঃ) যেন তাহার উপর॥ কার্চের মদক যেন কপূর ছাইয়া। গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥ কুলবধু যেন ablaকামে হঞা অচেতনে। পিরিতি করয়ে পরপুরুষের দনে॥

ধর্ম কর্ম লোক বেদ ছাড়ি করয়ে বেভারে। কলঙ্কী করিয়া ষেন ছাড়য়ে তাহারে॥ তুমি দেশাস্তরে যাবে কি কাজ জীবনে। সভারে নিঠুর তুমি হৈলা কি কারণে॥ তিল এক তোর মুখ না দেখিলে মরি। কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারি॥ শুন শুন বিশ্বস্তর গোর ভগবান্। অধম মুরারি বলে কর অবধান॥ রোপিলে অপূর্ব্ব রক্ষ অঙ্গুলি ধরিয়া। বাঢ়াইলে দিবা নিশি সিঞ্জা কুড়িয়া॥ তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে। বান্ধিলা তরুর মূল দিয়া নানারত্নে॥ ফল ফুল কালে গাছ ফেলাহ কাটিয়া। মরিব আমরা দব হৃদয় कार्षिया॥ नित्रस्त मिया निभि जान नाहि जानि। अपरान्ह দেখো তোর চাঁদমুখ খানি॥ সংসার বাসনা মোর নিয়ড় না হয়। জগদ-তুর্লুভ তব চরণের বায়॥ তুমি দেশাস্তরে যাবে সভারে এড়িয়া। খাইব সংসারব্যাত্রে সভারে ধরিয়া॥ **म**या कति, निकल् रिटल कि कांतर। देश विल मर्ड মেলি পড়িলা চরণে॥ অহে দীনবন্ধু এভু অনাথের নাথ। পতিত-তারণ অহে তুমি জগন্নাথ॥ কেহ দত্তে তৃণ করি কাতর বচনে। কেহ উর্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনে ঘনে॥ প্রভুকহে তোমরা আমার নিজদাস। তো সভারে কহি শুন আপন বিশাস॥ কহিতে আরম্ভ মাত্র গদগদ স্বর। আরুণ-কমল আঁথি করে ছল ছল। সকরুণ-কঠে আধ আধ বাণী কহে। সম্বরিতে নারে ক্ষণে নিশবদে রছে॥ আমার বিচ্ছেদভয়ে তোমরা কাতর। মোর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল কলেবর।। আত্মস্থ লাগি তোরা মোরে দেহ ছুঃখ। কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥ কুফের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর। দগধ ইন্দ্রিয় দেহে ভেল মহাজ্ব॥
অমি হেন লাগে মোর দে হেন জননী। বিষ মিশাইল
যেন তো সভার বাণী॥ কৃষ্ণ বিন্তু জাবন জীবনে নাহি
লেখি। কি কাজ এ ছার প্রাণে যেন পশু পাখী॥ মরার
যে হেন সর্ব্ব অবয়ব আছে। জীবকে জীয়ায় যেন লতা
পাতা গাছে॥ কৃষ্ণ বিন্তু ধর্মা কর্মা দিজ বেদ হীন। পতি বিন্তু
সতী যেন জল বিনা মীন॥ ধনহীন গৃহারস্তে কিছু নাহি
কাজ। বিদ্যাহীন বৈদে যেন বিদ্যার সমাজ॥ কৃষ্ণের বিরহে
মোর ধক্ ধকী প্রাণ। আর যত বোল তাহা না দাম্বায়ে
কাণ॥ ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে। যথা গেলে পাঙ
প্রাণনাথের উদ্দেশে॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাকে
অতি উচ্চ নাদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥

বিভাষ রাগ, তৰ্জ্জা ছন্দঃ॥

শুন দর্ব্ব জন, দংদার দারুণ, দংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয়, যেন বিষময়, গুপতে অন্তর পোড়ে॥ যতেক্রিয়গণ, বলিয়ে আপন, বাদনা না ছাড়ে কেছো। নিত্যই
নৃতন, করাই ভোজন, তভু না লেউটে দেছো॥ লোভ
মোহ কাম, কেছো নছে ন্যুন, মদ অভিমান ক্রোধে। চিত
চুরি করি, আছয়ে দম্বরি, তিলেক নাহি প্রবোধে॥ বাহিরে
বান্ধয়ে, ভ্রমাইয়া যায়ে, আশ্রম যে জাতি কুলে। কুয়
পাশরিয়া, বলি যে ভ্রমিয়া, পাপ তুর্বাদনা মূলে॥ জগতে
যতেক, দেখি অপরূপ, কৃষ্ণ আবরক দভে। তবহু জনম,
মানুষ রতন, শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে য়বে॥ মানুষ জনম, ছ্র্মভ

্রজানিয়ে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে। হেন দেহ পাঞা, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া, মরিয়ে মিছা সংসারে॥ শুন সব জন, কহিলু বচন, আশীর্কাদ কর মোরে। কৃষ্ণে রতি হউ, এ তুঃখ পালাউ, এ বর মাগি সভারে ॥ কুঞ্জের চরিত, গাঙ অবিরত, বদনে লাগয়ে সাধে। এীমুখ কমলে, নয়ন-যুগলে, হিয়া বান্ধ মো শ্রীপাদে ॥ কি কহিব হিরা, কৃষ্ণ না দেখিয়া, মরমে বিরহ জালা। সংসার-সাগরে, পড়িয়া পাথারে, চিত্ত ব্যাকুল ভেলা। সেই পিতা মাতা, সেই সে দেবতা, সেই গুরু বন্ধু-জনে। সেই সে শুনিয়ে, কৃষ্ণ কথা কহে, ভজয়ে কৃষ্ণ-চরণে । তোমরা বান্ধৰ, প্রমবৈষ্ণব, দয়া না ছাড়িছ চিতে। সম্যাস করিব, প্রেম বিথারিব, সব তো সভার হিতে॥ এতেক উত্তর, কহি বিশ্বস্তর, ভূমে গড়াগড়ি বলি। ধূলায়ে। ধুসর, গৌর কলেবর, লুটায়ে মুকুলিত চুলি 🛭 হরি হরি বোল, ডাকে উতরোল, সখন নিশাস নাসা। অঙ্গের পুলক, আপাদ মন্তক, গদ গদ আধভাষা ॥ ক্লেকে রোদন, ক্লেকে বেদন, ক্লণে চমকিত চাছে। ক্লণে হাপ ঝাঁপ, কলেবর কাঁপ, ক্ষণে উঠে কৃষ্ণবিরহে॥ ক্ষণে উতরলী, রুন্দাবন বলি, ক্ষণে রাধা বলি ডাকে। মালদাট মারি, বোলে হরি হরি, ক্ষণে হাত মারে বুকে ॥ দেখি দব জন, গুণে মনে মন, অন্তর কাতর হঞা। কি বলিব আরে, ছঃখের পাথারে, পড়িল যে হেন গিয়া॥ কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি, স্বতন্ত্র তুমি সর্ব্বথা। লোক বুঝাবারে, করুণা প্রচারে, ভাবহ বিরহ বেখা ॥ তুমি যে করিবে, নিজ মনঃস্থা, তাতে কি বলিব আনে। তুমি দৰ জান, যে কর বিধান, কি হয়ে জীব

भताल। स्माता मय जीव, ना ज्ञानि कि इव, कीं विभीने लिका दिन। जूमि मयामिक्, मव लाक वक्, वूबिया कत्रद्र स्वन ॥ अ त्वाल श्वनिया, मिला महामिया, मिला तक किया । रकाल। स्थम श्वनानिया, मिला मस्याधिया, श्वर्वाध विष्ना रेला॥ श्वन मव जन, किश्रिय विष्न, मस्मिश्च ना कत तक हा। यथा जथा याहे, त्जा मलात ठां िक, आहि स्य ज्ञानिश्च अहरा॥ ज्ञानिश्च त्र, त्वाला निज चत्र, मलात विष्नाय मिया। मक्याम श्वन सक् कत्रत, स्मायाश्च ना श्वास हिस्ल। स्वीत अखरत, सक् धक् करत, स्मायाश्च ना श्वास हिस्ल। स्वीत अखरत, स्वन, स्थमात मागत, स्वमस्न हाश्चिल्ल॥

আহিরী রাগ, দিশা (মূর্চ্ছা) ॥

এই মনে অনুমানে জানাজানি কথা। সন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা॥ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর। অচেতন হৈলা শচী মৃচ্ছিত অন্তর॥ উন্মতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে। যারে দেখে তারে পুছে সব নবন্ধীপে॥ নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ম্যাস। ক্রিম্ভর কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁথি। তোরে না দেখিলে অন্ধকারময় দেখি॥ লোকমুখে শুনি বাপু করিবে সন্মাস। মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥ একাকিনী অনাথিনী * আর কেছ নাহি। সকল পাশরি এক তোর মুখ চাহি॥ নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ। তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বলে নবন্ধীপ॥ না ঘুচাহ

 [&]quot;অনাথিনী" এই পদটী সংস্কৃতব্যাকরণাত্মসারে অশুদ্ধ "অনাথা"
 হইবে। কর্মধারয় সমাস করিয়া ইন্ প্রত্যয়ে নিশায় করাও নিষিদ্ধ।

ত্মারে বাপ মোর অহঙ্কার। তোমায় না দেথি লোকে হব ছার খার॥ ভাগ্য করি যেবা জন দেখে মোর মুখ। এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ॥ তুমি মাত্র পুত্র মোর এ সংসার ধন্য। তোমা না দেখিলে মোর সকল অরণ্য॥ তুঃখ ভাবি অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি। গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥ এমন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে। ক্ষুধায় ভৃষণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥ ননীর পুতলী তকু রোদ্রেতে. মিলায়। কেমনে দহিব ইহা এ ছঃখিনী মায়। হাপুতির পুত মোর দোণার নিমাই। আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কার ঠাঞি॥ বিষ খাঞা মরি যাব তোর বিদ্যমানে॥ তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কাণে ॥ আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে॥ আগুনি জ্বালিয়া তাতে করিব প্রবেশে ॥ সর্বজীবে দয়া তোর মোরে নিক্ষরুণ ॥ না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ। ক্ষম বিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া। জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥ বয়স্তবেষ্টিত তুমি[®] চলি যাহ পথে। দেখিয়া জুড়ায় প্রাণ পুথী বাম হাতে॥ আগেত মরিব আমি তবে বিফুপ্রিয়া। মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া।। মুরারি মুকুন্দদত্ত আর শ্রীনিবাস। অদৈত-আচার্য্য গোসাঞি আর হরিদাস॥ গদা-ধর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। বাস্তদেবঘোষ বক্তেশ্বরাদি শ্রীরাম॥ মরিব ভকত দব না দেখিয়া তোমা। এ দব দেখিয়া পুত্র চিত্তে দেহ ক্ষমা। পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল তুই বিভা। ষ্মপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥ তরুণ বয়দে নহে সন্সাদের ধর্ম। গৃহস্থ-আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম।। কাম

ক্রোধ লোভ মোহ যোবনে প্রবল। সন্ধ্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥ মুনের নির্ত্তি কলিকালে নাহি হয়। মনের চাঞ্চল্যে সন্ধ্যাসের ধর্মক্ষয়॥ গৃহী জন মনঃপাপে নাহি হয় বন্ধ। সন্ধ্যাসির ধর্ম যায় মনজ অশুদ্ধ॥ এতেক বচন যবে শচীদেবী বৈল। শুনিয়া প্রবোধবাণী মায়েরে বলিল॥ নর-হরি-পাদপদ্ম শিরের ভূষণ। গোরাস্কচরিত কহে এ দাস লোচন॥

বড়াড়ি রাগ; দিশা ॥

হেন অদভূত কথা প্রবণ-মঙ্গল নাম রে। শুন গোরা-গুণ-গাথা শচীর তুলাল চাঁদ রে॥ ধ্রু॥

অন্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন। মিছা কাজে ছু:থ চিতে কর কি কারণ॥ বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে।
মিছা মোর লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে॥ কে ছুমি তোমার পুত্র কেবা তোর বাপ। মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥ কি নারী পুরুষ এই কেরা কার পতি। প্রীক্ষণ্ডরণ বিন্থু নাহি আর গতি॥ সেই মাতা সেই পিতা কহিল এ তর। তা বিন্থু সকল মিছা ইতেক জগত্॥ নিজ ভোল বলি যেই ঘেই করে কর্মা। পরকালে বন্দী হয় নাহি পরধর্ম॥ কর্ম্মশূত্রে বন্দী হৈয়া বলয়ে ভ্রমিয়া। আপনা না জানে শ্রীল রুষ্ণ পাশরিয়া॥ বিষম বিপাক ইথে আছয়ে অপার। ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনেক সংসার॥ তবহু ছুর্ল ভ জানি মনুষ্য শরীর। শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যেই মায়া হয়ে হির॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মাত্র যেই করে দেহে। যুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে লেহে॥ পুত্রম্বেহে কর মোরে যত বড় ভাব। শ্রীকৃষ্ণ চরণে

🕴 হৈলে কত হবে লাভ॥ সংসারে আরতি করি মরিবার তরে। 🕮 ক্লুম্থে আরতি করি ভব তরিবারে॥ সেই ত পরমবন্ধু সেই ্মাতা পিতা। ঐকুষ্ণচরণ দেই প্রেমভক্তিদাতা॥ কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর। চরণে পড়িয়া বলি বিনয় উত্তর॥ বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি। তোমার আজ্ঞায় শুদ্ধচিত হই আমি॥ আমার নিস্তার হয় তোর পরিত্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজ ছাড়ি পুক্রজ্ঞান॥ সম্মাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে। দেশে দেশে আনি তোরে দিব প্রেম-ধনে ॥ আনের তনয় আনে রজত স্থবর্ণ। থাইলে বিনাশ হয় নাহি প্রধর্ম। আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন। সকল সম্পদ স্থথ কুষ্ণের চরণ ॥ ইহ লোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা। আজ্ঞা দেহ, বেদনা মা চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ সকল জনমে পিতা মাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায়॥ মনুষ্যজনমে কৃষ্ণ গুরু সবে জানি। যেই গুরু নাহি করে পশু পদ্দী মানী॥ ইহা শুনি শচী দেবী বিশ্মিত হিয়ায়। বিশ্বস্তর-মুখপদ্ম একদুষ্টে চায়। চতুর্দ্দশ লোকনাথ মায়া কৈল দূর। সর্বী জীবে দেখে শচী এক সমতুল॥ সেই ক্ষণে বিশ্বস্তবে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল। আপন তনয় বলি মায়া দূর কৈল। নবমেঘ জিনি তমু শ্যামল বরণ। ত্রিভঙ্গ মুরুলী-রব পীতবসন॥ গোপ গোপী গোপালের সনে রুন্দাবনে। দেখিল আপন পুত্র চকিত তথনে। দেখি শচী চমৎকার হইল অন্তরে। পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে। স্নেহ নাহি ছাড়ে শচী আপন সম্বন্ধ। কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ । জগদ্-ছল্ল ভ.কৃষ্ণ আমার তন্য । কারু বশ নছে

মোর শক্ত্যে কিবা হয়॥ এত অনুমানি শচী কহিল বচন।

যতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন ॥ মোর ভাগ্যে যত দিন ছিলা
মোর বাদে। এখন আপন স্থাথে করহ সম্যাদে॥ এক নিবেদন
মোর আছে তোর চাঁয়। ঐছন সম্পদ্ মোর কি লাগিয়া
যায়॥ ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর। সাত পাঁছ ধারা
গলে নয়নের ধার॥ ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী স্থচরিতা।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেট কৈলা মাথা॥ পুনরপি মুখ তুলি
কহে বিশ্বস্তর। শুন গো জননি! তুমি আমার উত্তর॥ যে
দিনে দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে। সেই ক্ষণে আমা তুমি
দেখিবারে পাবে॥ এ বোল শুনিয়া শচী করয়ে ক্রন্দন!
ব্যথিতহৃদয়ে কহে এ দাস লোচন॥

বড়াড়ি রাগ, ধূলা খেলা জাত॥

তবে দেবী শচীরাণী, কহে মনঃকাহিনী, হিয়া হুঃখ বিরস্
বদন। মুখে নাহি সরে বাণী, হুনয়নে ঝরে পানী-, দেখি
বিফুপ্রিয়া অচেতন॥ স্থাইতে নারে কথা, অন্তরে মরম
বেথা, লোক মুখে শুনি ঘানা ঘুনা। ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ,
পড়িল অকালে বাজ, চেতন হরিল সেই দিনা॥ বিফুপ্রিয়া
মনে গণে, প্রভু দিন অবসানে, ঘরেরে আইলা হরষিতে।
করিয়া ভোজন পান, স্থথে শয়্যায় শয়ন, বিফুপ্রিয়া আইলা
স্বরিতে॥ চরণকমল-পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে
কাতর বয়ান। হৃদয় উপরে থুঞা, বাদ্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয় প্রাণনাথের চরণ॥ হুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার
চীর, চরণ বহিয়া পড়ে ধারা। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে
প্রভু আচস্বিতে, বিফুপ্রিয়া পুছে অভিপারা॥ মোর প্রিয়

প্রিয়া ভূমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ দেবি ! ইহার উত্তর। থুঞা উরু উপর, চিবুকে দক্ষিণ কর, পুছে কিছু মধুর অক্ষর । কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, বিদরিয়া যায় হিয়া, পুছিতে না পারে কিছু বাণী। অন্তরে গুমরে প্রাণ, দেহে নাহি সন্থি-ধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানী-॥ পুনঃ পুনঃ পুছে পহু, স্থমতি না দেই ততু, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া। প্রভু সব লীলা क्कारन, श्रूटक नाना विशारन, अन्न वारम वनन मूकिशा॥ नाना-রঙ্গ পরতাপ, করিয়া বাঢ়ায় ভাব, যে কথায় পুাথর মঞ্জরে। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চক্তমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাদ করিবে নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনিতে প্রবেশিব আমি॥ তো লাগি জীবন ধন, রূপ নব যৌবন, বেশ বিলাস ভাব কলা। তুমি যবে ছাড়ি ্যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া জ্বলে যেন বিযজালা॥ আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, তুমি মোর প্রিয় প্রাণনাথ। বড় প্রতি আশা ছিল, নিজ দেহ সমর্পিল, এ নব-যৌবনে দিবে হাত ॥ ধিক্ মোর জাউ দেহে, এক নিবেদিয়ে তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। শিরীয কুস্তম যেন, স্থকোমল চরণ, পর্নশিতে ডর লাগে চিতে ॥ ভূমিতে দাঁড়ায় যবে, ভরে প্রাণ হালে তবে, সিঞ্চিয়া পড়য়ে সব গায়। অরণ্য কণ্টক-বনে, কোথা যাবে কোন খানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়॥ অংধাময় মুখ-ইন্দু, তাহে ঘর্মা বিন্দু বিন্দু, অলপ শায়াদ মাত্র দেখি। বরিষা বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিষম থরা, সন্ম্যাস করণ মহাছঃখী॥ ভোমার চরণ বিনে, আর কিছু

নাহি জানে. আমারে ফেলা'বে কার ঠায়। ধর্ম ভয় নাহি তোরা, শচী বৃদ্ধ আধমরা, কেমনে ছাড়িবে হেন মায়॥ মুরারি মুকুন্দদত্ত, হেন দব ভকত, শ্রীনিবাদ আর হরিদাদ। অদৈত-আচাৰ্য্য আদি, ছাড়িয়া কি কাৰ্য্য সাধি, *কেমনে বা করিবে সম্যাস॥ কি কহিব মুঞি ছার, মুঞি তোর সংসার, সন্ধ্যাসকরণ মোর ভরে। তোমার নিছনি লঞা, মরি জাঙ বিষ থাঞা, স্থাথ নিবসহ তুমি পুরে॥ না যাইহ দেশান্তরে. কেহ নাহি এ সংদারে, বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া। কহিতে না পারি কথা, অন্তরে মরমব্যথা, কান্দে মাত্র চরণে ধরিয়া॥ শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া-বাণী, তবে সেই গৌরমণি, হাসিয়া ভুলিয়া নিল কোলে। বদনে মুছিয়া মুখ, করে নানা কৌতুক, মিছা না ভাবিহ গ্রঃথ মনে ॥ আমি তোকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাস করিব যাঞা. এ কথা কে কহিল তোমাকে। যে করি সে করি যবে, তোমারে কহিব তবে, এখনে না মর মিছা শোকে॥ ইহা বলি গৌরহরি, আশাসে চুম্বন করি, নানার্য কৌতুক পাথারে। অনন্ত বিনোদ প্রেমা, শীলা লাবণ্যের সীমা. বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে॥ বিনোদ বিলাস রসে, ভৈগেল রজনীশেষে, পুনঃ কিছু পুছে বিফুপ্রিয়া। হিয়ায় আগুনি আছে, তে কারণে পুনঃ পুছে, প্রিয়-প্রাণনাথ-মুখ চাঞা॥ প্রভুর হাত শিরে দিয়া, পুছে তেবী বিফুপ্রিয়া, মিছা না কহিও মোর ডরে। হেন অনুমান করি, যত কহ চাতুরী পলাইবে মোর অগোচরে॥ তুমি নিজবশ প্রভু, পরবশ নহ কভু, যে করহ আপনার হুখে। সন্ত্যাস করিবে তুমি, কি বলিতে পারি আমি, নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥ এ বোল

শুনিয়া পহু, মুচকি হাসিয়া লহু, হাসি কহে শুন মোর প্রিয়া। কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে তোর হিতে, সাবধানে শুন ্রমন দিয়া॥ জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, সত্য ্রিক সবে উগবান্। সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে যতেক সব, মিছা করি করহ গেয়ান॥ মিছা হুত পতি নারী, পিতা মাতা ীয়ত বলি, পরিণামে কেবা বা কাহার। ঐকুষ্ণচরণ বহি, আর ত কুটুস্থ নাহি, যত দেখ এ মায়া তাহার॥ কিবা নারী পুরুষ, আত্মা দে সভার এক, মিছা মায়াবন্ধে হয়ে ছুই। িশ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি, এই কুথা না বুঝয়ে কেই॥ রক্ত-রেতঃসন্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে, ভূমে পড়ি হইয়া অজ্ঞান। বাল যুবা বৃদ্ধ হঞা, নানা হুঃখে কফ পাঞা, দেহ গেহ করি অভিমান॥ বন্ধু করি যারে পালি, তারা সব দেই গালি, অভিমানে রুদ্ধকাল বঞে। প্রবণ নয়ন অঙ্গে, বিষাদ হইয়া কান্দে, তভু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে, মায়াবন্ধে পাশরি আপনা। অহকারে ऋ हঞা, নিজ দেহ পাশরিয়া, শেষে মোরে নরক যন্ত্রণা॥ তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, মিছা শোক না করিহ চিতে। এ তোর কহিলু কথা, দূর কর আন চিন্তা, মন দেহ কৃফের চরিতে॥ আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া, বিফুপ্রিয়া পরসন্ন চিত। ্দুরে গেল ছংখ শোক, আনন্দে ভরল বুক, চতুর্ভুজ দেখে আচন্বিত॥ তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুক্ত দেখিয়া, পতি-বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু। পড়িয়া চরণতলে, প্রণতি মিনতি করে, এক নিবেদন শুন প্রভু॥ মো অতি অধমা ছার, জন-

মিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণপতি। এ হেন সম্পদ্
মোর, দাসী হৈয়া ছিলু তোর, কি লাগিয়া ভেল অংধাগতি॥
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, কান্দে উতরোল হঞা, অধিক বাঢ়ল
পরমাদ। প্রিয়জন আর্ত্তি দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
কোলে করি করিল প্রসাদ॥ শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, এ
তোরে কহিল হিয়া, যখনে যে তুমি মনে কর। আমি যথা
তথা যাই, আছি যে তোমার চাঁই, সত্য সত্য এই দৃঢ়॥
রুষ্ণ-আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর
ত্মি প্রভূ। নিজমুখে কর কাজ, কে দিবে ইহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিলেক ততু॥ বিষ্ণুপ্রিয়া হেটমুখী, ছল ছল
করে আঁখি, দেখি প্রভূ সরস-সম্ভাষে। প্রভূ আচরণ কথা,
শুনিতে লাগয়ে ব্যথা, গুণ গায় এ লোচনদাসে॥

বড়াড়ি রাগ, দিশা॥

মোর প্রাণ আরে দ্বিজ চাঁদ নারে হয়॥

এই মনে অনুমানে দিন রাত্রি যায়। আগুনি জালিল যেন সভার হিয়ায়॥ সকল ভকতগণ একত্র হইয়া। গোরা-গুণগাথা কহে মরয়ে কান্দিয়া॥ শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবা নিশি। দশ দিকৃ অন্ধকার শৃন্ম হেন বাসি॥ পুরজন পরিজন স্বাস্থ্য নাহি পায়। ছটপট করি সব নগরে বেড়ায়॥ হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজরায়। কান্দর হৃদয়ে কিছু প্রভুরে স্থায়॥ এক নিবেদন আছে কহিতে ডরাঙ। আজ্ঞা পাইলে প্রভু-সঙ্গে মুঞি চলি যাঙ॥ আর যেবা পারে যেহ সঙ্গে চলি যাউ। তোমা না দেখিলে কেহ না রাখিবে জীউ॥ আগেত মরিব আমি শুন বিশ্বস্তর। আপন

অন্তর-কথা কহিল গোচর॥ এ বোল শুনিয়া পহু লহু লহু হাস। যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন শ্রীনিবাস। আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাবে তরাস। কতু না ছাড়িব আমি তোমা সভার পাশ ॥ বিশেষে তোমার ঘরে কুষ্ণের মন্দিরে। নিরন্তর আছি আমি প্রাণ কর স্থিরে॥ প্রবোধ-ৰচন বলি তোষিল তাহারে। মুরারিগুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে॥ হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি-মন্দিরে। নিভতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে॥ শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন॥ মোর প্রাণ-প্রিয় তুমি কহি তে কারণ॥ কহিব উত্তম কথা শুন সাবধানে। উপদেশ কহি তোর হিতের কারণে । অদৈত-আচার্য্যগোসাঞি ত্রিজগতে ধন্য। তাহার অধিক বন্ধু মোর নাহি অন্য॥ আপনে ঈশ্বর-অংশ অথিলের গুরু। যে চাহে আপনা হিত তার দেবা করু॥ জগতের হিডকর্ত্তা বৈষ্ণবের রাজা। পরমভক্তিতে মে করিবে তার পূজা। তার দেছে পূজা পাইলে কৃষ্ণপূজা পায়। নিভূতে কহিল তোরে রাখিবে হিয়ায়॥ আমি আর গদাধরপণ্ডিত গোদাঞি। শ্রীনিত্যানন্দ অদৈত শ্রীবাদ রামাই॥ জানিবে আমার দেহ এ দব দহিতে। অন্তর কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে॥ এ বোল শুনিয়া সে মুরারি বৈদ্যরাজ। অন্তরে জানিল প্রভু অন্তরের কাজ॥ সম্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব। পরিণামে যে কহিল এই অবলম্ব॥ এ বোল বলিয়া প্রভু নিজঘরে যায়। কাতর অন্তরে কথা এ লোচন গায়॥

কি আরে হায় হয়॥

যে প্রভুর স্মরণে হয় তুঃখ্ বিমোচন। কি আরে হয়॥ধ্রু॥ রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ হিয়ায়। আছিল; অধিক করি পিরিতি বাঢায়॥ মায়ের সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া॥ যে কথায়ে থাকয়ে অন্তর হৃত্ত হৈয়া॥ পুরজন পরিজন যার যে উচিত। এই মনে সভাকারে করয়ে পিরিত॥ বৈরাগ্য-আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি। ঘরে ঘরে নিজপ্রেম পর-কাশ করি॥ কার ঘরে হাস্থ পরিহাদ কথা কহে। যার যেন হিয়া তেন মত সৰ মোহে॥ আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে। মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে॥ নানা আভরণ পরে ঐতিহঙ্গে চন্দন। হাস বিলাস রসময় অকুক্ষণ।। দব লোক জানিলেন না হবে সন্ন্যাদ। স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজদাস॥ শয়ন মন্দিরে প্রভু শয়ন করিলা। তাস্থূল-স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা॥ হাসিয়া হুভাষে প্রভু আইস আইস বোলে। পরম পিরিতি করি বসাইল কোলে॥ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভূ-অঙ্গে চন্দন লেপিল। অগুরু কন্তৃরী গন্ধে তিলক রচিল। দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে। শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥ তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমণি। বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥ দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা। কবরী বান্ধিল দিয়া মালতীর গাভা॥ মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে। কিবা উঘারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥ স্থন্দর ললাটে । मिन निन्नृदतत विन्नृ। निवाकत काटन कति आहि त्यन देन्द्र । मिन्नु दत्रत टोमिटक ठन्मनिवन्द्र आत । भौनिरकारन र

সূর্য্য তারা ধায় দেখিবার॥ খঞ্জন-নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ। গুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥ অগুরু কস্তুরী-গন্ধ কুচোপরি লেপে। দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলী পর-তেকে। নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার। তামূল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥ ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ নিরিথে বদন। অধর বান্ধুলী সাধে করয়ে চুম্বন॥ ক্ষণে ভুজলতা বেঢ়ে আলিঙ্গন করে। নব কমলিনী যেন করিবর কোলে। নানা রঙ্গ বিথারয়ে বিনোদনাগর। আছুক আনের কাজ কাম অগোচর। স্থমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ। মদন-মুগধ যিনি রতির বিলাস। হৃদয় উপরে থোয় না শুয়ায় শয্যা। পাশ পালটিতে নারে দোঁতে একময্যা॥ বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥ রস অবসানে দোঁহে হুখে নিদ্রা যায়॥ রঙ্গনীর শেষে প্রভু উঠিয়া সহর। বিষ্ণু-প্রিয়া নিদ্রা যায় তার অগোচর॥ বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উভারে অধিক। সন্ধ্যাস করিব বলি উনমত চিত॥ এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গ রস ভাব এ ইহার কারণ কিছু শুন লাভা-লাভ। যে জন যে মনে ভজে তারে তেন প্রভু। ভজর অধিক ন্যুন না করুয়ে কভু॥ তাহাতে বিশেষ আছে অধি কারী ভেদ। অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্কেদ॥ বিনি অনুরাগে প্রেমা ভক্তি হয় যবে। কুষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহ তবে॥ করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ। বিচ্ছেদ হৃদয়ে তার বাঢ়ে অমুরাগ ॥ ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ। সেই মোর প্রেমপাত্র কভু নহে ভঙ্গ। এহেন করুণা-নিধি আছে আর কে। আপনা বান্ধিতে প্রেম অনুরাগ দে॥

এই ত কারণে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রদাদ। ইহা জানি মনে কেহ না গণ প্রমাদ॥ নরহরি পাদপদ্ম করি শির'পরি। কহয়ে লোচন গোরাচাঁদের মাধুরী॥

করুণ এীরাগ, বিভাষ॥

প্রভু রে গোরা আরে হয়। গোরাটাদ নারে হয়॥ ধ্রু॥ প্রাতঃকালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি। সন্ন্যাস করিব দঢাইল গৌরহরি॥ কাঞ্চননগরে আছে ভারতীগোসাঞি। সন্মাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই॥ একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বস্তর। যাত্রাকালে লইল দক্ষিণ নাসার স্থর *॥ চলিল ত মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে। গঙ্গাদন্তরণে যান ছাডি নবদ্বীপে ॥ গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যাঁয়ে । বজর পড়িল যেন সভার মাথায়ে॥ কিবা দিন মাঝে যেন রবি লুকাইল। সরোবর তেজি হংসগণ কোথা গেল॥ কিবা**ং**দহ তেজি প্রাণ গেল আচম্বিতে। ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পিরিতে ॥ বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল নবদীপে। শোকের পর্বত যেন সভাকারে চাপে॥ নিজ জন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া। মূচ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া। শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিলা প্ডিয়া॥ শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া। আগুনে পুড়িল যেন ধক্ ধক্ হিয়া॥ দশ দিক শূন্য হৈল অন্ধকারময়।

মহুষ্যের নাসিকা দিয়া নিশ্বাসবায় নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু এককালে ছই নাসিকায় নির্গত হয় না। কখন বাম ও কখন দক্ষিণ নাসায় নির্গত
হয়। তয়৻য়য় দক্ষিণ নাসা হইতে নির্গমকালে পুরুষের ও বাম নাসা হইতে
নির্গম কালে স্ত্রীলোকের যাত্রা করা উচিত। (ইহা ফলিতজ্যোতিষ-সিদ্ধ)।

কেমনে বঞ্চিব মোর ঘর ঘোরময়॥ গিলিবারে আইদে মোরে এ ঘরকরণ। বিষ যেন লাগে ইন্টবন্ধুর বচন॥ মাবলি আমারে আর না ডাকিবে কেহ। আমাকে নাহিক যম, পাশ-রিল সেহ। কিবা হৃঃখ পাই পুত্র ছাড়িলে আমারে। হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে॥ পঢ়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা। অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা॥ কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়ে গেলা। ভকত সবার প্রেম কিছু না গণিলা॥ বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সন্থিৎ। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত।। বসন না দেয় গায়ে না বান্ধয়ে চুলি। হা কান্দ কান্দনা কান্দে উন্মত্ত পাগলী॥ প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া। জালহ আগুনি তাহে মন্ত্রিব পুর্টিভূয়া॥ গুণ বিনাইতে নারে মরয়ে মরমে। একবোল বলে যে ছিল করমে। অমিয়া-অধিক প্রভু যত তোর গুণ। এক্ষণে সকল সেই ভৈ গেল আগুন। রহস্ত-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে। হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি আর্ত্ত-স্বরে॥ চৌদিকে ভকত মরে অন্তর-যন্ত্রণা। কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপনা ॥ অনেক শক্তি সভে বলে ধীরে ধীরে। কি দিব প্রবোধ তোরে প্রাণ কর স্থিরে। যে দেখিলে যে শুনিলে এত কাল ধরি। প্রাণ স্থির কর সেই সব মনে করি। কি জানহ ভগবান্ কার অপিনার। শুনিয়াছ যত যত পূর্ব্ব অবতার॥ লোক বেদ অগোচর চরিত্র ভাঁহার। বড় ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার॥ যারে যেই আজ্ঞা কৈলা থাক সেই মতে। সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ়চিতে॥ এতেক বচন যদি বৈল-ভক্তগণ। শুনিয়া কাতর হিয়া সম্বরে

ক্রন্দন॥ তবে নিত্যানন্দ লঞা দব ভক্তগণ। যুক্তি করে কোথা গেলে পাব দরশন॥ কেহ বলে যত তীর্থ করিব গমন। যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন্। কেছ্বলে वृन्भीवन याव वातागनी *। नीलाहरल याव याहा थाकरप्र সম্যাসী। কাঞ্চনকারে আছে সম্যাসী গোদাঞি। সম্যাস কঁরিবে তথা পণ্ডিত নিমাই॥ এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনি-য়াছি । সভ্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি ॥ মিথ্যা বাক্যে সব লোক ধাইৰ তথাৱে। আগে আমি সত্য জানি কহিব সভাবে॥ ধীর ভক্তজন কথে দৈহ মোর সঙ্গে। ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে॥ তবে সব ভক্তগণ মনে অবুমানে। মুখ্য মুখ্য কথো জন দিল তার দনে॥ জীচকু-শেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর দ বক্তেশ্বৰূপ্মাদি করি চলিলা मञ्जू ॥ अष्टे मृत लक्षा निज्यानम इलि यात्र । প্রবোধিয়া भूडी বিষ্ণুপ্রিয়ার ছদয়॥ এথা পৌরহঁরি শীঘ্র চলিলা সম্বর। কোটি-कुक्षत मे अपन स्मान ॥ सेत येत नत्ता स्तरा (श्रमधाता। পুলকে আকুল অঙ্গ সোণার কিশোরা। উদ্ধ বাদ কেশ প্রভু कतिया वक्षन । मथुतात मल (यन कतियार भगन ॥ वितर इ রাধার ভাবে হইয়া আকুল। কোথা রাধা গেলা মোর কোথার গোকুল। সে গমন ক্ষরে ক্ষবে মন্দর হইরা। মাল-मां गारत करन 'ट्योमिटक मंदिया ॥ अहे गरू दक्षमार्तरम চলি যায় পথে। অধিলের গুরু মোর প্রভু জগনাথে। কাঞ্ন-নগ্রে আইল প্রভু বিশ্বস্তর। যথা আছে কেশবভারতী

বরণা + অসি = বারাণসী। উত্তরে বরণা ও দক্ষিণে অসি নামে নদী
আগৃছে বলিয়া বারাণসী নাম হইয়াছে। বারাণসী অর্থে কাশীধাম (শিবক্ষেত্র)।

স্থাসিবরু॥ পরম ভকতি করি পরণাম করে। উঠিয়া সম্ভ্রমে ক্তাদী নারায়ণ স্মারে 🕈॥ বড় ভাগ্য মানি দোঁতে সরস সম্ভাষ। বিশ্বস্তুর বলে নোরে করাহ সন্ন্যাস॥ এই মনে হুই জনে আছে এক কালে। আইলা সে নিত্যানন্দ শেথরাদি মেলৈ। সন্ন্যাসিকে নমস্করি প্রভু নমস্করে। হাসিয়া কহয়ে প্রভু ভাল হৈল আইলে॥ তোমার গমনে মোর সকল মঙ্গল। সন্যাসী হইব মোর জনম সফল॥ এবোল বলিয়া পুন ভারতী সম্ভাষে। প্রণতি মিনতি করে সন্মাসের আশে॥ ভারতী কৃহয়ে শুন শুন বিশ্বস্তর। তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপুয়ে অন্তর ॥ এ হেন স্থন্দর তকু তরুণ বয়েস। জনম অবধি নাহি জান ছুঃখ-লেশ। অপত্য সন্তুতি নাহি হয়ে ত তোমার। তোমারে সম্যাস দিতে না হয় আমার॥ পঞ্চাশের উদ্ধ হৈলে রাগের নির্ত্তি। তবে সে সন্ন্যাস দিতে তোরে হয় যুক্তি। একোল শুনিয়া একু কহে লহু বাপী। তোসার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥ মায়া না করিহ মোরে শুন ক্যাসিমুনি। ধর্মাধর্ম তত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি॥ সংসারে ষ্ট্রন্ন এই সামুষের জন্ম। তাহাতে তুল্ল ভ কৃষ্ণ-ভক্তিপর ধর্ম॥ পরমত্বর্ল ভ তাহে ভক্তজন সঙ্গ। মানুষের দেহ এ তিলেকে হয় ভঙ্গ। বিলম্ব করিতে এই দেহ যদি 'যাবে। তবে আর বৈঞ্চবের সঙ্গ হবে কবে ॥ মায়া না করিছ মৌরে করাহ সম্পাস। তোর পর্সাদে মুঞি হউ রুফ্যদাস॥

[†] সুদ্রাসিকে প্রণাম করিলে সন্নাচ্চী প্রতিনমন্ধার বা আশীর্কাদ করেন না, নারামণ-স্থরণ করেন, কারণ, সর্বত্ত তাঁহাদেব ব্রহ্মভাব। ইহা চির-প্রেসিদ্ধ। এখনও এই প্রথা অনেক স্থলে দেখা যায়

ইহা বলি করুণ অরুণ তুনয়ান। ছল ছল করে অশ্রু কাতর বয়ান॥ হুত্স্কার গর্জ্জন সিংহ যিনি পরাক্রম। ভাবময় সব দেহ অতি হলকণ।। হরি হরি বুলি ডাকে মেঘের গর্জানে। অবিরাম ও্রেম-বারি কারে ছুনয়ানে ॥ ত্রিভঙ্গ হ্ইয়া বংশী বংশী বলি ডাকে। ক্ষণে রাদ্মগুলী করিয়া অঙ্গ কাঁকে॥ গোবৰ্দ্ধন রাধাকুণ্ড কলি হাসে কালো ৷ চমৎকৃত হৈল স্থাদী শ্বস্তরে ত চিন্তে ॥ অন্তরে চিন্তিয়া কিছু বলে তাসিুরাজ। অন্তর জানিল মোর ভাল নছে কাজ। জগতের গুরু এই জগতের নাথ। গুরু বলি আমার্টের করিব যোড় হাত।। এত অনুসানি ভাসি কহিল উত্তর। সন্ন্যাস করিবে তবে যাহ নিজ ঘর॥ সাক্ষাতে জননী ঠাঞি ছইটেব বিদায়। তোর পত্নী স্নচরিতা যাবে তার চাঁয়। দাক্ষাতে সভার ঠাঞি বিদায় হইয়া। আসিবেঁ আমার ঠাই সভারে বুঝাঞা॥ মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায় ৷ আদন ছাড়িয়া আমি যাব অত্য ঠায়। অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিয়া। পালিব তোমার আজ্ঞা বলিল হাসিয়া॥ চলিলেন মহাপ্রভু নবন্ধীপ ্পুরে। দেখিয়া ভাবিল ফাসী আপন অন্তরে॥ যার লোম-কূপে ব্ৰহ্মাণ্ডের গণ বৈদে। তারে পালাইয়া আমি যাব কোন দেশে। ভাস্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি। সভার জীবন এই সর্বজন-সাক্ষী। ইঁহা ভাবি সম্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি। বলিতে লাগিলা কিছু অনুনয় করি॥ আর এক বোল বলি শুন বিশ্বন্তর। তোমারে সন্মাস দিতে বড় লাগে ডর॥ তুমি জগতের গুরু কে গুরু তোমার। মিছা বিজ্ন্বনা কেনে করহ আমার। এবোল শুনিয়া কান্দে

বিশ্বস্তর রায়। আরতি # করিয়া ধরে দন্যাদির পায়॥ প্রণত জনেরে কেনে বল ছুর্বচন। মরিলে কি ছাড়ি আমি তোমার চরণ। সোরে যত বল মোর বুঝিবারে মন। এক নিবেদন আছে শুনহ কথন। এক দিন রাত্রিশেষে দেখিলু স্বপন। সন্ধাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মণ॥ দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নহে। ইহা বলি ভারতীর কর্নে মন্ত্র কহে॥ এই মতে দুন্ধ্যাদির কর্ণে কহে মন্ত্র। প্রকারে হ'ইলা ত্তরু• আপনি স্বতন্ত্র॥ বুঝিল সকল কাজ ভারতী গোসাঞি। সন্ধ্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাঞি॥ এবোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে। হরি হরি বলেন গভীর মেঘনাদে॥ গৌর-শরীরে ভেল পুলক্ সারি সারি। অমিয়া পদারে যেন অঙ্কের মাধুরী॥ অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। দেখিয়া সকল লোক করে হাছাকার॥ কাঞ্চননগর-লোক দেখি-বারে ধার। যে দেখারে তার হিয়া নয়ন জুড়ায়॥ কিবা বৃদ্ধকিবা আদ্ধ কি নারী পুরুষ। কিবা সে পণ্ডিতগণ এ গণ্ড মুরুথ ॥ শিশুগণ ধায় আর কুলের যুবতী। নিজ ছায়া নাহি চিনে হেন রূপবতী।। কাঁথে কুম্ভ করি কেহ দাড়াইয়া চাহে। কাড়িতে না পারে সেহ লড়ি ধরি ধায়ে॥ ধতা ধতা करत लोक रार्थानरम ज्ञान । এত काल प्रिश्ति এ অতি অপরূপ॥ ধন্য ধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ত্তে। দেবকী স্মান দেই শুনিয়াছি পূৰ্বে । কোন ভাগ্যবতী হেন পাঞাছিল

^{*} এই গ্রন্থে আরতি শব্দ অনেক দেখা যাইতেছে, ইহার অর্থ প্রদীপাদি খুরান নহে। প্রায় অনেক স্থানেই আরতি শব্দের অর্থ—অতি উৎকণ্ঠা বা দীন-ভাব প্রদর্শন করা।

পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সম নাহিক যুরতি॥ রূপ দেখি নিজ আঁখি পালটিতে নারি। ইহার সম্যাস কিবা সহিবারে পারি॥ কেমনে বা জীবে এই ইহার জননী। এ কথা ভনিলে মাত্র মরিবে রমণী ॥ এত অনুমান করি কান্দে সব লোক। णिकिश कराय श्रञ्जू ना कतिर (गांक ॥ **जानीर्वान त्यादत** কর শুন মাতা পিতা। সাধ লাগে কুফের চরণে দেই মাথা ॥ যার যেই নিজ পতি সেই তাহা চাহে। তার চিত্ত বান্ধি-বারে করয়ে উপায়ে॥ রূপ যৌবন যত এ রুদ লাবণ্য। নিজ পতি ভজিলে সে দব হয় ধ্যা ॥ মঁমে মকে করহ সভার অমু-ভব। পতি বিসু যুবতির মিছা হয় সব॥ কৃষ্ণপদ বিসু মোর নাহি অন্ত গতি। নিছ অঙ্গ দিয়া মো ভজিব **প্রাণপত্তি ॥** ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন। কণেক অন্তরে দব কৈন সম্বরণ। তার পর দিনে প্রভু গুরু-জাজ্ঞা লঞা। সম্যাস বিধান কর্ম করয়ে হাসিয়া॥ করিল সকল কর্ম ধে ছিল উচিত। সন্ন্যাস করিব বলি জানন্দিত চিত∦ জাপনে আচার্য্য-तक कृष्कपृका करत। (ठीमिटक देवक्षव मव इति इति বলে ॥ গুরুর সম্মুথে রহে পুটাঞ্**লি করি। মাগয়ে সম্মান** মন্ত্র পরণাম করি॥ মুগুন করিল প্রভু শুন তার কথা। যা শুনিলে সভার হৃদ্ধে লাগে ব্যথা। সকল বৈষ্ণব জনে লাগে হিয়া কাঁপ। মুগুনের কালে বস্ত্র দেই মুখ ঝাঁপ। কমলা-লালিত কেঁশ ত্রৈলোক্যস্থলর। মালার সহিতে লাম্বে এ গজ কন্ধর॥ পুরুবে চূড়ার বেশে মোহিলে জগত্। যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত॥ গোপ-বধূ যাহা লাগি ছাড়ি-লেক লাজ। জাতি কুল শীল ভয়ে পড়িলেক বাজ। হেন

কেশ মুগুন করিতে চাহে পত্। কান্দয়ে সকল লোক না তুলয়ে মুহু ॥ নাপিতে না দেই হাত শিরের উপরে। তরাসে তাহার অঙ্গ করে থর হরে॥ কাঞ্চনগরের লোক এ নারী পুরুষে। ফুকরি ফুকরি কান্দে সকরুণ ভাবে। নাপিত ক্রমে প্রভু নিবেদি চরণে। তোর শিরে হাত দিব কাহার প্রানে। আমার শক্তি নাহি করিতে মুগুন। স্থলর কুঞ্চিত **ঁকেশ ত্রৈলোক্যমোহন**॥ ুদেখিতে শীতল হয় হৃদয় ন্য়ন। যে কর সে কর প্রভু না কর মুগুন ॥ এরপ মাসুষ নাই জগত্-ভিতর। তুমি সর্বলোকনাথ জানিল অন্তর ৷ এ বোল ভনিয়া প্রত্ব অসন্তোষ পায়। বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে **ডরায়॥ অ**পরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা। ভোর শিরে হাত দিয়া ছোব কার পা॥ কার পায় হাত দিয়া করিব **নিজ কীর্ত্তি। অধ্য নাপিত জাতি এই মোর রুত্তি। এ বোল** ্ভিনিয়া প্রভু সদয়-হৃদয়। না করিহ রুত্তি তুমি ঠাকুর কহয়॥ কৃষ্ণের প্রদাদে জন্ম স্থর্যে গোঙাইবে। অন্তকালে বাদ তোর মোর লোকে হবে॥ মুগুনের কালে সে নাপিতে বর পায়। কাতর হৃদয়ে এ লোচনদাস গায়॥

পূরবী সিন্ধুড়া রাগ

মুগুন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্মাস করয়ে শুভ-দিন সংক্রমণে॥ মকর লেউটে কুম্ব আইসে হেন বেলে #।

 ^{*} মাঘ মাদে স্থ্যদেব মকররাশিতে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ফাল্পনে
কুন্ত রাশিতে আগমন করেন। ঐ সংক্রম (সংক্রান্তি) কে মাকরী সংক্রান্তি
কহে। অর্থাৎ মাঘ মাদের শেষদিনে রবিসংক্রম কালে মহাপ্রভু, বর্দ্ধমান,

সন্মাদের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে দঙ্গীর্তনে। মন্ত্র কছে তাদী বিশ্বস্তারের প্রবণে॥ स्युज्ज. পাঞা বিশ্বস্তুর পুলকিত অঙ্গ। শতগুণ বাঢ়ে কৃষ্ণপ্রেমার অরঙ্গ। অরুণু নয়নে জল ঝরে অনিবার। ক্রণে মাল সাট মারে ছাড়ি হুহুঙ্কার॥ সন্ম্যাস করিল ইহা বলিয়া উল্লাস। करण करण तथामान अहे अहे शम ॥ त्रमहे मगरा करह ভারতী গোসাঞি। কি নাম তোমার হয় গুনহ নিমাঞি ।। যতেক বৈঞ্চলণ ছিল সেই খানে। সভে মিলি মাসিকরে করে অনুমানে ॥ বুদ্ধি অনুসারে কহে যার যেই মনে। হেন কালে শুভ্ৰাণী উঠিল গগণে॥ ধ্বনি শুনি সৰ্বলোক হৈল চমৎকার। "শ্রীকৃষ্ণচৈত্ত্ত" নাম করহ ইহার॥ নি**দ্রারূপা** মহাময়া দেবী ভগবতী। অ**টি**ছাদিল **দৰ্ব্বজন ছন্ন ভেল-মতি**। যতেক করয়ে বলি নিন্দের স্বপনে। আপনে ঠাকুর সভার করান চেতনে ^{*} আপনেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুঝায়ে সভারে ৷ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্ম তেঞি বলিলে ই**হা**রে॥ এতেক বচৰ দভে দৈবমুখে শুনি। আনন্দিত সর্ববাদাক করে **হরিংবা**রি॥ গুরুর আশ্রমে প্রভু দে দিন তথায়।. গুরুভক্তি করি স্থা বঞ্চিলা গোদাঞি॥ রজনী বৈষ্ণুব্ মিলি করে সঙ্কী-র্ত্তন। গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন॥ কেশবভারতী নাচে প্রেমানন্দ স্থথে। ঠাকুর নাচয়ে হরি বলে সর্বলোকে॥ প্রেমানদে পূর্ণ দেহ পাশরে আপনা। ব্রহ্ম-স্থ্ অল্ল করি মানয়ে ছু জুনা ॥ এই মনে আনন্দে দানন্দে রাত্রি যায়। প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥ গুরু প্রদক্ষিণ করি

ইক্রাণীপরগণা কাঞ্চননগর (কাটোয়াতে) কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

क्रतरत প্রণাম। मीলাচল যাব যদি পাই সন্বিধান ॥ গুরুর · **চরণে আজ্ঞা মাগ**য়ে ঠাকুর। কেশবভারতীর হিয়া করে ছর্ স্থা। ছল ছল করে আঁথি করুণার জলে। বিদায়-সময়ে গোরাটাদে করে কোলে॥ গুরুভক্তি লওয়ারারে কর বিধি-কর্ম। সংস্থাপন করিবারে সঞ্চীর্ত্তন ধর্ম। সব লোকে নিস্তা-রিতে করুণা প্রকাশ। আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এই ত সন্ধ্যাদ ॥ আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বস্তর । এই মোর বাক্য ছুমি পালিহ অন্তর ॥ চরণ-পরশ করি চলিলা ঠাকুর। পথে यहिए (अनानम बाढ़िन अहूत्। कृष्ण कृष्ण वनि छाटक অন্তর উল্লাদ। ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে অটু অটু হাস॥ বুক ৰাঞা পড়ে ধারা নয়নের জলে। হারনদী ধারা যেন হুমেরু-শিখরে ॥ কদম্ব কেশর জিনি একটী পুল্ক। কণ্টকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদ সম্ভক । মত্ত করিবর যেন রঙ্গ করি যায়। নির্ভর প্রেমায় কলে কৃষ্ণ-গুণ গায়॥ ক্লণেকে পড়য়ে ভূমি রহে স্তক হঞা। ক্রে লক্ষ দিয়া উঠে হরি বোল বলিয়া। ক্রেণ শেশপিকার ভাব করে দাস্ত ভাব। ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে करंग नीख श्राय ॥ - अहे मरनु मिया त्रांकि ना जारन जानत्म । ब्राएटिंग मा अनिल -क्ष नाम गटक ॥ क्ष नाम ना अनिशा খেদ উঠে চিতে। 'নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে॥ দেখি সব ভক্তগণ করে অনুতাপ। গোরাঙ্গ গোলোকে যায় কি হবে রে বাপ ॥ তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে। রাখিব চৈত্তন্য আমি আপন প্রতাপে॥ সেই খানে শিশুগর্ণ গোধন চরায়। নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায়॥ যে কালে গেলেন প্রভু জ্লের সমীপে। হরি বলি ভাকে সৰ্

শিশু আচন্বিতে॥ তাহা শুনি লেউচি আইলা গোরহরি। বল বল বলে তার শিরে হস্ত ধরি॥ তোমারে করুণ রূপা প্রভু ভগবান্। কৃতার্থ করিলে শুনাইলে কৃষ্ণ-নাম॥ প্রেমানন্দে . ভাষে প্রভু আনন্দিত হিয়া। ভিক্ষা করিল প্রভু কত দূর গিয়া॥ হেন মতে দিবা নিশি নাহি জানে স্থা। তিন দিন বহি অম জল দিল মুখে॥ হেন মনে প্রেনানন্দে দিন রাতি যায়। প্রীচন্দ্রশেধরাচার্য্যে দিলেন বিদায়॥ কহিল চাকুরপুনঃ হৈব দরশন। অচিরে হইবে দেখা না হও় বিমন॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সম্বর। কান্দিতে কান্দিতে যায় প্রীচন্দ্র-শেধর॥ হেথা নবদ্বীপের লোক একদুন্টে রহে। প্রীচন্দ্রশেধর আসি কিবা বার্ত্তা কহে॥ কহয়ে লোচন ইহা কহনে না যায়। প্রীচন্দ্রশেধরাচার্য্য নবদ্বীপ পায়॥

করুণ শ্রীরাগ॥

নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য্য-শেখর। নয়নে গলয়ে অশ্রেধারা নিরন্তর ॥ নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া। শ্রন্তরে পোড়য়ে প্রাণ ধক্ ধক্ হিয়া॥ সকল বৈষ্ণব আদি মিলিলা দেখানে। সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে॥ পুছিতে নাপারে কেহ মুখে নাহি রায়ে। শুনি শঁচী উনমতা আউলা চুলে ধায়ে॥ আচার্য্য বলিয়া ডাকে উন্মন্ত পাগলী। নাদেখিয়া গোরাঙ্গেরে হই উতরোলি॥ আমার নিমাই কোথা থুঞা আইলা তুমি। কেমনে মুগুলে মাথা কোন দেশ ভূমি॥ কোন ছার সন্ধ্যাদী সে হুদয় দারুণ। বিশ্বস্তরে মন্ত্র দিতে না হইল করুণ॥ সে হেন স্থালর হিয়া দিতে না হইল করুণ॥ সে কোনজুণ হিয়া দিকেমন

পাপিষ্ট তেন কেশে দিল খুর। কেমনে বাঁচিল সেই দারুণ নিঠুর॥ আবার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল। মস্তক মুড়াঞা বাছা কেমন বা হৈল॥ আর না দেখিব পুত্র ! বদন তোমার। অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার॥ রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত। দে হেন শ্রীঅঙ্গে আর নাহি দিব হাত। স্থন্দর-বদনে চুম্ব না দিব মো আর। ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার ॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। পশু পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ করে। হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে। গৌর বিন্থ আমার সকল আদ্ধি-্য়ারে॥ সে হাস্ত লাবণ্য দেহ না দেখিব আর। না শুনিব বচনচাতুরী স্থাসার " অনাথিনী করিয়া কোথারে গেলা তুমি। সোঙরিব তুয়া গুণ নিবেদিয়ে আমি॥ কোন অভা-গিনী কোল ছাড়িয়া আইল। খণ্ডব্ৰত অভাগিনী কেনে না মরিল॥ পৃজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নয়নে। কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে ॥ বিচেছদে মরিল তোর যত বর নারী। আমি অভাগিনী দেহ এতকাল ধরি॥ মরি মরি গৌরাঙ্গস্থন্দর किं (ग्रना। व्यापि नां दी वनां थिनी महरक व्यवना ॥ (कांन एएए यार नाग भार देशान शिक्षि। याहेर्ड ना मित त्कह মরিব তথাই ॥ মায়ে অনাথিনী করি গেলী কোন দেশে। কেমনে বঞ্চিব সেহ তোমার হুতাশে॥ পাপিষ্ঠ শরীরে মোর প্রাণ নাছি যায়। ভূমিতে লুটাঞা দেবী করে হায় হায়॥ কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া। ক্ষণে ক্ষীণ হয় অঙ্গ রহে ত ফুলিয়া॥ ক্ষণে মৃহ্ছা পায় রাঙ্গা-চরণ ধেয়ানে। সন্থিত না পায় কণে অনেক যতনে ॥ প্রভু প্রভু বলি ডাকে কণে আর্ভ-

নাদে। বিষ্ণুপ্রিয়া-ক্রন্সন শুনিয়া লোক কান্দে॥ সব জন বলে হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া। কি দিব প্রবোধ তোরে ছির কর হিয়া। ত্রের অগোচর নাহি তোর প্রভুর কাজ। বুরিয়া প্রবোধ কর নিজ হিয়া মাঝ॥ প্রবোধিয়া সব ভক্ত একতা হইয়া। বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া॥ সম্যাস করিল \ মো সভারে হুঃখ দিয়া। এখনে ছাড়িয়া গেলা নিদারুণ হৈয়া। তারে ধিক্ দয়ালু তার বড় নাম। নাম হৈতে তারে প্ৰ∤ই এই মোক কাম ॥ ্তার বাক্য আছে পূৰ্ব্ব মো সভার তরে॥ নাম যেই লয় দেই পাইব আমারে॥ এও চিন্তি নাম লইতে বদিলা সভাই। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই ॥ कि বালক ব্লুদ্ধ কিবা যুবক যুবতী। নাম লৈতে বদিলা গৌরাঙ্গ করি গতি॥ নামপাশে বাঞ্জিল গৌরাঙ্গ মত-সিংহ। দাঙাইল মহাপ্রভু গতি হৈল ভঙ্গ। নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলিয়া রহিলা। অঝর-নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা। যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজি তুমি। শান্তিপুরে দভারে দেখিয়ে যেন আমি॥ শুনি নিত্যানন্দ মনে আনন্দ হইল। **८** प्रथादेव मंजाकारत अहे मंजा किला कहात (लाइनमान কাতর হিয়ায়। তবে প্রভু গোরাচাঁদ করিলা বিদায়॥

নবদ্বীপে যাহ তুমি শুনহ বচন। নদীয়ানগরে মোর যত বন্ধুগণ॥ সভারে কহিও মোর "নারায়ণ"-বার্গী। অবৈত-আচার্য্য
ঘরে উত্তরিব আমি ॥ সভারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্রে হইব দেখ আচার্য্যের ঘরে॥ ইহা বলি মহাপ্রভু
চলিলা সহর। নিত্যানন্দ যান তবে নদীয়ানগর॥ নদীয়ানগরের লোক জীয়তেন্তে মরা। কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস

নাহি তারা। উদরে নাহিক অন্ন টল মল তনু। সর্ব্ব অন্ধ-কার তারা গোরাচাঁদ বিন্ধ ॥ আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া-নগরে। গায়ে বল হৈলা সভে ধাইলা সত্তরে॥ যাইতে না পারে পথে টল মল করে। দেখিতে না পায় পথ নয়নের জলে॥ সকল বৈষ্ণৰ কান্দে পড়িয়া চরণে। পুছিতে না পারে কিছু নীরদ বদনে॥ শচী অতি উনমতি ধায় উর্দ্ধমুখে। এ স্থমি আকাশ শচীর যুড়িলেক শোকে। আর্ত্তনাদে ডাকে শচী আরে অবধৃত। কো্থা থুঞা আইলে আমার সোণার হ্বত । ইহা বলি কান্দে শচী বুকে কর হানে। টল মল করে নাহি চাহে পথ পানে॥ শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর। শচী কহে মোর পুত্র আইদে কত দূর॥ নিত্যানন্দ কহে থেদ না করিহ চিত্ত। আমারে পাঠাইল তোমা সভাকারে নিতে। অদৈত আচার্য্য ঘরে রহিব ঠাকুর। থেদ না করিহ দেখা হইব অদূর। চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে। সেই মনে সেই ক্ষণে সর্বজন চলে॥ আবালর্দ্ধ যুবতি মূক ধীর জন। মূর্য কিবা তপস্বী চলিলা সর্বজন ॥ শচী আগে আগে शांस शांस्त रहल वल। जानत्म हिल्हा यास रेव क्षेत्र मकल॥ অধৈত-আচার্য্য ঘরে উত্তরিল গিয়া। ভাঙ্গিল কাঁকালি তাহা প্ৰভু না দেখিয়া। অদৈত আচাৰ্য্যে কথা পুছি নিত্যানন্দ। তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্বন্ধ ॥ আমারে পাঠাঞা দিল এ সভারে নিতে। আর কিছু না জানিয়ে কি আছয়ে চিতে॥ ইহা বলি দোঁহে মেলি করে কোলাকুলি। গৌরাঙ্গ সম্যাদ শুনি অধৈত বিকলী॥ মুঞি অভাগিয়া দঙ্গ না পাইল তার। কবে চাঁদমুখ মো দেখিব তার আর॥ শচী

উনমতি পুছে তথনি তথনি। দব জন বলে প্রভু আদিবে এখনি ॥ উৎকণ্ঠা বাঢ়িল সব জনার হৃদয়। আইলা ত মহা-প্রভু হেনই সময়॥ আছিল অধিক কোটিগুণ দেহ-ছটা। আর তাহে চন্দন উজ্বল দীর্ঘ ফুটা॥ গোরা-গায়ে অরুণ বসন ্উজীয়ার। প্রাতঃকাল-দূর্য্য যিনি বরণ তা**হী**র॥ দণ্ড করে আইদে প্রভু সিংহের গমনে। দেখিয়া সকল লোক পুড়িলা চরণে ॥ হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাকে। পাশরিল সর্ব শোক ছুঃথ লাথে লাথে॥ আনন্দে ভরল হিমা নাহি শোক ছু:খ। এক দৃষ্টে চাহে শচী বিশ্বস্তরমুখ। যতেক আছিল শোক কিছু নাহি চিতে। অমিয়। সুঞ্চিল মুখ দেখিতে দেখিতে ॥ অদৈত-আচার্য্য গোদাঞি আনন্দহিয়ায় । দিব্যা-সনে বসাইল প্রভু গোরারায় ॥ • পাদ প্রকালন করি মুছায় वमता। शारामक शान रिकल मव निककतन॥ अग्र अग्र ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল। সকল বৈষ্ণব হিয়া আনন্দ-হিলোল॥ তেজ দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাদ। মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর : শ্রীনিবাস॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করে ভূমিতে পড়িয়া। ছল ছল করে আঁখি বদন দেখিয়া। প্রেমে গদ গদ স্বর অঙ্গ পুলকিত। মৈল শরীরে জীউ আইল আচন্বিত॥ **एक मार्स निक्रकान एक कि लाजा हो है। कुला कि कारह** দ্যা বাঢ়িল হিয়ায়॥ কারে নিজকরে প্রভু পরশন করে। হাসিয়া সম্ভাষে কারো কোলে চাপি ধরে॥ যার সেই অভি• মত করয়ে ঠাকুর। সভার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়িল প্রচুর॥ হৃষ্ট হৈলা সব জন দুরে গেল শোক। আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি হরি বলে লোক। অদৈত-আচার্য্য গোদাঞি ভক্ত স্থচতুর। তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর। তবে সব জন যার যেই অমুরূপ। ভোজন করিলা সভে আনন্দ কোতুক॥ সম্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে। আনন্দে গোঙায় সভে রাত্রি সঙ্কীর্তনে ॥ সঙ্কীর্তনে ভোলা প্রভু নিজ-গুণ গায়। আনন্দহদয়ে আঁপে নাচয়ে নাচায় ॥ সর্ব্ব ভক্তগণ নাচে প্রেম-ব্রুস রঙ্গে। অহৈত-আচার্য্য নাচে নিজপুত্র-সঙ্গে॥ সভার হৃদয়ে প্রেম বাঢ়িল অপার। অশ্রুকন্প পুলকাদি সাত্বি চ বিকার॥ সভার হৃদ্য়ে ভেল আনন্দ উল্লাস। ঐছন শুনিয়া স্থী এ লোচনদাস॥

ভার্টিয়ারি রাগ, দিশা ॥

ভারা আরে আরে গোরা গোদাঞির মহিমা গুণ গাও (মূর্চ্ছা) ॥ •

. আরে ভায়া প্রাণ-ভায়া সংসার বাস্তুনা রে ছাড়িছ। জগতে যাবৎ কাল জীয়॥ গ্রু॥

এই মতে শুভরাত্রি স্থপ্রভাত হৈলা। প্রাতঃক্রিয়া করি প্রশ্ন আদনে বিদিনা। দণ্ড করে যেন সর্বরাজের ঈশর। আরুণ-বঁসন অঙ্গে করে বল মল। যত নিজ জন কাছে আছেন বিদিয়া। হাসি হাসি কহে প্রভু সভা সম্বোধিয়া। শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগণ। আপন আশ্রমে সভে করয়ে গমন। নীলাচলে যাব জগন্নাথ দরশনে। দয়া করে যদি প্রভু প্রসন্ন বদনে। তোমরা থাকিবে আজ্ঞা করিবে পালন। নিরন্তর দিবা নিশি করিহ কীর্ত্তন। হরি নাম ভক্ত সেবা করিহ স্থাপন। এই ধর্ম করি যেন তরে সর্বজন। নির্মাণনে। এ

বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সম্বরে। বাহু বেঢ়ি সভাকারে আলিঙ্গন করে॥ প্রেম-জলে ছুনয়ন করে ছল ছল। সকরুণ कर्छ एजन शम शम खत ॥ (इनहे मगरा महे अपू रित्रमाम। **म** एख ज्न कति পড़ে পामाचूज-भाग॥ অতি **आर्छनारम** कार्य मक्क़ न यदा। । अधिन कि मक्त ताक कार विषदा ॥ ব্যথিত হইল প্রভু সজলনয়ন। কাতর অন্তর কিছু কহিছে বচন॥ এই মত ভাগ্য মোর হবে কত দিনে। পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরণে॥ কহিব কাতর কথা পাদাযুক্ত পাঞা। সফল করিব আত্মা এমুর্থ দেখিয়া॥ এবোল বলিতে চারি পাশে ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া দূবে কররে রোদন ॥ চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়। ধরিবারে চাহে নিজপুত্রের গলায়॥ কেহ পায়ে ধরি কান্দে আউদল চূলি। অনেক যতনে তবে আপনা সম্বরি॥ ঞীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। প্রভূরে কহিতে কিছু করিল প্রবন্ধ। কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্মাস। এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস ॥ একেশর কেমদে হাঁটিয়া বাবে পথে। স্কুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কা্হাতে॥ শচীর হলাল ভূমি হুলিল-চরিত #। ছুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥ ভক্তগণ-নয়ন অমিয়া দিঠি পাতে। এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাতে হাতে॥ অনেক আছিল প্রেম ফল প্রতি আশে। সন্ম্যাস করিয়া শূন্য করিলা নৈরাশে॥ পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া। ঘরে চলি যাবে তোরে বিদায় করিয়া॥ একণে চলিয়া যাব মো সব অধম। তোর ধর্ম নহে ভূমি পতিত

ł,

ছলিল = আছেরে, যে আবদার করে।

পাবন ॥ করুণা-কর্দমে ততু গড়িয়াছে বিধি। বিনোদ বিলাস লীলা দিয়া নানা নিধি। এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে। আপনে রোপিয়া রক্ষ কাট কেনে মূলে॥ যে যায় তাহারে লহ দঙ্গতি করিয়া। নহে বা মরিব দভে আগুনে পুড়িয়া। হের দেখ তোর মাতা শচ্চী অনাথিনী। সহিতে না পারি উহার বিনাই ঞা বাণী ॥ বিষ্ণু প্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে॥ শূন্যময় লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর। সভাকার বাড়ি শত যোজন অন্তর। রহস্ত বিনোদ কথা না কহিব আর। না দেখিব ৰুত্যাবেশ প্রেমার প্রচার।। নাচিবার কালে আর না করিবে কোলে। "না দেখিব অরুণ নয়ন প্রেম-জলে॥ কেমনে না দেখি জীব তোর মুখচন্দ্র। নয়ন থাকিতে কেনে করাইলে অন্ধ। না দিব বিদায় প্রভূ যাব তোর সঙ্গে। তোমার নিচুর বাণী পোড়ে দব অঙ্গে ॥ আহি ছি ঘণ্টার রব যেমন করিয়া। কাছে মূগী আইদে মেন মারয়ে ধরিয়া। তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন। লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারণ॥ তোঁমার বিচ্ছেদে ভক্ত সভাই মরিবে। ভকত-বৎসল নাম কেমনে ধরিবে॥ শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি। ্<mark>তাহার সমীপে ইহা কহে কোন ব্যক্তি॥ বিষ্ণু</mark>প্রিয়া[°] সরিব শবদ মাত্র শুনি। এ কথার সন্থিধান করহ আপনি॥ এতেক বচন যদি ভক্তগণ বৈল। অন্তরে করুণ প্রভু হাসিতে লাগিল। **শুনহ সকল** ভক্ত বচন প্রচুর। কোন কালে তো সভারে निह्त निर्वृत ॥ नीलां हरल वांम आमि कतित मर्ख्या। मर्खना আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা।। আছিল অধিক প্রেমা বাঢ়িল অপার। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ভাদিব সংদার। কেবা বিষ্ণুপ্রিয়া কেবা মোর মাতা শচী। যে ভজয়ে কুঁঞ তার কোলে আমি আছি॥ সত্য সত্য প্রভু বলে বার বার। নীলাচল-বাস সত্য হইবে আমার ॥ শচীদেবী দাঁড়াইতে নারে স্থির হৈয়া। দাঁড়াইল চুজনার হাতে ত ধরিয়া॥ নিদারুণ হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি। তোমা না দেখিলে বাপ মরি যাব আমি॥ সভে তোর বদন দেখিব কত বার। আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ আমার দ্বিতীয় কেহ নাহিক সংসারে। বিষ্ণুপ্রিয়া শেল মাত্র বুকের ভিতরে॥ হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুণ হিয়া। মিছা শ্লোকে মর পূর্ব্ব-জ্ঞান পাশরিয়া॥ চলি যাহ শোক কিছু না করিহ চিতে। নির্মংসর হইলে হয় ত সব হিতে ॥ দণ্ডবৎ করি প্রভু মায়ের চরণে প্রবোধ করিল প্রভু কথার বিধানে । মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বলে হরি বোল। সম্বরে চলিলা, উঠে কান্দনের রোল। অবৈত-আচার্য্য প্রভুর দঙ্গে চলি যায়। দণ্ড ছুই গিয়া প্রভু পাছু পানে চায়॥ শাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য বিল্পে। উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি অবলম্মে ॥ বয়ন বিরস ঘর্মা মন্দ মন্দ তায়। কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে শুধায়॥ তুমি পরদেশে যাবে এই মোর ছুঃখ। তাহাতেই আর এক পোড়ে মোর বুক॥ আপন অন্তর্কথা কহিল গোচর। নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর॥ তোর নিজজন যত তোমার বিচ্ছেদে। কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে॥ আমার প্লাপিষ্ঠ হিয়া না দরয়ে কেনে। এ কাষ্ঠ-কঠিন, অশ্রু নাহিক নিয়নে॥ আমার অধিক আর হুরাচার নাই। তোমার

বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেম উঠে নাই॥ এবোল শুনিয়া প্রভু হাঁসি কৈল কোলে। কহিব ইহার তত্ত্ব শ্বমধুর বোলে॥ তোমার প্রেমায় আমি স্থির হৈতে নারি। তে কারণে তোর প্রেমায় গাঁটিতে সম্বরি॥ ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি। প্রেমায় বিভার সে আচার্য্য মনে চিন্তি॥ নয়ন-সাগরে বহে সাত পাঁচ ধারা। নির্ভর প্রেমায় সম্বোধন নাহি তারা॥ অন্তে ব্যস্তে সম্বরণ করিলা চাকুর। সম্বরণ কৈল তবে আচার্য্য চতুর॥ এই ত কারণে তোমার প্রেম উঠে নাই। তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই॥ তোর প্রেমার বশ আমি শুন্ত আচার্য্য। পূর্ব্ব সঙ্বণ কর বিথারহ কার্য্য॥ এবোল বলিয়া প্রভু চলিলা সম্বর। সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর॥ কহয়ে লোচনদাস গোরা-ঠাকুরাল। সম্বাস নহেক বুকে রহি গেল শাল॥

ভাটিয়ারি রাগ n

সভারে বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর। শৃত্যাগার হৈল সব
নবদীপপুর॥ পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধৃত রায়। নরহরি-আদি
কত জন সঙ্গে, যায়॥ শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
এই নিজজন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর॥ জগন্ধাও দোলেতে দেখিব
মনে করি। সম্বরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥ প্রেমায়
বিহলে প্রভু চলি যায় পথে। টল মল করে তন্তু না পারে
হাঁটিতে॥ ক্লণে শীঘ্রগতি যায়, সিংহপরাক্রম। ক্লণে হহুক্লার দেই ডাকে হরি নাম॥ ক্লণে নাচে ক্লণে গায় সকক্লণে কান্দে। ক্লণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে॥ অরুণ
নয়নে জলধারা অবিরাম। বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলে-

বর ॥ ক্ষণেকে মন্থর গতি অলোকিক কহে। ক্ষণে অট অট হাসে দাঁড়াইয়া রহে॥ যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ধ হয়। নিবেদিত নহে বলি কিছুই না খায়॥ অনেক যতনে ছুই তিনে করে ভিক্ষা। লোক-অনুগ্রহে সে প্রকাশে লোক-শিক্ষা॥ সব নিশি জাগরণ লয় হরি নাম। ডাকিয়া পড়য়ে এই ক্ষোক গুণধাম॥

তথাহি ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥ ইতি ॥৪৪

এই শ্লোক স্থমপুর স্বরে গায় পত্। প্রেমানন্দে গদ গদ
বলে লত্ লত্। দোলে জগমাথ দেখিবারে যাত্রিগণ। প্রস্কুসঙ্গে যায় তারা আনন্দিত মন॥ এক কালে এক ঠাঞি
যাত্রিকসমূহ। পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ তুরুহ॥
আনেক যন্ত্রণা তুঃখ দিছে তা সভারে। আগে গিয়াছিলা প্রস্কু
লেউটে সম্বরে॥ অবধৃত গদাধর পণ্ডিত বিশ্ময়। কি কারণে
পুন লেউঠিয়া প্রস্কু যায়॥ চিন্তিতে চিন্তিতে তারা যায়
পাছে পাছে। কত দূরে দেখে দানী যাত্রী বাদ্ধিয়াছে॥
কারণ দেখিয়া তারা ভেল চমকিত। পুলকে ভরল চিত্ত
আতি আনন্দিত॥ যাত্রিকে দেখিয়া প্রস্কু বিরস বদন।
ম্বরায়ে চলিলা মন্ত্রসিংহের গমন॥ প্রস্কুকে দেখিয়া যাত্রী
কান্দে উভরায়। ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে

হে রাম হে রাঘব হে রাম হে রাঘব হে রাম হে রাঘব আমাকে রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ হে কেশব হে কৃষ্ণ হে কেশব আমাকে রক্ষা করুন॥ ৪৪ ॥

ধায়। দীন বনজন্ত যেন দগ্ধ দাবানলে। সম্ভপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে॥ প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে যাত্রিগণ। দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী গণে মনে মন॥ এরূপ মানুষ নাহি জগৎ ভিতর। এই নীলাচল নাথ জানিল অন্তর॥ 'ইহা সভাকারে আমি দিলু এত ত্বঃখ। কি করয়ে জানি মোর ডরে কাঁপে বুক॥ এতেক চিন্তিয়া মনে দেই মহাদানী। প্রভুর চরণে পড়ি বলে কাকু বাণী।। ছাড়িলু যাত্রিকগণ না সাধিব দান 🛊। অন্তরে জানিল প্রভু তুমি ভগবান্॥ ইহা বলি চরণে পড়িয়া সেই কান্দে। তাহার মাথাতে দিল চরণার-वित्न ॥ कम्मः शम शम श्रदत नाना ख्रव करत । विषयी विलया . স্থপা না করিছ মনে ॥ এবোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসিয়া। স্থাবে চলি যান যাত্রিগণ ছাড়াইয়া। হেনই সময়ে কথো-দূরে এক দানী। ডাকিতে ডাকিতে আইদে উভ করি পাণি॥ দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই। হাত সানে সেই দানী রহে সেই ঠাঞি॥ ঝর ঝর নয়ন পুলক কলে-বর। "হরে কৃষ্ণ" নাম সেই বলে নিরন্তর ॥ দেখি নিত্যানন্দ গদাধরের উল্লাষ। গোরাঙ্গ-চরিত্র কহে এ লোচনদাস॥

সিম্বুড়া রাগ, দিশা ॥

ভাই রেগাও গাও গোরা গোদাঞির গুণ শুনি (মূর্চ্ছা)। অহো আ হো রে রাঙ্গা চরণকমল কর ইচ্ছা। জগতে যতেক দেখ, আপনা করিয়া লেখ, (হো হো হো হো হো হো রে তাই রে) দে পুনঃ দকল কলি-মিছা। ধ্রু।

^{* &}quot;দান" শব্দে এখনে অর্পণ নহে, কিন্তু ঘাটে পার হইবার আতর (তর-পণ্য) অর্থাৎ নৌকার মাশুল।

এই মনে গোরচন্দ্র চলি যায় পথে। যে খানে যে দেব-স্থল দেখিতে দেখিতে॥ রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে। নর্ত্তন করিয়া যায় দেবতার স্থানে ॥ এক অদভূত কথা শুন তার মাঝে॥ যে করিলা অবধূত নিত্যানন্দ রাজে॥ নিত্যানন্দ-করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি । কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছে করি॥ প্রেমায় বিহ্বল প্রভু যায় মহাবেগে। আপনা পাশরে কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে॥ গদাধর আদি যত গব সঙ্গে যায়। দেখি নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু হয়॥ গণিতে গণিতে প্রভু যায় ধীরে ধীরে। Cমার বিদ্যমানে প্রভু দণ্ড হাতে ধরে ॥ সে হেন ফ্লুন্দর বাঁশী ত্রৈলোক্যমোহন। ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড সহিব কেমন ॥ সম্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইল মাথা। জন্মাবধি রহিল দারুণ এই ব্যথা ॥ চি**স্তিতে চিস্তিতে ছঃধ** বাঢ়িল বিস্তর। ভাঙ্গিলেন থুঞা দণ্ড উরত উপর॥ ভাম দণ্ড তুলিয়া ফেলিল মহাজলে। প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে চলে ॥ কতক্ষণে একত্র হইলা ছুই জনে। স্থধাইল প্রস্তু দণ্ড না দেখিয়ে কেনে ॥ প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর । বিসায় লাগিল প্রভু চিন্তিল অন্তর ॥ পুনরপি পুছে প্রভু দণ্ড থুইলে কোথা। দণ্ড না দেখিয়া হিয়া পাঙ বড় ব্যথা॥ এ বোল শুনিয়া কহে মিত্যানন্দ রায়। তোর করে দণ্ড দেখি পোড়ে মো হিয়ায়॥ সম্যাস করিলে একে মুড়াইলে মুণ্ড। তাহার অধিক ছুঃখ কান্ধে কর দণ্ড॥ সহিতে না পারি ভাঙ্গি रिक्नाइन जरन। रा कर रम कर भन भन ভारि रार्टिन । এ বোল শুনিয়া প্রভু হইয়া তুঃখিত। রুষিয়া কহিল সব কর বিপরীত॥ মোর দণ্ডে বৈদে মোর যত দেবগণ। হেন দণ্ড

ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ তুমি সদা উনমত বুদ্ধি স্থির নয়। বাতুলের প্রায় রীত বালক আশয়॥ পাণ্ডিত্য-ধর্ম্মেতে ধর্মী নহ কদাচিং। আশ্রম ছাড়াও কার্য্য কর বিপরীত॥ দেবতা আশ্রম পীড়া নাহি জান দোষ। কিছু যদি বলে তবে কর মহারোষ ॥ এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পছ হাদে। প্রভূরে কহুয়ে কিছু গদ গদ ভাষে॥ দেবতা আশ্রমপীড়া নার্হি করি আমি। ভাল কৈল মন্দ কৈল সব জান তুমি॥ তোর দণ্ডে বৈদে ভোর দেবতার গণ। কান্ধে করি লঞা যাহ সহিব কেমন ॥. তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ। কি কারণে তোর সনে করিব আর ছব্দ ॥ অপুরাধ কৈলু দোষ ক্ষম এই বার। তোর নামে নিস্তারিল দকল সংসার॥ নাম-माज निखतरा कर्गां छत लाक। मम्राम कतिल ভक्रगण বড় শোক। সে হেন হুন্দর চূড়া মুগুইলে মাথা। ভক্তজন ছদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥ মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি। হয় নয় পুছ দৰ্ব্ব ভক্ত ইহার দাক্ষী॥ এবোল শুনিয়া প্রভু না দিল উত্তর। বিরদ-বদন কিছু হরিষ অন্তর॥ নিত্যা-নন্দ মহাপ্রভু সব রস জানে। ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন शीत ॥

ভাটিয়ারি রাগ, দিশা ॥

ভাই গাও রে গোরা গোসাঞির গুণ গাই হু (মূর্চ্ছা)॥ আরে ভায়া প্রাণভায়া সংসারবাসনা করিহ। জগতে যাবৎ কাল জীও, মহাপ্রভুর চরণ না ছাড়িহ॥ গ্রু॥

ব্রহ্মকুগু স্থানে দেখে শ্রীমধুসূদন। প্রেমার আবেশে প্রভুর আনন্দিত মন॥ এই মনে মহাপ্রভু পথে চলি যায়। উত্তরিলা মহাপ্রভু গ্রাম রেমুণায়॥ মহাপুরী-রেমুণাতে আছেন গোপাল। দেথিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার॥ পূর্ব্বে বারা-ণদী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিত। ব্রাহ্মণেরে কৃপা ছলে এথা আচ-শ্বিত॥ ইহা বলি পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার। উদ্ধবের প্রাক্ত বলি করে হহুকার॥ নয়ন সফল আজি দেখিল ঠাকুর। উদ্ধাৰ-সম্বন্ধে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥ উদ্ধব উদ্ধব বলি ডাকে আর্ত্ত-নাদে। প্রেমায় বিহ্বল ক্ষণে স্থামে পাড়ি কাঁদে॥ অরুণ বদনে নীর ঝরে অনিবার। পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প.কারে বার ॥ উদ্ধরবর প্রভু বলি প্রদক্ষিণ করি। নিজ জন সঙ্গে নাছে বলে হরি হরি॥ উথলিল .প্রেমানন্দ বাঢ়িল উল্লাস। প্রেমায়ে ছাইল সব এ ভূমি আকাশ॥ হেনই সময়ে সেই মুর্জি গোপাল। মন্তক উপরে পুষ্প-মুকুট তাহার॥ আচন্বিতে ম<mark>ন্ত</mark>-কের মুকুট খসিতে। ভূমিতে পড়িবা মাত্র ভুলি লৈল হাতে ॥ চৌদিকে বৈষ্ণবৰ্গণ হক্তি হবি বলে। আকাশ প্রশে হেন প্রেমার হিল্লোলে॥ দিনান্ত নাচয়ে প্রভু নাহিক বিরাম। সন্ধ্যার সময়ে হৈল নৃত্য অবসান॥ নানা উপহার দ্রব্য কুষ্ণে নিবেদিত। প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত॥ আনন্দিত মহাপ্রস্থ লঞা নিজগণ। সম্ভোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ রজনী গোঙায় কৃষ্ণকথার আনন্দে। প্রভাতে চলিলা নিজ-গণ লঞা সঙ্গে॥ এই মত প্রভু পথে যাইতে বাইতে। নদী বৈতরণী তটে গেলা আচ্মিতে। স্নান পানে কৈল নদী পতিতপাবনী। আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি ॥ তবে চলি যায় সেই পরমচতুর। দেখিবারে সাধ বাঢ়ে বঁরা**ঃ** চাকুর॥ যাহা দেখি দর্বলোক উদ্ধারে ছু কুল। তবে চলি।

্ষায় প্রভু গ্রাম যাজপুর 🗰 যাহা যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞা দেব-্রিগ। ত্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥ মহাপাপী নঁর 🕯 ষ্টুদ্দি সেই গ্রামে মরে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে॥ শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ। তাহা নমস্করি যায় শৌরগোবিন্দ। আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে। ৃ বিরজা-মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে॥ কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে। বিরক্ষা দেখিল প্রভু হরষিত মনে॥ বির-জাকে নমস্করি কহিল বচনে। দেহ প্রেমভক্তি মোরে কুষ্টের চরলে। এই মন্ত মহাপ্রভু পথে চলি যায়। পিভূপিও দান কৈল এ নাভি গয়ায়॥ ত্রহ্মকুগু-জলে স্নান কৈল হর-বৈতে। দেবকার্য্য সমাধিয়া চলিলা স্বরিতে॥ মহাপুণ্য স্থান সেই শিবের নগর। দেখিতে দেখিতে প্রভু ভৈগেল নির্ভর॥ কৃছিতে না পারি সে নগর-পরিপাটী। ত্রিলোচন-আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি॥ হেনই সময়ে সেই জীমুকুল দত্ত। প্রভুর সাক্ষাতে কহে যে জানয়ে তত্ত্ব ॥ এই হইতে দানিকে নাহিক আর ভয়। আমি দর্কা জানি ছুফ্ট ষে যেখানে রয়॥ এবোদ শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসয়ে। কি বলিব তোরে মুঞি তুমি মহাশয়ে॥ আমি ত সন্ন্যাস-ধর্ম করিয়াছি আশ্রয়। দানী কি করিব মোর কহত নিশ্চয়॥ ভানিয়া মুকুন্দ কিছু

বাজপুরের আদিম নাম যজ্ঞপুর। পুরীর মন্দির-নির্মাতা অনঙ্গভীমদেব বে বংশজাত, সেই কেশরীবংশের প্রধান রাজধানী ভ্রনেশ্বর ও যাজপুর,
কেশরীবংশ শৈব ছিলেন। ভ্রনেশ্বর শিবধাম, যাজপুর পার্ব্বতীধাম।
৪৭৪ খৃঃ ছইতে ১১৩২ খৃঃ অঃ পর্যান্ত কেশরীবংশ রাজ্য করেন। ইহাঁদেরও
পুর্বে ঐ দেশে বৌদ্ধার্ম্ম প্রবৃদ্ধ ছিল।

ভয় না পাইল। তভু ছঃখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল॥
শুনিয়া ঠাকুর রলে শুনহ মুকুন্দ। রাখিনে আমার দেহ
সকল কুটুম্ব॥

তথাহি শান্তিশতকে ৪।৯॥

থৈষ্টিং যক্ত পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশিচরং গেহেনী
সত্যং সূত্রয়ং দয়া চ ভগিনী জ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয়া ভূমিতলং দিশোহপি বসনং জ্ঞানায়তং ভোজনং
যৈতৈ হে কুটুম্বিনো বদ সথে কম্মান্তয়ং যোগিনঃ॥৪৫॥ ৺
শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে। কহিল তাহারে প্রভূ
হাসিতে হাসিতে॥ এত দূর পথ পালি আনিলে আমারে।
ইহা বলি গেলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ গদাধর আদি
করি যত সঙ্গিণ। চাঞি চাঞি গেলা সভে করিতে ভিক্ষাটন॥ হেন কালে এক দানী রাখে তা সভারে। মহাজোধ
করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে॥ সারাদিন রাখিয়াছে জ্রোধ
নাহি পড়ে। অনেক বচনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে॥ তা
সভার আছিল কম্বল এক খণ্ড। কাঢ়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ
পাষ্ণু ॥ সন্ধ্যাকালে সভে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে। সঙ্কেতমণ্ডপে সভে আইলা জনে জনে॥ সেই ত মণ্ডপে আগে

সথে! বল দেখি, যোগির আবার ভয় কোথা ইইতে উৎপন্ন ইইতে পারে?। কারণ তাঁহার অনেক গুলি কুটুম্ব সহায় আছে এবং সম্পত্তিও যথেপ্ট রহিয়াছে। প্রথমতঃ দেখ, ধৈর্য্য বাঁহার পিতা, ক্ষমা বাঁহার জননী, শাস্তি বাঁহার চিরগৃহিণী, সত্য বাঁহার পুত্র, দয়া বাঁহার ভগিনী এবং মনঃসংঘম বাঁহার ভাতা। এই গেল কুটুম্বের কথা। দিতীয়তঃ—সম্পত্তিরও তাঁহার ক্রাট নাই কারণ, ভূমিতল বাঁহার শ্ব্যা, দশ দিক্ বাঁহার বসন এবং জ্ঞানরূপ অমৃত (মুধা) বাঁহার ভোজ্য বস্তা ৪৫॥

আছেন ঠাকুর। দেখি সর্বজন হিয়া আনন্দ প্রচুর॥ চরণে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত। জানিলাম প্রভু তোমার যতেক মৃহত্ত্ব । তোমার সন্মুখে বৈল নাছি দানি-ভয়। তাহার লাগিয়া মোর এত দূর হয় ॥ জানিয়া না জানি মুঞি তুমি ভগবান্ ▶ তোমার সাক্ষাতে আর কে সাধিবে দান॥ তোমারে নির্ভয় করিবারে কহি কথা। ভাল কৈল দানী মোর করিল অবস্থা॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু গদাধরে পুছে। প্রত্যকে কহিল দানী যত করিয়াছে॥ শুনিয়া ঠাকুর বৈল নহ উত্ত্যোল। ভাল হৈব বলি মাত্র বৈল এক বোল। সেই রাত্রে সেই দৈশে দানির ঈশ্বর। স্বথে দেখা দিল তারে শচীর কোঙর ॥ कीरसाम-मगुष्फ (मर्थ व्यनस्थारन । लक्षी সরস্বতী করে চরণ সেবনে॥ তাহার অন্তরে দেখে সনকাদি গণ। ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন।। দেখিয়া দানির রাজা কাঁপিল অন্তরে। এশ্বর্যা দেখিয়া তিহোঁ পড়িলা ফাঁপরে ॥ বিরজা নিকটে আছি সন্ন্যাসির বেশে। মোর ভক্ত তুঃথ দিল তোর সব দাসে॥ কাঁপিল অন্তরে ত্রাস ইইল অপার। সহরে চলিল যথা জ্রীগোরগোপাল। কতক্ষণে সেই খানে সেই দানীখর। প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর॥ তুমি ভগবান্ ক্ষীর-নিধির বিলাস। জীব নিস্তারিতে প্রভু করিরাছ সন্ন্যাস ॥ তুমি ভব ঘোর অন্ধকারের চন্দ্রমাঃ ॥ তুমি দেব বেদের পরমতত্ত্ব-দীমা॥ শুনি গোরাচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে। অচিরাতে কৃষ্ণ ক্পা করুন তোমারে॥ ইহা বলি চরণ ধরিলা তার মাথে। প্রেমায় বিভোর হঞা নাচে উদ্ধ-হাতে॥ তারে অনুগ্রহ করি দে দেশে রাখিয়া। অধিকার

কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইয়া॥ হেনই সময়ে কছে বৈষ্ণব সকল। অনেক অবস্থা কৈল তোমার নফর॥ কাঢ়িয়া লইল মো সভার ত কম্বল। এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর। নৃতন কম্বল দিল দানির ঈশ্র। সন্তুষ্ট হইল তবে বৈষ্ণব অন্তর॥ 🕱 সেই দানীশ্বর পরণাম করি। বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ি ॥ খরে গিয়া ক্লফদেবা করিল আশ্রয়। সঙ্কীর্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয়॥ বিরজা দেখিতে প্রভু বলে আর আর। যাহা দেখি দব লোক তরয়ে সংদার॥ বিরজাকে নমস্করি চলি যায় রঙ্গে। উঠিল কুঞ্জের প্রেমা পুলকিত অঙ্গে॥ চলিলা ঠাকুর সেই সিংহপরাক্রমে। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একুাম্র-গ্রামে। সেই গ্রামে খাছে শিব পার্ব্বতী-সহিতে। দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিতে॥ কত দূর হৈতে প্রভু দেখিলা দেউল *। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল চিত্তে প্রেমায় আকুল॥ দেউল উপরে শৌভে পতাকা স্থানর। শিবলিঙ্গময় দব একাত্র-নগর।। পতাকা দেখিয়া। প্রভু নমস্কার করি। ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিব-পুরী॥ এক কোটি লিঙ্গ আছে একাত্র-নগরে। হাঁটিয়া যাইতে প্রাণ্ড হালে কাঁপে ডরে॥ বিশ্বেশ্বর-আদি কব্রি আছে লিঙ্গ কোটি। দেখিতে সন্দেশ যেন নগরের শাটী। মহাবিন্দু সরোবরে সর্বতীর্থ-জলে। আর নানা পুণ্যতীর্থ . বসয়ে নগরে॥ পুরী প্রবেশিয়া দেখি পার্ব্বতী শঙ্কর। নম-স্কার করি প্রভু প্রেমায় বিভোর॥ সব জন দেখিল সে

দেউল = প্রাচীনকালীয়, ভিতরে তীরকাষ্ঠাদিশৃত্য থিলান, উপয়ে
চূড়াকৃতি। কোনটা অনেকাংশে বাঙ্গালাদেশের দো-চালা ঘরের স্থায়ও হয়।

পার্বিতী মহেশ। লিঙ্গ দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ।।
মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর। টল মল করে তন্ম নাহি
রহে স্থির। অরুণ নয়নে জল পড়ে অনিবার। পুলকিত গণ্ড,
স্তব পড়ে অনিবার।

তথাহি স্তবঃ॥

- মনমো নমস্তে ত্রিদশেশরায়

 ভূতাদিনাথায় য়ৢড়ায় নিত্যং।

 গঙ্গাতরঙ্গোজ্ঝিত-বালচন্দ্র
 তরঙ্গরঙ্গায় চ ক্ষেত্রপালিনে॥ ৪৬॥
- ২। হরায় গোরীনয়নোৎসবায় শ্রীচন্দ্রচূড়ায় মহেশ্বরায়। স্বতপ্তচামীকর-চন্দ্র-নীল-পদ্ম-প্রবালামুদকান্তিবব্রঃ॥ ৪৭॥
- । স্থনৃত্যরঙ্গেহফীবরপ্রদায়
 কৈবল্যুনাথায় রয়ধ্বজায়।
- >। শিবের কপালে যে চন্দ্র বাস করেন তিনি অর্কচন্দ্র। অর্ক অথবা প্রতিপদ্ (দ্বিতীয়ার) চন্দ্র বলিয়াই অসম্পূর্ণ স্কৃতরাং বালক। বালক স্বভাবতই জল-তরক্ষে সম্ভরণ করিতে ভাল বাসে। (বোধ হয় এই জন্মই) যে মহাদেব চন্দ্রকে বালক দেখিয়া শিরন্থিত গঙ্গাদেবীর তরঙ্গ-রঙ্গে খেলা ক্রুরিতে ঐ বাল-চন্দ্রকে গঙ্গাতরক্ষে নিক্ষেপ করত আনন্দরঙ্গ অন্থত্ব করিতেছেন। সেই জিদশপতি ভূতাদিনাথ ও ক্ষেত্রপালী অর্থাৎ কেদারনাথ মহাদেবকে আমার নিয়ত এবং পুনঃ পুনঃ নুমন্ধার॥ ৪৬॥
- ২। উত্তপ্ত চামীকর, চন্দ্র, নীলপদ্ম, প্রবাল, অমুদকান্তি বসন, এই গুলি বাঁহার নিতান্থিত। বাঁহাকে দর্শন করিলে গৌরীর নয়নোৎসব বর্দ্ধিত হয়। সেই চন্দ্রভূড় (শশিশেধর) মহেশ্বরকে আমার নমস্কার॥ ৪৭॥
 - ৩। স্বন্দর নৃত্য ভঙ্গীতে যিনি (ক্ষিত্যাদি অষ্ট মূর্তিদারা) অষ্ট বর প্রদান

Ţ.

স্থাংশু-দূর্যাগ্নি-বিলোচনেন
তমো নিহন্তে জগতঃ শিবায় ॥ ৪৮ ॥
৪। সহস্রশুল-সহস্ররশ্মিসহস্র-সঞ্চিন্নতেজসেহস্ত ।
নাগেশ-রক্ষোজ্জলবিগ্রহায়
শার্দ্দ্রন্দর্শাংশুকদিব্যতেজসে ॥ ৪৯ ॥
৫। সহস্রপত্রোপরি সংস্থিতায় •
রক্ষাস্পায়্কুভুজ্ব্যায় ।
স্থ্রারঞ্জিত-পাদপদ্মক্রংস্থাভ্ত্যস্থপ্রদায় ।
বিচিত্রব্যার্যবিভূষিতায়
প্রোন্সবাদ্য হর প্রদেহি ॥ ৫০ ॥ *

করেন। চন্দ্র, স্থ্য ও অগ্নি স্বরূপ তিন্টী লোচন দ্বারা যিনি জীবের জমো-রাশিকে দ্র করিয়া থাকেন। সেই ব্যভবাহন ও কৈবল্যনাথ মহাদেবকে আমার নমস্কার॥ ৪৮॥

- ৪। সহস্র সহস্র চক্র ও সহস্র সহস্র স্থ্যকিরণ হইতেও থাঁহার তেজ **অধিক** রূপে সঞ্চিত, নাগরাজ অনস্তদেবের মস্তকস্থ মণি দ্বারা থাঁহার বি**তাঁহ উজ্জ্বল,** ব্যাঘ্রচর্ম্মের কিরণে থাঁহার দিব্য তেজ বহির্গত হইতেছে, সেই মহাদেবকে আমার নমস্কার॥ ৪৯॥
- ৫। বাঁহার নুপুর রঞ্জিত পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত স্থা ভক্তগণের স্থথ সম্ব-র্জন করে, বাঁহার ভূজযুগল রত্ন বলয়ে বিভূষিত, যিনি বিচিত্র রত্ন দারা যুক্ত ও অলঙ্কত হইয়াছেন সেই সহস্রপত্র (কমল) স্থিত শঙ্করকে আমার নম-কার। হে মহাদেব! অদ্য আমাকে (ক্বফপ্রেমই) প্রদান করুন॥ ৫০॥
- উপরি লিখিত লোক পাঁচটীতে অনৈক পাঠান্তর আছে। যথা—
 "মৃড়ায়" হলে "মৃড়ায়"। "তরক্ষোজ্ঝিতে" হলে "তরক্ষোজিত" "মৃড়ায়" হলে

এই মতে মহাপ্রভু পঢ়ে শিব-স্তব। চতুর্দ্দিকে স্তব পঢ়ে সকল বৈষ্ণব॥ হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে। গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে॥ শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া। বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া॥ ভক্ত-নিবেদিত অম ভোজন করিল। পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিল॥ শয়নসময়ে কৃষ্ণপাদামুজ ধ্যানে। হেন কালে করয়ে হৃদয়ে অমুমানে॥ শিব মহাপ্রসাদ পাইয়া ভাগ্যবশে। ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতি-আশে॥ এই মত মহাপ্রভু অমুমানিকালে। পানা * পরসাদ লহ একজন বলে॥ হাসিয়া প্রসাদ পানা পাইলা ঠাকুর। পানা পান করি স্থথে আনন্দ প্রচুর॥ সব জনে দিল যে আছিল অবশেষ। ভক্ষণ করিল সব ভকতে বিশেষ॥ এই মতে আনন্দে বঞ্চিল সেই

শৃত্যায়" "নাগেশরত্ন" হলে "নাগেশরায়" "প্রদেহি" হলে "বিদেহি", (বস্ততঃ এই পাঠটীতে ছলোভঙ্গ হয়) ইত্যাদি !!!। অপর পুস্তকের শ্লোক গুলি একেবারে অসঙ্গত হওয়ায় ত্যাগ করা গেল। কিন্তু যে পুস্তক হইতে সঙ্গত
বলিয়া শ্লোক গুলি উদ্ভ হইল তাহাতে শেষ শ্লোকেরও অতিরিক্ত তুই
চয়ণ পাওয়া গিয়াছে। অবশুই তাহাকে ষট্পদী শ্লোক বলিতে হইবে।
এয়প বলাও অসঙ্গত নহে, কারণ, শিশুপালবধাদি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা
বার। তাহার পাঠান্তরে একটা ষট্পদী শ্লোক আছে:—১ম সর্গে। ৩।

[&]quot;বিধাক্কতাত্মা কিময়ং দিবাকরো বিধ্মরোচিঃ কিময়ং হুতাশনঃ। চয়ত্তিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাক্কতিং। বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥"

এতচ্চ বৃত্তরত্বাকরটীকায়াং লিথিতং দিবাকরেণ চীকাক্কতা সম্মতঞ্চ, ইত্যাহ মল্লিনাথঃ।

^{*} পানা = সরবং। পানা শব্দ পানশব্দের অপভ্রংশ। জল-মিশ্রিত শর্করাদি।

রাতি। প্রভাতে উঠিল প্রভু ত্রিজগৎ-পতি॥ প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান বিন্দু সরোবরে। চলিলা ঠাকুর নুমস্করি মহে-খবে॥ প্রভুর সঙ্গতি সে চলিল নিজজন। এই পরসঙ্গ এক কহিব এখন॥ মুরারিতে দামোদরে যে কিছু বচন। শুন সাবধানে সভে কহিব এখন॥ মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিউ দামোদর। শিবের নির্মাল্য কেনে লইল ঈশ্বর ॥ অগ্রাহা 👔 শিবের নির্মাল্য ভৃগু-শাপে। তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রস্তু আপে ॥ আপনে ত্রহ্মণ্যদেব ঐ মহাপ্রস্থা জানিয়া শুনিয়া আজ্ঞা লজ্মিলেক তভু ॥ মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর। আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরুম-উত্তর ৷ নিজবুদ্ধি-অসুমানে যে কহি উত্তর। তোর মনে লয় যদি রাথিহ অন্তর॥ শিবের সেবক যেই শিব-দেবা করে। উচ্ছিফ না লয় হরি হরে ভেদ করে। তাহারে ত্রাহ্মণ শাপ কহিল এ তত্ত্ব। অশুদ্ধ তাহার মতি না জানে মহত্ত্ব॥ অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে , সেবন। শিবের নির্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ॥ শিবের নির্মাল্য: খায় অভেদচরিত। সে জনে অধিক হরি হরের * পিরিত॥ মহেশর প্রভু দব বৈঞ্বের রাজা। সেই ভাবে যেই জন করে তার পূজা॥ • তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন। সে প্রসাদু খাইলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ বস্তুতঃ মে মহেশ্বর আতিথ্য করিল সে পরমহর্ষ মনে॥ শাপ প্রভুর গমনে। ি আদি যত শুন বহিমুখি প্রতি। স্বহৃদ্ভাবে কৈলে হয় ঐকুষ্ণে ্পিরিতি॥ লোকশিক্ষা হেতু প্রভূ কৈল অবতার। দামোদর বোলে এবে ঘুচিল জঞ্জাল॥ শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত-

 [&]quot;হরের" স্থলে "করেন" পাঠান্তর।

চিত। কহয়ে লোচনদাস চৈতশ্যচরিত॥

বল ঐ কৃষ্ণ চৈত খটাদের মধুর নাম থানি (মৃচ্ছা)।
ভাই রে আর নাহি তরিবার তরি ॥ জগদ্- হুর্ল ভ এই
কথা। জগতে যাবৎ জীও, প্রবণ ভরিয়া পীও, কভু না ছাড়িহ
গুণ-গাথা॥ ধ্রু॥

তবে পুন শুন গোরাচান্দের চরিত। বরিথয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত॥ পথে চলি যায় প্রভু নিজজন সঙ্গে। দেখিল ত কপোত ঈশ্বর মহালিঙ্গে॥ তারে নমস্বরি প্রভু চলি যায় পথে। পুণ্যতীর্থ মহালিঙ্গ দেখিতে দেখিতে॥ তবে সে ভার্গবী * নামে নদী প্র্ণ্যবতী। তাথে স্নান কৈল নিজজনের সঙ্গতি॥ স্থান সমাধিয়া প্রভু চলি যায় পথে। জগন্ধাথ-মন্দির দেখিল আচ্ছিতে। চক্রের কিরণ জিনি **উজ্জ্বল দৈউল।** প্রবন্ধালিত তাহে পতাকা রাতুল॥ নীল-গিরি-মাঝে হরিমন্দির স্থন্ত। কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল। অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠান। দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান। সবসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান। দেখিয়া বিহ্বল তারে করে পরণাম ॥ ভূমিতে পড়িল প্রভু **নাহিক সম্বিত্।** নিঃশব্দে রহিল যেন নাহিক জীবিত॥ **দেথিয়া সকল লো**ক মৃচ্ছিত-অন্তর। প্রভূ প্রভূ বলি ডাকে না দেয় উত্তর॥ কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গণে তারা। কিছু না নিঃসরে যেন জীয়ন্তেই মরা॥ হেনই সময়ে <mark>প্রভু উঠিয়া সন্থরে।</mark> পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিভোরে॥ দেথিয়া সকল লোক জীল পুনর্কার। মরার শরীরে যেন

প্রীর পৃর্বেও দকিণে সমৃত্র, পশ্চিমে ভার্গবী নদী, উত্তরে রাস্তা।

জীউর সঞ্চার॥ তা সভারে মহা এতু পুছয়ে বচনে। দেউল উপরে কিছু দেথহ নয়নে॥ নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার। ত্রৈলোক্যমোহন এক স্থন্দর ছাওয়াল। কিছুনা দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ যায় তাুরা আশস্কা হইল॥ পুনঃ তা সভারে প্রভু কহিল উত্তর। দেউল ধ্বজায়ে দেখ বালক স্থন্দর॥ প্রসন্ধবদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ। আলোল অঙ্গুলি করতল অপরূপ॥ আমারে ডাকয়ে কর কমল লাবণ্য।' বামকরে বেণু শোভে ত্রিজগতে ধন্য॥ এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্তর। আনিন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল। কোটি ইন্দু জিনিয়া সে গৌর-অঙ্গ-ছটা। ঝল মল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোটা॥ গোরাগায় ফ্লারুণ বসন উজিয়ার। প্রাতঃকাল-সূর্য্য যেন বরণ তাহার॥ জগন্ধাথ মন্দির দেখিয়া গোরারায়। পুনঃ পুনঃ পরণাম করি চলিযায়॥ নয়নে গলয়ে জল অবিরলধারে। বিপুল পুলক দে ঢাকিল কলেবরে। প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সন্থর। উত্তরিলা মহাতীর্থ মার্কণ্ডেশর *। স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি

^{*} পুরীর পঞ্চীর্থের নাম যথা — নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, মেতগঙ্গা, ইন্দ্রত্যন্ত্র এবং চক্রতীর্থ। ১ম নরেন্দ্র প্রাচীন ও প্রকাণ্ড পুষরিণী ইষ্টকাদি দ্বারা বাঁধান। শুনা যায় ইহার মধ্যে কুন্তীর আছে। বৈশাধ মাদে এখানে একটী মেলা হয়। বীহাকে চন্দনযাত্রা বলে ২১ দিন মেলা থাকে। মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন। ২য় মার্কণ্ড, এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, এটীর ও তীর বাঁধা ও প্রাচীন পুষরিণী, এখানে চৈত্র মাদের অশোকাই্থমীতে কালীয়দমন যাত্রা হয়। তয় শ্বেতগঙ্গা, এটী সর্বাপেক্ষা গভীর।
অভান্ত তীর্থের ভায় এখানে ও যাত্রিগণ স্কান করিয়া থাকেন। ৪র্থ ইন্দ্রহাম্ম, এও একটী পুষরিণী। ৫ম চক্রতীর্থ (অথবা সমৃদ্র), সমৃদ্র দেখিলে যে

আচার। চলিলা সত্বরে তবে করি নমস্কার॥ যজেশ্বর নম-স্করি অতি হৃষ্টমনে। উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে॥ পুনরপি জগন্নাথমন্দির দেখিয়া। পুনঃ পরণাম করে ভূমিতে পড়িয়া॥ এই মতে গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া। দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পদারিয়া॥ আইদ আইদ বলি ডাকে ত্রিজগৎরায়। দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমে গড়ি যায়। আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন। কুপা কর জগন্নাথ দেখিল চরণ॥ পুনঃ না দেখিয়া.পুনঃ করয়ে রোদন। পুনরপি দেখি অতি উলসিত মন॥ কেবল উৰ্দ্ভট প্ৰেমা পুলকিত অঙ্গ। হুহুঙ্কার-নাদে প্রেমা অমিয়া তরঙ্গ।। প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় পহরে। উত্তরিলা বাস্থদেব সার্কভৌম-ঘরে॥ প্রভুকে দেখিয়া সার্ক্তভোম হরষিতে। সন্তুষ্ট হইয়া দিল আসন বসিতে ॥ সার্ব্বভোম দেখি প্রভু কহেন বচন। জগন্নাথ দেখিবারে উৎকৃষ্ঠিত মন ॥ কেমনে দেখিব আমি দেব দেব রায়। দাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায়। এ বোল শুনিয়া সার্বভৌম মহাশয়। প্রভু-অঙ্গ নিরীক্ষয়ে বিস্মিতহৃদয়॥ এ তপ্তকাঞ্চন গোর স্থমেরুস্থনর। নয়নচন্দ্রমাঃ মুখ করে ঝল মল।। সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ দীর্ঘলোচন। আজাত্ম লম্বিত-বাহু সব স্থলক্ষণ ॥ দেখিয়া বিহ্বল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

জীবন নৃতন বোধ হয়, তাহাতে নিঃসন্দেহ, তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি
জীবস্ত ও মহান্। এই পঞ্চতীর্থ বহু দুরে দুরে অবস্থিত। প্রাতঃকালে স্নানে
বহির্গত হইলে ১২টা বেলায় গৃহে আসা বায়। ইন্দ্রহায় রাজার স্ত্রী গুণ্ডিচা
দেবীর নামে "গুণ্ডিচাবাড়ী" অভিহিত হইয়াছে। গুণ্ডিচা বাড়ীর প্রাঙ্গন
পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গনাপেক্ষা ছোট, কিন্তু মন্দিরের নানা বিভাগ ঠিক্
শ্রীমন্দিরের অন্তর্গন।

গণিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য॥ এরূপ মানুষ নাহি সকল জগতে। দেবতা ভিতরে ইহা না পারি গণিতে ॥ বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভু আইলা আপনে। এই দেই ভগবান্ বুঝি অমুমানে ॥ এতেক চিন্তিয়া সার্বভৌম মহাজন। আপন তনুজ দেখি কহিছে বচন॥ সত্বরে চলহ তুমি চৈতত্য সঙ্গতি। সাবধানে শুনিহ যা কহে মহামতি॥ ঐজগ্ৰাথ মহাপ্রভু যথা আছে। সঙ্গতি সহিতে ইহায় থোবে তার কাছে। এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হৈলা গোরারায়। চলিলেন সার্কভোম অনুজ-সহায়॥ সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু প্রেমে টল মল। ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহবল ॥ স্থিরে চলিবারে নারে আউলাইল অঙ্গ। সাবধানে কাছে কাছে যাই সব সঙ্গ ॥ অনেক যতনে সিংহদ্বারে প্রবেশিল। সে খানে ত্বরিতে নাটমন্দিরে উঠিল॥ গরুড়ের পাছে রহি থির দিঠে চায়। দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজৎরায়॥ অতি উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ। অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলককদম্ব॥ নয়নে বহুয়ে প্রেম-ধারা অবিরল। আপনা পাশরে প্রেমানন্দ পরবল॥ ভুমিতে পড়িলা প্রভু, অবশ শ্রীঅঙ্গ। বাতাদে খদিল যেন স্থমেরুর শৃঙ্গ॥ প্রেমার আবেশ মূর্চ্ছা হৈলা ভগবান্। তুই হত্তে দৃঢ়মুষ্টি মুদ্রিত-নয়ন ॥ শিথিল বসন ভেল বিবশ শরীরে। দেখি নিজ-জন গেলা দেউল বাহিরে॥ আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু তুলি। দোঁহার পরশে দোঁহে ভেল কুতূহলী॥ বাহু বাহু দিয়া সে তথনি কৈল কোলে। জগনাথ-সম্মুথে প্রভূ হরি হরি বলে ॥ গৌরাঙ্গ-পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা। আসন উপরে তবে বসাইল গোরা॥ নাচে হরি বলি প্রভু শচীর নন্দ্ন।

প্রবিষ্ট হইলা দবে মন্দিরে তখন॥ গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন। জীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ। আর সব ভক্তগণ নাচয়ে হরিষে। রাধা কাণু গুণগান কীর্ত্তন প্রকাশে॥ তবে সব অনুমানি সঙ্গী যত জন। প্রভু লঞা আইল সার্ব্ব-ভৌমের আশ্রম। সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুর সম্বেদন হৈল। গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে পুনঃ নাচিতে লাগিল॥ দেখি দার্ব্বভৌম বাস্থদেব ভট্টাচার্য্য হৃদয়ে আহ্লাদ মহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ॥ তবে পুনঃ মহাপ্রভু নৃত্য-অবসানে। ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল সার্ব্ব-ভৌমে॥ প্রদাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ। প্রভু সঙ্গে সার্ব্বভোম করয়ে মিলন ॥ ইফগোষ্ঠা করে বিদ্যা জানিবার তরে ॥ তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিলা প্রভূরে ॥ তোর জন্ম-কথা তত্ত্ব কহিবে আমারে। প্রভু কহে যে কহিলে সেই সত্য হয়ে॥ ভট্টাচার্য্য কহে তুমি যে কহ কথন। এক কহি আর কছ কিদের কারণ॥ প্রভু মোনী হই রহে সমুদ্রগন্তীর। পুন-ৰ্বার প্রভুরে জিজ্ঞাদে বিপ্র ধীর॥ তোর মাতা পিতা কেব। কৃহ না আমারে। প্রভু কহে সত্য এই তুমি যে কহিলে॥ ভট্টা-চার্য্য পুনর্কার তথাপি জিজ্ঞাদে। কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাদে। প্রভু কহে এই সত্য জানিবে নিশ্চয়। শুনি সার্ব্বভৌম মনে বড়ই বিশ্বয়॥ বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয়। কোটিসরস্বতীকান্ত অথিলের জয়॥ কিবা বা ঈশ্বর কিবা বাতুলস্বভাব। মনে কুণ্ঠ ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥ আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ। উঠিল প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ॥ জগন্ধাথ অন্ন মহাপ্রসাদ পাইয়া। মস্তকে বান্ধিল প্রভু হাদিয়া হাদিয়া॥ তৃঙ্কার করিল এক গম্ভীর

শবদে। ত্রহ্মাণ্ড ভরিল সেই প্রভু-সিংহনাদে॥ দেব গন্ধর্ব নাগ শৃগাল কুরুর। আইলা গোরাঙ্গ কাছে নাগ যত কুল। সভার মুখে ত দৈই প্রসাদ আনন্দে। দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে ॥ কেহ না কহিল কিছু তত্ত্ব সব জানে। প্রসাদ পাইল সব লঞা ভক্তগণে॥ নিজজন সঙ্গে অম করিল ভোজন। হেন কালে শ্রীনিবাস কহিল বচন॥ এক নিবেদিউ প্রভু কহিতে ডরাঙ। ভয়েতে পুছিয়ে প্রভু যুদি আজ্ঞা পাউ॥ প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা যে কালে। চকিত দৈখিলু ইহা কহিবে আমারে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাদ। কহয়ে অন্তর-কথা করিয়া প্রকাশ। কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন। শৃগাল কুরুরে খায় শুনহ আকাণ॥ ইন্দ্র চন্দ্র গদ্ধর্ব ব্রক্ষাদিক জনে। সভার চুল্ল ভ বস্তু না পাই যতনে ॥ নারদ প্রহ্লাদ **শুক**-আদি ভক্তগণ। তাহার হল্ল ভ এই কহিল মরম॥ হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যত জন। অন্নবুদ্ধি করিয়া বা না করে ভক্ষণ॥ পূর্ববজন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম। সেহ নষ্ট ্হয় সে শুকর-যোনি জন্ম॥ তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিল मानद्र । मक्ताकात्न रामा जगन्नाथ एनथिवाद्य ॥ श्रीमन्दित প্রবেশিয়া দেখয়ে শ্রীমুখ। ত্রহ্মাণ্ডে নাধরে তার অন্তর কৌতৃক। একত্র হইল যেন চাঁদ লাখে লাখে। ঝলমল (पर (पिथ विष्कृष्टिं। नृजन्द्रस्यत यिनि. व्यक्ति वद्गा । তাহে অপরূপ ছুই কমললোচন ॥ দেখিয়া আনন্দ-সিন্ধু ভূবিলা ঠাকুর। ভূমিতে লুটায় প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর॥ স্থমেরু পর্বত যেন দীঘল শরীর। স্থমে গড়াগড়ি যায়

আনন্দে অধীর।। গৌরাঙ্গ-কিরণে জগন্ধাথ হৈলা গোরা। ভাবময় হৈল দেহ পরম বিভোরা॥ গৌরময় বলরাম আর পাঞ্চাগণ ১। ভাবময় দেহ সভার হইল তথন ॥ গৌরাঙ্গ তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি। অচল ব্রহ্মের কাছে সুচল ২ মূরতি॥ জগন্ধাথ প্রকাশ হইলা ন্যাসিরপে। হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে॥ তবে চিত্তে সম্বেদন হৈল কত-ক্ষণে। আপন আশ্রমে গেলা নিজজন সনে॥ এই মনে জগন্নাথ দেখি তিন বার। দিবা রাত্রি না জানয়ে আনন্দ পাথার॥ হেন মনে নিজজন সনে কথে। দিন। কৌতুকে গোঙায়ে প্রভু প্রেম পরবীণ। হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে। পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেন মনে॥ লোক-শিক্ষা করে প্রভু হঞা অকিঞ্নু। না বুঝি মানুষ-জ্ঞান করে মূঢ় জন।। সমুদ্র ভিতরে টোটা ৩ করি গৌররায়। নিজ-জন সঙ্গে তাহা নিজগুণ গায়॥ বিদ্যা-বিমোহিতচিত্ত হঞা সার্ব্বভৌম। প্রভুর পরোক্ষে ৪ কিছু কহিল বিভ্রম। ব্রাহ্মণ সঙ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়। তার মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল **হিয়ায়॥ মহাবংশে জন্ম ন্যাসী স্থপণ্ডিত জন॥ তরুণ বয়সে**ু নহে সন্ধ্যাসকরণ॥ এ সময়ে অনুচিত সন্ধ্যাসের ধর্ম। না বুঝিয়া কৈল দ্বিজ এত বড় কর্মা। পুনরপি সংস্কার ৫ করুক

৬জগন্নাথদেবের পরিচারকগণকে গাণ্ডা কহে।

২ অচল জগন্নাথ বিগ্রহ। সচল চৈত্রভাদেব।

৩ টোটi = কুটীর বা ক্ষুদ্রবন, তীর ইত্যাদি।

৪ পরেকে = অসাকাতে।

৫ "সংস্কার" স্থলে অপর পুস্তকে "সংসার" লেখা আছে।

আপনার। বেদান্ত শিথিয়া করুক আশ্রেম-আচার॥ সন্ধ্যা-দির ধর্ম নহে কীর্ভন নর্ভন। বেদান্ত আমার চাঁই করুক শ্রবণ । জগন্ধাথ যত বার করেন ভোজন । তত বার সন্ন্যাসী যে করয়ে ভক্ষণ ॥ যুবাকালে এত ভক্ষ যে জন করয়। তার . কাম-নিবৃত্তি কেমন মতে হয়॥ ঘরণ মনে পড়ে তেঞি রাধা বলি কান্দে। বিপাকে পড়িলা ভাসী সন্ন্যাসের ফান্দে॥ এথা গোরাচাঁদ আছে নিজ জন সঙ্গে। কৃষ্ণকথা আলাক্ষ প্রেম পরদঙ্গে। আচন্বিতে মুচকি হাসিয়া গোরা পহু। অবিরল ধারে যেন বরিখয়ে মহু * ॥ জানিয়া সকল পহু চলিলা তথায়। সার্কভোম বসি যথা বেদান্ত পড়ায়॥ নিজজন সনে দেই খানে উপনীত। দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিতচিত॥ বসিতে আসন দিল সগৌরব বাণী। ঠাকুর মাগয়ে বিধি কি করিব আমি ॥ তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সব জান। অন্তর পুছিয়ে তোরে কহত বিধান॥ সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম না বুঝিয়ে আমি। সন্ন্যাস করিল বিধি বিচারহ তুমি ॥ তুমি সর্বতত্ত্ব-বেতা বেদান্ত বাথান। কি বিধান আছে কিছু পঢ়াহ এখন॥ তরুণবয়দে নহে সন্ন্যাদের ধর্ম। কি বিধান আছে পুনঃ উপবীত কৰ্ম। এ বোল শুনিয়া সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্য। হৃদয়ে সুক্ষোচ মহা গণয়ে আশ্চর্য্য॥ এখনি কহিল কথা নিজজন সনে। এ কথা সকল মাসী জানিল কেমনে॥ মনে অমুমীন করে লজ্জায় পীড়িত। কিছু না কহিল হিয়ায় রহিল বিস্মিত। তার পর দিনে প্রভু সার্বভোম-বরে। নিজজন দঙ্গে গেল।

[†] ঘর=গৃহিণী

[∗] মহু = মধু।

তারে দেখিবারে । বেদান্ত পঢ়য়ে দার্ক্বভৌম ঘরে বদি। বেদান্তদিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাদি হাদি॥ দেবান্ত-নিগৃঢ়-কথা কহিল ঠাকুর। কৃষ্ণ-পাদাশ্রয় কথা অমৃত-অঙ্কুর॥ শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা বিশ্মিত অন্তর। বুঝিল মনুষ্য নহে শচীর কোঙর। লজ্জায়ে পীড়িত হৈলা হৃদয়ে তরাস। এত কাল নাছি শুনি এমত নির্যাস ॥ পড়িল শুনিল যত এত কাল ধরি। প্**ৰাই**ল শিষ্যগণে অহঙ্কার করি॥ এত কাল শুনিল এ বেদান্ত-দিদ্ধান্ত। এই মহাপ্রভু দেই সরস্বতী-কান্ত॥ এত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ। কর যুড়ি স্তুতি করে দেখিয়া সে কাজ। হেনই সময়ে প্রভু ষড়্ভুজ শরীর।.দেখি দার্কভৌয হৈলা আনন্দে অন্তির॥ উর্দ্ধ হুই হাতে ধরে ধনু আর শর। মিধ্য ছুই হাতে ধরে মুরুলী অধর॥ নম্র 🕸 ছুই হাতে ধরে দণ্ড ক্ষমগুলু। দেখি সার্ক্তোম হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥ চরণে প্রতিয়া কান্দে বিনয় বিস্তর। স্তুতি করে দার্বভৌম গদ গদ স্বর॥ সগদগদ স্বরে পঢ়ে সহস্রেক স্তব। "চৈতন্যসহস্রনাম" জানে লোক সব॥ বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদামুজ-পাশ। কহয়ে লোচন সার্বভোমের প্রকাশ ॥

এই মতে আছে প্রভু আনন্দ কোতুকে। আনন্দে দেখয়ে
নীলাচল-বাসী লোকে । আছিল অধিক জগন্নাথের প্রকাশ।
সূভার হৃদয়ে স্থথ পরশে আকাশ । চৈতক্যচরিত-কথা কৈ
কহিতে জানে। সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥ প্রীমুরারিগুপ্ত বেঝাধন্য তিন লোকে। পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল
তাহাকে ॥ কহিল মুরারিগুপ্ত শ্লোক পরবন্ধে। যে কিছু

শত্র অর্থাৎ নীর্চের ছই হাতে।

শুনিল সেই দোঁহার প্রদাদে॥ শুনিয়া মাধুরী-লোভে চিত্ত উতরোল। নিজদোষ না দেখিয়া মন ভেল ভোর॥ যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি-অনুরূপ। পাঁচালী § প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ॥ দূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড সায়। শেষখণ্ড আছে পুনঃ কহিব কথায়॥ চৈতভাচরিত্র-কথা চৈতভা-প্রকাশ। মধ্যখণ্ড সায় কহে এ লোচনদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর-বিরচিত চৈতত্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ড সম্পূর্ণ॥ * ॥ ৩॥ * ॥

নাচাড়ী ৪১। শ্লোকাঃ ২৫॥

[🖇] ১৫২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ আদিথণ্ডের শেষ দেখুন।

⁽২৭৭ পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তিতে "মৃড়ায়" স্থলে "মৃড়ায়"। এই দ্বিকক্ত কথাটুকু নিম্প্রোজন)।

[[] oq]

চৈতন্য-মঙ্গল।

শেষখণ্ড।

----•**X**)*&•----

প্রীপ্রীকৃষ্ণচৈতত্মচন্দ্রায় নমঃ॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ। কুপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত। শেষথণ্ড কথা কহি অমৃতের সার। শুনিতে পাইয়ে স্থথ দাগর পাঁথার। দার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে করিল স্তুতি। কথো দিন বঞ্চিল কীর্ত্তন দিবারাতি।। সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর। কুর্মবিপ্র দেখি দেখে কুর্ম নামে পুর॥ বাস্থদেব নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে। ছুই জনা সঙ্গে দেখা হৈল এক ঠামে॥ প্রভুর দর্শনে তারা হইল নির্মাল। নিরীথয়ে গোরাদেহ পরমবিহ্বল॥ স্থমরুস্থলর তমু বাহু জামু সম। সিংহগ্রীব কমুকণ্ঠ স্থদীর্ঘ লোচন 🛭 দেখিতে দেখিতে হিয়া আনন্দ বাঢ়িল। এই কৃষ্ণ গৌর-চক্র নিশ্চয় জানিল।। হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে। সব লোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে॥ তুলিয়া দোঁছারে প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ প্রকাশ করিল কথা মধুর বচন॥ শুন শুন অহে দ্বিজ বচন আমার। কি কাজে আইলা মহী

কি কর আচার । কলিযুগে ধর্ম হরিনাম দঙ্কীর্ত্তন। প্রকাশ कतिल कृष्ध नाम-महाधन॥ नाम छन मङ्गीर्ज्दन कत्रह जानन। নাচহ নাচহ লোক হও মুক্তবন্ধ।। এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর। আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর॥ চলিতে না পারে পথে বাঢ়ে প্রেমরঙ্গ। কত দূর গিয়া দেখে জীয়ড় নৃসিংহ। স্মরণ হইল আমার পূর্কোর কাহিনী। এক 🖔 চিত্তে শুন সভে হঞা সাবধানী॥ এখানে আছিল এক পুঁড়ুয়া গোয়াল। কৃষিকর্ম করে পুগু বিহান বিকাল॥ শসা নামে খন্দ মহী কৈল উপাৰ্জ্জন। হইল মায়ামু খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ। দিবা রাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর। নাজানি কখন সেই যায় নিজ ঘর॥ এক দিন মনে মনে করিল বিচার। খন্দ রাথিবারে আমি না আসিব আর॥ এই মনে আছে সেই মনের হরিষে। আচন্বিতে দেখে খন্দ খাঞা যায় কিসে॥ আর দিন রাত্রি জাগে তৃতীয় প্রহর। আচন্বিতে আইল এক বরাহ ডাঙ্গর ॥ দেখিয়া গোয়ালা সেই হৈল সাবধান। থন্দ থায় বরাছ সে সারে ছুই কান॥ খন্দ থায় লতা ছিঁড়ে আপ-নার হৃথে। দেখিয়া গোয়ালা গুণ দিলেক ধনুকে॥ খন্দ খাও লতা ছিঁড় সারে ছুই কান। আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরাণ॥ ইহা বলি সন্ধান পূরিয়া ছাড়ে বাণ। নির্ভরে বাজিল বরাহ স্মরে রাম রাম॥ ধাঞা সাগ্ধাইল পর্বত-গুহার ভিতর। দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া হইল ফাঁপর। বরাহ হইয়া কেনে স্মরে রাম নাম। বরাহ না হয় এই সেই ভগবান্॥ এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অন্তর। গহ্বর নিকটে যাঞা কহিছে উত্তর॥ কে তুমি কে তুমি বলে

উত্তর না পায়। তিন উপবাস কৈল কাতর হিয়ায়॥ কি কাজ করিলু আমি অধম হুরন্ত। মো সম পাতকী নাহি পরমপাযও॥ দয়া উপজিল প্রভু করুণা নিধান। আকাশ-বাণীতে বৈল "আমি ভগবান্॥ আমারে মারিলে তুমি কৈলু অপচয়। চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয়"॥ এ বোল শুনিয়া পুঁড়া অধিককাতর। উপবাদে উপবাদে দিমু কলে-বর॥ এই মনে উপবাস করিল অনেক। আচ্ছিতে শুনিল গগনে ধ্বনি এক।। কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণে। অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবমে॥ পুনরপি বলে পুঁড়া কাতরবচনে। তোমারে মারিলু আর কি কাজ জীবনে॥ মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার। এ দোষের উচিত হবে যমের প্রহার। শুদ্ধ হইব আর কোন প্রতিকারে। সবে আমি মাত্র বাণ মারিল তোমারে॥ এ বোল শুনিয়া বাণী হইল আর বার। নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপার॥ এ বোল শুনিয়া পুঁড়া কহে কর যুড়ি। তোমার আজ্ঞায় মুঞি বলে ভয় ছাড়ি॥ কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দোষ। প্রসাদ দাক্ষী পাইলে হও মো সন্তোষ॥ এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে। এই মত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে॥ তবে ত প্রতীত আমি পাই হিয়া দাক্ষী। দব জন জানে তুমি কৈলে মোরে স্থী॥ তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্র। যে বলিলা সেই হবে পাইলে তুমি বর॥ এ বোল শুনিয়া পুঁড়া হরষিত হঞা। মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া॥ দ্বারিকে কহিল আরে শুন দ্বারিবর। যে কিছু কহিয়ে রাজায় করহ গোচর॥ কহিব অপূর্ব্ব কথা লোকে

অবিদিত। শুনিয়া আমারে রাজা করিব পিরিত॥ এ বোল শুনিয়া দারী রাজারে কহিল। রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল। দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ। আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥ শুনিয়া ত মহারাজ বিস্ময় লাগিল। নিশ্চয় করিয়া কহ পুঁড়াকে পুছিল॥ পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়। সেই থানে চল রাজা ঘুচাহ বিস্ময়। আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর। সেই মত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর॥ রাজা বলে আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর। আজন্ম হইব আমি তোমার নফর ॥ এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সম্বর। পদত্রজে গেল যথা পর্বতগহার॥ পর্বতকন্দর-দ্বারে এক মন চিতে। বিস্তর মিনতি কৈল লুটাঞা ভূমিতে ॥ দ্রবিলা ঠাকুর আজ্ঞা উঠিলা গগনে। মিথ্যা নহে শুন রাজা পাঁড়ার বচনে ॥ দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে । দুগ্ধের সেচনে মোরে পাবে বিদ্যমানে॥ এ বোল শুনিয়া রাজা হর্ষিত-চিতে। ঘোষণা পাড়িল রাজ্যে হ্রগ্ধ আনিতে॥ প্রভুর আজ্ঞায় ত্বশ্ব ঢালে সেই খানে। আচন্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্য-মানে । নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার। আনন্দে ভাসয়ে স্থ্যপাগর পাথার॥ হরি হরি বোল শুনি চৌদিক ভরিয়া। নাচয়ে দকল লোক ছবাহু তুলিয়া॥ যত ছগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর। উঠয়ে শরীর দেখে এ নাভি গম্ভীর॥ অধিক ঢালয়ে হ্রশ্ধ মনের হরিষে। পদতল হুই থানি দেখি-বার আশে॥ উঠিল শরীর জান্ত দেখি বিদ্যমান। না ঢালিহ হুশ্ব আজ্ঞা ভেল পরণাম।। বহুত ঢালয়ে হুগ্ধ পাদপদ্ম-আশে। পদতল ছুই খানি না উঠিল শেষে। হেন কালে দৈববাণী উঠিল গগনে। না উঠিব পদ আর না কর যতনে। এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ বিষাদ। মহামহোৎসব করে পাঞা প্রসাদ।। দেউল মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ *। তুনয়ন ভরি দেখে হিয়া অনুরাগ॥ এই মনে আছে রাজা মনের হরিষে। ডিঙ্গা লঞা এক সাধু আইল সন্তোষে॥ ঠাকুর দেখিতে দেই আইল সওদাগর। তুই নারী লঞা গেলা মন্দির ভিতর ॥ প্রভু নমস্করি সাধু ভৈগেলা বাহিরে। সাধু বাহির হৈল দ্বার লাগিল মন্দিরে॥ লেউটিয়া দেখে ছুই নারী নাই পাশে। মন্দির ভিতরৈ তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥ বুঝিয়া সে সাধু স্তুতি করে আর্ত্তনাদে। দ্রবিলা ঠাকুর তারে কৈলা প্রসাদে॥ ঘুচিল মন্দির-দার দেখি ছুই জন। পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ॥ নিজ ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সওদাগর। পরসাদ করি প্রভু বলে মাগ বর॥ চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম। বর মাগে মোর নামে হউ তোর নাম। মা বাপে থুইল তার এ নাম জীয়ড়। আপ-নার নামে প্রভু-নাম মাগে বর॥ "জীয়ড় নৃসিংহ" নাম তেঞি পরকাশ। আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

দিক্ষুড়া রাগ॥

তবে মহাপ্রভু জীয়ড় নৃসিংহ দেখিয়া। চলিলা ত পর দিনে সে দিন বঞ্চিয়া॥ পথে চলি যায় প্রেমে পরবশ চিত। কাঞ্চী নগরে প্রভু ভেল উপনীত॥ রত্নময় পুরী সেই কাঞ্চীনগর। নগর দেখিয়া তুই হৈল ন্যাসিবর॥ বিষয়ির মুখ প্রভু নাহি দেখে কভু। আচন্বিতে রাজদ্বারে উত্তরিলা

^{* &}quot;রাগ" এইটী অমুরূপ শব্দ।

প্রভু॥ রাজদারে গিয়া প্রভু দারিকে কহিল। রাজপুত্র কোথা আছে নিভূতে পুছিল। প্রভূকে দেখিয়া দারী পরণাম করে। এই ভগবান্ হেন মনে মনে বলে॥ প্রভু কহে রাজপুত্রে জানাহ বচন। তাহার কারণে মোর এথা আগ-মন। চলিলাত দারী রাজপুত্র যথা আছে। নিজ অন্তঃ-পুরে যথা দেবতা পূজিছে॥ পরণাম করি দ্বারী জানায় বচন। এক মহাযতি গোদাঞির দ্বারে আগমন॥ এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু। তরাদে ঘারী দে পলাইয়া যায় পাছু॥ দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন। জানাইতে না পারিল তোমার বচন॥ দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ অন্তঃপুরে। কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে। যথা পূজা করে তথা চলিলা আপনে॥ এক অংশে দ্বারে রহে আর অংশে যায়। যথা পূজা করে সেই রামানুদ রায়॥ ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজা দেখে গৌরচন্দ্র। পুনরপি ধ্যান করে জপে মহা-মন্ত্র॥ পুনরপি গৌরচন্দ্র দেখয়ে নয়নে। কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে ॥ পুনরপি ধ্যান করে হৃদুঢ় হিয়ায়। পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায়। কি কি বলি আঁখি মেলি চাহে চারি ভিতে। গৌরচক্র ন্যাসিবর দেখায়ে সাক্ষাতে ॥ সন্মাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সন্ত্রমে। চরণবন্দনা করে নেহারয়ে ক্রমে॥ আপাদ মস্তক পুলক নেহারয়ে অঙ্গ। গোর-অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ॥ বিশ্বয় লাগিল ন্যাসী আইল কেমতে। প্রভুরে পুছিলা কিছু হাদিতে হাদিতে॥ মোর অভ্যস্তরে তুমি আইলা

কেমনে। বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণে॥ প্রভু কছে ভুমি কেনে না চিন আপনা। আমারে না চিন আমি নিতে আইলু তোমা॥ এই রূপে বলে প্রভু মধুর বচনে। আমারে না চিন আমি নন্দের নন্দনে।। এ বোল শুনিয়া রাজা ছল ছল আঁখি। সেই রূপ দেখি তবে পাইল হিয়া-সাক্ষী॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অটু অটু হাস। আপনা চিনায় প্রভু করে পরকাশ। যে ছিল সেখানে কৃষ্ণ শ্বেত॰ রক্তগ্রুতি। দকল দেখায় এক গোরমূরতি॥ ক্ষিত এ দশ বাণ কাঞ্চন-বরণ। তাহা ছাঁড়ি হৈলা প্রভু শ্রাম স্লচি-ৰুণ॥ কান্ডা কুস্থ্যাকৃতি অঙ্গের কিরণ। ময়ুরশিথও শিরে মুরলীবদন।। নানা আভরণ অঙ্গে চিকণীয়া কালা। পীত বস্ত্র পরিধান গলে বনমালা॥ তাহা দেখি মহারাজ আনন্দিতমন। পুনরপি হৈলা প্রভু গৌরবরণ। পশু পক্ষী রুক্ষ আর যত লতা পাতা। গৌর-ছটায় ঝলমল করে তিধা॥ দেখিয়া জানিল রাজা রামানন্দ রায়। প্রেমায় বিহ্বল ধরে নিজপ্রভু-পায়॥ চরণে পড়িয়া কান্দে অবশ শরীর। করে ধরি লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির॥ রায় রামানন্দে আর প্রভুতে মিলন। গোরা-গুণগাথা গায় এ দাস লোচন।

শ্রী রাগ॥

পাপ তাপ হর যমভয়, জয় শচীনন্দন জয় জয় ॥ গুল ।
তবে মহাপ্রভু শীঘ্র আনন্দ কোতুকে। চলিতে আনন্দ দেহ ভবন কোতুকে॥ এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়। গোদাবরী করি পঞ্বটীতে সাম্বায়॥ সেই মহা-

পুণ্যতীর্থ পঞ্চবটী নাম। যাহাতে আছিলা সেই লক্ষণ শ্রীরাম। পঞ্চবটী দেখি গোর প্রেমে অচেতন। শ্রীরাম লক্ষণ বলি ডাকে ঘনে ঘন॥ এই খানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিলা লকণ। মৃগ মারিবারে রাম করিলা গমন॥ 🔊 রাম উদ্দেশে শেষে চলিলা লক্ষণ। এই খানে দীতা হরি নিলেক রাবণ॥ ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহবল। মার মার বলে करा वरल ध्र ध्र ॥ लक्ष्म लक्ष्म विल छारक छेछता । সীতা সঙ্রিয়া কান্দে অবশ হিয়ায়। সঙ্গের সঙ্গতিগণ পাশরিতে নারে। আপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে॥ তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর। ক্রমে ক্রমে উত্তরিশা কাবে-রীর তীর। কার্বেরীর পুর দেখি শ্রীরঙ্গনাথ। দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজজন সাত। তথায় ত্রিমল্ল ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া। নিরীক্ষয়ে গৌর-অঙ্গ বিশ্মিত হইয়া॥ দেহের কিরণ আর প্রেমার আরম্ভ। কদম্ব-কেশর জিনি পুলক কদম। সর্বলোক জিনি তনু যে হেন স্থমের । থেম-ফল ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু॥ হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চ-নাদে। দেখিয়া চৌদিক ভরি সব লোক কাঁদে॥ ঐছন দেখিয়া ভট্ট ভাবে মনে মনে । নিশ্চয় জানিল এই ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥ প্রছন দেখিয়া দে ত্রিমল্লভট্টাচার্য। কোতুকে সকল কুৰা জানিল আশ্চর্যা॥ এই সেই ভগবান্ কভু নহে আন। নিশ্চয় জানিল এই সর্বজন-প্রাণ॥ এতেক জানিয়া দে ত্রিমল্লভট্টরায়। আপন আশ্রমে দে প্রভুরে লঞা যায়॥ 🤰 সর্ব্বজীবে কৃষ্ণভক্তি দিনে দিনে বাঢ়ে। তার বাড়ি গেলা প্রভু প্রথম আয়াঢ়ে॥ সেই খানে রথযাত্রা কৈল দরশন। রথ-

অত্যে নৃত্য করে প্রশিচীনন্দন॥ প্রাবণ থাকিয়া প্রস্কু করিল কুলনা। নাম-গুণ-সঙ্কীর্তনে নাচে সর্বজনা॥ ভাদ্রে থাকিয়া কুষ্ণ-জন্ম-যাত্রা কৈল। গোপবেশে গোরাচাঁদের বহু নৃত্য হৈল॥ আখিনে থাকিয়া প্রভু শচীর নন্দন। ভক্তগণ লঞা করে নামসঙ্কীর্ত্তন॥ ভট্তপ্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা। চাতুর্মান্ত বঞ্চিল প্রভু তার গৃহে রঞা॥ চাতুর্মান্ত বঞ্চি প্রভু চলিলা স্বরিতে। পথে দেখা পরমানন্দ-পুরির সহিতে॥ দোহে দোহা দেখি তুই হৈলা তুই জন। নির্থিতে দোহা-কার ব্যর্যে নয়ন॥ দেখিতে পর্নমানন্দপুরির স্মরণে। গুরু মাধ্যেক্রপুরী যে বৈল বচনে॥

তথাহি বায়ুপুরাণে ?॥

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি। দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ধ্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥ইতি॥ ৫১॥

কলিযুগে দক্ষীর্ত্তন ধর্ম রাখিবারে। জনমিব কৃষ্ণ প্রথম দক্ষ্যার ভিতরে॥ গৌর দীর্ঘকলেবর বাহু জানুসম। দিংহ-গ্রীব গজক্ষম কমলনয়ন॥ করুণাদাগর প্রভু প্রেমার আবাদ। নিজ করুণায় প্রেম করিব প্রকাশ॥ মোর ভাগ্য নাহি মুঞি দেখিব নয়নে। তোর দেখা হৈলে মোর করিহ স্মরণে॥ সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল। এই সেই ভগ-

লক্ষীকান্ত (নায়ায়ণ) গৌরবর্ণদেহধারী ও সম্ন্যাসী ইইর্মী কলিমুগের প্রথম সম্বায় * দাক্তবন্ধ জগন্নাথদেবের নিকটস্থ ইইবেন। (অপর পুত্তকে এই শ্লোকটী নাই) ॥ ৫১॥

ছই ক্লের সন্ধিত্তলকে সন্ধা বলে। এ ত্তলে "কলির প্রথম সন্ধি"
 অর্থাৎ প্রথম অংশ।

বান্ নিশ্চয় জানিল। দেখি পরণাম করে পরমানন্দপুরী। কিবা কর বলি প্রভু ভুলে কর ধরি। গাঢ় আলিঙ্গন কৈল পরমদন্তোবে। চলিলা ঠাকুর কহে এ লোচনদাসে।। ধান্শী রাগ।

আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। পথে চলি যাইতে সপ্ততাল বিমোচনে ॥ সপ্ততাল তরু সেই আছে যেই পথে। দেখি আচ্বিতে প্রভু লাগিলা হাসিতে॥ ধাঞা গিয়া সপ্ত তাল করিলা পরশে। জয় জয় ধ্বনি দিয়া উঠিল আকাশে। মুনিশাপে ছিল দে গন্ধর্ব্ব 'দাত জন। প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন।। যোড় হস্ত করি সবে দণ্ডবৎ কৈল। দিব্য দেহ পাঞা তারা বৈকুণ্ঠ চলিল॥ দেখিয়া সকল লোক করে নমস্কার। দভে বলে এই ন্যাসী রাম-অবতার॥ তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়। আনন্দে বিহ্বল প্রভু নিজগুণ গায়। প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে। সেতুবদ্ধ উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে॥ সেতুবদ্ধে গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ। আনুদেন নাচয়ে প্রভু যেন মত্তসিংহা। লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম। সেতৃবন্ধ দেখি প্রভু বলে হরিনাম॥ অনুরাগে কান্দে ডাকে শ্রীরাম লক্ষণ। কখন আবেশে বলে অঙ্গদ ইনূমান্॥ ক্ষণেকে অবশ বলে স্থগ্রীব মোর মিত। ক্ষণে বিজ্ঞীষণ বলি ডাকে বিপরীত॥ 🕊 প্রমায় বিহ্বল দিক্ বিদিক্ নাহি জানে। সেতুবন্ধ দেখি নাচে দব ভক্ত দনে॥ এই মনে দিবা নিশি পাশরে আপনা। লেউটিয়া মহাপ্রভুৱ বাঢ়িল করুণা॥ এই মতে মহাপ্রভু পথে চলি আদি। পুনঃ চাতুর্মাস্ত গোদাবরী তীর্থে বিস। পুনরপি উডু দেশে আইলা চাকুর। জগন্ধাথ ভাবে প্রেমা বাঢ়িল প্রচুর। তবে ত দেখিল প্রভু আদি আলালনাথ। বিষ্ণুদাদ উড়িয়ারে করি আত্মসাত্। জগন্ধাথ দেখি প্রভু হইল। কুভূহলী। সঘনে তুলিয়া ঝাহু হরি হরি বলি। পুরুষোত্তমে আদি প্রভু আছে মহাস্থাথ। কহুয়ে লোচন এ আনন্দ বড়, লোকে।

বড়াড়ি রাগ, ধূলাখেলা জাত॥

এ থানে কহিব কথা, শুন গোৱা-গুণগাথা, ত্রিজগতে অতি অনুপম। মনে বান্ধিয়াছে আলি *, মুকুতা প্রবাল ঢালি, সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম॥ স্থবর্ণ মণি মাণিকে, দিব্য রত্ন চারি দিকে, মনে মনে বাহ্মিল জাঙ্গাল §। মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া, কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা, হেন কালে প্রত্যাদম কাল। না হৈল জাঙ্গাল সায়, তুঃখ রহিল হিয়াুুুুয়, মনে মনে করে অনুতাপ। কানাইর নাট্যশালা পর্য্যন্ত, হইল জাঙ্গাল অন্ত, সন্ম্যাসির বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ ॥ এ কথা আছিলা চিতে, চলে প্রভু আচ-ষিতে, না জানি কোথারে চলি যায়। ক্রমে ক্রমে চলি যাইতে, কানাইর নাট্যশালা হৈতে, পুন লেউটিলা গৌর রায়॥ এ কথা বেকত নহে, প্রমানন্দ পুরী কহে, কহ প্রভু ইহার কারণ। আদ্যোপান্ত যত কথা, তাহারে কহিল তথা, মনঃকথা-সিদ্ধির কারণ॥ পুরুষোত্তম আদি অন্ত, মথু-রার সেই পর্য্যন্ত, স্বর্ণ মণি মাণিক্যাদি আনি। সন্ন্যাসির এ মূন হিয়া, এ মোর জাঙ্গাল দিয়া, চলি যাব গোরা বন-মালী। শুন শুন সব জন, সাবধানে দিয়া মন, এতিগারাঙ্গ-

^{*} আলি = আলবাল (আইল্) I

^{§ &}quot;জাঙ্গাল" এই শব্দ "জঙ্গাল" শব্দের অপভ্রংশ। ইহার <mark>অর্থ আলি, সেতু</mark>

চাঁদের প্রকাশ। মনঃকথা নৃসিংহানন্দ, সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র, গুণ গায় এ লোচন্দাস॥

🔊 রাগ॥

গোরাচাঁদ না বে হয়, বিহরই নীলাচল মাঝে ॥ জ্ঞ ॥ তবে नीलांচलে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। কীর্ত্তন বিলাস করে আছে নানারঙ্গে॥ অনেক ভকতগণ মিলিল তথায়। 🖎 ম বিলসয়ে প্রভু নাচয়ে নাচায়। নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগণে। ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈত্যুচরণে॥ আনন্দে আছরে প্রভু নীলাচল-বাসে। কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥ মথুরা চলিব মনঃকথা আচন্দ্রত। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল হিয়া উনমত চিত॥ চলিলা মথুরা-পথে চৈতত্য ঠাকুর। পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাঢ়িত্ত প্রচুর ॥ অনুরাগে ধায় প্রভু রাঙ্গা ছুই আঁখি। সিংহের গমনে ধায় দেখিতে না দেখি॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ না পারে হাটিতে। কথো দূর যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে॥ ঝারিখণ্ড 🦇 পথ্বে প্রভু চলিলা সহর। কান্দাইলা পশু পক্ষী বুক্ষাদি প্রস্তর । গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া, মুগী ব্যাত্রগণ নাচে। হিংদা নাহি দর্বস্থে নাচে প্রভু কাছে॥ বন-জন্তুগণ সব কৃতার্থ করিয়া। চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেম বিনোদিয়া॥ ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারা-ণদী। অনেক আছয়ে তথা প্রমৃদ্যাদী॥ বিশেশুর নম-ক্ষরি চলি যান পথে। প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিতচিত্তে ॥ রূপ সনাতন গোসাঞি প্রভুরে মিলিলা। অমুগ্রহ করি তারে

^{*} ঝারিখণ্ড – বন ও পর্বতের মধ্য দিয়া যে পথ। "ঝারি"শন্দ "ঝাড়ি" দক্ষের অপভংশ হইবে, কাঙ্কশ বন ও জঙ্গলকেই "ঝাড়ি" বলে।

শক্তি সঞ্চারিলা। তথা বেণী স্নান করি দেখি অক্ষয় বট। যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট॥ দেখিলা অদ্ভূত সে রেণুকা নামে গ্রাম। অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম॥ ত্থা রন্দাবন-মুখে যমুনা বিমুখী। দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেমস্থবে স্থা। রাজ্ঞামে গিয়া পারে দেখয়ে গোকুল। সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল। হিয়া সম্বরিল প্রস্থ অনেক যতনে। আনদ্রে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে॥ যাইতে যাইতে আর গিঁয়া কত দূর। স্থনিকট হৈল যেই দেখে মধুপুর ॥ মধুপুর দেখি প্রভু আনন্দিতচিত। .প্রেমায় বিহ্বল বেন নাহিক সন্ধিৎ॥ অক্রুর অকুর বলি ভূমিতে পড়িলা। মাথুর-বিরহভাবে মৃচ্ছিত হইলা॥ দিবা নিশি না জানয়ে আছে দেই থাকে। সংস্থেদন নাহি প্রভুর আছে তিন দিনে। গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য। কৃষ্ণ-দাস নামে এক আছে দ্বিজবর্ষ্য॥ প্রভুরে দেখিয়া সেই গণে মনে মনে। কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষরতনে॥ বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইহার চরণ। এই শুক প্রহলাদ বা হেন লয় মন। প্রেমায় বিহৰল প্রভু পুছিল তাহারে। কি নাম তোমার শুন শুন দ্বিজবরে । আক্ষণে কহয়ে শুন শুন ফাদি-বর। কৃঞ্চদাস নাম মোর কহিল উত্তর॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অট্ট হাস। কৃঞ্চের সকলি জান তুমি কৃঞ্চাস॥ ু জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে। তুমি দেখাইবে यंथा , त्य चाष्ट्र विरम्दि ॥ मथूताम ७ न এই कृत्यः त च छती।। সকল জানহ ভুমি ভকত প্রবীণ॥ যে খানে যে কৈল কুষ্ণ সব তুমি জান। মথুরা-মণ্ডল দেখাইবে স্থান স্থান॥ দ্বিজ

কহে দে দব স্থান না জানি যে আমি। দাদশ-বনের স্থান সব আমি জানি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে। তাহার শরীরে শক্তি করিলা প্রকাশে॥ মহানন্দে বলে মুঞি সব দেখাইব। কৃষ্ণজন্ম হৈতে কংস্বধ শুনাইব। দিজ কছে শুম শুন, শুন মহাশয়। নলের নদ্দন তুমি জানিল নিশ্চয়॥ তোমার দশনে মোর ব্রজ দরশন। আচন্বিতে সব মোর হৈল সঙ্রণ।। যে খানে যে জানি আমি স্থানের মরম। যে খানে সে ভগবান্জনম-করণ॥ এ বোল . শুনিয়া প্রভু হরিষ হিয়ায় 🌘 কৃষ্ণদাস কোলে করি কৃষ্ণ-গুণ গায়॥ সে দিনে বঞ্চিল কৃষ্ণাদের আলয়। মথুরা-মণ্ডল কথা সর্ক্রাত কয়।। মথুরামণ্ডল-মধ্যে যমুনা পুণ্য-বতী। যাহার ছুকুলে কৃষ্ণ বিহরয়ে নিতি॥ যমুনার পূৰ্ব্বকূলে আছে পাঁচ বন। পশ্চিমেতে সাত বন কহিল এখন।। শ্রীকৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে। ভক্ত বিনা কেহ ইহার মরম নাজানে॥ কংদের সদন এই যমুনা-পশ্চিমে। তাহার উত্তরে বন র্ন্দাবন > নামে॥ মথুরা হইতে দেই যোজনেক পথে। অনেক রহস্তকথা কহিব তাহাতে॥ কুমুদ ২ নামে বন আছে তাহার নৈখাতে। সপাদ * যোজন পথ মথুরা হইতে ॥ খদিরবণ ৩ আছে প্রভু তাহার দক্ষিণে। ডেড় যোজন পথ মথুরার **সনে।** তালবন ৪ আছে প্রভু দক্ষিণে মথুরার। অর্দ্ধ যোজন ভূমি মথুরা তাহার॥ এক ু নদীধারা দে মানস-গঙ্গা নামে। রন্দাবন-পশ্চিমে দে

1.

 [&]quot;সপাদ" ফলে "দওয়া" পাঠান্তর, অর্থ এক।

মথুরা-ঈশান ॥ কাম্যবন ৫ হৈতে মধু ৬ § বনের আদেশ। কালীদহ-পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥ সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাতে। মথুরার উত্তর প্রবেশ যমুনাতে। মথুরা পশ্চিমে আছে গোবৰ্দ্ধনগিরি। আট যোজন ণ দেমথুরা হইতে ধরি॥ কহিব কাম্যকবন গোবর্দ্ধন-পশ্চিমে। মথুরা হইতে আট যোজন লোকে গণে।। বহুলা ৭ নামে বন আছে মথুরা-ঈশানে। মানস-গঙ্গার পার সে চুই যোজনে॥ এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার। কহিব ত পূর্ব্যকুলে পাঁচ বন আর॥ মহাবন > নামে বন যমুনা-নিকটে। মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে॥ বিল্ল ২ নামে বন পশ্চিমে তাহার। অর্দ্ধ শোজন সেই মথুরা হৈতে পার॥ তাহার উত্তরে আছে লোহ ৩ নামে বন। ভাণ্ডীর ৪ বন আছে তাহার ঈশান॥ একত্র ছুই বন ৫ % যমুনার কূলে। মহাবন হৈতে লোকে আট যোজন বলে॥ এই ত দ্বাদশ বন মথুরামগুল। কুফের বিহারস্থান দেখায় সকল। এই মনে কথালাপে প্রভাত হইল। যে বিধি আছিল প্রভু প্রোতঃক্রিয়া কৈল। উৎকণ্ঠা-

[§] মধু ?, অন্ত পুতকে কিন্ত "মোহন" লেথা আহে, আদর্শ পুতকের
"লহ" হইতে বর্ণভ্রমবোধে "মধু" এই পাঠ করা হইল।

[†] অনেক বারই "ধোজন" গুনা যাইতেছে। চারি জোশে যোজন, ইং। সত্য, কিন্তু এ স্থলে কোশের পরিমাণ সম্ভবতঃ অত্যন্ত অল্প। কারণ, পোবর্দ্ধন মথুরা হইতে ছই যোজন, ইহাকে আট বোজন বলা হইয়াছে। গো-কোশ অর্থাৎ গোকর শব্দ যতদ্র শুনা বায় সেই রূপ কোশে নয় কি ?।

পঞ্চন বন কোণায় ? নাম কি ?, অসপষ্ঠ রহিয়াছে। দাদশ বন প্রধান

হইতে পারে কিন্তু আরও দাদশবন (নিধু, নিকুঞ্জ ইত্যাদি) আছে। সমুদায়ে চিকিশে বন।

হৃদয়ে দিল কুফাদাসে ডাক। দেহকে জিনিঞা সে অধিক অনু-রাগ॥ দেখিতে চলিলা প্রভু মধুরামণ্ডল। আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণ-দাদে করে ছল। কৃষ্ণদাস কহে প্রভু ইথে কর মন। পুরীর তিন দিকে দেখ গড়ের পত্তন॥ পূরবে যমুনা নদী বছে দক্ষিণ মুখে। উত্তরে দক্ষিণদার গড়ের ছুই দিকে।। কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈখাতে। পুরবে উত্তরে ছুই দ্বার তাহাতে। বিদবার চোতারা * দেখ বাড়ীর উত্তর। পুরীর বায়ুকোণে দেখ কারাগার হের॥ মৃত্রস্থান হের দেখ ইহার দক্ষিণে। বিবরি কহিব কিছু শুন সাবধানে॥ কংস-ভয়ে বস্তুদেব লঞা যান পুত্র। আচন্ধিতে কৃষ্ণ তার कारल किल मृज्॥ त्मरे थारन वस्न पिना मद्भात । মুত্রস্থান তেঞি লোক বলয়ে ইহারে॥ ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর। এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে চুই ধার॥ কণ্টকিত হৈল অঙ্গ আপাদ মস্তক। কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক। এই উদ্ধবের ঘর মুক্তি আইলু এবে। এথায় কহিল কৃষ্ণ কহি অনুভবে॥ এই খানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবের কথা। দেখিয়াছি যেন বাদ মনে লাগে ব্যথা॥ এ বোল বলিতে প্রভু চাহে চারি দিকে। তবে "কহ কৃষ্ণদাস" কহে অনুরাগে॥ উদ্ধবের পূর্কে দেখ উদ্ধবের ঘর। মালাকার বাদ দেখ পূরবে ইহার॥ ইহার দক্ষিণে দেখ কুবুজার ঘর। তাহার দক্ষিণে রঙ্গস্ভান মনোহর॥ বস্তুদেব আবাস দেথ

 ^{*} চৌজারা = বেদী। ইহা পশ্চিমদেশে বিশেষ প্রিদিদ্ধ। বৃক্ষতলে এবং
নদী ও প্রক্রিণ্যাদির তীরে প্রায়ই দেখা যায়। "বৃন্দাবনে চতুতারা, তাহে
মোর মন ভোরা" এই বলিয়া নরোত্তম দাস ঠাকুরও বর্ণন করিয়াছেন।

তার অগ্নিকোণে। এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে॥ গদ গদ স্বর কিছু অরুণ বদন। উগ্রসেন-বাড়ি দেখ ইহার ঈশান। দেখহ বিশ্রান্তিঘাট দক্ষিণে তাহার। গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার॥ কংস মারি টানিয়া ফেলিতে হৈল খাল। তেঞি কংসখালি ঘাট দক্ষিণে ইহার॥ দেখহ প্রয়াগ ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে॥ সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে॥ ইহার দক্ষিণে দেখ মুখ্যতীর্থ আর। তাহার দক্ষিণে কোটি তীর্থের প্রচার॥ তাহার দক্ষিণে দেখ বোধতীর্থ নামে। দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥ এই ত দ্বাদশ ঘাট দর্ববতীর্থ দার। পুরীর দক্ষিণে রঙ্গ-ভূমি দেখ আর॥ তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ। তুরা-শয় কংস রাজা খুদিলেক কৃপ ॥ কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব হেন কাম। কংস খুদিল কূপ কংসকূপ নাম॥ দেখহ অগস্ত্যকৃপ নৈখ তে তাহার। সেতুবদ্ধ-সরোবরের উত্তরে ইহার॥ এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে। অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে॥ সেতুবন্ধ-সরোবর শুনু ব্রিব্র রণ। সাবধানে শুন প্রভু হঞা একমন। এক দিন আছে কৃষ্ণ গোপীগণ মেলে। রাসক্রীড়া করে এই সরোবর তীরে। রাধাকে কহয়ে জামি সেই রঘুনাথ। রাবণ মারিল ় আমি বানরের সাথ॥ এ বোল শুনিয়া রাধা মুচকি হাসয়ে। মিছা কথা কহে কৃষ্ণ এই ত আশয়ে। দেখিয়া তরস্ত হঞা পুছয়ে রাধাবে। কি লাগিয়া হাস রাই বোলহ আমারে॥ রাধা বলে মিছা কথানা বলিহ আর। তুমি সে কেমনে হৈলা

রাম-অবতার ॥ মহাজিতেন্দ্রিয় তেহোঁ পরম ঈশর।
তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার ॥ সমুদ্র বান্ধিলা তেহোঁ
এ গাছ পাথরে । তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥ এ
বোল শুনিয়া প্রভু লহু লহু হাসে । আমি জলে থুইলে সে
ইটা * পাথর ভাসে ॥ এ বোল শুনিয়া গোপী বলিল বচন ।
আনিয়ে পাথর দেখি বান্ধহ এখন ॥ মিছা গর্ব্ব না করিহ
শুনহ কানাই । পাথর ভাসয়ে জলে কভু শুনি নাই ॥ ঠাকুর
কহয়ে আন গাছ পাথর । পাথরে বান্ধিব জল এই সরোবর ॥ এ বোল শুনিয়া তারা বহি আনে ইটা । কার্চ্ঠ থান
থান আনে পাথর গোটা গোটা ॥ গাছ পাথরে সরোবর
গেল বান্ধা । ভাল ভাল বলে গোপী মুচকি হাসে রাধা ॥
রাধার কারণে সরোবর হৈল সেতু । সেতুবন্ধ সরোবর বলে
এই হেতু ॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর উল্লাস । গোরা-গুণ
গায় স্থথে এ লোচনদাস ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ॥

সপ্ত সমুদ্র কুণ্ড ইহার উত্তরে। দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥ ইহার উত্তরে দেথ লিঙ্গ ভূতেশ্র । দেথ সরস্বতী-সঙ্গম পুরীর উত্তর ॥ এই খানে দেথ দশ অশ্বমেধ ঘাট । ইহার দক্ষিণে সোম তীর্থের এ বাট ॥ কণ্ঠাভরণ মর্জ্জন ইহার দক্ষিণে । নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল গমনে ॥ সঞ্জমন আদি কুণ্ড ঘাটে গেলা তবে । পুরী অনুভব করে নিজ অনুভবে ॥ এই মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল । ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥ উৎকণ্ঠায় আকুল দীঘল ভেল

ইটা — ইষ্টক। "ইটা" হলে অপর পুস্তকে "কাষ্ঠ" লেখা আছে।

রাতি। পোহাইল পোহাইল পুছে হিয়ার আরতি॥ রজনী প্রভাত হৈল হিয়ার উল্লায। প্রাতঃক্রিয়া করি বলে **আইস** কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস বলে প্রভু শুনহ বচন। মথুরামগুল ভূমি একুইশ * যোজন ॥ দ্বাদশ বন হয়ছয় যোজন ভিতরে। বে খানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকলো নারদবচন কংস শুনে এই খানে। বস্থদেব দেবকারে রাখে এই খানে॥ এই খানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভু জ, দেখি। এগা পরিহার মাগে বহুদেব দেবকী। এই খানে বস্তুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে। নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়ি গেলা ভোলে ॥ ফণা ছত্র লইয়া বাস্ত্রকি পাছে ধায়। যমুনাতে পার সে শৃগালী আগে যায়॥ এই মহাবনে নন্দ্রোষের বস্তি। নিন্দে প্রস্বিল কন্যা যশোদা পুণ্যবতী ॥ নন্দ-ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল। দেবকীর কন্যা বলি কংদকে ভাণ্ডিল॥ পাপিষ্ঠ দে কংসরাজ মারিতে কন্সারে। বিছ্যুৎ হইয়া সেই গেল আকাশেরে। অপরাধে কংস স্তুতি করয়ে দোঁহারে। গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥ শুনিয়া দে বাণী কংস হিংসিতে লাগিল। নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল॥ মধুরা আইলা নন্দ পুজোৎ-সব করি। বহুদেব সনে শিশু আবরিতে বলি॥ সপ্তম দিবদে কৃষ্ণ পৃতনা বধিল। মাদেকের কালে শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥ তৃণাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ হঞা বিশ্বস্তরে। জৃষ্ণায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখাইল উদরে॥ ছয় মাদের কালে নাম-করণ হৈইল। মৃত্তিকা-ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল॥ ম**ন্থনের দণ্ড** ধরি নাচিলা এই খানে। হুগ্ধ উথলিতে এথা যশোদা গমনে॥

^{* &}quot;একুইশ" হুলে অপর পুস্তকে "চল্লিশ" লেখা আছে, তাহা অ্সঙ্গত।

উদূধলে চঢ়ি শিকার ভাগু ছেদ করি। উদ্ধ্যুথে নবনীত পান কৈল হরি॥ এই খানে চুরি করি কৃষ্ণ খাইল ননী। উদূপলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী॥ যমল অৰ্জ্জ্ন ভঙ্গ কৈল এই থানে। ধান্ত দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণে॥ মহাবন-দক্ষিণে দেখ গোকুলনগর। শিশু সঙ্গে বংস রাথে এথা দামোদর।। হের দেখ গোপেশ্বর মূর্ত্তি মনোহর। সপ্ত সামু-**দ্রুক কুপ দেখহ স্থন্দর।।** আয়ানের ঘর দেখ পূর্ব পশ্চিমে। নন্দগোপের গ্রাম আয়ানের দক্ষিণে। উপনন্দের বর এই থ্রামের মধ্য খানে। পশ্চিমে দেখহ রাবণের তপো-বনে। দেখহ তুর্বাদাশ্রম ইহার উত্তর। নিকটে দেখহ লোহবন মনোহর॥ অপরূপ কহি এই হের বিল্লবনে। কুষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিলা এখানে॥ রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর। কোলে করি নেহ কৃষ্ণ থুও লঞা ঘর॥ নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ করে কোলে। চুম্বন করয়ে বাল্য-**আচরণ ছলে॥ কাজ নাহি বুবে**। রাধা লঞা যায় পথে। <mark>গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নথাবাতে</mark>॥ দেখিয়া চরিত্র রাধার **বিশ্ময় লাগিল। হি**য়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল॥ হের আর দেখ পুনঃ কুষ্ণের চরিত। মরয়ে দকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত॥ পাঁচনী খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান। শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাছ জ্ঞান॥ কতক্ষণে গৌরচন্দ্রের হইল ত বাহা। প্রভু কহে কৃষ্ণদাস কি হইল কার্য্য॥ এই খানে দেখ <mark>উপনন্দ আদি যত। যুক্তি করিলেন সব গোয়ালা সম্মত॥</mark> অসহ এ রাজপীড়া নিত্যই সঙ্কট। রজনী প্রভাতে সভে শজাইল শকট ॥ গোপীগণ শকটে করিয়া গোপগণ। নিক্ট

বসতি করিবারে রুন্দাবন।। হৈ হৈ রবে যায় গোধন চালা-ইয়া। পদে বাধ। হাতে লড়ি শিরে পাগ দিয়া।। ভদ্র ভাগ্ডীর বনে ছিলা ছুই মাস। আনন্দে গায়েন গুণ এ গোচনদাস।।

তবে পার হৈলা দে নিকট রন্দাবনে। অর্দ্ধচন্দ্রাত শকট রাখি এই খানে॥ কপিও গাছের তলায় বৎসক বধিল। পুচ্ছ পদ ধরি তারে তুলি আছাড়িল॥ গিলি উপা-ড়িল কৃষ্ণ এথা বকাস্থর। তুই ওচ্চে ধরি চিরি প্রাণ কৈল দুর॥ এই গোঠে বিহরে বালক দব সঙ্গে। শিঙ্গা বেণু বেত্র হাতে নানাবিধ রঙ্গে॥ কেই কেহ জন্তু ছলে সেই শব্দ করে। উড়িতে পক্ষির ছায়া চাহে ধরিবারে॥ এ বোল শুনিয়া গৌর বিহ্বল হিয়ায়। বালকের দঙ্গে দেই ইতস্ততঃ ধায়॥ ময়ুরের শব্দ করে ধরুয়ে ফেক্ম *। পুল**কে পূর্ল অঙ্গ** অরুণ নয়ন ॥ ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বলে। শ্রীদাম স্থদাম বলি গাছ কৈল কোলে॥ স্থ্যভাবে ব্যাকুল হইয়া গোররায়। প্রেমায় আকুল হঞা চারি দিকে ধায়। কালী ধবলী বলি ডাকে ঘনে ঘন। কতি গেল ধেমুকাম্বর মারিব এখন।। ইহা বলি কান্দে বাহ্য নাহিক শরীরে। কুষ্ণদাস বলে তুমি সেই যত্নবীরে ॥ সঙ্গের সঙ্গতিগণ তাঁরাও তেমন। গোরা-মুখ নেহারয়ে নাহি সম্বেদন। কতক্ষণে গৌরাঙ্গ-চল্ডের হৈল বাছ। পুনরপি রুফদাদে কহে কহ কার্য্য॥ বংসের কনিষ্ঠ দর্প নাম অঘাস্থর। এই খানে রুষ্ণ তার প্রাণ কৈল দূর॥ এখানে যমুনা ছিলা নাহিক এখন। এখানে হরিল ব্রহ্মা বংস শিশুগণ॥ বৎসরেক ছিলা গোবদ্ধনের

^{*} কেক্স = অঙ্গ-ভঙ্গী। "পেখন" এবং "ফেক্ন" পাঠান্তর।

ভিতরে। সেই বংস শিশু দেখি ত্রসা স্তব করে॥ ধেতুক মারিয়া তাল থাইল বলরামে। যমুনাতে দেখ কালীয়দহ এই থানে। কদম্বতরু আরোহণ কৈল এই থানে। ঝাঁপ দিয়া কৈল কালীয়নাগের দমনে॥ শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিল। দ্বাদশ সূর্য্যের তাপ গগনে উদিল। দ্বাদশ-আদিত্য ঘাট তেঞি বলে লোকে। কালীগ্ৰদমন মূৰ্ত্তি দেখ পরতেকে॥ এই খানে শিশু বংস পোড়ে দাবানলে। দাবানল পান করি রাখিল সভারে॥ এীদামের কান্ধে কুষ্ণ চটিলা এখানে। প্রলম্ব হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥ অহুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে। মস্তকে মারিল মুষ্টি ছাড়িল পরাণে। ভাগ্ডীর বনেতে অঘাস্থরের মরণ। নিকটেতে দেখ গোসাঞি হের রুন্দাবন। ঈঘীকা-মুঞ্জাটবী ঃদেখ পরম-মোহন। এই খানে আচম্বিতে না দেখি গোধন॥ ধেকু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুক। উর্দ্ধ কাণ করি ধেনু আইসে **উর্দ্ধুথ। তৃণ মূথে ধেনু ধা**য় বৎস স্তনমুখী। মুরলীর গানেতে মোহিত মুগ পক্ষী॥ পুনঃ দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগণ। দাবানল পান শিশু মুদ্রিত নয়ন॥ এই মতে कृत्कित विदात स्थारन स्थारन । जानरन एनथरम राशेत कहरम লোচনে ॥

গোপকুমারিকা ত্রত কৈল এই খানে। কাম্য করে দাদী

^{*} ঈষীকা = কাশ, অথাৎ কেশো ঘাস। এখানে অনেক মৃজ্-মুক্ত কেশো ঘাসেব বন। এই শব্দের বর্ণগত পার্থকা এই:— ঈষীকা, ইষীকা, ইষিকা। অপরার্থ = তুলী, হস্তির চক্ষুর্গোলক, কুশ, শর তৃণের মাজ্, থড়্কে, অস্ত্রবশ্য।

হ'ব কৃষ্ণের চরণে। বস্ত্র আভরণ তাঁরা থুঞা এই ঘাটে। জলে নামি স্নান তাঁরা করয়ে লেঙটে॥ আচ্মিতে বস্ত্র-অলঙ্কার লইয়া হরি। নীপতরু 🛪 যাঞা উঠি হাসে ধীরি ুধীরি। গোপ-কুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে। তুষ্ট হঞা দিল তারে বস্ত্র আভরণে॥ রুন্দাবন প্রশংসয়ে শিশু সম্বোধিয়া। যজ্ঞপত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া॥ কংসের উৎপাতে সব গোপ ভয় পাঞা। নন্দীশর গিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া॥ বসতি করিল মানস-গঙ্গার ছুকুলে। বিলাস করিল গো-বর্দ্ধনের শিখরে ॥ ইন্দ্র-দনে বাধ করি এ পর্বাত ধরে । তুলি-লেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে॥ মানসগঙ্গার ধারা পর্বত-ঈশানে। স্থল নাছি পার হৈতে নারে গোপীগণে॥ নৌকা পারাবার করি বাঢ়ায় কোতুক। জলে ভাদি দেহ গোপী দিলেক যৌতুক ণ।। পর্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজপথে। গোকুল মথুরার লোক করে গতায়াতে॥ পর্ব্বত-্উপরে হের দেখ রম্য স্থান। এই থানে গোপিকারে দাধে মহাদান॥ বিসিয়া সাধিল দান এই ত পাষাণে। এই দান চবুতারা দেখ বিদ্যমানে ॥ পাষাণ দেখিয়া প্রভু গদ গদ স্বর। অরুণ বরণ ভেল সব কলেবর।। নিজ কর দিয়া প্রাক্তু মাজয়ে াাষাণ। এক দৃষ্টে চাহে প্রভু বিদ্যার স্থান। ক্ষণে বুক দেই ক্ষণে করে নমস্কার। ক্ষণে বলে রাধা দান দেহ না আমার॥ অবশ-শরীর প্রভু পড়ে ভূমিতলে। ক্ষণে যে উঠিয়া সে পাথর করে কোলে॥ কৃষ্ণদাদ বলে গোদাঞি শুন মোর বোল॥

^{*} নীপতক = কদস্বৃক্ষ।

[।] योजूक = डेशरहोकन.

দেখিবে ত সব স্থান নহ উতরোল।। পর্বতের পূর্ব্ব দেখ এ কুস্থমবন। তাহার দক্ষিণে রাসমগুলের স্থান॥ এ বোল শুনিয়া গোরা বলে রহ রহ॥ শ্রীরাসমণ্ডল-কথা ভালমতে কহ। রাধাকৃষ্ণ রাদ কৈল দেই এই স্থান। এ বোল বলিতে • (भातांत अरत छुनয়ान ॥ श श कृष्ण श श तार्थ वरल वात বার ॥ অরুণ-নয়নে ঝরে সাত পাঁচ ধার ॥ এ রাসমণ্ডল বলি পাড়ে গড়াগড়ি। ক্ষণে উভ বাহু তুলি হহুস্কার করি॥ জাতু উপরে জানু ত্রিভঙ্গিম রহে.। শুন শুন বলি রাধারুঞ্চ-কথা কহে ॥ পুন কি করিব বলি অট অট হাদ। এই খানে হয়ে त्राधाकृष्क देकन त्राम ॥ विध्वन दमिथश दशीदत वदन कृष्कमाम । পর্বত-উপরে রাধা কদম্ববিলাস ॥ দেখ ইন্দ্র-আরাধন অন্ধ-কূট নাম। ইন্দ্রপূজা বা কৃষ্ণ কৈল এই স্থান॥ অভিমানে আপনা পাশরে ইন্দ্ররাজ। কত বরিষণ কৈল গোয়ালা-সমাজ। সেইরূপ মূর্ত্তি দেখি পর্ব্বতশিখরে। "হরিরায়" নাম মূর্ত্তি পর্ববত-উপরে ॥ গোবর্দ্ধন-উপরে দক্ষিণভাগে বাস। "গোপাল রায়" নাম এথা কুষ্ণের বিলাস॥ ইন্দ্রদর্প হরি চঢ়ে। পর্ব্বত-উপরে। এথা ইন্দ্র অভিষেক রাজরাজেশ্বরে॥ সর্ব্ব-পাপছর কুণ্ড পর্বত-দূক্ষিণে। তাহার উপরে দেখ শিলা উবটনে?॥ আর পাঁচ কুগু দেখ পর্বত-উপর। ত্রহ্মকুগু রুদ্র-কুণ্ড সর্ব্বতীর্থ-সার॥ ইন্দ্রকুণ্ড সৃধ্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে। পৃথিবীতে যত তীর্থ ইহাতে বিশ্রামে॥ এই থানে দ্বাদশী-ু পারণা স্নানকালে। বরুণে হরিল নন্দ কৃষ্ণ দেখিবারে॥ ব্রহ্মকুণ্ড জন্ম এই দেখ বুন্দাবন। কুফের বিভব শিশু দেখহ নয়ন॥ অশোক-বন দেথহ কুণ্ডের উত্তরে। এক আশ্চর্য্য কথা

শুনহ ইহারে। কার্ত্তিক-পূর্ণিমা তিথি দিবসের মাঝে। কুস্থ-মিত হয় তরু দেখে দর্ববরাজ্যে । এ বোল শুনিয়া প্রভু নেহারয়ে বন। অকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন॥ মঞ্জ-রিত তরু লতা ফল ফুল কালে। অদ্ভুত দেখিয়া কৃষ্ণদাস কিছু বলে॥ অদভুত গন্ধ গোরা-অঙ্গের বাতাস। কৃষ্ণদাস বলে তোমার কপট সন্ন্যাস॥ দণ্ডবৎ করে ভূমে স্তব্ধ হঞা तरह। कह कह कह, रशीत कृष्णनीरम करह ॥ कृष्णनीम वरन গোদাঞি শুনহ বচনে। রাদ্জীড়া কৈল কৃষ্ণ এই রুন্দা-বনে ॥ এই কল্পতরু-মূলে পূরে বংশীনাদ। ষোল ক্রেশি পথে গোপী ভেল উনমাদ ॥ বিতথচেত্ন গোপী কৃষ্ণ-আক-র্বনে। উপেখিল কুল শীল লাজ ভয় মানে॥ ব্যস্ত বন্ত্র আ-ভরণ হৈল সভাকারে। কৃষ্ণগতচিত্ত-বৃত্তি মদনঝঙ্কারে॥ অপ্রাকৃত কামেতে মুগধ ব্রজবালা। কৃষ্ণের নিকট স্বাসি मভाই মিলিলা॥ এখানে দেখহ নাম এ "গোবিন্দ রায়।" শুনি মাত্র গোরারায় বিভোর হিয়ায়॥ হইল আবেশ পুনঃ পরবৃশ অঙ্গ। এ ভূমি আকাশ জোড়ে রদের তরঙ্গ। হুহু-ক্ষার নাদে রদ অমিয়া বরিষে। পশু পক্ষী উন্মাদ মদন হরিষে॥ অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর। কোকিল স্থার নাদে মাতিল ভ্রমর। বংশী বলি ডাকে প্রভু রস প্রশং সিয়া। ভালি রে ভালি রে বলে মুচকি হাসিয়া। কোন · কথা কছে যেন নিদ্রার স্বপনে॥ ক্ষণেকে চমকি নিজ অঙ্গ করি কোলে। দ্রবময় ভেল দেহ সব অঙ্গ ঝরে॥ ক্ষণে বালবেশে নাচে অট্ট অট্ট হাস। বিহ্বল চরণে পড়ি কান্দে कृष्णनाम ॥ त्यात ভार्ग्य जिन त्लारक नाहि रकान जन।

বড় ভাগ্যে পাইলু মুঞি হারাইলু ধন। এ বোল বলিতে প্রভুর বাহ্য হৈল যবে। কহ কৃষ্ণদাদে বলে কি হইল তবে॥ এই খানে গোপীরে বুঝায় কুলাঢার। গোপার নিগৃঢ় ভক্তি ভাব বুঝিবার। কিম্বা অনুরাগ রৃদ্ধ করিবার তরে। রস-পরিপাটী ভাব বাঢ়ায় অন্তরে॥ "স্থমধ্যমাগণ কেনে রাত্রে कुक्षमात्य। ভर्मना कतित्व अथा चाहेत्व त्कान् कार्ज ॥ পরপতি লালস পরশ হেতু তোরা। পরনারী দরশ পরশ নাুহি মোরা। আপনার ঘরে গিয়া পতিদেবা কর। নারী নিজপতি ভজে এই ধর্ম দার॥ কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ দরিদ্র কুরূপ। নিজপতি দেবা প্রধর্মের স্বরূপ। চল চল নিজগৃহে যাহ ব্ৰজবালা। যতি নাহি করে নিজধর্মে অবহেলা। আমি মহাধন্মী কভুনা করি অধর্ম। না বুঝি আমার মন কৈলে কোন কর্ম॥" শুনিয়া রমণীগণ হৈলা মুরছিতে। স্তব্ধ হইয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিতে॥ অল্প অল্ল খাদ হৈল বাক্য নাহি কার। মদনজ্বেতে জারিলেক 'কলেবর।। কভু ঘন খাস হয় বিরহের তাপে। কভু নেত্র ঝরে কভু সর্কা অঙ্গ কাঁপে॥ কভু কভু কৃষ্ণপানে থির-দিঠে চাহে। কভু কভু মদনভাবেতে থির নহে।। ভাবভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে। সভারে মনের কথা আপনে কহয়ে॥ জগত্মোহন যার করে রূপ গুণে। অবলা ধৈরয তবে ধরিব কেমনে। মোরা কুলবতী কুলব্রত-মাত্র জানি। কুলব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি ॥ তুমি কিছু নাহি জান মোরা নাহি জানি। জগং-মোহন গুণে আনিল রমণী॥ "পতির পরম্পতি তুমি আত্মারাম। তোমারে ছাড়িলে

পতি অগতি প্রমাণ"॥ মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে। তবে পরপতি কোথা দেখিলে ভজিতে॥ অহে পতিগতি পতি সভার আশ্রয়। আনন্দ ণরমানন্দ সর্কা স্থথময়॥ ভাব-ভরে ভাবিনীর গণ সত্য কছে। ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈলা ভাবময়ে॥ চাহিলা সরসহাস্তে সব গোপীগণে। যত স্থ গোপী পাইল কেহ নাহি জানে॥ বেঢ়িলেক সব গোপী প্রভু যতুমণি। মেঘেতে ঝলকে যেন থির সৌদামিনী॥ এই খানে অপরপ এ রাদবিহার। এক পোপী এক রুষ্ণ মণ্ডলী তাহার॥ কনকচম্পক আর মরকতমণি। গাঁথিল যেমন মালা মণ্ডলী তেমনি॥ যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাস-মণ্ডলে। পড়িল রাদের হাট রুন্দাবন-স্থলে॥ কল্পরক্ষ-স্থানে রাধাকৃষ্ণ ভুই জন। গোপীর অংশিনী রাধা রসের কারণ॥ কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার। যত রাধা তত কৃষ্ণ হৈলা এ বিচার॥ রাস-হাট উপরে পতাকা শশ-ধরে। কোকিল কোটাল * হঞা জাগায় কামেরে॥ ভ্রমরা হাটের বাদ্য পশার যৌবন। গরাক § রসিকবর মদন-মোহন॥ গোপিকার শুদ্ধ প্রেম জানিয়া ঐহির। ভকত বশ্যতাগণ প্রকাশ সে করি॥ যূথে যূথে পাটয়ার নটিনী গোপিনী। নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভূ যতুমণি ॥ বলয়া নূপুর মণি কিন্ধিণীর বোল। মুরলী-মধুরধ্বনি তাহাতে উজোর॥ রবাব উপাঙ্গ সর মগুলের গান। মুদঙ্গ মন্দিরা ডক্ষ পাথোয়াজ রদাল। আর অপরূপ হের দেখ এই খানে। রাধা রাজা কৈল রুষ্ণ এই

^{*} কোটাল---নগরপাল (প্রহরী)।

[🖇] গরাক—গ্রাহক অর্থাৎ যে খরিদ করে, "গরাথ" পাঠান্তর । ়

বুক্সাবনে। হেন মতে রাসে বিহরয়ে যতুরায়। আচ্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায়॥ এক গোপী লঞা গেল সভারে এড়িয়া। কান্দে এই খানে গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া॥ ্**সঙ্গের গোপিকা দেই আদ**রে ইতর। হাসিয়া কহয়ে মুঞি চলিতে কাতর॥ যেন মতে পার তেন মতে লহ তুমি। কাণু কহে আইদ কান্ধে করি নিব আমি॥ কোলে করি লঞা গেলা আর কত দূর। আচম্বিতে তাহা কেহ ভৈগেল নিঠুর॥ এই থানে অন্তর্দ্ধান করিলা তাহারে। ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে॥ কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত। এই খানে বোলে তারা চরিত উন্মত॥ বিরহে ব্যাকুলা গোপী কান্দে উভরায়। এ কথা শুনিতে হুঃখ বাচুয়ে হিরায়॥ এই খানে গোপী কৃষ্ণচরিতে তন্ময়। যে খানে যে কৈল কৃষ্ণ তেন মত হয়। সেই অভিনয় করে সেই সব রীত॥ উনমত গোপী সব কৃঞ্ময়চিত॥ হেন মতে মূর্চ্ছা. যবে পাইল গোপীগণ। এই খানে কৃষ্ণ **তবে फिल फत्रभन ॥ श्रूनत्रिश रिकल তবে এ ताम-विलाम।** পুনঃ রাসোৎসবে গোপী আনন্দ উল্লাস ॥ এই মতে আনন্দ কৌতুকে রাত্রিশেষে। অলদল অঙ্গ শ্লখ ভেল রদাবেশে॥ यमूना-श्रुलिन रिंगा नव रिंगाशी लक्षा। रिंगाशी रकारल নিদ্রা যায় প্রমযুক্ত হঞা॥ এখানে যমুনাজন স্থণীতল বায়। কৃষ্ণ কোলে সব গোপী হুখে নিদ্র। যায়॥ এই মতে শুভ রাত্রি স্থপ্রভাত হৈল। প্রণতি করিয়া গোপী নিজ্বর গেল॥ এই মতে সব স্থান দেখি গোরারায়। আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়॥

ইহার ভিতরে শুন এক বিবরণ। দধি ছুগ্ধ বেচিবারে রাধার গমন॥ এই খানে শিও লঞা কুফের মন্ত্রণা। ডর দরশাহ রাধা পাউক যন্ত্রণা॥ বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে। ভরে ভরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে॥ রাধা কোলে করে কৃষ্ণ বলে হায় হায়। চুম্বন করয়ে প্রিয়বাণীতে বুঝার ॥ কৃষ্ণের পিরিতি পাঞা রাধিকা বিহ্বল ॥ মদ্ন-আলিদে রাধা পাশরিল ঘর॥ এই খানে নিকুঞ্জেতে মদনবিলাস। প্রেমায় मूग्ध (फाँटि (ज्ल महाताम ॥ . এই थान नाम दिल महन-গোপাল। শুনিয়া আনন্দে গোরা বোলে ভাল ভাল। দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত। এই খানে খেলা খেলে বালক সহিত॥ শ্রীদাম স্থবল গোঠে মুখ্য ছুই জন। বালকে বালকে খেলা কন্দল তখন॥ কন্দলিয়া নাম স্থান তেঞিত ইহার। কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার॥ অম্বিকার বন দেখ সরস্বতী-তীরে। এথা হরগোরী গোপ গোপী পূজা করে॥ অঙ্গিরা-পুত্রেরে উপহাসের কারণ। দর্পদেহ ছিল বিদ্যাধর স্থদর্শন।। শাপান্ত কারণে সেই নন্দেরে গিলিল। উগাড়িল নন্দে কৃষ্ণ-চরণে ছুইল। কুবের-বচনে শম্ভচুড়ের মরণ। মাথায়ে মুষ্টিকাঘাতে মণির গ্রহণ॥ অরিষ্ট র্ষভ-শৃঙ্গ চরণে.ধরিয়া। মুখে রক্ত তোলে গোঠে মাইল আছাড়িয়া॥ নারদ্বচনে কংস **किञ्चारा विमनः। वञ्चरमव रमवकीत निग**फ् वन्नन॥ ধরে কেশী কংস-অমুচর। মহাতেজঃ কৃষ্ণবর্ণ দেখি লাগে ডর॥ বায়ু বন্ধ করি মাইল মুখে দিয়া হাত। এই খানে কেশি-বধ কৈল গোপীনাথ। মেষরূপে শিশু চুরি করয়ে অস্থর। পাওঁর আচ্ছাদি রাখে পর্বতগহার॥ আনিলেন শিশু ব্যোম

আছাড়ি মারিয়া। আনন্দে খেলেন খেলা ছুফ নিবারিয়া॥ তবে ত নন্দের ঘর ছিল নন্দীশর। ইহার পশ্চিমে দেখ কাম্যবন আর । পিছলি পাথর দেখ এ গোপ ছাওয়ালে। পিছলি খেলায় এথা বিহান বিকালে॥ পাবন সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে। চৌদিকে দেখহ খুটা বান্ধিতে বাছুরে॥ মথুরাতে অক্রুরকে কংদের আদেশে। এই থানে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশে ॥ পথেতে আসিতে নানা মনঃকথা ছিল। পদারবিদের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল। এই মাঠে রামকৃষ্ণ চলিলেন রথে। রাজা দরশনে চলে অক্রুরের সাঁথে॥ ঘর লঞা গেলা তারা করিয়া আদর। রজনীতে কংসমর্ম কহিল সকল॥ প্রভাতে ঘোষণা নন্দ দিলেন সভারে। ঘোষণা পড়িল যাব কংসে ভেটিবারে * ॥ এই খানে গোপীগণ মরয়ে কান্দিয়া। কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আউলাইল কেশ। বসন ভূষণ সব ব্যস্ত ভেল বেশ। তাহার কান্দনা মুখে কছনে কি যার। প্রাণহীক দেহ যেন রহে হাত পায়। দৃত হারে কৃষ্ণ দে আপনে শান্ত করে। আদিতেছি আমি কথো দিবস ভিতরে॥ তোমরা সকল মোর প্রাণের সমান।. প্রাণ ছাড়া দেহ রহে এ নহে সে প্রমাণ। তুইগণ নাশ করি শীস্ত্র সে আসিব। ছুংখ না ভাবিহ,জান স্বরূপে এ স্ব ॥ এখানে গোয়ালা স্ব শক্টে চঢ়িল ॥ সান্সগঙ্গার ঘাটে সভাই জিরাইল § ॥ যমুনার ঘাটে গেলা আড়াই প্রহর। স্নান

^{*} ভেট= দৰ্শন। কোন স্থানে উপহৃত দ্ৰব্যকেও ব্ৰায়।

[§] জিরাইল = বিশ্রাস করিল। কলিকাতাদি দক্ষিণ দেশে এখন এই কথার বিশেষ প্রচল দেখা যায়।

ফলাহার কৈলা গোয়ালা দকল॥ অক্রুরের প্রতি স্নানে বিস্তৃতি দেখায়ে। বিকালে নন্দাদি আগে পাছে কৃষ্ণ যায়ে॥ অক্রুর যতন করে নিজ ঘর নিতে। বলিল তাহারে যাব লেউট্টি আসিতে॥ কুফের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে। সরস্বতী-তীরে তথা রাখিল শকটে॥ নন্দ আদি গোপ ঘত রাখি এই খানে। আগেতে জানায় কংদে অক্রুর আপনে॥ বুঝি এই খানে স্থিতি হৈব কথে। ক্ষণ। মথুরা দেখিতে ছুই ভাইর গমন॥ দেখিল রক্ষক এক ছুমুখি তার নাম। দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম। ছুমুর্থ পার্পিষ্ঠ সেই বলে ছুরক্ষর *। করাতো কাটিয়া তার ফেলিল কন্ধর॥ সেই দিব্য বস্ত্র পরি স্থাথ হর্ষিতে। স্থদামা মালির ঘর ভেল উপনীতে॥ স্থদামা উঠিয়া কৈল চরণবন্দন। দিব্য মালা অঙ্গে দিয়া করয়ে স্তবন॥ তার পূজা লইয়া চলিলা ছুই ভাই। ত্রিবক্রা কুরুজী ণৃ এক দেখিল তথাই॥ ত্রিবক্রা দেখিয়া মনে হাস্ত উপজ্লিল। উপহাস করি তারে আইম আইম বৈল॥ আদরে তাহাবে ' কুবুজী নিজ ঘর নিল। দিব্য গন্ধ অগুরু শ্রীঅঙ্গেতে লেপিল। বড় তুষ্ট হঞা কুজা দোসর করিল। প্রীহস্ত পরশে কুবুজী দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥ কামে অচেতন কুবুজী চাছে কাণু পানে। লড্জা পরিহরি কহে বেকত বদনে॥ আখাদ বচনে তারে তুফ কৈলা হরি। চলিলাত ছই ভাই নটবেশ ্ধরি॥ তবে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে ধনুক ভাঙ্গিল। কংস অসুচর ্ সব মারিতে ধাইল ॥ ধনুর্ভঙ্গ হাতে করি কংস-চর মারি।

হরক্ষর – কটুকথা।

[†] ত্রিবক্রা-স্থলে ত্রিবন্ধা পাঠান্তর।

সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি॥ সেই ত রজনী কংস কুস্বপ্ন দেখিল। অতি উচ্চতর করি এ মঞ্চ বাঁধিল॥ ইহার দক্ষিণে হের ছুই মঞ্চ আর। বস্তুদেব দেবকীর তরে বিস-বার। কালি এথা রামকৃষ্ণ মরিব আসিয়া। পুত্র মৃত্যুঞ্জয় দেখে যেন এখানে বসিয়া॥ চৌদিকে পাত্র মিত্র সবে কৈল মঞ্চ। অবিকলে মল্লযুদ্ধ দেখিতে হুসঞ্চ । পশ্চিমে খুদিল কৃপ দেই ত পামরে। ছুই ভাই মারি তাতে ফেলিবার তরে । প্রভাতে উঠিয়া তাতে বৈদে কংসরাজ। আনহ গোয়ালা দব দেউক রাজ-কাজ। তার ছই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম। ভাল শুনিয়াছি তারা দেখিব সংগ্রাম॥ ধাইল ধাওয়া সেই রাজার আজ্ঞায়। সংগ্রামের শব্দ শুনি রাম কৃষ্ণ ধার॥ সম্বরে চলিয়া গেলা গড়ের ছুয়ার। গড়ছারে গজ আছে পর্বত-আকার॥ রাম কৃষ্ণ দেখি রুষি আইদে মারিবার। রুষিয়া রহিলা কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার॥ শুণ্ডে ধরি ঠেলি চড়ে তার কান্দে। মাহুত মারিয়া টান দিল ছুই হাতে। দস্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘূরায়ে। আকাশে তুলিয়া চারি যোজন ফেলায়ে॥ পড়িল সে মহাগজ শুনে কংসরায়। কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাস হিয়ায়॥ যুদ্ধ দেখি-বারে ভেল মোর মন॥ এই খানে মল্লযুদ্ধ ভেল মহারণে। চাণুর সহিতে কৃষ্ণ মৃষ্টিক বলরামে॥ এই খানে হাহাকার কৈল সব লোক। এ মল্লের যোগ্য নহে এ অতি বালক॥ অযোগ্য করণ কংস করয়ে বিরূপ। যার যেন হিয়া কুঞ দেখায় নিরূপ ॥ চাণুর মুষ্টিক ছুই ভাই করে রণ। দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন॥ চাণুর মারিল কৃষণ, ঘুছিল উৎ-

পাত। মৃষ্টিক মারিল বাম শবদ নির্ঘাত॥ পুনর্কার মুট-কিতে কূটমল্ল মালে। শাল্প নামে মল্লুক্ষ্ণ মারিল আছাড়ে॥ ভাঙ্গিলেন এক মঞ্চ চরণের ঘায়। কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিকে পলায়॥ শীত্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া। রাম কৃষ্ণ বাড়ির বাহির কর নিঞা॥ নন্দ আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর। উগ্রদেন বস্তুদেব দেবকীরে মার॥ হেন কালে কৃষ্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া। মহাদর্পে উঠিলা মঞ্চেতে লাফ দিয়া॥ অস্ত ব্যস্তে কংস খড়গ ধরিবার কালে। হুহুক্কার দিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে ॥ চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে কেলিলেন ভূমে। বিশ্বরূপ বুকে চঢ়ে মঞ্চের পশ্চিমে॥ ছাড়িলেক প্রাণ কংস বিশ্বরূপের ভরে। ধন্য কংসরাজ কৃষ্ণ বুকের উপরে॥ কংস বধ কৈল লোকে বলে জয় জয়। আনন্দে দেবতা দব পুষ্পা বরিষয়॥ ছেঁচুড়িয়া নিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া। কতদূরে ফেলাইলা তুলি আছাড়িয়া॥ কঙ্কণাদি করি কংদের অফ সহোদর। ভ্রাতৃ শোকে উনমত সভে ধরে বল। রাম কৃষ্ণ মারিবারে আইদে দাত জনে। জ্রকেপে মারিলা তাছা একলা বলরামে। কংসে ছেঁচ্-ডিয়া এই গ্রাম মধ্য দিয়া॥ কংস থালি বলি এই শুন মন দিয়া। শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তি ঘাট নাম। কংসনারী প্রলাপে প্রবোধে বলরাম। তবে নিজ পিতা মাতা করিল মোক্ষণ। আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুম্বন। উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়। এ কথা আমার শক্তি কহনে না যায়॥ কুষ্ণের নিঠুরপনা শুনিতে তরাস। কহিতে মরিয়ে কহে এ লোচনদাস॥

তবে বস্থদেব পিতা দেবকী জননী। এ দেঁছার প্রেম-ছবে ভরিল ধরণী।। পুত্রে উপবীত দিয়া গায়ত্রী শিখায়। কথোদিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায়॥ কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার। দম্বরণ নছে পুথী হয়ে ত বিস্তার॥ সেই ব্বন্দাবন-পুরন্দর কলিযুগে। তথনে যে কৈল, গাথা কহি শুন এবে। প্রদক্ষিণ কৈল গোরা মথুরামগুল। মহাজন কৃষ্ণদাস জানিয়ে সকল। প্রভূরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া। মো অতি কাতর মোরে না যাই ভাণ্ডিয়া॥ তুমি সেই কৃষ্ণ এই জানিলু নিশ্চয়। প্রসাদ কর মোরে শুন গোরারায়॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন। তোর পরসাদে মোর ভাৰ্দ্ধ হৈল মন॥ মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ। দেখিলু রহস্ত স্থান তোর পরসাদ। আমার যেমন হিয়া হইল উল্লাস। কৃষ্ণ প্রসন্ধ তোরে হঙ কৃষ্ণদাস। মথুরামগুলবাদী যত সব লোক। গৌরচক্র দেখিবারে ভেল এক মুখ। বারেক দেখয়ে যেই নারে পাশরিতে। প্রেমায় বিহ্বল সেই নারে সম্বরিতে॥ বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুষ। কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এই বোলে যে মুরুখ। এত দিনে কৃষ্ণ এই আইল মধুরারে। পুরুব রহস্ত স্থান দেখিবার তরে।। কেহো বলে ত্রিভঙ্গ হইয়া কৈনে থাকে। কানাই না ছৈলে কেনে রাধা বলি ডাকে ॥ রাত্রি দিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছ। একে একে দেখে প্রভু রন্দাবনের গাছ।। একে একে দ্ব স্থান নিরিধে ঠাকুর। সেখানে সেখানে প্রেমভরয়ে প্রচুর॥ মথুরামগুলে ঘরে ঘরে পরকাশ। কেছো শিশু দেখে কেছে। ছুবক বিলাস।। কেহো আচস্বিতে ঘরে শুনে বংশী-নাদ। কার স্বামী কোলে কৃষ্ণ রদের উন্মাদ॥ কারু পরবৃদ্ধি
নাহি সভে বলে নিজ। সভার হৃদয়ে উপজল প্রেমবীজ ॥
বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে। সে বনের তরুলতা
ভাসে প্রেমে দ্রবে॥ কোকিল ভ্রমর ময়ূর বোলে মাঠে
গোঠে। ধাওয়া ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে॥ উদ্ধর্মধ্ লব জন প্রভুমুথ দেখি। সভারে সমান স্নেহ চাহে প্রেম আঁথি॥ সব জন জানিল এ কপট সন্ধ্যাসী। চলিলা ত মহাপ্রভু নীলাচলবাসী॥ মথুরামণ্ডল কথা কহিল এসায়।
আনন্দে লোচনদাস গোরাগুণ গায়॥

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ হিয়ায়। হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥ প্রেমারন্তে চলে প্রভু সিংহের গমনে। সঙ্গতি চলিতে নারে সঙ্গের ষত জনে। সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পাছু যাইল। অরণ্য-ভিতরে প্রভু একলা র্চলিল। অরণ্য ভিতরে আর রহয়ে নগর। ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা কোঙর ॥ ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ আয়াস। ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস। এ বোল ভনিয়া গোপ পড়িল চরণে। নেহ ঘোল খাও গোদাঞি যত লয়। মনে। ঘোল পান কৈল হৈল শূন্ত কলদী। ঘোল থাঞা চলি যায় ৰূপট সন্ন্যাসী॥ গোয়ালাকে বৈল ভুমি থাক এই খানে। পাছে আইসে কড়ি নিহ তা সভার স্থানে। এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্তর। সেই খানে রহি গোপ চিন্তরে অন্তর॥ কতক্ষণে সন্ন্যাসির সঙ্গী যতজন। সেই খানে আইল 🖣 তারা প্রভূগত মন॥ পুছিল গোয়ালে পথে দেখিলে সন্ধানী। গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলদী। কভি নিতে বৈল

মোরে তোমা দভার ঠাঞি। যুয়ায় * যত কড়ি দেহ আমি ঘরে যাই॥ এ বোল শুনিয়া দভে দভা পানে চাই। দভে কহে কড়ি কোথা আমা দভার ঠাঞি॥ জলপাত্র নাহি দঙ্গে নাহি বহির্কাদ। অপ্রলিতে খাই জল লাগিলে পিয়াদ॥ গোয়ালা কহিল চল ভবে নাছি দায়। মোর দেবা জানাইবা দয়্যাদির পায়॥ এ বোল বলিয়া দে কলদী করে হাতে। ভারি বড় কলদী তুলিতে নারে মাথে॥ ঢাকনা ঘুঢাই রত্ন § একে কলদী। ধাইয়া চলিল হা হা করিয়া দয়্যাদী॥ কতদ্রে দঙ্গির বিলম্বে আছে পহু। গোয়ালা দেখিয়া দে চমকি হাদেলহু॥ দঙ্গের যতেক জন আইল তখন। দেখিলা গোয়ালা প্রেমুর পাঞাছে চরণ॥ প্রভু বলে গোপ তুমি চলি যাহ ঘর। তোরে অন্থ্রহ কৃষ্ণ কৈল পাইলে বর॥ লেউটি আদিতে গোপ পাইল দরশন। নাচিয়া বলয়ে গোয়ালা প্রেমে অচ্চেন ॥ গোয়ালা দেখিয়া দা তারাগুণ গায় হথে এ লোচনদাদ॥

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইদে। সঙ্গতি সহিতে উত্তরিলা গোড়দেশে । গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর ক্লিয়া। পূর্ববাশ্রম দেখিবেন সন্ধা-দির ধর্ম। নবদ্বীপে আইলা প্রভু এই তার মর্ম। প্রভু আ-গমন শুনি নবদ্বীপ-লোক। পুনঃ লেউটিল সবে পাশরিল

 [&]quot;যুয়ায়" ফলে "য়ৄড়ায়" পাঠায়য়। ইহার অর্থ এই য়ে, য়ৄক্ত অর্থাং •
 উপয়ুক্ত হয়। "য়ৄড়া৻ত" এই সংয়ৢত পদ হইতে "য়ৢড়ায়" এবং ইয়া হইতেই
ক্রমে "য়য়য় এইরূপ পরিণত হইয়াছে।

^{\$ &}quot;রত্ন" স্থলে অপর পুস্তকে "্কড়ি" লেখা আছে ।

শোক॥ হা হা গোরচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়। কুলবধু ধায় তারা পাছু নাহি চায়॥ বিহ্বল হইয়া শচী ধায় উদ্ধৃ যুখে। আউলাইল কেশ বস্ত্র নাহি দেয় বুকে ॥ কোথা মোর বিশ্ব-স্তর দেখ মো নয়নে। পুনঃ চুম্ব দিব সেই স্থলরবদনে॥ নদীয়ানগরে আইল আমার নিমাই। ধরিয়া রাখহ লোক কিছু দোষ নাই॥ সভাকার প্রাণ সেই সেই মাত্র জীউ। **প্রাণ** বিনাধর্ম রক্ষা এ কেমনে হউ। এই মন কহিতে কহিতে গেলা তথা। দেখিল সে গৌরচক্র বিদয়াছে যথা॥ প্রভুরে বলয়ে দেখি শুন রে নিমাই বর আয় আমার সন্ন্যাদে কাজ নাই॥ সন্ধ্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু। মোর বধ আগে লাগে আর দর্ব্ব পাছু॥ বিহ্বল চেতন শচী কা**ন্দে** উভরায়। সকল শরীর থানি একদৃষ্টে চায়॥ বাপু বাপু বলি অঙ্গ পরশিতে যায়। আর সব থাকু বাপ **হাত দি** তোর গায়॥ ঐীঅঙ্গে লাগিয়াছে ধূলা ফেলাউ ঝাড়িয়া। এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ পুনঃ উঠি বলে বাপু শুন মোর বোল। পালাউ হিয়া যার সাধ ধরি দেউ কোল। শচীর কান্দনা দেখি হৃদয় বিদরে। আছুক মানুষের কার্য্য এ পাষাণ ঝুরে॥ চৌদিকে সকল লোক কান্দিরা ফাঁপর। কাছ না ছাড়য়ে কেহ পাশরিল ঘর।। লোকের কান্দনা দেখি লোকের ব্যগ্রতা। মনে অনুমানে প্রভু কি কহিব কথা।। মায়ের প্রবোধ দিতে প্রভু মনে গণে। না কান্দ ন। কান্দ বলে শুনহ বচনে॥ সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে। এখন বিহ্বল হঞা কান্দ অকারণে॥ পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর। ঐছন হস্ত্যজ মায়া এ সংসার

ছোর॥ ঘুচিলে না ঘুচে মায়া প্রছন দারুণ। শচী বলে মোর বোল শুন নিদারাণ।। মোর পুত্র বলি জন্ম লৈলে পৃথি-বীতে। জগতের লোক মোরে করিল পুজিতে॥ তুমি স্ব-লোকবন্ধু ত্রিজগতে পূজি। তোমারে সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি॥ যে হউ সে হউ মোর তুমি হও পুত্র। জন্মে জন্মে রন্থ মোর এই কর্মদূত্ত।। মায়ের বচনে প্রভু অস্ত ব্যস্ত হঞা। মায়ায় জিনিতে পারি উভারিয়া দয়া।। যে তোর আছুরে ইচ্ছা কর সেই স্থাে। একমাত্র শেষ মুঞি নিবে-দিব তোকে॥ শচী বলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি। নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি॥ সারের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ির সমীপ॥ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল। মায়ে নমক্ষরি প্রভু প্রভাতে চলিল। মায়েরে কহিল মুঞি বন্দী তোর গুণে। পুরুব রহস্তকথা পাশরিলা কেনে॥ রামকৃষ্ণ বামন কপিল আদি আমি। সর্বজন্মে দেখ দব বিচারিয়া তুমি॥ দর্বকাল আমার দে এই মত কর্ম। তোমার নিকটে আছি জান **ইহা মর্ম্ম। সম্প্রতি ত ভক্তিরদে মোর অবতার। ক্লফচন্দ্র** বহি কিছু না বলিব আর॥ কিবা ভক্ত, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কিবা তুমি। যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি॥ মায়ে নমকরি প্রভু বলে বার বার। না ছাড়িছ কৃষ্ণ, না ভিজিহ এ সংসার॥ শচীর অস্তর হিয়া করে দপ দপ। চলিলা ঠাকুর পাছে যায় ভক্ত সব॥ শান্তিপুর নগরে গেলা আচার্য্যের ঘর। কীর্তুনবিলাদে গেল অফ প্রহর॥ পুনঃ পরভাতে প্রস্তু চলিলা সহরে। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্ধাথ

দেখিবারে॥ সভারে কহিলা প্রভু সভে যাহ ঘর। নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর॥ যে যায় তথায় জগন্ধাথ
দেখিবারে। তথায় আমার দেখা হইব সভারে॥ এ বোল
বলিয়া প্রভু বলে হরি বোল। চলিলা ঠাকুর উঠে কান্দনের
রোল॥ ক্রমে ক্রমে তমোলুকে * উত্তরিলা গিয়া। যে পথে
গিয়াছেন পূর্বে সেই পথ দিয়া॥ পথে চলি যায় প্রভু
প্রেমানন্দ স্থথে। প্রেম বরিষণে ভাসে সে দেশের লোকে॥
হাসিতে খেলিতে যায় নাহি পরিশ্রমে। পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে॥ দেখিব ৳ জগন্নাথ নীলাচলরায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়॥ সিংহ্ছারে গিয়া প্রভু
ছাড়ে হুহুঙ্কার। ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার॥ জগন্নাথ দেখি তুট হৈলা গোরারায়। তাহারে দেখিয়া লোক
বড় স্থখ পায়॥ হরি হরি বলে লোক উচ্চ উচ্চ রায়। আনদিত দিবা নিশি হরিগুণ গায় য় রাত্রি দিন করে প্রভু
কীর্তুনবিলাস। গোরাগুণ গায় স্থেখে এ লোচনদাস॥

• मिना॥

আনন্দিত মহাপ্রভু আছে নীলাচলে। হরিওণ সঙ্কীর্ত্তন করে ভক্ত মেলে॥ অনেক ভকতগণ মিলিল তথায়। নিত্যই নৃতন প্রকাশয়ে গোরারায়॥ হেনই সময়ে কথা কহিব একণে। প্রতাপরুদ্রের রূপা কৈল যেন মনে॥ লোকমুখে শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুণ। আশ্চর্য্যান্সে সে না কহে কিছু পুনঃ॥ এক দিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে। জগন্নাথ না দেখয়ে দেখে ন্যাসিবরে॥ কি কি বলি মনে গণি বিশ্বিত

ত্নোপুকের প্রাচীন নাম তামলিপ্ত, এখন তম্লুক নামে প্রিদিদ্ধ।

হিয়ায়। পড়িছাকে 🕆 পুছে রাজা কি দেখহ রায়॥ পড়িছা কহরে দেব জগন্নাথ দেখি। রাজা কহে তো সভাকে ব্যর্থ আমি রাথি॥ জগন্ধাথস্থানে ন্যাসী বসিয়াছে হের। মোর .দণ্ডভয়ে কিছু না দেখিয়ে বল। আঁথি তারিমু যেন হেন নহে কছু। নহে বা কি দেখ সত্য করি কহ তভু॥ এ বোল শুনি পড়িছা বলে পুনর্কার। জগন্নাথ বহি মোরা নাহি দেখ আর॥ তবে ত প্রতাপরুদ্র মনে মনে গণে। সন্ধ্যাসিরে কেনে দেখি আমার নয়নে॥ শুনিয়াছি সন্মাসির মহিমা অপার। ইহার কারণ 😎 করিব বিচার॥ এতেক শুনিয়া রাজা চলিলা সত্বর। আপনি চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর॥ দেখিল টোটারে তাদী আছে নিজ মেলে। রুন্দাবনকথা কহে হরি হরি বলে॥ পুনরপি জগন্নাথ দেখি আরবার। দেখিল সন্মাদী সেই স্থমেরু-আকার॥ দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া চমৎকার। এই জগন্নাথ সেই তাদী অবতার॥ প্রতাপরুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ। সম্বরে চলিলা যথা আছে মহাভাগ।। টোটায়ে নাহিক কৈহ ভাঙ্গিল দেওয়াল। গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর বয়ান।। কোন মতে দেখো মুক্রি গোসাক্রির চরণ। ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন। গোবিন্দ কহয়ে রাজা নহত কাতর। এখনে না পাবা দেখা হৈল অনবদর ॥ কথন আদিব মুঞি কহ মহাভাগ। কাতর-বয়ান রাজা ৰাঢ়ে অফুরাগ॥ সে দিন রহিল রাজা সেই ত নগরে। সঙ্গিগণ দেখি কাকু 🖇 করয়ে সভারে॥ পুরী গোসাঞি

[†] পড়িছা---পরিচারক।

[🖇] কাকু—ভয়াদি দারা বিহৃত শব্দ, অর্থাৎ কাতর বচন।

আদি করি যত ভক্তগণ। গোসাঞ্জিরে গোচর করিবারে হৈল মন॥ এই মনে ছুই চারি দিন গেল যবে। কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সভে॥ সকল ভকত মেলি যুক্তি করিল। সভে মেলি পোচরিব এই যুক্তি হৈল॥ আর দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে। আচস্বিতে বসিয়াছে নিজ-ভক্ত মেলে॥ রাজার ব্যগ্রতার সভার কাতর-অন্তর। পুরী গোদাঞি কহিল দে প্রভুর গোচর॥ এক নিবেদন গোসাঞি কহিতে ডরাউ। নির্ভয়ে কহোঁ তবে যদি আজ্ঞা পাউ। ঠাকুর কহয়ে শুন হে পুরী গোসাঞি। মোর ঠাঞি তব ডর কোন কালে নাই॥ কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার। পুরী গোদাঞি বলে বল রাখিকে আমার॥ কাশীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগণ। সভার বচনে মুঞি বলিছ বচন ॥ শ্রীজগন্ধাথদেব নীলাচলে বাদ। প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তার নিজদাস॥ তোর পদ দেখিবারে সাধে মো সভারে। আজ্ঞা পাইলে হয় সেই চরণ গোচরে॥ প্রভু বোলে সবজন শুনহ বচন। সম্যাসির ধর্ম নহে রাজ-দরশন । আমি ত সন্মাসী, সেই মহামহারাজ। দোঁহার দর্শনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ। পুরী গোসাঞি বলে প্রভু কর অবধান। এ ব্যোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়ান॥ যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ। 'এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে বিপাক॥ আজি ত হইব রাজার দশ উপবাস। দব ছাড়ি পড়িয়াছে চরণপ্রত্যাশ। কাতর হইয়া পুনঃ বলে সবজন। রাজার ব্যগ্রতা দেখি করিয়ে যতন॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিছে বচন। আনহ রাজারে আমি

হইব প্রদন্ন । প্রভু-বোল শুনিয়া সভে ভৈগেল উলাস। আনি হ রাজারে প্রভু করে পরকাশ। প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরণাম করে। প্রেমায় বিহ্বল রাজা আপনা পাশরে॥ পুলকে ভরিল অঙ্গ ছঁল ছল আঁথি। প্রেমে গর গর ভেল গোরা-অঙ্গ দেথি॥ রাজারে দেথিয়া প্রভূ লহু লহু হাদ। ষড্ভুজ শরীর রাজা দেখি পরকাশ॥ যড়্-ভুজ দেখিয়া দণ্ড পরণাম করে। টলমল করে অঙ্গ অনু-রাগ ভরে। অবশ শরীর, নীর ঝরে তুনয়নে। চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি পরশে গগনে॥ ষড়্ভুজ শরীর দেখি ঐপ্রতাপরুদ্র। আনন্দে বিহ্বল ভাবে প্রেমার সমুদ্র॥ কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ মন্ত্ৰীকে। গদ গদ ভাষে প্ৰভু প্ৰভু বলি ডাকে॥ উভবাহু করি নাচে বলে হরিবোল। জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোর॥ আনন্দে নাচয়ে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ। প্রভু বলে রাজা হের শুনহ বচন ॥ প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম। প্রজা পুত্র, রাজা পিতা, কহিল এ মর্ম॥ কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্বজীবে। দেহের স্বভাব নিজ জানি অনুভবে। কিবা রাজা কিবা প্রজা নব স্থুখ তুঃখ। কর্ম অনুসারে জীব হয় গোণ মুখ্য॥ নিজ অনুমান করি যে জানে সভারে। সেই সে কুষ্ণের দাস কহিল তোমারে। এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ। প্রণাম করে রাজা আনন্দ প্রবেশ। শুন সর্বজন গোরাটাদের প্রকাশ। আনন্দে কহুয়ে গুণ এ লোচনদাস॥

আর অপ্রূপ কথা কহিব এখন। গৌরচন্দ্র-গুণগাথা নিত্যই নৃত্ন॥ কহিব নিগূঢ় কথা শুন এক চিত্তে। অধ্য

জনের চিত্তে না হয় প্রতীতে । বৈষ্ণব জনের মনে প্রম: উল্লাস। প্রমনিগৃত গৌরচন্দ্রের প্রকাশ। দ্রাবিতে **ভ্রাহ্মণ**্ এক আছে "রাম" নাম। পরমহঃখিত অঙ্গ অস্থি আর চাম 🌶 অন্নকটে দগ্ধ দেই জঠর-অনলে। রক্ত মাংস নাহি তার 🦦 কলেবরে॥ তুরন্ত দারিদ্র্যত্বংখ কত সহা যায়। মনে মমে চিন্তে বিপ্র মরণ উপায়॥ পূর্ব্ব জন্মে কৈলু আমি অনেক অকর্ম। দরিদ্র ইইলু মুঞি সেই সব কর্ম॥ না ভুঞ্জিলে নাহি घूरा जिन्हे निथरन। इतस्य यञ्जनी क्रःथ यूगरा रकमरन॥ চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার। প্রভূ বিনা নারে কেহো কর্মা ঘুচাবার। জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে। তার ঠাঞি জাঙ মুঞি যাচিঞা করিতে॥ 🖣 মকটে মরেঁ। মুক্তি ত্রাহ্মণ শরীর। বিপ্রপ্রিয় বলি তারে বোলে সব বীর॥ মোর দোষে মোরে যে না করে অবধান। তাছার উপরে বধ ত্যজিব পরাণ॥ এই মনে অমুমানি চলিলা ব্রাহ্মণ। ক্রমে ক্রমে গেলা যথা কমললোচন॥ জগমাথ দেখি করে নিজ নিবেদন। অন্নকটে মরো মুঞি দরিদ্র প্রাহ্মণ॥ তো বিস্কু-নাহিক কেহো রাখহ জীবন। যুচাহ দারিদ্র্য-জালা দেহ त्यादत धन॥ देश विन तम किन व्याहिला तम्हे मत्न। ভিক্ষায়ে পাইল যেই করিল ভোজনে॥ তার পর দিন পুনঃ করে নিবেদন। ঘুচাহ দারিদ্র্য প্রভু মরয়ে ত্রাক্ষণ। ভারি করিয়া ধন দেছ ত আমারে। এ ছঃখ পলায় যেন আজন্ম ভিতরে॥ ধন-বর মাগো প্রভু না হও বিমুখ। নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ। ইহা বলি উপবাস কৈল অনুবন্ধ। এথা নিজ মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র।

ু নিজজন-সঙ্গে রুন্দাবনগুণ গায়। আচন্দ্রিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায়॥ ৰিশ্মিত হইয়া রহে হিয়া ভেল আন। যে রদে আছিল তাহা কৈল সমাধান॥ সভার হৃদয়ে ছুঃখ বিস্ময় লাগিল। আচ্সিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল। এথা তিন উপবাস করিল আক্ষাণ। জগন্ধাথ স্থানে কিছু না পায় বচন॥ তবৈ ত ব্রাহ্মণ কৈল সাত উপবাস। সমুদ্রে মরিব বলি দঢ়াইল শেষ॥ তুর্বল হইল বিপ্র ক্ষীণ উপবাদে। জগমাথ দেব কিছু না করে আশ্বাদে॥ সমুদ্রের তীরে বিপ্র গেল। ধীরি ধীরি। স্থান দেহ সমুদ্রৈরে বোলে নমস্করি॥ হেন कार्त्व (मरथ এक शूक्ष विभाव। ममूर्प्पत मरधा चाहरम প্রব্যত-আকার পদেথিয়া আক্ষণ মনে চিন্তিতে লাগিল। সমু-দ্রের মাঝ দিয়া এ কে বা আইল। দেখিতে দেখিতে কূলে ্দৈখে সেই জন। সামাত্য মানুষ যেন হইল তখন॥ বিপ্ৰ বোলে এই জগন্নাথ-বিদ্যমান। সমুদ্রের মাঝে আর কাহার পয়াণ।। ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়া যায়। কথো দূর গিয়া পাছু চাহে মহাশয়॥ দেখিল আক্ষাণ সেই আইদে পार्ष्ट भाष्ट्र। दकाथा याद विनया विदश्रद किंदू शूष्ट्र॥ ব্রাহ্মণ কহয়ে শুন শুন মহাশয়। কে তুমি কোথারে যাবে কহ না নিশ্চয়। সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মণ চুর্বল। তোমারে দেখিতু আজি জনম সফল । নিশ্চয় করিয়া কহ না ভাণ্ডিহ মোরে। নহে বা ত্রাহ্মণবধ লাগিব তোমারে॥ এ বোল শুনিয়া তবে বোলে মহাজন। আমা জানিবারে তোমার কি কাজ যতন। যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায়। কেনে উপবাসী মরো ছুরন্ত হিয়ায়॥ ত্রাহ্মণ কহয়ে ছুঃখ্

দারিদ্যের জ্বরে। জর্জর করিল মোর সব কলেবরে॥ ত্রাহ্ম-ণের ধরম নাহিক আমা ছারে। এ দিবা রজনি যায় অন্ন হাহাকারে । নিজকুলে আদর নাহিক কোন থানে। বন্ধুস্থানে অপমান হয় প্রতিদিনে॥ জীবন অধিক সে মরণ ভাল বাসি। 🖊 কহিল তোমারে সেই মরি উপবাদী॥ এ বোল শুনিয়া চিত্তে \ দ্রবে মহাজন। বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ্ড। দেখিবারে : যাই জগন্নাথের চরণ। কর্মদোষে তুঃখ পাও শুনহ ব্রাহ্মণ॥ কর্মবন্ধে বন্দী লোক হুথ হুঃখ লাভ। ভুঞ্জিলে সে ঘুচে দেই পুণ্য কর্ম পাপ॥ জগমাথমুখ দেখ করিয়া পিরিত। জন্মান্তরে নহে যেন ছুঃখ উপনীত॥ ইহা বলি চলিলা সে রাজা বিভীষণ। পাছে পাছে যায় ততু দরিদ্র বান্ধাণ ॥ বি আছে গোরাচাঁদ নিজজন-মেলে। তুয়ারে কে আছে দেখ গোবিন্দেরে বলে ॥ ছুয়ারে দাঁড়াঞা আছে বিভীষণ রায় । বিপ্র দেখি অঙ্গুলি যে দিল নাসিকায়॥ হেন কালে গেল গোবিন্দ টোটার তুয়ারে। দেখিল ত দ্বারে তু ইব্রাহ্মণ-কুমারে॥ দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু বিদ্যমান। কিছু না কহিতে ডাকে ব্ৰাহ্মণ ছুই জন॥ আইদ আইদ বলি হাসি সম্ভাষে ঠাকুর। একে বদাইল কাছে আর রহে দূর॥ সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে। কাছে যত ছিল বিশ্ময় লাগিল সভারে॥ ঠাকুর কহয়ে চিরদিনে দরশন। অনুরাগে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন॥ শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার। কুশলে কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার॥ সে দোঁহার কথা আর না বুঝায়ে কেহ। গৌরচন্দ্র বলে বিপ্র হুঃখিত বড় এই॥ দারিদ্র্য-স্থালায় জ্ঞান হরিল ইহার। জগন্নাথ উপরে এ করয়ে

প্রহার। আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কভু। আপনি করিয়া সে প্রভুরে দোষে পাছু॥ আপনে করয়ে নিজ ভাল মন্দ বলি। ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি॥ স্থথ সে ভুঞ্জিতে গুণ কহে আপনার। প্রভুরে দোষয়ে, দোষ হুঃখ ভুঞ্জিবার॥ দাত উপবাদে বিপ্র মৃত্যু কৈল দার। বিপ্র-প্রিয় জগন্নাথ কি কহিব আর॥ তোমার দর্শনে ইহার ঘুটিল দারিদ্র। ধন দেহ যেন হয় ধনের সমুদ্র॥ ভাল ভাল বলি তিঁছে। উঠিদা সত্তর। যে ছিল সেথানে সভে পড়িল ফাঁপর ॥ • দুগুবৎ করি তারা চলে ছুই জন। পথে যাইতে বিভীষণে পুছয়ে ব্রাহ্মণ। তুমি বল আমি সেই রাজা বিভী-ধ্রণ। সন্ধ্যাসিকৈ নমস্করি চলিন্সা এখন॥ জগন্নাথ দেব তুমি না দেখিলে কেনে। স্বৰূপে কহিবে ইহা ছঃখিত ব্ৰাহ্মণে॥ ্রিদ্যাদির আজ্ঞা তুমি কৈলে শির'পরি। সন্যাসী বা কেবা , হয়, না কহ চাতুরী॥ রাজা কহে শুন আরে অবোধ ব্রাহ্মণ। জগন্ধাথ দেখ এই দাক্ষাৎ নয়ন॥ তোমার অভীফদিদ্ধ * ধন পাইলে তুমি। দ্রাবিড়ে তোমারে ধন দিব লঞা আমি॥ এ বোল শুনিয়া বিপ্র শিরে হানে ঘা। আরতি করিয়া ধরে বিভীষণের পা 🛊 পুনঃ চল যাই সেই প্রভু বরাবরে \S। অজ্ঞান ব্রাহ্মণ মুঞি কহ মো তোমারে॥ অনেক যতন কৈল এড়াইতে নারি। পুনঃ লেউটিয়া যায় প্রভু বরাবরি॥ প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তরে তরাস। পুন দোঁহা দেখি প্রভুর উপ-জল হাদ ॥ প্রভু বলে লেউটিয়া আইলা কি কারণে। রাজা

 [&]quot;সিদ্ধ" স্থলে "ধন" পাঠান্তর।

^{§ &}quot;বরাবরে" স্থলে "দেখিবারে" পাঠান্তর

কহে এ কারণ পুছহ ত্রাহ্মণে॥ ত্রাহ্মণ কহয়ে গোসাঞি আমি ত অবোধ। কত কত জীব আছে অৰ্ক্ৰুদ অৰ্ক্ৰুদ॥ সভাকার প্রাণ তুমি সভাকার নাথ। তোঁ বহি নাহিক কেহ তুমি জগন্নাথ।। আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী। নিজ কর্ম-দোষে মোর দারিদ্র্য-যোগ্য ব্যাধি॥ ব্যাধি পীড়ায়ে মো কুপথ্য করে। আশা। ঔষধ না রুচে মুথে কুপথ্য প্রত্যাশা॥ বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি। কর্মদোষে ভবব্যাধি আমি ছার মরি॥ এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা। জগন্নাথ দেব তোমার মব ভাল কৈলা। মহাভোগ ঈপ্দিত ভূমি ভূঞ্জিবে এখন। শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরণ॥ এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবৎ করে। চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে ॥ শুন সর্ব-জন হের অপূর্ব্ব কথন। বর পাঞা চলি গেলা দরিদ্র আক্ষণ। হরিষে হইলা দেঁছে বাড়ির বাহির। ভক্ত জন প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীর ॥ পুরী গোসাঞি বোলে প্রভু দয়া কর যদি। ইহার কারণ কহ সভে কর শুদ্ধি॥ স্থাইতে নারে কেহমনে বড় ইচ্ছে। সাহস করিয়া মুঞি স্থাইল পাছে॥ ঠাকুর কহয়ে শুন শুনহ গোদাঞি। এ কথা তোমরা দভে কিছু বুঝ নাই। দাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অনেক যন্ত্রণা তুঃখ পাঞাছে তখন॥ দারিদ্র্য-জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে। জগন্ধাথ উপরে প্রহার করে শেষে॥ দুঃখিত দেখিয়া তুফ হৈলা জগনাথ। আচন্বিতে বিভীষণের मद्य रहल माँथ ॥ विভीयन এই य विमल स्मात शारा । ধন দান কৈল তেহোঁ আক্লাণ-সম্ভোষে॥ এ বোল শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস। প্রেমায় ভরিল সব এ ভূমি আকাশ।
সর্বজন নাচে সভে বলে হরি বোল। আনন্দে সভাই সভে
ধরি দেই কোল। শুন সঁব্রজন গোরাচান্দের প্রকাশ।
আনন্দহদয়ে কহে এ লোচনদাস।

ধান্শী রাগ॥

প্রভু আরে জয় জয় গোরাঙ্গচান্দ। বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেম-ফান্দ। গুল।

"অবনি মণ্ডলে গোরা রূপের অবধি। বিলাইল প্রেমধন আচণ্ডাল আদি ॥ বাচাল≪করয়ে গোরাগুণে মৃক জন। পঙ্গ গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণ।। কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর। যে উঠয়ে তাহা বলি না উঠয়ে ডর॥ গোরাঙ্গচরিত্র শুন অপরূপ কগা। অমিয়া মাখিল বিশ্বস্তর-গুণগাথা। লোক .বেদ অগোচর গৌরাঙ্গচরিত্র। প্রবণ-মঙ্গল এই সভার চরিত্র। শিব শুক নারদ ও লখিমী অনন্ত। যার হুখে আপনাকে বলে ভাগ্যবন্ত। আমি ছার কি বলিব অতি বুদ্ধিহীন। ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান নাছি নিশি দিন। পশুর চরিত্র মোর আচরণ একে। তাহাতে অধম বলি লেখহ আমাকে॥ সর্ব্ব অবতারসার চৈতন্যগোসাঞি। এ হেন করুণানিধি আর হৈতে নাঞি॥ বিষ্ণু কৃষ্ণ আর কেহো নাহিক ঈশ্বর। সত্য কিবা আর ত্রেতা এ কলি দ্বাপর ॥ একমাত্র প্রভু সেই নাম করি ভেদ। লোক বুঝাবারে করে নানা মতভেদ।। যত যত অবতার সেই সব যুগে। করুণা কারণ ছোট বড় বলে লোকে॥ চৈত্যগোসাঞি এই ক্রুণাতে বড়। তেঞি অবতার-

শিরোমণি বলি দঢ়॥ হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে। অয়ত ঢাকিয়া যেন রাখে ক্ষুদ্র পোকে॥ অবতার কথা কহিল অলোক॥ হেন গোরাচান্দ পহু ভজ ছাড়ি শোক ॥ করুণাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত। ভক্তসঙ্গে রুন্দাবন-লীলা অবিরত * ॥"এই মতে মহাপ্রস্থুর উৎকলবিহার। উৎ-কলবিহার কথা অনেক বিস্তার ॥ বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক। সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্ব্বলোক॥ হেন কালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে। রুন্দাবনকথা কহে ব্যথিত-অন্তরে॥ নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু। এ মত ভকত সঙ্গে নাহি দেখ কভু॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে। ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদারে॥ সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল। সম্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর॥ নিরুখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়। সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥ তথনে হুয়ারে নিজ লাগিল কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ আষাঢ় মানের তিথি সপ্তমী দিবদে 🕂 ।

[&]quot;ক্র ভিনার" এই চিহ্নিত অংশ, চৈতন্ত-মঙ্গল গ্রন্থের প্রণেতা লোচনদাস ক্বত
"ক্র ভিনার" গ্রন্থের শেষে অবিকল দেখা যায়।

^{† &}quot;চৌদ্দাত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দাত পঞ্চান্নে হইল অন্ধুর্দ্ধান" (আদি, ১৩) চৈত্রু বিতামূতের এই লেখার সহিত ইহার ঐক্য করিলে স্থির হয় যে, চৈতভাদেব ১৪০৭ শকের ফান্ধন মাদের পূর্ণিমাতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ শকের আঘাদ্মাদে সপ্থমী তিথি রবিবার বেলা তৃতীয়প্রহরের সময় ৪৮ বংসরবয়সে নীলাচলে অন্থর্হিত হন। এখানে: ৬জগ্রাথ-অঙ্গে লীন ও কোথাও গোপীনাথের অঙ্গে লীন হওয়া বর্ণিত আছে। চৈতভাচরিতামূতে (অন্ত ১৮ পঃ) লেখা আছে "জলে চন্দ্রবন্ধি দেখিয়া চৈতভাদেব কৃষ্ণের জলকেলিপ্রমে তাহাতে কিল্পা প্রদান করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে

নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাদে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥ রূপা কর জগন্নাথ পতিত-পাবন। কলিবুগ আইল এই দেহ ত এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ-রায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভূ হইলা আপনে॥ গুঞ্জাবাড়ীতে § ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ॥ কি কি বলি সত্তবে সে আইল তথন। বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ ভক্ত-আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন। গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥ সাক্ষাতে দেখিল গোর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি হরিধ্বনিতে জাগরিত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মীমাংশা করেন যে "ঐ জৰে ৰুম্প প্ৰদানেই প্ৰকৃত অন্তৰ্দ্ধান হয়। পুনশ্চ যে জাগৱণ, সে কেবল ভক্তের মহাছঃথ দূর ও শাস্ত্রদঙ্গতি করার জন্ম। কারণ—"রসবিচ্ছেদহেতুত্বা-নারণং নৈব বর্ণাতে"। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রধান নায়কেব অভাব বর্ণনে রসবিচ্ছেদ হয় জন্ম তাহা নিধিক"। এই মতই অনেক বিজের অনুমোদিত ও সঙ্গত। শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাখ্যতীর্থের পুস্তকে চৈত্রভাদেবের এই জগন্নাথে লীন হওয়া রূপ অন্তর্দ্ধান বর্ণিত আছে। এই থানিই মূল আদর্শ, আমার পুত্তক থানিতে নাই। গৌরগত-প্রাণ ভক্তগণ অস্মাদৃশ ব্যক্তির স্তায় শুক্ষপ্রাণ নহেন, তাঁহারা জগন্নাথেরঅঙ্গে লীন, গুঞ্জাবাড়ীর লোকক 🚁 তথায় অদর্শন-কথা ও গ্নেপী-নাথের অঙ্গে লীন বা জলোখিত হইয়া পুনশ্চ চেতনাপ্রাপ্তি ভিন্ন বলিতেই পারেন না। কোন বিধর্মী চৈতভাদেবের সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অনুকরণ করিয়া স্বীয় প্রভূকে তাদৃশ প্রজীবনপ্রাপ্তিরূপ লীলায় সংস্প্র করিয়াছেন। ইহা বিজ্ঞানু-মো্দিত। সংস্কৃত "চৈতন্তচরিতামৃত" মহাকাব্যপ্রণেতা কর্ণপূর (২০।৩৯--৪১) লিথিয়াছেন ৪৭ বৎসরবয়সের পর চৈত্রুদেব স্বধামপ্রাপ্ত হয়েন। § শুঞ্জাবাটীর পরিচয় ২৮২ পৃষ্ঠের টীকাতে দেখুন।

শুন সর্বজন॥ এ বোল শুনিঞা ভক্ত করে হাহাকার।
শ্রীমুখ-চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥ শ্রীবাসপণ্ডিত আর
দত্ত মুকুন্দ। গৌরিদাস বাস্তুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ॥ কানীমিশ্র সনাতন আর হ্রিদাস। উংকলের সভে কান্দি
ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে। পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে॥ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য অমুজ্জ
সহায়। প্রভু প্রভু বলি ডাকে শুন গৌররায়॥ অনেক
রোদন কৈল সব ভক্তগণ। ইহা বা লিখিব কত অবোধ
লোচন॥ সম্যক্ প্রভুর গুণ করিল বিস্তার। এবে না
দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার॥ মিনতি করিয়া বলি শুন সব
জন। দিবা নিশি ভজ ভাই গৌরাঙ্গ-চরণ॥ নির্মাণ হইয়া
সভে শুন গোরাগুণ। ভবব্যাধি নাশিবার এই সে কারণ॥
এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন। শেষখণ্ড সায় হৈল
প্রভুর কীর্ত্তন॥ *॥ ৪॥ *॥

গৃহব্যবহার কথা শুন সর্বজন॥ হেনই সময়ে করে
হিরিসঙ্কীর্ত্তন ॥ সভে সভাকার চিত্ত কর আরাধন। সত্য করি
জানিহ শ্রীবৈঞ্চব-চরণ॥ গৌরপদ-কমলেমো করিয়ে প্রণতি।
তিলেক করুণা-দিঠে কর অবগতি॥ শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর
আমার। প বিশেষে কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥ তাঁহার
চরিত্র আমি কি কহিতে জানি। আপন বুদ্ধির শক্ত্যে যেরূপ
অনুমানি॥ অভিমান কেহ কিছু না করিহ মুনে। প্রণতি
করিয়ে নিজগুরুর চরণে॥ যার পদ-পরসাদে আমি হেন

[†] শ্রীনরহরিসরকার ঠাকুরের বিশেষ বিবরণ টুকু আদর্শ পুস্তকে ছিল না, অপর পুস্তক হইতে উদ্বত হইল।

ছার। তো সব ঠাকুর গুণ কহোঁ তোসভার। শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার। বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভার যাঁহার॥ অনু-কূলে কৃষ্ণপ্রেমা কৃষ্ণময়-তনু। অনুগত জনে না বুঝায়ে প্রেমা বিসু॥ অসংখ্যজীবেরে দয়া কাতর-হৃদয়। কৃষ্ণ-অনুরাগে দদা অথির আশয়॥ রাধাকৃষ্ণ-রদে তকু গড়িয়াছে থেন। ভাবের উদয়ে বলি যথন যে হেন॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণেকে শ্রী-্রাধার আবেশে। রাধাকৃঞ্-রদ মূর্ত্তিমন্ত পরকাশে॥ চৈতন্স-সম্মত পথে সে শুদ্ধবিচার। অতুল সরস ভাবে সব অব-তার॥ . সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সমান পিরিতি। সকল সংসারে যাঁর নির্মল কিরিতি॥ তার ভাতুস্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর। সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর ॥ কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগমন মোহে। নাহি ভিন্নাভিন্ন সব্ সমান ं मित्नरह ॥ मर्जना यधूत वागी वलरा वलता। मर्जनाल ना দৈথিল উৎকট কথনে॥ চাতুরী মাধুরী লীলা বিলাস লাবণ্য। রুসময় দেহ দেই সংসারের ধন্ত॥ পিতা যাঁর মহামতি 🕮 মুকুন্দদাস। চৈতত্মসম্মত পথে মধুর বিলাস। কি কহিব আর অস্ত্র পারিষদ যত। পৃথিবীতে আইলা দভে নাম লব কত॥ সমুদ্রের জল যবে কলসা করি মানি। পৃথিবীর রেণু যবে একে একে গণি॥ আকাশের তার। যবে গণিবারে পারি। তভু গোরা-অবতার লিথিবারে নারি॥ মুঞি অতি অল্লবুদ্ধি কি কহিব আর। মুরুথ হইয়া করি বেদের বিচার॥ অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যরত্ন চাহি। থর্ক যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহি॥ পঙ্গু মহী লঙ্গিবারে করে অহঙ্কার। ক্ষুদ্র পিপীলিকা চাছে গিরি বাহিবার॥ ঐছন আমার আশা হৃদয়ে বিশাল। গোরা-অবতার কথা কহিতে বিচার॥ কর যোড় করি বল শুন স্ক্রজন। বাচাল করয়ে গোরাগুণে মূক জন। নির্জিহ্ব কহয়ে সে প্রকট পটুবাণী। না পঢ়ি মুরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী॥ পৃথিবী জনম মহা মহাভাগবত। কুঞ্চের গোপত কথা করয়ে বেকত॥ অকারণে করণা করয়ে সর্বজীবে। মাতা যেন ছুরন্ত তনর পরিষেবে ॥ ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অবাধ। অধ্য হইয়া অমৃতেরে করে। সাধ॥ শ্রীনরহরিদাস দয়াময় দেহে। কি দেখিয়া করে নোরে অবাধ সিনেহে॥ তুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি অনাচার। অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমার ॥ তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব-প্রসাদে। এই ভরদায়ে পুঁথী হইল অবাধে॥ বৈষ্ণব-প্রদাদে কিছু যে জানি প্রকাশ। প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস॥ তার পদ-প্রসাদে এ পথের প্রতি আশ। গৌরগুণ কহিবারে কঁরো অভিলাষ॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীণ। সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীণ ॥ লোক নিস্তারিতে **হৈল** চৈতন্মচরিত্র। তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র॥ শ্লোক-বন্ধে কৈল গৌরগুণের কবিত্ব ণ । তাহাই হইল এবে সক-

^{† &}quot;আশৈশবং প্রভূচরিত্রবিলাস্বিজ্ঞিঃ কৈশ্চিন্ম্রারিরিতিমঙ্গলনাম্পেরিঃ।

যদ্যদ্বিলাস্ল্লিভং সমলেথি ভজ্জৈ-স্তভ্দিলোক্য বিলিলেথ শিশুঃ স এবঃ॥

(ক্বিকর্ণপূর্ক্ত চৈত্সচ্রিতামৃত ২০।৪২)।

ইহাতেও জানা যায় যে, প্রথমতঃ মুরারিগুপ্ত চৈতন্তদেবের বাল্য হ্ইতে সমস্তলীলা দর্শন করিয়া "চৈতন্তচরিত" নামে সংষ্কৃত মহাকারা প্রণয়ন করেন। এবং কর্ণপূর্ও তদ্দর্শনেই "চৈতন্তচরিতামৃত" সংস্কৃত মহাকার্য রচনা করেন। লোচনদাস ও ঐ মূল আদর্শ "চৈতন্তচরিত" হইতেই স্বীয়

লের সূত্র। শুনিয়া মাধুরীলোভে চিত উত্রোল। নিজদোষ না দেখিলু মন হইল ভোল। শুলাঁচালী-প্রবন্ধে আমি
রচিল এখন। দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম। অধিকারী নহোঁ ততু করিলু দাহদা। বৈষ্ণবকরুণা দেখি মনের
ভরদা। সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড অপূর্বর ব্রহ্মাণ্ড। যত আদি রহস্থ
কহিল মধ্যখণ্ড। মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুণার ঘর। শেষখণ্ড
কথা তিন খণ্ডের যে পর। চারি খণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণবকুপায়। সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়। গৌরগুণ কথা
এই অমৃতসমুদ্র। কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র।
আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক। বৈষ্ণবরুপার বলে
বলিল যতেক। কর যোড় করি বলো কাতর-বয়ানে। আল্ল
নিবেদিউ মুঞ্জি বৈষ্ণবচরণে। মো অধিক অধম নাহিক মহীমাঝা বৈষ্ণবরুপার বলে দিদ্ধ হইল কাজ। চৈত্ত্যচরিত্র-কথা
কহিতে কে জানে। সম্বরিতে নারি কিছু কহিল বদনে।

চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ। বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কু-প্রাম § নিবাস। মাতা মোর শ্রীশ্রীমতী সদানন্দী নাম। যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ কাম। কমলাকরদাস নাম পিতা জন্মদাতা। যাঁহার প্রসাদে কহি গৌর-গুণগাথা। সংসারেতে জন্ম দিল সেই পিতা মাতা। মাতামহ কুল তার

গ্রাছের প্রতিপাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বস্ততঃ কি বাঙ্গালা চৈতভাচরিতাম্ত, কি বাঙ্গালা চৈতভাভাগবত, চৈতভাদেবের যে কোন লীলাগ্রহ আছে সে সম-তেরই মূল অবলম্বন মুরারি ওপ্ত কৃত "চৈতভাচরিত"।

১৫২ পৃঠে পাঁচালীর বিশেষ কথা দেখুন।

^{\$} বিজ্ঞাপনের ১ম পৃষ্ঠে কু.গ্রামের কথা দেখুন।

শুন কিছু কথা॥ পিতৃকুল মাতৃকুল বৈদে এক গ্রামে। ধক্ত মাতামহী দে অভয়া দাদী নামে॥ মাতামহের নাম প্রীপুরু-দোত্তম গুপু। নানাতীর্থ-পৃত দেহ তপস্থায় তৃপু। মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র। সহোদর নাহি মাতামহের যে সূত্র॥ যথা তথা যাই দে ছল্লিল § করে মোরে। ছল্লিল লাগিয়া কেহ পঢ়া'বারে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে পঢ়াইল অক্ষর। ধন্ত দে পুরুষোভ্রমগুপু চরিত্র তাঁহার॥ তাঁহার চরণে মুঞি করো নমস্কার। চৈতন্তচরিত্র লিথি প্রদাদে যাঁহার॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা। নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা॥ তাঁহার প্রসাদে বেবা করিল প্রকাশ। পুস্তক করিল সায় এ লোচনদাস॥

॥ *। ইতি শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্ত-মঙ্গলে শেষথণ্ড সম্পূর্ণ ॥ *।। ৪॥ *।।

> নাচাড়ী ১৬। শ্লোকঃ ১। ' চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

(স্ত্রথণ্ডে শ্লোক ২০। আদিখণ্ডে ২। মধ্যথণ্ডে ২৫। শেষ্থণ্ডে ১। স্ত্রথণ্ডে নাচাড়ী ২০। আদিখণ্ডে ২৪। মধ্যথণ্ডে ৪১। শেষ্থণ্ডে ১৬।)

[§] ছলিল—আছ্রে। এই অর্থটি বিষ্ণুপ্রিয়া ইইতে লক্ক। প্রথম বিজ্ঞান্পন ৮০ পৃষ্ঠা দেখুন। ১৩০০। ১লা বৈশাথের বিষ্ণুপ্রিয়াতে সম্পাদক আমানদের চৈতন্ত্য-মঙ্গলের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। অন্ত কথা মানিলাম, কিন্তু সব স্থানেই কি ত্রিলোচন নাম ইইতে পারে ?! থেখানে "আনন্দেলোচনদাস গোরাগুণ গায়" (৬৫ পৃ) এই-ক্রপ লেখা আছে, তথায় "এ" পাইবেন কোথায় ? যে "ত্রি" করিবেন। স্বীকার করি "ত্রিলোচন" নাম, কিন্তু চলিত নাম কি ধরা দোষ, তাহা বিজ্ঞাপনে বিশেষ প্রকাশ আছে। নামের একাংশ ত অনেক স্থলেই দেখা ও শুনা যায়। লোচনের জীবনীর কিঞ্জিৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার বটে, অধিকই নিজের।

অন্ত্য-মঙ্গলাচরণম্।
নমো গুরুভ্যঃ করুণার্গবেভ্যঃ।
শ্চানৈত-শ্রীবাস-গদাধরেভ্যঃ।
স্বভক্তর্বন্দঃ পরিবেষ্টিতেভ্যশ্বৈতত্যদেবেভ্য ইহাস্ত মে নমঃ *॥
শ্রীল-চৈতত্যদেবস্থ লীলাকুলবিলাসিতং।
চৈতত্যমঙ্গলং শশ্বং স্বদ্তাং ভক্তচেত্সি॥

সন ১৩০০। ১লা বৈশাখ।

^{* &}quot;নমো গুরুভাঃ" এই শ্লোকটি আদর্শ পুস্তকে ছিল না। অপর পুস্তক হইতে উদ্ব হইল। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যস্থিত বলিয়া গণনা করা হইল না। বন্দনা-শ্লোক ধরা হইল, কারণ পরিচ্ছেদের শেষেই ছিল। এবং তজ্জ্জাই অর্থাৎ শেষের বলিয়া অঙ্কপাতও হইল না। এই গ্রন্থে শ্লোক সাকল্যে ৫১টী, গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথমটী বর্ণনার প্রমাণ-স্বরূপ শ্লোক নয় (মঙ্গলার্থ)। বলিয়া বাদ দিলে ৫০টীই হয় দ্বিতীয়টী নব্যশ্লোক সংশোধকক্কৃত।

স্থচীপত্র।

সূত্ৰথণ্ড। (১<u>--</u>৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রথমতঃ গৌরাঙ্গ ও তদীয় ভক্তগণের বন্দনা এবং গ্রন্থকর্ত্তার গুরু প্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বন্দনা। শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাবাদি। অতীব সংক্ষেপে গৌরলীলার হত্র বর্ণনা। কলিযুগে পাপবাহল্য দর্শনে মহান্মা নারদম্নির আক্ষেপ ও দ্বারকায় প্রীক্ষম্ব এবং ক্রিন্থিনমীপে গমন এবং তৎসমীপে কলিযুগের বিষয় ক্রীর্ত্তন। প্রীক্ষম্ব নারদসমীপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইব বলিয়া স্বীকার করেন ও ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতিকে অবতীর্ণ হইবার জন্ম. নারদ্বারা সংবাদ দেন। নারদ্বারা ক্ষম্প্রসাদ লাভে কৈলাসে শিবের আনন্দ। ঐ প্রকার ব্রন্ধলোকে সংবাদ দান। তাঁহাদের আনন্দ। এবং চতুর্গের অবতার বৃত্তান্ত। ক্রম্বা, শিব ও অন্যান্থ দেবগণের কলিতে আবির্ভাবের বিষয় নারদ সর্বাত্ত ঘোষিত করেন। ক্রম্বানী সহিত ব্রীক্ষ্ম "কলিতে গৌরাঙ্গ হইবার বিষয়" কথোপকথন করেন। শচী জগন্নাথ ও অন্যান্থ যাবতীয় ভক্তর্নের আবির্ভাব বর্ণন। লোচনদাস মহাশয়ের ইচ্ছা,: গৌরগুণবর্ণনেই গ্রন্থসমাপ্তি হয় স্কৃত্রাং আদিথপ্ত হইতেই গৌরাঙ্গ-দেবের জন্মলীলা আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্মই যাবতীয় ভক্তের আবির্ভাব এই স্বর্থপ্তেই বর্ণিত হইয়াছে।

আদিখণ্ড। (৫৯—১৫২ পৃষ্ঠা)

শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ত্তে মহাপ্রভুর আশ্রয় লাভ। শচীর গর্ভাবস্থা কালে
শান্তিপুর হইতে অধৈত নবদীপে আদেন ও প্রচ্ছন্নভাবে সমাগত দেবগণের
সহিত গর্ত্তের বন্দনা করেন। ১৪০৭ শকের ফাল্পনী পূর্ণিমার গ্রহণ ও তাহার
শোভা বর্ণন। গর্ভবর্ণন, শচীর দেহকে জ্যোতির্দ্ময় রূপে বর্ণন। চক্সগ্রহণকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। নবদীপে মহানন। জগন্নাথগৃহে লোকারণা,
পুত্রমুখ দর্শনে নানাবিধ দান ও অনন্দোৎসবের চরমভাবে বর্ণনা। মহাপ্রভুর

नाम कर्त्र वानानीना, भोतांत्र परवर्त्र श्रेश्वर विषय श्रेश्न पर्नन, प्रवर्गकर्त्वक গৌরাঙ্গ স্তৃতি, অশুচি স্থানে যাইলে এবং মাতা তিরস্কার করিলে জননীর প্রতি প্রভূ তত্তজান উপদেশ দেন। পুত্রের ঔদ্ধত্য দেখিয়া শচীর "আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত। হৃদ্ধ কালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত ॥" ইত্যাদি ক্লপে স্নেহ স্চক আক্ষেপ। নবছীপের ঘাটে জলকেলী, বালিকা-গণের নৈবেদ্য কাঢ়িয়া লওয়া, উপনয়ন (১৪ পৃ), জগন্নাথমিশ্রের স্বর্গারোহণ ্(১০২ পৃ), বিদ্যারম্ভ, বল্লভাচার্য্যের কন্তা লক্ষীদেবীর সহিত বিবাহ (১০৫পু), পল্মা নদী পার হইয়া বঙ্গদেশে যাত্রা (১২৬ পৃ), দর্পাঘাতে বিরহকাতরা লক্ষীর প্রাণবিয়োগ (১২৮ পৃ), লক্ষীর পূর্বজন্মের কথা (১৩১পৃ), কাশীনাথ পণ্ডিতের ঘটকালীতে সনাতনমিত্রের কন্তাবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত চৈতন্তদেবের দ্বিতীয় বিবাহ (১৩২ পূ), পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গয়াযাত্রা (১৪৪ পূ), পথমধ্যে জর হওয়ায় অসভ্য নীচ ব্রাহ্মণের পাদেদিক পানে জরনিবারণ (১৪৬ পু), হালিসহরবাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ (১৪৭ পৃ), মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্তি (১৪৮পৃ-২পং), হাদয়ক্ষেত্রে প্রমোন্মত্ততার বীজ বপন (ঐ), গয়াতে পিণ্ড-দানাদি (১৪৯ পূ.), তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া পুনশ্চ নিবৃত্তি ও নব-দ্বীপে উপস্থিতি ও শচীদেবীব সহ সাক্ষাৎকারাদি।

মধ্যখণ্ড। (১৫৩—২৮৯ পৃষ্ঠা)

ভক্তদহ দাক্ষাৎকীর। রুক্ষভক্তি ও হরিনামের প্রাণান্ত। ভক্তদঙ্গে আন্তরিক ভাব লইয়া আলোচনা, মুরারিমিশ্র কৃত সংস্কৃত চৈতন্তচরিত নামক কাব্যের অন্তর্গত "রামাষ্টক" আশ্বাদ (১৮১ পৃ), নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত প্রথম মিলন (১৮৮ পৃ), শ্রীনিবাদগৃহে নিত্যানন্দ সহিত কীর্ত্তন বিলাদ। নিত্যানন্দের কৌপীন লইয়া ভক্তমন্তকে বন্ধন (১৯৭ পৃ), নিত্যানন্দাদি ভক্ত সঙ্গে মহা দমারোহে দঙ্কীর্ত্তন, জগাই মাধাই উদ্ধার (২০০—২০৯ পৃ), রন্দাবন-ভাবোন্দাম (২২৭ পৃ), কেশবভারতীর সহিত দাক্ষাৎ (২২৯ পৃ), সন্মান্দের স্ত্রপাত (২৩৫ পৃ) বৈরাগ্য ভাব প্রদর্শন, শচীর বিলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিদ্রিতাবস্থায় ভ্যাগ করত গঙ্গা পার হইয়া (পশ্চিম পার দিয়া) কাটোয়া মাত্রা (২৪৭ পৃ), ডক্তগণের বিরহ, কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্মাদ

প্রার্থনা (২৫০ পৃ), ভারতীর প্রত্যাধ্যান, মহাপ্রভুর বিনয়। সন্থাস-মন্ত্র
দান করিতে পরাঘূথ হইলে ভঙ্গীতে ভারতীর কর্ণে স্বয়দৃষ্ট মন্ত্র বলিয়া দেওয়া
(২৫২ পৃ), ক্রোরকালে নাপিতের থেদ ও বর প্রাপ্তি (৩৫৪ পৃ), সয়্যাস
গ্রহণের পর রাচ দেশে ভ্রমণ, নবদ্বীপে আগমন, শান্তিপুরে অইন্টেভভবনে
মিলন, নীলাচল যাত্রা, পথে নিত্যানন্দ বর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ (২৬৯ পৃ)
ঘাটোয়াল-গণের নিকট ভক্তগণের উদ্ধার ও একজন ঘাটোয়াল এক ভক্তের
কম্বল কাড়িয়া লইলে ঘাটোয়ালকে প্রস্বর্গ্য দেখাইয়া উদ্ধার, নানাভীর্থ দেখিতে
দেখিতে একাম্র নগরে উপস্থিতি ও শিবদর্শন, প্রসাদি পানা (সরবৎ) পান,
শিবপ্রসাদ গ্রহণের সমাধান (২৭৯ পৃ), পুরীতে মার্কগুদি দর্শন (২৮১ পৃ),
সার্কভৌম মিলন, ষড্ভুজ মৃর্ভি দেখান, সার্কভৌম কর্তৃক ন্তব্র, যাহার নাম
"চৈত গ্রসহন্রনাম" (২৮৬—২৮৮ পৃ)।

শেষখণ্ড। (২৯১—৩৪৬ পৃষ্ঠা)

জীয়ড় নৃসিংহাদি দাক্ষিণাত্যতীর্থ ভ্রমণ, জীয়ড়ের উৎপত্তি বর্ণনা (২৯২ পু), কাঞ্চীনগরে উপস্থিতি তাহার ঘটনা (২৯৬ পু), কাবেরী সেতৃবন্ধাদি অনেক তীর্থ দশন, নৃসিংহানন্দ পুরী কানাইর নাট্যশালা পর্যান্ত মনে ২ এক প্রেকাণ্ড জাঙ্গাল (সেতৃ) নির্মাণ করেন প্রভুর সেই পর্যান্ত গমন, নীলাচলে আসিয়া ঝাড়িপথে বৃন্দাবন যাত্রা তথায় যাইয়া কঞ্চলাস সঙ্গে সমন্ত স্থান দর্শন, পুনশ্চ নীলাচলাভিমুথে যাত্রা, পথে গোয়ালার ঘোল থাইয়া কলসী পূর্ণ করিয়া অর্থদান (৩২৫ পু), নবদ্বীপে উপস্থিতি ভক্তসঙ্গে মিলন, জননী শচীদেবীর সাক্ষাৎ, সকলকে প্রবোধ দিয়া নীলাচল যাত্রা, প্রতাপক্ষত্রকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া উদ্ধার, জাবিড্বাসী দরিজ ব্রাহ্মণ ধনার্থে জগল্লাথ সমীপে হত্যা দেয় সমুজজলোথিত বিভীষণের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন ও দারিজ্য মোচন (৩৩২—৩৩৮ পু), ভক্তগণ সমীপে শেষ বিদায় লইয়া অতীব কাতর ভাবে জগল্লাথ দর্শনে গমন ও তাঁহার অঙ্গে বাহু ভিড়িয়া লীন হওয়া (৩৩৯—৩৪০ পু) গুঞ্জাবাড়ী হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ দারা জগল্লাথদেবের দার উদ্বাটন ও গুঞ্জাবাড়ীতে "মহাপ্রভুর অদর্শন" হইয়াছে, ইহা ঐ ব্রাহ্মণের

প্রত্যক্ষ বিষয়, এতি বিষয়ের বর্ণন (৩৪০ – ৩৪১ পৃ), নীলাচলে ভক্তগণের বিরহ, শ্রীনরহরি সরকারের বৃত্তান্ত (৩৪১পৃ), গ্রন্থকর্তা লোচনদাসের বিশেষ পরিচর (৩৪৪ পৃ), গ্রন্থ সম্পূর্ণ (৩৪৬ পৃ)।

श्ठीभव मन्मूर्।

অশুদ্ধশোধন = এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনের ৪ (।•) পৃষ্ঠার ১৭ পঙ্ক্তিতে "সাক্ষাৎকারের" এই স্থলে "অদর্শনের" এই রূপ হইবে।